ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্রাট্‌গণের পিতা

ও

বর্ত্তমান ভারতেশ্বরীর স্বামী

রাজকুমার আলবার্টের জীবনী।



জন্‌ রড্‌ রেণী, এফ্‌. আর্‌. জি. এস্‌.

কর্ত্তৃক

সার্‌ থিয়োডোর্‌ মার্টিনের অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক

তদীয় গ্রন্থের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া

অনুবাদিত।

কলিকাতা

সংস্কৃতযন্ত্র।

খৃষ্টাব্দ ১৮৯২।

সংবৎ ১৯৪৮।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৪	... ২৪	.. প্রিন্স লিনিঞ্জেন আর্‌নেষ্ট	... লিনিঞ্জেনের রাজকুমার আর্ণেষ্ট
৫	... ৫	. হইবেন।	হইবেন।"
৪৯	... ১৪	.. ১৩ ই	১৪ ই
,,	... ১৯	. তখন তাঁহার রাজ্ঞীর ...	তখন রাজ্ঞীর
,,	... ২০	. সহিত পরম সখ্যতা ...	সহিত তাঁহার পরম সখ্যতা
৫০	... ৬	. সেপ্টেম্বর	আগষ্ট
,,	... ২৪	. ৩১	২১
৫২	... ১১	. . অস্‌বরণ	উইণ্ডসর
৫৬	... ৩	. মস্য	মৎস্য
৬৭	... ৮	. . গবর্ণর প্রূশিয়ার রাজকুমার	... গবর্ণর ও প্রূশিয়ার রাজকুমার
৭৫	... ১০	. পিতা	পিতামহ
৮৮	... ১২	. কিপ্‌স	ফিপ্‌স
৯৫	... ১৬	.. কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, আমি	... কিন্তু আমি
৯৬	... ৩	. আসবি	আস্‌লি
১০৮	... ১৩	. ফেপ্‌স	ফেল্‌পস
১০৯	... ৮	. . ফেপ্‌স	ফেল্‌পস
১২৫	... ২২	. . ইংলণ্ডের	"ইংলণ্ডের
১৩১	... ৬	. বৃদ্ধা	সম্ভ্রান্ত বংশীয়া স্ত্রীলোক
১৪০	... ১৬	. কন্ট	কনট্‌
১৪২	... ২৫	. . আপনি	"আপনি
১৪৮	... ১৬	. . হইয়াছিলেন।	হইয়াছিলেন।"
১৪৯	... ১২	. . পর্ব্বতে	গ্রামে
১৫৬	... ১৮	. ব্রিজল্‌ বেনকে	ব্রিডালবেনকে
,,	... ২১	. . ঢক্কাশব্দ	তুরীশব্দ
১৫৭	... ৬	. কন্টকে	কনট্‌কে
১৫৭	... ৯	. আবার...	আর্থার
১৬১	... ১৯	. শেষ	প্রায় শেষ
১৬৪	... ২৪	. . রসদের	কামান প্রভৃতির
১৬৮	... ১৪	. . ১৮৫০	১৮৫৩
১৬৯	... ১৬	. . মিত্রভাষী	মিতভাষী
,,	... ২২	.. আপনার প্রিয়তম ...	আপনারও প্রিয়তম
১৭০	... ১০	. ধাক্কা...	টাকা
১৭২	... ৬	. পত্নী সম্রাট	পত্নী
,,	... ৮	. . সম্রাট	সম্রাটপত্নী

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
১৭৩	৯	প্রতিদ্বন্দীদিগকে	প্রতিদ্বন্দ্বিদিগকে
১৭৭	৩	ফরাসী	ইংরেজ
,,	,,	তদীয় সহযোগিগণের	তদীয় ফরাসি সহযোগিগণের
১৯৪	২৪	এক	পাঁচ
১৯৬	১৮	পূর্ব্বে	পরে
২০৩	২১,২২	রোজ	রোস
২০৪	১	রক্ষা	অধিকার
২০৭	৮	যৎসামান্য নিদর্শন	নিদর্শন
২১৯	৪	আমর	আমার
২২০	৯	রাত্রি	অপরাহ্ণ
২২৩	১৪	ইন্‌কার	ইন্‌কার্ম্ম ন
২২৫	১০	কন্যার	কন্যাগণের
২৩২	৪	৩০	৩১
২৩৬	১৪	গলদেশে	বক্ষঃস্থলে
২৫৭	২১	পিতৃব্যপত্নী	পিতৃষ্বসা
২৭৮	২	ডিসেম্বর	নভেম্বর
২৭৯	১৫	রাজকীয় উপাসনালয়ের সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদে	সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদের রাজকীয় উপাসনালয়ে
২৮০	৮	ফিট্‌জ	ফ্রিট্‌জ
২৮২	১০	পরদিবস	পর
২৮৩	১৫	প্রাসাদে	নামক প্রকোষ্ঠে
২৯১	১u	ভার্ণনের	ভার্ণন স্মিথের
৩২০	১০	১৭ ই	১ লা
৩২৭	৪	আমর	আমার
,,	৬	হস্তধারণ করিয়া	মধ্যে অবস্থিতিপূর্ব্বক।
৩৩৭	১	পক্ষীগণের	পক্ষিগণের
৩৫০	৩	লর্ড	লেডি
,,	১১	জামাতা	পুত্রবধূ
৩৫৪	১৩	সার	লর্ড
৩৫৯	১৬	আল্‌ফ্রেড	আলবার্ট
৩৬২	৬	হোসি	হেসি
৩৬৫	১৩	প্রাতঃকালে	সন্ধ্যাকালে
৩৮০	৪	আছে	আছে।"
৩৯৩	১৯	জর্জ্জ	জেম্‌স
৪১২	৫	রুশিয়ার	জন
৪২২	১৩	পরিত্যাগ	পরিবর্ত্তন
৪৩১	২০	সুখ	মুখ

রাজকুমার আলবার্টের জীবনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট, ফ্রান্সিস্ চার্লস আগষ্টাস্ আলবার্ট এমানুয়েল সুপ্রসিদ্ধ কোবর্গ নগর হইতে দুই ক্রোশ ব্যবধান রোস্‌নো নামক তদীয় পিতার আবাসস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই সচরাচর প্রিন্স অর্থাৎ রাজকুমার আলবার্ট নামে অভিহিত। তাঁহার পিতা আর্‌নেষ্ট জার্ম্মাণির অন্তঃপাতী সাক্স কোবর্গ সল্‌ফিল্ড বিভাগের ডিউক ও তদীয় মাতা লুইস অন্যতম বিভাগ সাক্স গোথা আল্‌টেন্‌বর্গ-ডিউকের কন্যা। আলবার্ট তাঁহার পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর্‌নেষ্ট এক বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং যথাসময়ে সাক্স কোবর্গ ও গোথার ডিউক পদে অভিষিক্ত হয়েন।

রাজকুমার আলবার্টের জন্মগ্রহণের তিন মাস পূর্ব্বে তদীয় পিতৃষসা ডিউক অব্ কেণ্টের পত্নী, ২৪শে মে, লণ্ডন নগরে কেন্‌সিংটন নামক রাজপ্রাসাদে এক কন্যা প্রসব করেন। ইনিই বর্ত্তমান ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া। অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলে সিবোল্ডনামক জনৈক মহিলা উভয়েরই ধাত্রীপদে নিয়োজিত হয়েন, এবং অধ্যাপক জেঞ্জলার যিনি কুমারের দীক্ষা ও নামকরণ কার্য্য সমাধা করেন, তিনিই এক বৎসর পূর্ব্বে ডিউক অব্ কেণ্ট ও তদীয় পত্নীকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

রাজকুমার আলবার্ট বাল্যকালে অতিশয় সুশ্রী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল ও কৃশ ছিল। তিনি ধীর-প্রকৃতি, কার্য্যতৎপর ও কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। অতি শৈশবাবস্থা হইতে কুমারের চিন্তাশীলতা ও জ্ঞানোপার্জ্জনস্পৃহা বলবতী দৃষ্ট হয়। তিনি সত্বর পাঠাভ্যাস করিতে পারিতেন ও সর্ব্বদাই পাঠাভ্যাসে রত থাকিতেন। তিনি অতিশয় পরোপকারপ্রিয় ছিলেন এবং সুবিধা পাইলেই অপরের সাহায্য করিতে বিরত হইতেন না। তদীয় হৃদয় এরূপ কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ ছিল যে তিনি সামান্যমাত্র উপকারও কদাচ বিস্মৃত হইতেন না। দশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তিনি প্রায় সর্ব্বদাই পীড়ায় ক্লেশ সহ্য করিতেন। পীড়িতাবস্থায় তাঁহার স্বভাবের কোমলতার পরিচয় পাওয়া যায়; তৎকালে তদীয় অন্তঃকরণ সমধিক উদারভাব ধারণ করিত; তিনি অসামান্য কল্পনা সমুদায় উদ্ভাবন করিতেন এবং শারীরিক সুস্থতা লাভের পর সেই সমুদায় কার্য্যে পরিণত করিতে মনস্থ করিতেন। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি আন্তরিক অসুখী ছিলেন বটে, কিন্তু তদীয় কার্য্য ও চিন্তাগত মনোরম প্রকৃতি সম্পূর্ণ দেবভাবের পরিচয় প্রদান করিত। সবল ও পবিত্রচেতা বালকের ন্যায় তিনি প্রফুল্ল ও সন্তুষ্টচেতা ছিলেন ও মনুষ্যজীবন ও মানবপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া প্রীতিলাভ করিতেন। তাঁহার হাস্যোদ্দীপক অনুকরণশক্তি অতি প্রবল ছিল; কিন্তু পাছে কাহারও মনে ক্লেশ হয়, এই আশঙ্কায় তিনি অতি সাবধানে অনুকরণ ক্রিয়া দ্বারা কৌতুক করিতেন। কাহারও প্রতি উপহাস বা ঘৃণাপ্রদর্শন করিবার নিমিত্ত কখনও ঐ শক্তি পরিচালিত করেন নাই।

কাউণ্ট আর্থার মেন্সডর্ফ কহেন যে, তিনি কেবল অন্যায় ও অসৎ কার্য্য দেখিলেই ক্রুদ্ধ হইতেন এবং এতদ্বিষয়ে এক ঘটনা

বর্ণনা করেন। "এক দিবস আলবার্ট, আর্নেষ্ট, ফার্ডিনাণ্ড, আমি ও অন্যান্য কতিপয় বালক একত্র পূর্ব্বোক্ত রোস্‌নো স্থানে ক্রীড়া করিতে ছিলাম। আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দুর্গের পার্শ্ববর্ত্তী পুরাতন জীর্ণ উচ্চগৃহ আক্রমণ করিতে ও অপরে তাহা রক্ষা করিতে ব্যাপৃত হইলে পর আমাদিগের মধ্যে এক জন কহিলেন যে এই গৃহের পশ্চাদ্ভাগে এরূপ এক স্থান আছে যে তাহা দ্বারা অলক্ষিত ভাবে প্রবেশ করিতে এবং অনায়াসে গৃহ অধিকার করিতে পারা যায়। আলবার্ট কহিলেন যে এরূপ গুপ্তভাবে আক্রমণ করা স্যাক্সন বীরপুরুষগণের অযোগ্য; তাঁহারা সর্ব্বদা শত্রুর সম্মুখভাগ আক্রমণ করেন। তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমরা এরূপ সরলভাবে যুদ্ধ করিলাম যে আমি তৎপক্ষীয় হইলেও আলবার্ট ভ্রমবশতঃ আমার নাসিকাদেশে এরূপ এক মুষ্ট্যাঘাত করেন যে তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই গুরুতর আঘাতের নিমিত্ত কুমার যৎপরোনাস্তি অনুতপ্ত হইয়াছিলেন।"

রাজকুমার আলবার্ট ও তদীয় ভ্রাতা উভয়েই তাঁহাদিগের পদোপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা করেন। তাঁহারা ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, লাটিন ও ইয়ুরোপীয় আধুনিক অন্যান্য ভাষা, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। রাজকুমার আলবার্ট বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় অভিরুচি প্রদর্শন করেন। তিনি পরম যত্ন সহকারে প্রাণিবৃত্তান্ত পাঠে মনোনিবেশ করেন। তৎকালে তিনি যে সমুদায় গবেষণা করিয়াছিলেন তাহা হইতে যথার্থ পরিদর্শনাভ্যাস শিক্ষা করিয়া অবশেষে এই বিশেষ গুণনিবন্ধন সুখ্যাতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা আর্নেষ্টেরও ঐ গুণ ছিল। তাঁহাদিগের বাল্যকালীন সংগৃহীত দ্রব্যাদি হইতেই কোবর্গের

বর্ত্তমান "আর্‌নেষ্ট আল্‌বার্ট" নামক মিউজিয়মের (যাদুঘর) সূত্রপাত হয়।

রাজকুমার আলবার্ট বাল্যকাল হইতেই মৃগয়াশীল ব্যক্তি-গণের সহিত মিলিত হন। তদীয় পিতা ও ভ্রাতা মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। তিনি মৃগয়ায় আসক্ত ছিলেন না বটে কিন্তু ইহাতে ব্যায়াম ও নানাবিধ নয়নতৃপ্তিকর মনোহর স্বভাবের শোভা ও বিবিধ নৈসর্গিক ব্যাপার দর্শন জনিত আনন্দলাভ হয় বলিয়া তিনি ইহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন না। এইরূপ স্বাস্থ্য-কর আমোদে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি লাভ করিয়া তিনি শৈশবকালীন দুর্ব্বলতা অতিক্রম পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে কার্য্যক্ষম, প্রফুল্লচেতা ও সুস্থ হইলেন।

কোবর্গ ও ইংলণ্ডের রাজবংশ বহুকাল হইতেই বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ ছিল। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কুমারের কনিষ্ঠ পিতৃব্য প্রিন্‌স্‌ লিওপোল্ড তদানীন্তন ব্রিটীশসিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধি-কারিণী চতুর্থ জর্জের দুহিতা রাজকুমারী সার্লটির পাণিগ্রহণ করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ৫ই নবেম্বর রাজকুমারী কালের করালকবলে নিপতিত হয়েন। তদীয় মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ডিউক্‌ অব্‌ কেণ্ট ৫১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ডিউক্‌ অব্‌ কোবর্গের কনিষ্ঠা ভগিনী ভিক্টোরিয়া মেরিয়া লুইস নাম্নী রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। রাজকুমারী লুইস ইতিপূর্ব্বে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লিনিঞ্জেনের রাজকুমার ইমিক্‌ চার্লস্‌কে বিবাহ করিয়া ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বিধবা হয়েন। তদীয় প্রথম পরিণয়জনিত চার্লস্‌. ইমিক্‌ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কালগ্রাসে নিপতিত হয়েন, তদীয় পৌত্র প্রিন্স লিনিঞ্জেন আর্‌নেষ্ট এক্ষণে ব্রিটীশ রণতরির জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ।

ডিউক্‌ অব্‌ কেণ্টের অগ্রজ ডিউক্‌ অব্‌ ক্লারেনস্‌ চতুর্থ উই-

লিয়ম নামে অভিহিত। তদীয় পরিণয়ে ব্রিটীশসিংহাসনের উত্তরাধিকার বিষয়ে সন্দেহ হইলেও, ডিউক্ অব্ কেণ্ট রাজকুমারীকে অতি শৈশবাবস্থায় তদীয় বন্ধুবর্গের সমীপে লইয়া কহিতেন "দেখ, দেখ, ইহাকে ভাল করিয়া দেখ! ইনিই ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের রাজ্ঞী হইবেন।" ডিউক্ অব্ ক্লারেন্সের, সাক্স মিনিঞ্জেনের রাজকুমারী এডেলেডের সহিত বিবাহ হয় ও তদীয় গর্ভে দুইটী কন্যা উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাঁহারা অতি শৈশবাবস্থায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। তাঁহার অন্য পুত্রাদি জন্মিবার পক্ষে বহুকাল সন্দেহ ছিল। অতএব রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সমীপে তদীয় সুখকর ভবিষ্যতের বিষয় গোপন রাখা বিজ্ঞতার কার্য্যই হইয়াছিল। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া অবগত হইলেন যে তিনিই ইংলণ্ডীয় রাজসিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী। তদীয় শিক্ষয়িত্রী ব্যারনেস্ লেজেন রাজকুমারীকে সমাচার দেন যে তিনিই সম্ভবতঃ সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী, তাহাতে তিনি বলেন যে "আমি সিংহাসন যতদূর ভাবিতাম তদপেক্ষা নিকটবর্ত্তী দেখিতেছি। অধিকাংশ তরুণবয়স্ক ব্যক্তি রাজ্যলাভে গর্ব্বিত হয় বটে কিন্তু তাহারা বিপদের কথা একবার স্মরণ করে না। রাজ্যলাভে পদগৌরব ও সম্মান লাভ হয় বটে কিন্তু রাজ্যভার তদপেক্ষা গুরুতর"। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ২৩ শে জানুয়ারি ডিউক্ অব্ কেণ্টের সহসা মৃত্যু হয়। তৎকালে রাজকুমারীর বয়ঃক্রম আট মাস মাত্র। তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তদীয় মাতুল প্রিন্স লিওপোল্ড তাঁহার ও তদীয় বিধবা জননীর অভিভাবক পদে নিয়োজিত হইলেন।

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডেশ্বরী হইবেন ইহা স্থির হইবার বহুপূর্ব্বে তদীয় একতর মাতুলপুত্র কোবর্গের রাজকুমারের

সহিত তাঁহার বিবাহ হইবার কথা রাজপরিবার মধ্যে ঘোষিত হয়। তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে রাজকুমার আলবার্টের ধাত্রী প্রায় সর্ব্বদাই আদর করিয়া কহিতেন যে তাঁহার ভবিষ্যৎপত্নী ইংলণ্ডে আছেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রাজকুমারীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী হইবার আর কোনও সন্দেহ রহিল না। ইতি-মধ্যে অনেক বিবাহার্থী তদীয় পাণিগ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করেন; কিন্তু তাঁহার মাতুল বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্ড মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে আলবার্ট ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি তদীয় ভাগিনেয়ীকে সুখিনী করিতে অথবা ইংলণ্ড-রাজ্ঞীর স্বামিত্বের দুষ্কর কর্ত্তব্য প্রতিপালনে সমর্থ নহে। রাজ-কুমারীর মাতা ডিউক অব্ কেণ্টের পত্নী কোবর্গের ডিউক ও তদীয় পুত্রগণকে কেন্সিংটন রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিলেন। এই সময় পরস্পরে সরলভাবে পরিচিত হইবার উপযুক্ত অব-সর হইলেও নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য কুমার ও রাজকুমারীর নিকট অতি সাবধানে গোপন করিয়া রাখা হইয়াছিল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ডিউক মহোদয় সপুত্র ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া তথায় চারি সপ্তাহ বাস করেন। নিমন্ত্রণোদ্দেশ্য সুগুপ্ত রহিল। রাজকুমারী স্বীয় অভিরুচি দ্বারা পরিচালিত হইলেন। এই প্রথম দর্শনে যে শুভ ফল জন্মিয়াছিল তাহা রাজকুমারীর পত্রেই অবগত হওয়া যায়। তিনি তদীয় মাতুল লিওপোল্ডের সমীপে লিখিলেন যে "প্রিয় মাতুল মহাশয়! এক্ষণে আপনার নিকট আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক মদীয় একান্ত প্রীতিভাজন এই ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও তত্ত্বাবধারণে যত্নশীল হইবেন।"

কুমার এ সমুদায় বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহিলেন। রাজকুমারীর স্বামী হইলে যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে তদনুরূপ শিক্ষাদান আরম্ভ হইল। কিন্তু কোবর্গ

সেরূপ শিক্ষার উপযুক্ত স্থান নহে। তথায় উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাইত বটে কিন্তু জনসমাজে সরলভাবে পরিচিত হওয়া প্রয়োজনীয়। তদভাবে মনুষ্যচরিত্র শিক্ষা ও জনসমাজে কি প্রণালীতে চলিতে হয় তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মে না। কোবর্গের সামান্য রাজসভায় তাহা সম্ভবে না। অতএব স্থির হইল যে ইয়ুরোপীয় রাজনীতির কেন্দ্রীভূত ব্রসেল্‌সই উপযুক্ত স্থান ও তথায় কুমার সর্ব্বদা তদীয় পিতৃব্য লিওপোল্ডের সমীপে অবস্থান করিবেন। তদনুসারে কুমার ও তদীয় ভ্রাতা ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন কালে পারিশ নগর পরিদর্শনপূর্ব্বক ব্রসেল্‌স নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজকুমারগণ ব্রসেল্‌সে উপনীত হইয়া ব্যারণ উইক্‌ম্যানের তত্ত্বাবধারণে প্রায় দশমাস কাল অবস্থিতি পূর্ব্বক ইতিহাস ও আধুনিক ভাষাসমূহ শিক্ষায় ব্যাপৃত রহিলেন। রাজকুমার আলবার্ট তথায় কোনও গণিতশাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপকের সমীপে অঙ্কশাস্ত্রের উচ্চতর বিভাগ অধ্যয়ন করেন। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে তাঁহারা জার্ম্মাণির অন্তর্গত বন-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া তথায় প্রায় দেড় বৎসর অধ্যয়ন করেন। কেবল অবকাশ কালে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। আলবার্ট ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত অধ্যাপকবর্গের সকাশে বিশেষ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া সত্বর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। তিনি জ্ঞান, অধ্যবসায় ও সদ্ব্যবহারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য যুবকবর্গকে সত্বর পরাস্ত করিলেন; বিশেষতঃ ব্যবহারশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞানে বাদানুবাদ করিতে আসক্তি প্রকাশ করিলেন। তথায় তিনি ব্যায়ামচর্চ্চায়ও যত্নবান্ হইলেন এবং প্রায় ত্রিংশৎ প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে তরবারি পরিচালনে পারদর্শিতার নিমিত্ত পারিতোষিক

লাভ করেন। তিনি প্রথমাবধি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন; এক্ষণে সঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কুমারের বন-বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের অব্যবহিত পরে, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ২০ শে জুন রাজা উইলিয়ম কালকবলে নিপতিত হয়েন। তৎকালে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার বয়ঃক্রম অষ্টাদশবর্ষমাত্র; এই অল্পবয়সেই ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া দুরূহ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইল। কুমার এ সমুদায় বিষয় উদাসীনভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন নাই। তিনি তাঁহার পিতৃষস্বকন্যার সমীপে তদীয় জীবনের এই মহৎ পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত আনন্দপ্রকাশ করিয়া লিখিলেন; "আপনি ইয়ুরোপের প্রধানতম প্রদেশের রাজ্ঞী হইলেন, আপনার হস্তে সহস্র সহস্র মনুষ্যের সুখ নির্ভর করিতেছে। ঈশ্বর আপনাকে স্বকীয় ক্ষমতা প্রদান পূর্ব্বক এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করুন।"

রাজ্ঞীর একতর মাতুলপুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে এই জনরব পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধ ছিল; এক্ষণে তিনি সিংহাসনে আরূঢ় হইলে পর তাহা দ্বিগুণতররূপে প্রচারিত হইল। সাধারণে কুমারদিগের প্রতি সন্দেহ না করে এই অভিপ্রায়ে রাজা লিওপোল্ড ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে শরৎকালীন অবকাশে সুইটজার্লণ্ড ও ইটালীয় হ্রদসমূহে ভ্রমণের আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহারা ঐ সমুদায় প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া তত্রত্য স্বভাবের সৌন্দর্য্য পরিদর্শনপূর্ব্বক পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

রাজকুমার আলবার্ট বন-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দ্বিগুণতর উৎসাহসহকারে ভবিষ্যৎ উচ্চপদের উপযুক্ত রোমক নিয়মাবলী, অর্থনীতি, ইতিহাস, মানবতত্ত্ব এবং আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র সমূহ পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় প্রস্তাবিত বিবাহবিষয় তাঁহাকে জ্ঞাত করা উচিত বোধ হইল।

রাজা লিওপোল্ড ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দেই বিবাহক্রিয়া সম্পাদনাভিলাষে তদীয় ভাগিনেয়ীর অভিপ্রায় পরিজ্ঞাতার্থ এক পত্র লিখিলেন। কিন্তু রাজ্ঞী এ বিষয়ে আপত্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক যে প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনায় রাজা লিওপোল্ড সন্তুষ্ট হইয়া নিরস্ত হইলেন। রাজ্ঞী লিখিয়াছিলেন যে তিনি স্বয়ং ও রাজকুমার উভয়েই তরুণ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক, অতএব প্রজাগণ এ বিবাহে অসন্তুষ্ট হইবে; বিশেষতঃ কুমার অদ্যাপি ইংরাজিভাষায় সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই এবং ইংলণ্ডে প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইলে অগ্রে এই দোষ সংশোধন করা কর্ত্তব্য।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে, কুমার স্বকীয় পিতৃব্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্রসেল্‌স নগরে গমন করিলে, তাঁহাকে প্রস্তাবিতবিবাহ ও তৎসম্পর্কীয় নিয়মসমূহ বিদিত করা হয়। রাজা লিওপোল্ড তদীয় পরম বিশ্বস্ত মিত্র ব্যারণ ষ্টকমারের সমীপে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন যে আলবার্ট বিবাহ প্রস্তাবটী উপযুক্ত বোধে আমার নিকট সমুদায় বিষয় স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু তাহার একটী যুক্তিসঙ্গত আপত্তি আছে। বিবাহবিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলে সে বিলম্ব করিতে সম্মত হইতে পারে; কিন্তু সে কহে যে, "যদি তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া পরে এরূপ প্রচার হয় যে রাজ্ঞী এ বিবাহে সম্মত নহেন, তাহা হইলে, আমি জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইব ও আমার ভাবী উন্নতির মূলোচ্ছেদ হইবে"।

তৎকালে এইরূপ স্থির হইল যে, রাজকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকার্য্য সমাপন করিয়া তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ইটালীতে গমন করিবেন। রাজ্ঞী বিশেষ অনুরোধ করাতে ব্যারণ ষ্টক্‌মার তৎসমভিব্যাহারে গমন করিতে প্রতিশ্রুত

হইলেন। কুমার এপ্রিল মাসে পুনরায় তদীয় পিতৃব্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইটালী ভ্রমণ কালে দুই ভ্রাতায় পৃথক্ হইলেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমরশিক্ষার নিমিত্ত ড্রেস্‌ডেনে গমন করিবেন এই বিষয় উল্লেখ করিয়া আলবার্ট তদীয় কোনও মিত্রকে লিখিলেন যে এইরূপে স্থানান্তরিত হওয়া আমাদিগের উভয়ের পক্ষেই অতিশয় কষ্টকর; কারণ যত দূর স্মরণ হয়, আমরা এক দিবসের নিমিত্তও পৃথক্ হই নাই। সে সময়ের কথা স্মরণ করিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু কুমার গৃহে বসিয়া নির্জনে এই বিষয় অনুশীলন করিতে অবসর পাইলেন না। কতিপয় দিবস মধ্যেই তিনি ব্যারণ ষ্টকুমারের সহিত ইটালী পরিভ্রমণে নির্গত হইলেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ২৪ শে ডিসেম্বর তাঁহারা ফ্লরেন্সনগরে উপস্থিত হইয়া মার্চ মাস পর্য্যন্ত কাসাসেরিণায় অবস্থিতি করিলেন। কুমারের ন্যায় শিল্প ও প্রাকৃতিকবিষয়াভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে ফ্লরেন্স অতিশয় প্রীতিকর স্থান। তথায় তিনি পূর্ব্বাভ্যাসানুসারে প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন সময় পর্য্যন্ত পাঠে রত থাকিতেন, বেলা দুই ঘটিকার সময় আহার করিতেন; তিনি জল ব্যতীত অন্য কোনও পানীয় ব্যবহার করিতেন না। রাত্রি নয় ঘটিকার সময় শয়ন করিতেন। তিনি সঙ্গীতচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া পিয়ানো ও অর্গান্ যন্ত্রবাদ্যে নিপুণতালাভ করিলেন। তিনি আমোদ প্রমোদ ভাল বাসিতেন না, তথাপি প্রায় প্রতি দিবস সন্ধ্যাকালে জনসমাজে মিলিত হইয়া, আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি এক্ষণে জনসমাজে অধিকতর সংশ্লিষ্ট হইতেছি। তথায় সকলের সহিত নৃত্য, গীত এবং মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে আহার করি। লোকের নিকট পরিচিত হই ও অপরেও আমার সহিত পরিচিত হয়।

ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় কথোপকথন করি এবং জল বায়ু সম্বন্ধে যথাসম্ভব সংলাপ করি। কুমার যেরূপ কৌতুককর-ভাবে সামাজিক জীবনের চিত্র স্বয়ং চিত্রিত করিয়াছেন তদ্রূপ সার ফ্রান্সিস সেমোর তদ্বিষয়ে একটী ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। কোনও নৃত্যসমাজে তাঁহাকে সুবিখ্যাত বিদ্বান্ অন্ধ মার্‌কুইস্ ডি, কপোনির সহিত কথোপকথনে ব্যাপৃত দেখিয়া, গ্রাণ্ড ডিউক লিওপোল্ড লেডি আগষ্টা ফক্সকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন দেখুন, দেখুন, এই রাজকুমার আমাদিগের সমাজের গৌরবের পাত্র; সুন্দরীগণ ইঁহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন কিন্তু ইনি তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া একজন সুশিক্ষিতের সহিত আলাপে মত্ত। তদীয় সুবিজ্ঞ মিত্র ষ্টক্‌-মার কহেন যে, কুমার জনসমাজে মিশ্রিত হইতে একান্ত অনভিলাষী এবং স্ত্রীলোকগণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন না। কিন্তু সরলচেতা কুমার কপট সম্মান ও গৌরব প্রদর্শন করিতে পারিতেন না এবং কখন মিথ্যা সম্মান প্রদর্শন ও কপট আমোদপ্রমোদে লিপ্ত হয়েন নাই।

কুমার ফ্লরেন্স হইতে রোমে যাত্রা করিলেন এবং তথায় তিন সপ্তাহ কাল বাস করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণপূর্ব্বক তত্রত্য আধুনিক ও প্রাচীন শিল্প ও প্রত্নতত্ত্ব সমুদায় পরিদর্শন করেন। রোমনিবাসকালে তিনি পোপ ষোড়শ গ্রেগারির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইটালীয় ভাষায় আলাপ করেন।

তথা হইতে কুমার মিলান গমন করিলেন। তথায় তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তৎসমভিব্যাহারে জেনিভা নগর হইয়া কোবর্গে প্রত্যাগমন করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ২১ শে জুন তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বয়ঃপ্রাপ্তি-মহোৎসব পরম সমারোহে সম্পাদিত হইল এবং তৎকালে ব্যবস্থাপক সমাজের বিশেষ

বিধি দ্বারা কুমারের বয়ঃপ্রাপ্তি অবধারিত হইল। এইরূপে উভয় ভ্রাতার তুল্যত্ব সম্পাদিত হইলে, কুমার নিরতিশয় প্রীত হইয়া লিখিয়াছিলেন যে, এক্ষণে তিনি তদীয় অভিলাষানুরূপ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা নিজের উপর প্রভু হইলেন।

ইটালী পরিভ্রমণকালে কুমারের চরিত্র বিষয়ে ব্যারণ ষ্টক্‌মারের অন্তঃকরণে যেরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল তাহা তদীয় স্মারক লিপিপাঠে অবগত হওয়া যায় এবং তদীয় জীবনীতেও তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "কুমার সর্ব্বাংশে তাঁহার মাতার অনুরূপ। অনেক বিষয়ে বিভিন্নতা থাকিলেও শারীরিক ও মানসিক গঠনে কোনও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। তিনি তাঁহার মাতার ন্যায় প্রত্যুৎপন্নমতি, তীক্ষ্মবুদ্ধি, দয়াবান্ ও সর্ব্বজনপ্রিয়। তাঁহার শরীর বলিষ্ঠ নহে কিন্তু আমার বোধ হয় যে, উপযুক্ত পরিমাণে আহার গ্রহণ করিলে বলবান্ ও দৃঢ় হইতে পারেন। পরিশ্রমাধিক্যে তিনি বিবর্ণ ও ক্ষীণ হয়েন, অতএব অধিক পরিমাণে শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রম করিতে একান্ত বিমুখ। তদীয় অন্তঃকরণ উদার ও পরোপকারপরায়ণ হইলেও সময় সময় সেই গুণের পরিচয় প্রদানে অসমর্থ হয়েন। অধিকাংশ বিষয়ে তদীয় বিবেচনাশক্তি তাঁহার বয়ঃক্রম অপেক্ষা সমধিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আমি এপর্য্যন্ত তাঁহাকে রাজনীতিতে আদরবান্ দেখি নাই; এমন কি কোনও গুরুতর অনিশ্চিতপরিণাম ব্যাপার উপস্থিত হইলেও কোন সংবাদপত্র পাঠ করিতে দেখি না। তিনি স্ত্রীসমাজের প্রতি উদাসীন; স্ত্রীসমাজ অপেক্ষা পুংসমাজে জয়লাভ করিতে যত্নশীল। ইহাতে বোধ হয়, তিনি বাল্যকালে স্বীয় জননী কিম্বা অন্য কোনও সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধারণে ছিলেন না।"

ষ্টক্‌মার যেরূপভাবে তাঁহার চরিত্র বিচার করিয়াছেন, তাহাতে অতি অল্পসংখ্যক যুবকই তদীয় বিচারে নির্দ্দোষী বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। আমরা তাঁহার বিচারে দোষ দিব না, কারণ তিনি ভিন্ন অন্য কেহ ইংলণ্ডরাজ্ঞীর স্বামীর প্রয়োজনীয় গুণ স্থির করিতে সক্ষম নহেন। অসাধারণ বলিষ্ঠ, উদারচেতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও কার্য্যক্ষম না হইলে অনেক বিষয়ে ভগ্নমনোরথ হইবার সম্ভাবনা। ষ্টক্‌মার কুমারের রাজনৈতিক বিষয়ে উদাসীনভাব দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন, কারণ তিনি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন যে, তাঁহাকে সত্বর দুরূহ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। ষ্টক্‌মার যে নৈতিক ও শারীরিক পরিশ্রমবিমুখতার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ কোনও অস্থায়ী কারণ হইতে উৎপন্ন ও তদীয় স্বভাবের একান্ত বিপরীত, যেহেতু কোনও বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইলে তদীয় ঔদাসীন্যভাব কর্ত্তব্য জ্ঞান দ্বারা পরাভূত হইত। অতএব ষ্টক্‌মার বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া এই ভ্রমে নিপতিত হইয়াছিলেন। আর এরূপ ভ্রম হওয়াও আশ্চর্য্য নহে, কারণ ইটালী ভ্রমণ কালে তদীয় এই গুণ প্রকাশ পায় এরূপ কোনও বিশেষ ব্যাপার উপস্থিত হয় নাই।

এই সময় ইংলণ্ডে নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে রাজ্ঞীর বিবাহ স্থিরীকরণের আবশ্যক হইল। তিনি সর্ব্বসমক্ষে স্বকীয় অভিপ্রায় প্রকাশ না করায় তদীয় পরিবারবর্গের মধ্যে অনেকেই তদীয় পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়াছিলেন ও চতুর্দ্দিকে নানাবিধ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হইতেছিল। ষড়যন্ত্রকারিগণের মধ্যে কাহারও রাজা লিওপোল্ডের ন্যায় কেবল রাজ্ঞীর সুখের প্রতি লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু স্বরাজ্যেই হউক অথবা পররাষ্ট্রেই হউক তাহাদিগের ষড়যন্ত্র অপ্রকাশিত ছিল না। তাহাদিগের

কল্পনালতিকা অকালে শুষ্ক হইয়াছিল; কিন্তু এইরূপ গোল-যোগে ক্রমে ক্রমে রাজ্য মধ্যে ভয়ঙ্কর অশান্তির কারণ উঠিতে পারে, অতএব তন্নিবারণের নিমিত্ত, বিবাহবিষয় মীমাংসা করা আবশ্যক হইয়া উঠিল।

বিশেষতঃ তৎকালে কতিপয় দুরূহ সামাজিক প্রশ্ন ও শাসনবিধি লইয়া রাজ্যমধ্যে মহা আন্দোলন চলিতে ছিল; এবং আরও কতিপয় বিষয় উপস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল দলের বিবাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে ছিল; এবং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মে মাসে সার্ রবার্ট পীল রাজ্ঞীর সহচরীগণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে সেই বিবাদ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। উভয়পক্ষ তৎকালে বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু তদানীন্তন মন্ত্রিদল পতনোন্মুখ হইলেও রাজ্ঞীর সম্মানে সম্মা-নিত হইয়া স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ইহা বিবেচনা করিয়া রক্ষণশীলদল ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তদানীন্তন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড মেলবোর্ণ ও তৎপক্ষীয়গণ রাজ্ঞীর সিংহাসনারোহণাবধি রাজকার্য্যে সাহায্য করাতে তিনি তাঁহা-দিগের প্রতি সম্মাননা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। তদীয় মাতুল রাজা লিওপোল্ড উভয় পক্ষের রাজনৈতিক বিবাদে ঔদাসীন্যভাব অবলম্বন করিতেন এবং তাঁহার ভাগিনেয়ীকে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন, কিন্তু রাজ্ঞী অজ্ঞাতভাবে উভয় পক্ষের বিবাদে লিপ্ত হইয়া, কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্বীয় মাতুলের সদুপদেশ বিস্মৃত হইলেন। এইরূপে রাজ্য মধ্যে গোলযোগ ঘটিলে ক্রমে ক্রমে মহা অনিষ্ট উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। রাজ্ঞী বিবেচনা করিলেন যে এরূপ বিবাদে লিপ্ত হইলে স্বাভাবিক স্নেহ ও সদ্ভাব অন্তঃকরণ হইতে বিদূরিত হইবে। অতএব তদীয় হিতৈষী বন্ধুবর্গ তাঁহার স্বামী কর্ত্তৃক

পরিচালিত হইলে আর কোন গোলযোগ ঘটিবে না এই অভিপ্রায়ে তাঁহার বিবাহ স্থিরীকরণে ব্যগ্র হইলেন।

কিন্তু এ বিষয় সম্পাদন করা সহজ ব্যাপার নহে। রাজ্ঞী কুমারের কথা যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা প্রীতিকর বটে এবং তদীয় চিত্তও তৎপ্রতি আসক্ত হইয়াছিল। রাজ্ঞী তদীয় পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, যদি তিনি বিবাহ করেন, তবে কুমার ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তির পাণিগ্রহণ করিবেন না। কিন্তু তদীয় একান্ত অভিলাষ যে কিছুকাল বিলম্ব হয়, এবং রাজা লিওপোল্ডের সমীপে স্বকীয় অভিপ্রায় এরূপভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে তদীয় পত্রিকার ভাষায় সেরূপ কোন কথা না থাকিলেও লিওপোল্ড কুমারের সমীপে বিবাহপ্রস্তাব সন্দিগ্ধভাবে বর্ণনা করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন।

রাজ্ঞীর বিবাহবিষয়ে কালবিলম্বের কারণসমূহ বিবৃত করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই, যেহেতু কুমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তদীয় মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ১০ ই অক্টোবর কুমার স্বীয় ভ্রাতার সহিত উইণ্ডসর দুর্গে উপস্থিত হয়েন। পর দিবস তাঁহাদিগের প্রতি মিত্রের ন্যায় সম্মাননা প্রদর্শনের আদেশ প্রচার হইল এবং ঐ দিবস কুমার রাজ্ঞীর হৃদয় যেরূপ ভাবে অধিকার করিয়াছিলেন তাহা রাজ্ঞীর পত্রে প্রকাশ রহিয়াছে। তিনি তদীয় মাতুল রাজা লিওপোল্ডের সমীপে লিখেন, "আলবার্ট অতিশয় সুশ্রী, প্রিয়ম্বদ ও অকপট; সঙ্ক্ষেপতঃ তিনি সম্পূর্ণভাবে আমার মন হরণ করিয়াছেন।" ১৪ ই অক্টোবর রাজ্ঞী লর্ড মেলবোর্ণ সমীপে স্বকীয় বিবাহাভিলাষ প্রকাশ করিলে তিনি আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন যে, এ বিবাহে রাজ্ঞী সুখিনী হইবেন এবং প্রজাবৃন্দ তদীয় বিবাহের নিমিত্ত চিন্তিত থাকাতে এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে

নিমগ্ন হইবে। রাজ্ঞী রাজা লিওপোল্ডের সমীপে এই শুভ সমাচার প্রদান করিলেন এবং লিওপোল্ড বহুকালের আশা ফলবতী হওয়াতে নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন।

যে ব্যক্তি সর্ব্বান্তঃকরণে এই শুভ সম্মিলন সম্পাদনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন তাঁহাকে এই সমাচার প্রদান করিতে রাজ্ঞী বিস্মৃত হইলেন না। তিনি ব্যারণ ষ্টক্‌মারের সমীপে লিখিলেন, "আলবার্ট সর্ব্বতোভাবে আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছেন এবং অদ্য প্রাতে আমরা উভয়ে সমুদায় বিষয় স্থিরীকৃত করিলাম। তিনি আমাকে সুখিনী করিবেন ইহা নিশ্চয়, কিন্তু আমি তাঁহাকে সুখী করিবার অভিলাষে কতদূর কৃতকার্য্য হইব তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে সে বিষয়ে আমার যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি হইবে না।" কিন্তু এই মহোল্লাসকালেও আলবার্ট, বিবাহ হইলে স্বদেশ ও সমস্ত আত্মীয়বর্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে এই চিন্তায় আকুলিত হইলেন।

রাজকুমারগণ ১৪ই নবেম্বর লণ্ডন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উইস্‌বেডেনে উপস্থিত হইয়া লিওপোল্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইংলণ্ডে কুমারের বাসবিষয়ক মন্ত্রণায় যোগদান করণার্থ আহূত হইয়া ব্যারণ ষ্টক্‌মারও তথায় উপস্থিত হয়েন।

রাজ্ঞীর জননী ডিউক্ অব্ কেণ্টের পত্নী প্রথমাবধি কুমারের প্রতি স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্নেহপ্রদর্শন করিতেন। কুমার উইস্‌বেডেন্ হইতে তদীয় পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, "পূজনীয়ে পিতৃস্বসঃ! উপর্য্যুপরি আপনার দুইখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়া চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। তাহাতে আপনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাবী জামাতার নিমিত্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আপনার জামাতা হইব এই কথা মনে উদিত হইলে

চিত্ত আনন্দসাগরে মগ্ন হয়। আপনি লিখিয়াছেন যে আমার পরিণেতব্যা বালিকা পত্নী আমার জন্য বিমর্ষ হইয়া মৌনভাবে স্বগৃহমধ্যে অবস্থান করিতেছেন; এই সংবাদ প্রাপ্তিতে আমি অতিশয় দুঃখিত ও ব্যাকুলিত হইলাম। আমার অভিলাষ যে আমি এখান হইতে পক্ষীর ন্যায় উড্ডীন হইয়া তৎপার্শ্বে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে আনন্দিত করি।"

কুমারের এই ভাবী সুখ ও উন্নতির সমাচার কোবর্গনগরে যৎসামান্যভাবে প্রচার হইয়াছিল। কুমার মনস্থ করিয়াছিলেন যে ইংলণ্ডে প্রকাশ্যভাবে বিবাহসমাচার ঘোষিত না হইলে স্বীয় পরিবারবর্গ ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট এ সংবাদ প্রদান করিবেন না। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর, কুমার রাজ্ঞীর সমীপে এইভাবে এক পত্র লিখিলেন যে গুপ্তবিষয়টী এত দিবসের পর প্রকাশিত হইল। সকলেই যে এই সমাচার প্রাপ্তিতে প্রীত হইয়াছেন তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। ইহা আমাদিগের পক্ষে শুভলক্ষণ। আর কিছুকাল এ বিষয় এখানে গোপন রাখা সুদুষ্কর হইত; যাহা হউক আর গোপন রাখিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইতে হইবে না। সকলে আমার সম্বন্ধে যে এরূপ সদভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন ইহাতে আমি সুখী না হইয়া বরং ভীত ও চিন্তিত হইতেছি, কারণ ইহার পর তাঁহারা আমাকে প্রত্যক্ষ দেখিলে তাঁহাদিগের আশানুরূপ ফললাভ না হইলে আপনাদিগকে প্রতারিত বিবেচনা করিবেন।

কোবর্গের রাজপ্রাসাদে কুমারের বিবাহবার্ত্তা পরম সমারোহে প্রচারিত হইল। কুমার রাজ্ঞীকে লিখিলেন, "অদ্যকার দিবস আমাকে বিমোহিত করিতেছে; নানাবিধ নব নব ভাব আমার অন্তঃকরণে যুগপৎ সমুদিত হইতেছে। ভোজনকালে আপনার

স্বাস্থ্য উদ্দেশে মদ্যপান করা হইল; তথায় প্রায় তিন শত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই স্থানের অধিবাসিগণ আনন্দে এরূপ মত্ত হইয়াছে যে তাহারা সারারাত্র পথে পথে বন্দুকের ধ্বনি করিয়া বেড়াইতেছে। শুনিলে বোধ হয় যেন নগর মধ্যে সমস্ত রাত্র যুদ্ধ হইতেছে।"

এইরূপ উৎসব সময়েও সর্ব্বজনপ্রিয় কুমার দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন এই চিন্তা করিয়া তদ্দেশবাসিগণ অতিশয় ব্যাকুলিত হইলেন। কুমারের ইংলণ্ড যাত্রাকালে সাধারণ জনগণের হৃদয়ের ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। জেনেরল গ্রে, লর্ড টরিংটনের সহিত কুমারকে অর্ডার অব্ দি গারটারের উপাধি প্রদানে ভূষিত করিয়া ইংলণ্ডে আনয়ন করিতে গমন করেন। তিনি কুমারের বিদায় গ্রহণ বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন, "গোথা হইতে যাত্রাকালে হৃদয়ার্দ্রকর দৃশ্য দেখিলাম। সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর লোক রাজকুমারের প্রতি অকপট প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। পথ জনাকীর্ণ, গবাক্ষ সমুদায় মনুষ্যমুখে আবৃত ও গৃহের উপরিভাগ লোকে পরিপূর্ণ। সকলেই শোকপ্রকাশের চিহ্নস্বরূপ নিজ নিজ রুমাল ঘুরাইতে ছিল। কুমারের মাতামহী বিধবা ডচেসের প্রাসাদের সম্মুখে শকট উপস্থিত হইলে কুমার স্বীয় পিতা ও ভ্রাতার সহিত তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গমন করিলেন। ডচেস্ প্রিয় দৌহিত্রবিরহে অতিশয় কাতরা হইয়া কোন প্রকারে সান্ত্বনা মানিলেন না। শকট চলিতে আরম্ভ করিলে তিনি গবাক্ষের নিকট আগমনপূর্ব্বক, আলবার্ট! আলবার্ট! করিয়া হস্তসঞ্চালনপূর্ব্বক আহ্বান করিতে লাগিলেন। তদীয় পরিচারিকাগণ প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁহাকে তথা হইতে অপসারিত করিল।

ইত্যবসরে ইংলণ্ডে নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল

এবং কুমার সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিলেন যে তিনি তথায় সর্ব্বত্র সাদরে গৃহীত হইবেন না।

প্রধানমন্ত্রী লর্ড মেলবোরণ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে রাজ্ঞীর বিবাহসংবাদ সর্ব্বত্র সাদরে গৃহীত হইবে এবং বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। সমস্ত ইংরাজজাতি গুণবান্‌ ও সুবিখ্যাত রাজকুমারের সহিত বিবাহপ্রস্তাবে পরম প্রীতি প্রকাশ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে কোবর্গরাজকুমারগণ ইংলণ্ড হইতে প্রতিগমন করিলে পর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ২৩ শে নবেম্বর রাজ্ঞীর বিবাহ-ঘোষণার নিমিত্ত বকিংহাম নামক রাজপ্রাসাদে প্রিভিকাউন্‌সিল সভা আহূত হয়। তাহাতে ৮০ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবতঃ রাজ্ঞী স্বকীয় সাহসবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত কুমারের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত বলয় পরিধান করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী সভার সমক্ষে বিবাহবিষয়ক মন্তব্য পাঠ করিয়া কহিলেন, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই সম্মিলনে তিনি পারিবারিক সুখলাভে সমর্থ হইবেন এবং রাজ্যেরও সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে। সভার মন্তব্য পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল এবং রাজ্ঞী রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া পথিমধ্যে অধিকতর সহৃদয়ভাবে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন।

অপর একটী প্রীতিকর অনুষ্ঠান রাজ্ঞীর সম্পাদন করিতে হইয়াছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ১৬ ই জানুয়ারি পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশনে রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে স্বকীয় অভিপ্রায় ঘোষণা করিতে হইল। সেই উপলক্ষে বকিংহাম রাজপ্রাসাদ হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার পর্য্যন্ত সমস্ত পথ উৎসাহপুর্ণ জনসমূহে আকীর্ণ হইয়াছিল। লর্ডসভা মহামূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত সভ্যগণে পরিপূর্ণ। রাজ্ঞী স্বকীয় আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক সুস্পষ্ট ও গম্ভীর স্বরে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন

যে, এই বিবাহে তাঁহার ভবিষ্যৎ সুখ নির্ভর করিতেছে। সভ্যগণ সোৎসুকচিত্তে তদীয় প্রস্তাব শ্রবণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল ও সহৃদয়তার চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। মন্ত্রিদলের প্রতিপক্ষের নেতা সার রবার্ট পীল তদীয় প্রস্তাব সমর্থন করিবার সময় কহিলেন যে, অলৌকিক শুভাদৃষ্টবশতঃ রাজ্ঞী যুগপৎ প্রজাপুঞ্জের কার্য্যসাধন ও স্বকীয় অভিলাষ পূরণ করিতে কৃতকার্য্য হয়েন। আমার আন্তরিক আশা যে রাজ্ঞী এই বিবাহসম্বন্ধে সুখিনী হইয়া তদীয় প্রকৃতিবর্গের সমীপে বিবাহিত জীবনের উৎকৃষ্টতম আদর্শ প্রদান করিবেন। বলা বাহুল্য যে তদীয় এই অভিলাষ সম্পূর্ণরূপে ফলবান্ হইয়াছিল।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ৯ই জানুয়ারি ব্যারণ ষ্টকমার কুমারের প্রতিনিধিরূপে বিবাহের নিয়ম নির্দ্ধারণ ও কর্ম্মচারী নিয়োজন করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে আগমন করেন। শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে কুমার ইতিপূর্ব্বে রাজ্ঞীর সমীপে এক পত্র লিখিয়া স্বকীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে প্রথমাবধি কুমারের একান্ত অভিলাষ যে, কোনও পক্ষের অন্তর্ভুক্ত নহে এরূপ সদ্ব্যক্তিবর্গ তাঁহার সকাশে থাকিবে; এ বিষয়ে তাঁহার কখন মতান্তর হয় নাই। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার অভিপ্রায় যে কর্ম্মচারিনির্ব্বাচনে যেন রাজনীতির কোনও সংস্রব না থাকে। কোনও পক্ষে মিশ্রিত হওয়া আমার উচিত নহে। আমার কর্ম্মচারিগণ কোনও বিশিষ্ট দলের অন্তর্ভুক্ত হইবেন না। বিশেষতঃ এই সকল পদ যেন কোনও পক্ষের পারিতোষিকস্বরূপ না হয়। নিয়োক্তব্য কর্ম্মচারিবর্গের রাজনীতিকুশলতা ভিন্ন অপর গুণ থাকা আবশ্যক। তাঁহাদিগের উচ্চপদস্থ, সুশিক্ষিত, সুচতুর, কার্য্যতৎপর অথবা ইংলণ্ডের

মহদুপকারী হওয়া প্রয়োজনীয়। তাঁহাদিগকে উভয় পক্ষ হইতে নির্ব্বাচন করা আবশ্যক অর্থাৎ রক্ষণশীল (কন্সারভেটিভ) ও উন্নতিপ্রিয় (লিবারল) এই উভয় পক্ষ হইতে সমসংখ্যক ব্যক্তি নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজনীয়। আমার একান্ত বাসনা যে তাঁহারা বিশেষরূপে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হয়েন।"

মিঃ এন্‌সন বহুকাল লর্ড মেলবোরণের প্রাইভেট সেক্রেটরির কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনিই এক্ষণে কুমারের প্রাইভেট সেক্রেটরি পদে নিয়োজিত হইলেন। কুমার এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে ইহার নিমিত্ত রক্ষণশীলদল ও সাধারণ জনগণ তাঁহাকে অবিশ্বাস করিবে। তিনি স্বয়ং এই পদে লোক নিযুক্ত করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, কারণ এই পদে তদীয় বিশ্বাসভাজন কোনও ব্যক্তির নিয়োজন আবশ্যক। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি এই পদে নিয়োজিত হইল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ১৮ ই ডিসেম্বর তিনি রাজ্ঞীর সমীপে এই বলিয়া পত্র লিখিলেন যে, আমার অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমি নিজ গৃহ, পরম সুহৃৎ ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিতেছি। তথাকার মনুষ্য, ভাষা, আচার, ব্যবহার, ও রীতিনীতি সমুদায় বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কেবল ভবদীয় সকাশে পরিচিত মাত্র। তথায় আমার অপর কোন ব্যক্তি বিশ্বাসভাজন নাই। অতএব আমি কি এরূপ দুই তিন জন ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিব না যে তাঁহাদিগকে স্বকীয় কার্য্যে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি ?

রাজকুমার প্রাইভেট সেক্রেটরি নিয়োগে অসম্মতি প্রকাশ করিলেও সমুদায় স্থিরীকৃত হওয়াতে তিনি সম্মতিদানে বাধ্য হইলেন। যাহা হউক এতন্নিমিত্ত তাঁহাকে অনুতপ্ত হইতে

হয় নাই। মিঃ এন্সন সত্বর কুমার ও রাজ্ঞীর প্রিয়পাত্র হইয়া যাবজ্জীবন কুমারের বিশ্বাস ও মৈত্রীলাভে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ব্যারণ ষ্টকৃমার ইংলণ্ডে উপনীত হইলে লর্ড পামারষ্টোন তাঁহাকে কহিয়াছিলেন যে, অন্য কোন রাজকুমারের সহিত বিবাহসম্বন্ধ হওয়া অপেক্ষা কুমার আলবার্টের সহিত সম্মিলন আমার অতিশয় প্রীতিকর এবং সাধারণের অন্তঃকরণের ভাবও ঐরূপ। কিন্তু কেহ কেহ রাজকুমারকে অল্পবয়স্ক বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিল এবং অপরে কহিল যে তিনি রোমান্ কাথলিক-মতাবলম্বী, অন্যে তাঁহাকে নাস্তিক ও পরিবর্ত্তনপ্রিয় (র্যাডি-কাল) বলিয়া ঘোষণা করিল। প্রিভি কাউন্সিল সভা হইতে বিবাহ সমাচার ঘোষণাকালে কুমারের ধর্ম্মবিষয় উল্লেখ করিতে ভ্রম হইয়াছিল। কিন্তু এ ভ্রম অধিক দূষণীয় নহে, কারণ সকলেই বিদিত ছিলেন যে, কুমার রোমের চিরবিরোধী সাক্সন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ প্রটেষ্টাণ্টমতাবলম্বী হওয়াতে পোপ্ (রোমান্ কাথলিকদিগের প্রধান আচার্য্য) তাঁহাদিগের অধিকাংশ সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। আরও ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, রোমান্ কাথলিকমতাব-লম্বিগণ সিংহাসনের অনুপযুক্ত এই নিয়ম ইংলণ্ডে বহুকালাবধি বিধিবদ্ধ আছে; অতএব রোমান্ কাথলিকমতাবলম্বী রাজ-কুমারকে বিবাহ করিলে রাজ্ঞী সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইবেন ইহা তিনি কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন না। যাহা হউক কোনও মহৎ বিষয় অসন্দিগ্ধভাবেই লিপিবদ্ধ করা উচিত। মেলবোরণ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ এ বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিলেন না। লর্ড সভায় যে ঘোষণাপত্র পঠিত হইল তাহাতেও ঐ ভ্রম বর্ত্তমান রহিল। অবশেষে ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন অভিনন্দন পত্রে প্রটেষ্টাণ্ট কথার উল্লেখ করিবার নিমিত্ত মহা আন্দোলন

পূর্ব্বক কৃতকার্য্য ইহলেন। তিনি কহিয়াছিলেন যে, পাছে আয়র্লণ্ডবাসিগণ তাঁহাদিগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়, এই আশঙ্কায় মন্ত্রিদল প্রটেষ্টাণ্ট কথার উল্লেখ করেন নাই।

ভ্রমই হউক অথবা ঈর্ষাবশতঃই হউক, কিন্তু সাধারণ জনগণের চিত্তে কুমারের ধর্ম্মসম্বন্ধে মহাসন্দেহ উপস্থিত হইল। কতিপয় দিবস অতীত হইলে লর্ড পামারষ্টোন ব্যারণ ষ্টক্‌মারের সমীপে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, কুমার প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বিগণের যে বিভাগের অন্তর্ভুক্ত তাহাতে ইংলণ্ডে প্রচলিত নিয়মানুসারে খৃষ্টীয়ধর্ম্মসম্মত নির্দ্দিষ্ট খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে তাঁহার কোনও আপত্তি হইতে পারে কি না? ষ্টক্‌মার ইহার প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে রাজকুমার কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ান্তর্গত নহেন, এবং জার্ম্মাণ ও ইংরাজ প্রটেষ্টাণ্টদিগের উক্ত খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ বিষয়ে কোনও বিশেষ বিভিন্নতা নাই। এই উত্তর প্রাপ্ত হইয়া সকল সন্দেহ দূর হইল।

কুমারের বাৎসরিক বৃত্তিনির্দ্ধারণ কালে এতদপেক্ষা অধিকতর বাদানুবাদ হইয়াছিল। দ্বিতীয় জর্জের পত্নী রাজ্ঞী কেরোলাইন, তৃতীয় জর্জের পত্নী রাজ্ঞী সার্লটি, চতুর্থ উইলিয়মের পত্নী রাজ্ঞী এডেলেড্ এবং ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী চতুর্থ জর্জের কন্যা রাজকুমারী সার্লটির স্বামী রাজকুমার লিওপোল্ড, ইঁহারা সকলেই বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তদনুসারে মেলবোরণপ্রমুখ মন্ত্রিগণ কুমারের সম্বন্ধে এই বৃত্তিই নির্দ্ধারিত করিলেন। কিন্তু এবিষয়ে তাঁহারা মহাভ্রমে নিপতিত হইয়া ছিলেন। যেহেতু পার্লিয়মেণ্টে সহজে এরূপ বিষয়ে সম্মতি প্রদানের কাল অতীত হইয়াছিল। এ বিষয়ে কোনও রূপ বাদানুবাদ না হওয়াই প্রার্থনীয় এবং এই বিষয়ের সহিত কোনও রাজনৈতিক বিষয় সংশ্লিষ্ট না থাকায়, প্রতিপক্ষ

মন্ত্রিদল যদ্যপি বিজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে কোনও প্রকার বিবাদ ঘটিত না। যাহা হউক দুর্ভাগ্যক্রমে মন্ত্রিসমাজ এ বিষয় প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে সানুকূলে যুক্তি প্রদ-র্শন না করিয়া এবং প্রতিকূলে ঘোরতর প্রতিবাদ উত্থাপিত হইবে ইহা সবিশেষ অবগত থাকিয়াও ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে জানুয়ারি সহসা কমন্স সভায় সম্মতি প্রাপ্তির নিমিত্ত অর্পণ করিলেন।

কমন্স সভায় উভয়পক্ষ যেরূপ উগ্রভাবে বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইলেন তাহাতে কুমারের লাভ ও রাজ্ঞীর সন্তোষের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করা হইল না। ইহাতে রাজভক্তি-শূন্যতার পরিচয় প্রদান করা হইতেছে এবং এই প্রস্তাবে পরাস্ত হইলে বর্ত্তমান মন্ত্রিদলের কোনও বিশেষ ক্ষতি নাই, বরং রাজনৈতিক উভয়পক্ষ রাজ্ঞী ও কুমারের অসন্তোষভাজন হইবেন, এইরূপ ভূরি ভূরি কারণ প্রদর্শন করিলেও প্রতিপক্ষগণ নিরস্ত হইলেন না। মিঃ হিউম্‌ দুই লক্ষ দশ সহস্র টাকা বৃত্তির প্রস্তাব করিলেন কিন্তু এই প্রস্তাবে সকলেই অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। অবশেষে কর্ণেল সিব্‌থর্প, সার রবার্ট পীল প্রভৃতি প্রতিপক্ষ মন্ত্রিসমাজের অধিনায়কবর্গের সাহায্যে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা বৃত্তি স্থিরীকৃত করিলেন। লর্ড মেল-বোরণের স্বভাব অতিশয় সরল। তিনি ব্যারণ ষ্টকমারের সমীপে লিখিলেন যে, ইহাতে কুমার কেবল মাত্র রক্ষণশীলদলের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন বটে, কিন্তু তদীয় বৃত্তিনির্দ্ধারণে রক্ষণশীল, পরিবর্ত্তন প্রিয়, এমন কি স্বপক্ষীয় অনেকেই সংলিপ্ত আছেন।

রাজকুমার আলবার্ট রক্ষণশীলদলের প্রতি ক্রুদ্ধ হন নাই। ইংলণ্ডে আগমন করিবার সময় তিনি এই গোলযোগের কথা শ্রবণ করিয়া ইংলণ্ডবাসিগণ তদীয় বিবাহে অসন্তুষ্ট, এই সন্দেহ

করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্যারণ ষ্টক্‌মার তৎসমীপে বাদানুবাদের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিয়া এক পত্র লিখেন। তাহা হইতে কুমার অবগত হইলেন যে তৎপ্রতি অসন্তোষনিবন্ধন তদীয় বৃত্তিনির্দ্ধারণে এরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। ইহা অবগত হইয়া কুমার প্রত্যুত্তর লিখিলেন যে, তিনি এই বৃত্তি হইতে শিল্পজীবী, বিদ্যানুরাগী ও বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিদিগকে যথাভিলষিত সাহায্য প্রদান করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিবেন, এই আশায় বিফলমনোরথ হইলেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র মনঃক্ষুণ্নতার বিষয়।

যে দিবস কমন্স সভায় পাঁচলক্ষ টাকা বাৎসরিক বৃত্তি অগ্রাহ্য হইল, সেই দিবস মন্ত্রিদল লর্ডসভায় অপর এক বিষয়ে পরাভূত হইলেন। এই প্রস্তাবে কুমারের পদ ও আসননিরূপণের বিষয় উল্লিখিত ছিল এবং ইহাতে পরাস্ত হওয়াতে রাজ্ঞী ও কুমার উভয়েই বিরক্ত হইলেন। ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্য পরিচালনার দোষেই তাঁহাদিগকে এ প্রস্তাবে বিফলপ্রয়াস হইতে হইল। কুমারকে যেরূপ পদ ও আসন প্রদান করা হইবে, তাঁহাকে আদর্শ করিয়া অন্যান্য স্থানেও এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা থাকাতে, ইহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। ইংলণ্ডে রাজপত্নী, রাজার ন্যায় পদ ও আসন প্রাপ্ত হইবেন, কেবল মাত্র ইহাই বিধিবদ্ধ ছিল; কিন্তু রাজ্ঞীর স্বামীর সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ ছিল না। ইহা ভ্রমবশতঃই হউক অথবা ইংলণ্ডের প্রচলিত বিধি অনুসারে পত্নী যেরূপ স্বামীর সমুদায় ক্ষমতা ও পদ প্রাপ্ত হয়েন, তদনুসারে স্বামীও পত্নীর পদ ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন, এই বিবেচনায় ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, তাহা অনুসন্ধান করা নিষ্প্রয়োজনীয়। এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারের নিমিত্ত অভিনব বিধিসৃষ্টির প্রয়োজন। রাজ্ঞী স্বীয় স্বামীর

পদ ও আসন নির্দ্দিষ্ট না হইলে সুখিনী হইবেন না; যেহেতু পরে স্বীয় পরিবারবর্গ ও পুত্রগণ তাঁহার পদের প্রতিবাদ করিতে পারেন ও কুমারের পদ রাজ্ঞীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করাতে স্বরাজ্য হইতে বহির্গত হইলে আর কেহ তাঁহাকে যথোচিত সম্মানপ্রদর্শন করিবে না। রাজ্ঞী তাঁহাকে স্বগৃহে ও প্রজাবর্গ সমীপে সম্মানিত করিতে সমর্থা; এবং কুমারের পদ রাজ্ঞীর অভিলাষানুরূপ হওয়াতে বৈদেশিক রাজগণ সভ্যতার অনুরোধে তৎপ্রতি সম্মাননা প্রদর্শন করিতে পারেন। কুমারের পদ নির্দ্ধারণে রাজবংশের অনেকে ও হানোভারের রাজা প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক রাজ্ঞী স্বয়ং এ বিষয় বিধিবদ্ধ করিয়া সমুদায় আপত্তি খণ্ডন করিতে পারিতেন। কিন্তু এই সহজ উপায় অবলম্বিত হইল না। "রাজকুমারের ইংলণ্ডবাসিগণের সদৃশ ক্ষমতা প্রাপ্তি" নামক এক বিধির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইল। এই পাণ্ডুলিপির যেরূপ নাম প্রদান করা হইয়াছিল, যদি তদনুরূপ ভাবে লিখিত হইত তাহা হইলে কোনও প্রকার প্রতিবাদ হইত না। কিন্তু তাহাতে লিখিত হইল যে, রাজ্ঞী ইচ্ছানুরূপ কুমারকে পার্লিয়মেণ্টে ও সর্ব্বত্র পদ ও আসন প্রদান করিতে পারিবেন, ডিউক অব্ ওয়েলিংটন এ বিষয়ে ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। তিনি কহিলেন যে, কেবল পার্লিয়মেণ্টেরই এইরূপ পদ প্রদানের ক্ষমতা আছে, রাজ্ঞীর নাই। অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ৫ই মার্চ্চ এইরূপ স্থিরীকৃত হইল যে, কুমার পার্লিয়মেণ্টের নিয়মানুসারে সর্ব্বত্র ও সমুদায় সভায় রাজ্ঞীর নিম্নতর পদ ও আসন প্রাপ্ত হইবেন। কুমারকে কোনও বিশেষ উপাধি প্রদান করা হইল না। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ২রা জুলাই তাঁহাকে প্রিন্স কন্সর্ট উপাধি প্রদত্ত হয়।

কুমার এই সমুদায় বিষয় শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত এবং রাজ্ঞীও বিরক্ত ও দুঃখিত হইলেন। কুমার বিশেষরূপে অবগত হইলেন যে পার্লিয়মেণ্টে যে সমস্ত বিষয় স্থিরীকৃত হয় তাহাতে কেবল স্বপক্ষের গৌরব রক্ষার প্রতিই দৃষ্টি থাকে, কিন্তু তাহার সহিত আন্তরিক ভাবের কোনও সংস্রব নাই। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারি তিনি ব্রসেল্‌স হইতে রাজ্ঞীর সমীপে লিখিলেন যে, আমি যখন আপনার প্রীতিলাভে সমর্থ হইয়াছি, তখন তাঁহারা যতই গোলযোগ উত্থাপন করুন না কেন আমাকে কোনওরূপে অসুখী করিতে পারিবেন না।

ইংরাজগণ তদীয় বিবাহে সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি না এ বিষয়ে কুমারের অন্তঃকরণে যে সন্দেহ জন্মিয়াছিল, তাহা তিনি ইংলণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া অবধি যেরূপ ভাবে অভ্যর্থিত হয়েন, তদ্দ্বারা বিদূরিত হইল। ১৮৪০ খৃব্দাব্দে ৬ই ফেব্রুয়ারি তিনি ডোবরে উপস্থিত হইলেন। অসংখ্য অসংখ্য ব্যক্তি কাণ্টারবরি পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিল। তথায় ৭ই ফেব্রুয়ারি রাত্রি যাপন করেন। ৮ই ফেব্রুয়ারি বকিংহামপ্রাসাদে প্রবেশকালে জনতা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ইংরাজগণ কখন কপটভাবে অভ্যর্থনা করেন না।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারি শুভ পরিণয়কার্য্য সমাধা হইল। সেই দিবস প্রাতঃকালে অতিশয় বৃষ্টি ও কুজ্ঝটিকা হয়, কিন্তু পরিশেষে সূর্য্য উদিত হইয়াছিল। তদবধি এইরূপ দিবসের নাম "কুইন্স ওয়েদার" হইয়াছে। যৎকালে নবদম্পতী সেণ্টজেম্‌স-ধর্ম্মমন্দিরে আগমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন করেন, তখন সহস্র সহস্র জনগণ সেই নিদারুণ বৃষ্টি ও শীতে ক্লেশ সহ্য করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিল। অবশেষে যখন নবদম্পতী বকিংহাম রাজপ্রাসাদ হইতে উইণ্ডসরদুর্গে গমন

করেন, তখন আকাশ পরিষ্কার ও সূর্য্যতেজ প্রখর হইল এবং পথে জনতাও তদনুরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

তিন দিবস উইণ্ডসরে অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারি কুমারের পিতা স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পিতা ও পুত্রের বিদায়গ্রহণ অতিশয় হৃদয়মুগ্ধকর হইল। রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন, যে আমার স্বামীকে তৎকালে যেরূপ দুঃখিত ও কাতর দেখিলাম, তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তিনি আমার জন্য স্বকীয় পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও স্বদেশ সমস্ত পরিত্যাগ করিলেন। ঈশ্বর আমাকে তাঁহার সুখবিধানে সমর্থ করুন। আমি যথাসাধ্য তাঁহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিব। যতই জীবন কষ্টকর হউক না কেন, এবং যতই ধৈর্য্যচ্যুতি হউক না কেন, যিনি এরূপ প্রিয়বাদিনীর প্রেমে আশ্বস্ত ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন, তিনিই যথার্থ সুখী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সাধারণে এইরূপ অভিনন্দন ও প্রীতি প্রকাশ করিলেও কেহ কেহ তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস প্রদর্শন করিতে লাগিল। কেহ কেহ কেবল স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড ভিন্ন অপর কোন প্রদেশের রাজকুমারের সহিত রাজ্ঞীর বিবাহে সন্তুষ্ট হইলেন না। অপরে আশঙ্কা করিতে লাগিল, যে রাজ্ঞী বৈদেশিক রাজকুমার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে রাজ্যমধ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলতা ও ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইবে। কিন্তু উচ্চপদস্থ হইলে প্রায়ই এরূপ বিপদ ঘটিয়া থাকে, ইহা কুমার প্রথম হইতেই সবিশেষ অবগত ছিলেন এবং যতকাল বিদ্বেষভাব প্রশমিত ও প্রকৃত কার্য্য দ্বারা অবিশ্বাস দূরীভূত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত এই সমুদায় সহ্য করিতে দৃঢ়চিত্ত হইলেন। তিনি প্রত্যুৎপন্নমতি ও দৃঢ়চেতা হইয়াও যে স্বকীয় পদগৌরব রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন না ইহা কখনও সম্ভব নহে। কিন্তু রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে অথবা বহির্ভাগেই হউক এই সকল অলীক জনরব প্রশমন করাই তদীয় জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল। তিনি ইংলণ্ডে আগমনের পর এই বিষয়ের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু যেরূপ সময় অতীত হইতে লাগিল, তাঁহার বিপদসমূহও ক্রমে ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল।

কুমার রাজ্ঞীর স্বামী হইলেও ইংলণ্ডীয় বিধি অনুসারে কোবর্গের ডিউকপুত্র ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন। অতএব তিনি

রাজ্যমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদে অধিরূঢ় হইলেও অনেকে তদীয় প্রাধান্যস্থাপনের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইল। বিশেষতঃ রাজপরিবারবর্গের মধ্যে যাঁহারা রাজ্ঞীর বৈদেশিক রাজকুমারের সহিত বিবাহে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রধানতমরূপে এই প্রতিকূল আচরণে প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। সর্ব্বোচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়াও কুমারের কোন প্রকার স্বাতন্ত্রতা না থাকাতে তিনি সর্ব্বদাই অসুখী থাকিতেন; নিজ গৃহেও অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া কোনপ্রকারে স্বকীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিতেন না।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মে মাসে, কুমার এই সমুদায় বিষয় বর্ণনা করিয়া প্রিন্‌স্ ভন্‌লোয়েন্‌ষ্টিন নামক জনৈক বন্ধুর সমীপে এই পত্র লিখিলেন, যে নিজগৃহজীবনে তিনি সুখী ও সন্তুষ্ট বটেন কিন্তু তিনি গৃহস্বামী নহেন। কেবলমাত্র রাজ্ঞীর স্বামী হওয়াতে সর্ব্বত্র তাঁহার পদগৌরব রক্ষা করা দুরূহ। "আজ্ঞাপালন করিব, ভাল বাসিব ও মান্য করিব," ইহা বলিয়া রাজ্ঞী বিবাহকালে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা একরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছিল; তিনি সেই পবিত্র প্রতিজ্ঞা সীমাবদ্ধ অথবা তৎপ্রতি হতাদর প্রদর্শন করিতে অভিলাষিণী নহেন। বিবাহপ্রতিজ্ঞা তাঁহাদিগের ঐক্যতা সংস্থাপন করিয়াছিল এবং রাজ্ঞী অবসর পাইলেই রাজকীয় কার্য্য ভিন্ন সর্ব্বত্র স্বকীয় আন্তরিক ভাব প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। তথাপি কুমারের বিজ্ঞতা ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন এবং তিনি স্বকীয় গুণে জনগণকে বশীভুত করিয়া সমুদায় বিঘ্ন অপসারণ পুর্ব্বক সত্বর স্বকীয় ক্ষমতা বিস্তার করিতে সক্ষম হইলেন।

কুমার কিরূপভাবে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত সবিশেষ চিন্তিত হইলেন। ব্যারণ ষ্টক্‌মার

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে যেরূপ ভাবে কুমারের বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন, তদনুরূপ কুমার যদ্যপি রাজনৈতিক বিষয়ে উদাসীন থাকিতেন, তাহা হইলে কেহই তাঁহার প্রতি দোষ আরোপিত করিতে পারিত না। কারণ তিনি তরুণবয়স্ক; মনোবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রাণীবৃত্তান্ত ও শিল্প প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তদীয় চিত্ত ব্যাপৃত রাখিতে পারিতেন। তাঁহার চিত্তের গঠন এইরূপ যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত ও সম্পাদনযোগ্য বিষয় ভিন্ন অন্যত্র মনোনিবেশ করিতেন না।

কিন্তু কুমার ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের আসন্নতর পদে অধিরূঢ় হইয়া অবধি এরূপ সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, যে তথায় রাজনৈতিক বিষয়ে ঔদাসীন্য দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত হয়। তিনি স্বয়ং শাসনক্ষম হইয়াও যে এরূপ রাজনৈতিক বিবাদ ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে অবস্থান করিয়া কেবলমাত্র উদাসীনভাবে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, ইহা কখনও সম্ভবে না। স্বদেশীয় ও পররাষ্ট্রীয় বিবিধ বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছিল। কিন্তু তিনি প্রথমাবধি স্বপদের গুরুত্ব অনুভব করিতে সক্ষম হইয়া, ইহা স্থির নিশ্চয় করিলেন যে, তদীয় কার্য্যদ্বারা গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যে অথবা রাজ্ঞীর রাজকীয় ক্ষমতায় ও রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ রূপ দোষ তাঁহার প্রতি যাহাতে আরোপিত না হয় এরূপভাবে কার্য্য সম্পাদন করিবেন; এবং রাজনৈতিক বিষয়ে রাজ্ঞীকে যথাসাধ্য উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক সাহায্য করিবেন। শেষোক্ত বিষয় সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হইলে, স্বদেশের হিতসাধনোপযোগী ইংলণ্ডীয় অথবা পররাষ্ট্রীয় সমুদায় বিষয় পর্য্যালোচনার আবশ্যক। এইরূপে স্বার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকীয় জীবন ও পারিবারিক উদাহরণ দ্বারা রাজ্ঞী যাহাতে প্রজা-গণের উন্নতিচিন্তা ও সাম্রাজ্যের আধিপত্য ও গৌরব বৃদ্ধি

করতঃ সাধারণ জনগণের সমীপে উত্তরোত্তর সমধিক ভক্তি ও গৌরবভাজন হয়েন তদ্বিষয়ে নিজজীবন উৎসর্গ করিতে স্থির-সংকল্প হইলেন।

তিনি যেরূপ প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান হয়েন তাহা, ইহার দশবৎসর পরে ডিউক অব ওয়েলিংটনের সমীপে লিখিত পত্রিকায় সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার ও তদীয় পত্নীর জীবনে কোনও প্রভেদ থাকিবে না; তিনি স্বকীয় কোনও প্রকার ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন না; সর্ব্বপ্রকারে আত্মশ্লাঘা পরিহার করিবেন। সাধারণ সমক্ষে তাঁহার কোনও বিভিন্নভাব থাকিবেক না। তদীয় পদ স্বীয় পত্নীর পদের অংশরূপে পরিগণিত করিতে সচেষ্ট হইবেন। রাজ্ঞী স্ত্রীজাতি প্রযুক্ত স্বভাবতঃ যে সমস্ত রাজকার্য্য সম্পাদনে অসমর্থা হইবেন, তিনি স্বয়ং সেই সমস্ত অভাব পরিপূরণ করিবেন। তিনি রাজ্ঞীর কি রাজনৈতিক কি সামাজিক কি স্বকীয়, বিবিধ বিষয়ে যথাসাধ্য উপদেশ ও সাহায্য প্রদান করিতে যত্নশীল থাকিবেন। কুমার সবিশেষ অবগত ছিলেন, যে তদীয় প্রত্যেক কার্য্য বিপদপরিপূর্ণ ও বিপক্ষগণ তাহা লইয়া মহতী আলোচনা করিবে, কিন্তু তিনি রাজ্ঞীর অকপট প্রেম ও স্বীয় কার্য্যকরী বিবেকশক্তি বশতঃ কখন অভিভূত অথবা হতাশ হয়েন নাই।

বিবাহের পর কুমারকে সাধারণ সভা ও সমিতির আচার ব্যবহার পরিজ্ঞাত করিবার নিমিত্ত বিবিধ পুরুষ ও স্ত্রীলোক. দিগের দরবার এবং অভিনন্দন পত্রাদি প্রদত্ত হইল। কিন্তু ইহাতেই কেবল তদীয় চিত্ত ব্যাপৃত ছিল না। তদানীং রাজ্য মধ্যে নানাবিধ রাজনৈতিক বিষয় আন্দোলিত হইতেছিল, তিনি তাহাতেই অভিনিবেশ প্রদান করিলেন। তিনি বাল্যকাল

হইতে নির্জ্জনতর শান্তিপূর্ণ স্থানে অবস্থান করিতেন; এক্ষণে সহসা প্রতিমুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তনশীল জনসমাজে প্রবিষ্ট হওয়াতে প্রথমতঃ তাঁহার অতিশয় ক্লেশ হইল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ২৭ শে ফেব্রুয়ারি তিনি লিখিয়াছেন যে "সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান সমাজে মিলিত হওয়া আমার পক্ষে দুরূহ; বিশেষতঃ দিবসের শেষ-ভাগ অসহ্য বলিয়া বোধ হয়।" তিনি প্রথমাবধি সাধারণের অন্তঃকরণে উত্তম সংস্কার উৎপাদন করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর কতিপয় বৎসর, কুমার পূর্ব্বের ন্যায় চিত্র ও সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেন; কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিলেন। তিনি চিত্র ও সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিতালাভ করিয়াছিলেন; এবং রাজ্ঞী ও কুমার উভয়ে তদনুশীলনে তাঁহাদিগের সামান্য অবসরকাল আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত করিতেন। তাঁহারা একত্রে গীত ও বাদ্যের আলোচনা করিতে ভাল বাসিতেন। সর্ব্বসন্তাপনিবা-রণী সঙ্গীতবিদ্যা কুমারের সর্ব্বদাই প্রধানতম প্রিয় বস্তু। তদীয় সঙ্গীতপ্রিয়তাসমাচার সাধারণে প্রচারিত হইলে, তিনি নানাবিধ সভা ও সমিতিতে উৎসাহ প্রদানার্থ আহূত হয়েন। তিনি প্রথমতঃ "প্রাচীন সঙ্গীত" দলের অধিনায়কপদে বৃত হইলেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন, কুমার দাসবিক্রয়-নিবারণী সভার সভাপতির কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক তদানীন্তন সামাজিক ব্যাপারে তদীয় সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তিনি সংক্ষিপ্ত ও অর্থগৌরব বক্তৃতা প্রদানপূর্ব্বক বহুবিষয় সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার স্বকীয় অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান করেন; এবং ঐ গুণবশতঃ তদীয় বক্তৃতাসমূহ সত্বর সর্ব্বত্র আদৃত হইল। তিনি অতি যত্নপূর্ব্বক বক্তৃতাটি লিখিয়া অভ্যাস করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী স্বকীয় দৈনিক বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে "তিনি অতিশয় ভীত

হইয়াছিলেন এবং প্রাতঃকালে তৎসমক্ষে বক্তৃতাটি আবৃত্তি করেন।" আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি যে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ সিসিরোর সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ কালেও বক্তৃতারম্ভে সর্ব্বশরীর কম্পায়মান হইত। কুমার বৈদেশিক ভাষায় সোৎসুক জনগণ সমীপে বক্তৃতা প্রদানে প্রবৃত্ত এবং শ্রোতৃবর্গের আদরলাভে প্রয়াসী, অতএব প্রধানতম বাগ্মিগণের স্বাভাবিক কম্পন তাঁহাতে বিশেষরূপে লক্ষিত হওয়া বিস্ময়কর নহে।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে এক মহতী বিপদ্ উপস্থিত হইল। এক দিবস রাজ্ঞী অনাবৃত শকটারোহণপূর্ব্বক কনষ্টিটিউশনাল পাহাড় আরোহণ কালে অক্‌সফোর্ডনামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দুইবার গুলি নিক্ষেপ করে। সৌভাগ্যক্রমে তাহার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল; কিন্তু হতভাগ্য যে অসদুদ্দেশ্যে গুলি নিক্ষেপ করিয়াছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাহাকে এই অপরাধের নিমিত্ত উপযুক্ত শাস্তিপ্রদান করিলে আর কোনও গোলযোগ ঘটিত না। যাহা হউক সে ব্যক্তি উন্মত্ততার আপত্তি উত্থাপন করিল এবং বিচারালয়ের সদস্য (জুরি) গণ তাহাকে উন্মাদ বিবেচনা করিলে, বিচারক তাহাকে চিরজীবনের মত উন্মত্তাগারে আবদ্ধ থাকিবার আদেশ প্রদান করিলেন। এইরূপ লঘুশাস্তি প্রদানবশতঃ ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্ ও বীন নামক দুই ব্যক্তি পুনরায় এইরূপ আচরণে সাহসী হয়। সেই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া অক্‌সফোর্ড কহিয়াছিল যে তাহার জীবনদণ্ড প্রদান করিলে আর কেহ কখন রাজ্ঞীর জীবনে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইত না। তৎকালে রাজ্ঞী অন্তঃসত্ত্বা থাকাতে এইরূপ ভয়োৎপাদনে কোনওরূপ বিপদ্পাতের সম্ভাবনায় কুমার অতিমাত্র ভীত হইলেন।

যদ্যপি রাজ্ঞী পুত্র রাখিয়া অকালে কালগ্রাসে নিপতিতা

হয়েন, এই আশঙ্কায় অভিভাবক নির্দ্ধারণ বিষয়ক পাণ্ডুলিপির অবতরণার প্রয়োজন। চতুর্থজর্জের কন্যা রাজকুমারী সার্লটির গর্ভাবস্থাকালে তদীয় ভাবী সন্তানের অভিভাবকপদে তাঁহার স্বামী কুমার লিওপোল্ড নিযোজিত হইবার প্রস্তাব হয়। তদনুসারে কুমারকে অভিভাবক পদে প্রতিষ্ঠিত করাই রাজ্ঞীর অভিমত। কিন্তু কুমারের বার্ষিকবৃত্তি ও ইংলণ্ডাধিবাসিগণের সদৃশ ক্ষমতা প্রদান বিষয়ক পাণ্ডুলিপি লইয়া পার্লিয়মেণ্টে যেরূপ গোলযোগ হইয়াছিল এবং রাজ্ঞীর পিতৃব্য ডিউক অব্ সসেক্স যেরূপ কুমারের প্রতিকূল তাহাতে প্রতিযোগী মন্ত্রিপক্ষের নেতৃবর্গের অভিপ্রায় বিশেষরূপে অবগত না হইয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় নাই। বিশেষতঃ রাজ্ঞীর পিতৃব্যের অভিমত এই যে কুমার একাকী অভিভাবকরূপে নিযুক্ত না হইয়া এক অভিভাবকসভা সংগঠিত হয়; এবং তিনি স্বয়ং তাহার প্রধানতম সভ্যরূপে নিয়োজিত হইবেন। অতএব এই সমুদায় গোলযোগ নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে গোপনে সার্ রবার্ট পীল ও ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের পরামর্শ গ্রহণ করা হইল। সকলেই সম্মতি প্রদান করিলেন যে, পিতা স্বভাবতঃ অভিভাবক, তিনি বিদ্যমানে অন্য কেহ অভিভাবক হইতে পারে না, অতএব কুমারই অভিভাবক পদে নিয়োজিত হইবেন। তদনুসারে লর্ড চ্যান্সেলর ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুলাই এতদ্বিষয়ক এক পাণ্ডুলিপির অবতারণা করিলে পার্লিয়মেণ্টের উভয় সভায় উহা অনুমত ও অনুমোদিত হইল। ডিউক অব্ সসেক্স ইহার প্রতিকূলে স্বীয় মন্তব্য লিখিলেন। যাহা হউক কুমারের পক্ষে এই ব্যাপার অতিশয় প্রয়োজনীয়। ইহা দ্বারা তদীয় পদ নির্দ্ধারিত হইল এবং এই অল্পকালমধ্যে তিনি রাজনৈতিক উভয়পক্ষের কিরূপ সম্মানভাজন হইয়া ছিলেন, তাহারও

সবিশেষ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। লর্ড মেলবোরণের অভিমত এই যে কুমার নিজগুণে এই জয়লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু তিন মাস পূর্ব্বে কেহ এরূপ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিত না।

পার্লিয়মেন্টের অবকাশ প্রদানের দিবস রাজ্ঞী স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলে, তৎকালে কুমারের আসন নিরূপণসম্বন্ধে মহা গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। এইরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, যে ডিউক্ অব্ সসেক্স ও তৎপক্ষীয়গণ কুমার কর্ত্তৃক লর্ডসভায় রাজ্ঞীর পার্শ্ববর্ত্তী আসনগ্রহণে প্রতিবাদ করিবেন. কিন্তু কুমার সিংহাসনের আসন্নতর আসনে উপবিষ্ট হওয়াতে সমুদায় গোলযোগ প্রশমিত হইল। যদিও কোনরূপ প্রতিবাদ উত্থাপিত হইত তাহা হইলে সাধারণের সদ্যুক্তি ও কুমারের প্রতি তাহাদিগের একান্ত ভক্তি বশতঃ তাহা নিবারিত হইত, এ বিষয়ে কোনও প্রকার সন্দেহ নাই। ইহার কতিপয় দিবস পরে ডিউক অব্ ওয়েলিংটন রাজ্ঞীকে কহিয়া ছিলেন যে "আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়া ছিলাম যে কুমারের আপনার পার্শ্ববর্ত্তী আসন গ্রহণ করা উচিত। আপনার অভিরুচি অনুসারে কুমারকে আসন প্রদান করুন, তাহাতে কেহ কোনরূপ প্রতিবাদ করিতে পারিবে না"।

উইণ্ডসরের রাজপ্রাসাদে অবস্থানকালে কুমার অপেক্ষাকৃত সুখে বাস করিতেন। তথাকার বায়ু লণ্ডনের ন্যায় ধূমদূষিত নহে, চতুর্দ্দিক সুপ্রশস্ত মনোহর উপবন সমূহে পরিপূর্ণ। তিনি কহিতেন যে এই নির্ম্মলবায়ু সেবনে স্বর্গীয় সুখ উপলব্ধি হয়। এখানে লণ্ডনের ন্যায় বহুসহস্রব্যক্তি সর্ব্বত্র অনুসরণ না করাতে তিনি শান্তিসুখ উপভোগ করিতেন। এই নির্জ্জন শান্তিময় স্থানে অবস্থানকালে তদীয় প্রাণিবৃত্তান্ত পাঠাভ্যাস ও উপবন-

রচনাক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিবার অবসর প্রাপ্ত হইতেন। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় উপবনরচনায় দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন; এবং দুর্গের চতুর্দিকস্থ প্রমোদকাননের সৌন্দর্য্যের উন্নতিবিধান করিয়া স্বকীয় নিপুণতার পরিচয় প্রদান করিলেন।

২৬ শে আগষ্ট কুমারের জন্মদিবস। ঐ দিবস প্রথমতঃ কুমারের জন্মদিবস মহোৎসব পরম সমারোহে সম্পাদিত হইল। উইণ্ডসরে বিশ্রাম কালে কুমার ইংলণ্ডীয় ব্যবহার ও বিধি সমূহ পাঠে অভিনিবেশ প্রদান করিলেন। তথায় রাজ্ঞী ও কুমার ব্যবহারশাস্ত্রপ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক সেলুইনের সমীপে হালামের কৃত ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ১১ই সেপ্টেম্বর কুমার প্রিভিকাউন্সিলের সভ্য পদে নিয়োজিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি একাদশ সংখ্যক হুসার নামক অশ্ব সৈন্য বিভাগের কর্ণেলপদে বৃত হইয়া ছিলেন, এক্ষণে তিনি উইণ্ডসরস্থ প্রথম সংখ্যক জীবনরক্ষক নামক সৈন্য বিভাগের সহিত ইংলণ্ডীয় রণশিক্ষা প্রথা বিদিতার্থ বহির্গমন করিলেন।

১৩ ই নভেম্বর রাজ্ঞী ও কুমার বকিংহাম রাজপ্রাসাদে উপনীত হয়েন; এবং ২১ শে নবেম্বর রাজকুমারী রয়েল ভূমিষ্ঠ হইলেন। ইনিই এক্ষণে ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ সম্রাট্ ফ্রেডারিক উইলিয়মের বিধবা পত্নী। রাজ্ঞী কহেন যে কুমার কন্যা দর্শনে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত হতাশ হইলেন। রাজ্ঞী স্বীয় স্মারক লিপিতে লিখিয়াছেন যে তিনি যত দিবস সূতিকাগারে আবদ্ধ ছিলেন সেই সময়ে কুমার তাঁহার প্রতি যেরূপ যত্ন ও স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত। তিনি রঙ্গালয় পরিদর্শন প্রভৃতি কোন প্রকার আমোদপ্রমোদে লিপ্ত হয়েন নাই; রাজ্ঞীর জননীর সহিত আহার করিতেন এবং সর্ব্বদা রাজ্ঞীর সন্নিকটে অবস্থানপূর্ব্বক তদীয় সুখবিধানে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি অন্ধ-

কারময় সূতিকাগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক কখন বা রাজ্ঞীর নিকট পুস্তক পড়িতেন, কখন বা রাজ্ঞীর পরিবর্ত্তে স্বয়ং পত্রাদি লিখিতেন, তাঁহাকে শয্যা হইতে উত্থাপন করিয়া পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করাইতেন। রাজ্ঞী কহেন যে "জননীর ন্যায় তিনি আমাকে লালনপালন করিয়াছিলেন এবং তদপেক্ষা দয়ালু, বিজ্ঞতর ও সদ্বিবেচক ধাত্রী পাওয়া দুরূহ।"

কুমারের পরিচর্য্যাগুণে রাজ্ঞী সত্বর আরোগ্য হইয়া বড়দিন পর্ব্বোপলক্ষে উইণ্ডসর দুর্গে প্রত্যাগমনে সমর্থা হইলেন। কুমার বড়দিন পর্ব্বপ্রিয় ছিলেন। তিনি স্বদেশের প্রথানুসারে পরস্পরের প্রীতিচিহ্ন স্বরূপ উপহার প্রদান প্রথায় অনুরাগ প্রদর্শন করেন। রাজ্ঞী তাহাতে সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বগৃহে সেই প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন এবং তদবধি রাজপ্রাসাদে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

রাজ্ঞী ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ২৩ শে জানুয়ারি বকিংহাম রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ২৬ শে জানুয়ারি পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশনের দিবস তথায় স্বয়ং উপস্থিত হয়েন। ১০ই ফেব্রুয়ারি রাজ্ঞীর বিবাহদিবসোপলক্ষে বার্ষিক উৎসব; সেই দিবসই রাজকুমারী রয়েলের খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা ও নামকরণ হইল। তাঁহার ভিক্টোরিয়া এডেলেড্ মেরি লুইসা নাম রক্ষিত হইল। বালিকা রাজকুমারী নামকরণকালে জাগরিতা থাকিয়া সমাগত ব্যক্তিগণের সুচিক্কণ পরিচ্ছদ দর্শনপূর্ব্বক আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। তৎকালে ক্রন্দন করেন নাই।

এত দিনের পর লর্ড মেলবোরণের পক্ষের মন্ত্রিত্বকাল শেষ হইল। তাঁহারা পার্লিয়মেণ্টে ২ কোটী টাকার অপ্রতুল স্বীকার করিলেন। বাণিজ্যের দুরবস্থা হইয়াছিল; শিল্পপ্রধান দেশসমূহ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও দারিদ্র্যক্লেশে প্রপীড়িত। সাধারণ জনগণের

অন্তঃকরণে এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে বর্ত্তমান মন্ত্রিদল এই আসন্ন বিপদ সমূহ হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিতে একান্ত অক্ষম। মন্ত্রিদলের বিপদে রাজ্ঞী চিন্তাকুলিত হইলেন; যেহেতু বহুদিবস একত্রে কার্য্য করাতে ও লর্ড মেলবোরণের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন-বশতঃ তিনি তৎপক্ষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অসহায় অবস্থা অপেক্ষা এক্ষণে কুমারকে পরামর্শদাতা লাভ করিয়া তদীয় পদ কতদূর স্বাধীন হইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহা হউক ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ২৮ শে আগষ্ট প্রায় দুই সপ্তাহ বাদানুবাদের পর মন্ত্রিদল পরাভূত হইলেন; এবং ৬২৯ জন সভ্যের মধ্যে কেবল ৯১ জন মাত্র তাঁহাদিগের পক্ষে রহিল। লর্ড মেলবোরণ সেই দিবস সায়ংকালে রাজ্ঞীর অনুরোধে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত উইণ্ডসর দুর্গে আগমন করেন। অচিরন্তন পরাভবের নিমিত্ত তদীয় চিত্ত কিছুমাত্র আকুলিত হয় নাই। তিনি কহিলেন যে তিনি কেবল রাজ্ঞীর নিমিত্ত দুঃখিত। এত দিবস তাঁহার অধীনে কার্য্য করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কষ্টকর। তিনি চারি বৎসরের মধ্যে প্রতি দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। কিন্তু ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা এক্ষণে রাজ্ঞীর অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কুমার সমুদায় অববোধে সক্ষমও সুচতুর।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ৩রা সেপ্টেম্বর সার্ রবার্ট পীল নূতন মন্ত্রিদল গঠন করিলেন। লর্ড মেলবোরণ ব্যারণ ষ্টকমারের নিকট লিখিয়াছিলেন যে সার্ রবার্ট পীল বরাবর কুমারের প্রতি ন্যায়-পরায়ণতা ও সাম্যভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার পর সার্ রবার্ট পীল প্রায় সর্ব্বদা কহিতেন যে পূর্ব্ব বৎসর কমন্স সভায় কুমারের বৃত্তি হ্রাস সম্বন্ধে তিনিই প্রধানতম সাহায্যকারী

থাকাতে তিনি তৎসহ ব্যবহারে প্রথমতঃই ভীত হইয়াছিলেন। অতএব কুমারের আচরণে মনঃক্ষুণ্ণের কোনও লক্ষণ না দেখিয়া তিনি অতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। প্রত্যুত কুমারের পত্রাদিতে সরলতা ও সহৃদয়তার চিহ্ন দর্শনে নির্ভয় হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে কুমারের কোনও রূপ মনঃক্ষুণ্ণতা নাই বরং তৎপ্রতি মিত্রভাব প্রদর্শনে উৎসুক। তিনি সত্বর কুমারের কার্য্যবিরোধ নিপুণতা অবগত হইয়া লর্ড মেলবোরণের ন্যায় সমুদায় বিষয় তাঁহাকে বিদিত করিতেন।

এত দিবসের পর রাজ্ঞী ও কুমারের আশা পরিপূর্ণ হইল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ৯ই নবেম্বর প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ বকিংহাম রাজপ্রাসাদে জন্ম গ্রহণ করিলেন। রাজ্ঞী সত্বর আরোগ্যলাভে সমর্থা হইলেন। ৬ই ডিসেম্বর রাজ্ঞী উইণ্ডসর দুর্গে গমন করিয়া তদীয় মাতুল রাজা লিওপোল্ডের সমীপে লিখিলেন যে, বালক কাহার সদৃশ হইবে স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি পরমেশ্বরের সমীপে আন্তরিক প্রার্থনা করি যে, বালকের শারীরিক ও মানসিক গঠন সর্ব্বপ্রকার তাহার পিতার সদৃশ হউক।

বহুল উচ্চপদস্থ আত্মীয়গণ বালকের ধর্ম্মপিতা হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে রাজ্ঞী ও কুমার তাহা নির্ব্বাচন করিবার নিমিত্ত চিন্তিত হইলেন। অবশেষে প্রুশিয়ার রাজা উক্ত কার্য্য সম্পাদনার্থ আহূত হয়েন। তাঁহার সহিত কোনও রূপ আত্মীয়তা ছিল না কিন্তু তিনি ইউরোপের প্রটেষ্টাণ্টমতাবলম্বী রাজ্যসমূহের মধ্যে প্রধানতম রাজা, অতএব ইংলণ্ডাধিবাসিগণ এই নির্ব্বাচনে দোষ না দিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন। রাজা ফ্রেডরিক উইলিয়ম পূর্ব্ব হইতেই ইংলণ্ড পরিদর্শনে মনস্থ করিয়াছিলেন। অতএব এই নিমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মতি প্রদানে কালবিলম্ব করিলেন না।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ২২ শে জানুয়ারি প্রুশিয়ার রাজা গ্রিন্ উইচে উপস্থিত হইলে তথায় কুমার তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং উইণ্ডসর দুর্গে প্রবেশ কালে রাজ্ঞী স্বয়ং সংবর্দ্ধনা করিলেন। রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে "রাজা কুমার অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ নহেন, কিন্তু অতিশয় স্থূলকায়। তদীয় মুখমণ্ডল ক্ষুদ্র, মুখশ্রী অতিশয় সুন্দর, মস্তকের কেশ বিরল, গণ্ডস্থল কেশশূন্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি প্রফুল্লচেতা, বাগ্মী, সুরসিক ও মনোহর উপন্যাসবক্তা।"

পূর্ব্বে রাজগণের দীক্ষা ও নামকরণকার্য্য রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে সম্পাদিত হইত। ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ রাজা কোনও ধর্ম্মমন্দিরে দীক্ষিত হইলে ইংলণ্ডাধিবাসিগণ পরিতুষ্ট হইবেন, এই বিবেচনা করিয়া উইণ্ডসরের সেণ্টজর্জ ধর্ম্মমন্দিরই উপযুক্ত স্থান নিরূপিত হইল। তথায় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ২৫ শে জানুয়ারি প্রাতে দশ ঘটিকার সময়, প্রিন্স অব্ ওয়েলসের দীক্ষা ও নামকরণ কার্য্য মহা সমারোহে সমাধা হয়। রাজকুমারের আলবার্ট এডওয়ার্ড নাম রক্ষিত হইল। রাজ্ঞী এই উৎসব উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, পতাকা, সঙ্গীত ও বেদির উপরিভাগস্থ আলোকমালা দ্বারা প্রাচীন ধর্ম্মমন্দিরের যে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি প্রুশিয়ার রাজা স্বদেশ গমনকালে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। তদীয় সর্ব্বজনপ্রিয় স্বভাব ও সুশিক্ষাবশতঃ, তিনি রাজ্ঞী ও কুমারের সাতিশয় অনুরাগ ও প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে সমাচার আসিল যে ৩ রা মে কুমারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বেডেনের রাজকুমারী আলেক্‌জেনড্রাইনের সহিত বিবাহ হইবে। বিবাহোৎসবে যোগদান করিবার নিমিত্ত কুমার পরম নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে আহূত হইলেন। কিন্তু তৎকালে

ইংলণ্ডের অভ্যন্তরে ও বৈদেশিক অধিকার সমূহে বিবিধ গোল-যোগ উপস্থিত হওয়াতে তিনি নিরস্ত হইলেন। রাজ্ঞীকে একাকিনী রাখিয়া যাওয়া সম্ভব নহে; এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই অত্যাবশ্যকীয় গুরুতর রাজকার্য্যে রাজ্ঞীর পরামর্শ গ্রহণ করা হইতেছিল। শ্রমজীবিগণের কর্ম্মের অভাব, বেতনের অল্পতা, খাদ্যদ্রব্যের মহার্ঘতা, এবং শিল্পপ্রধানবিভাগসমূহের সাধারণতঃ অন্নকষ্ট প্রভৃতি বিবিধ কারণে গবর্ণমেণ্ট তৎকালে সর্ব্বদাই চিন্তিত ছিলেন। সেই বৎসর ষ্টাফোর্ডসায়ার ও ওয়েল্‌সের দক্ষিণ বিভাগ প্রভৃতি স্থানের লৌহ ও কয়লার খনিতে, মানচেষ্টরের কুম্ভকারের কারখানায় এবং লাঙ্কেসায়ারে এরূপ বিদ্রোহ উপস্থিত হইল যে তন্নিবারণার্থে সৈনিক পুরুষগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। তৎকালে চীনদেশে যুদ্ধ চলিতেছিল, এবং আফগানিস্থানে ব্রিটীশ সৈন্যের শোচনীয় দুর্দ্দশা হইবার সম্ভাবনা। এই সমুদায় কারণে গবর্ণমেণ্টের সৈনিক বৃদ্ধির আবশ্যক; সঞ্চিত অর্থ আফগানিস্থানের যুদ্ধে নিঃশেষিত হইয়াছিল।

পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশনকালে সমগ্র দেশের অবস্থা পূর্ব্বোক্ত রূপ ছিল। রাজ্ঞী ও কুমার মন্ত্রিগণের ন্যায় স্বদেশের পূর্ব্বোক্ত বিপদ্‌মোচন করিবার নিমিত্ত চিন্তিত হয়েন নাই ইহা বিবেচনা করা ভ্রম মাত্র। অতএব সার্ রবার্ট পীল ১৫০০ টাকার অধিক আয়ের উপর ইন্‌কম্ ট্যাক্স কর স্থাপন করিয়া জাতীয় দরিদ্রতা নিবারণের প্রস্তাব করিলে তাঁহারা সহৃদয়ে তাহার অনুমোদন করিলেন। এই উপায় অবলম্বনে প্রধানমন্ত্রী স্বকীয় সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। অত্যন্ত বিপদ্‌কালেই এই উপায় অবলম্বিত হইত। পূর্ব্বে কেবল যুদ্ধব্যয় নির্ব্বাহার্থে এই কর প্রবর্ত্তিত হইত। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকলের আয় অনুসন্ধান ও অসমানভাবে সকলের প্রতি প্রব-

র্ত্তিত হওয়ায় এই কর সাধারণের অপ্রিয়। কিন্তু এই দুষ্প্রতি-কার্য্যব্যাধির অসামান্য ঔষধের প্রয়োজন। প্রধান মন্ত্রী সার্ রবার্ট পীল ১১ ই মার্চ কমন্স সভায় এই বিধি প্রস্তাবনা কালে সাধারণের স্বদেশভক্তির কথা উল্লেখ করিলে এ বিষয়ে কাহারও অসম্মতি রহিল না। বিশেষতঃ তিনি কহিলেন যে, রাজ্ঞী স্বয়ং এই কর হইতে অব্যাহতি পাইতে অভিলাষিণী নহেন; এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সকলে এই অভিনব কর স্থাপনে সন্তুষ্ট চিত্তে সম্মতি প্রদান করিলেন। এই সামান্য ক্ষতি স্বীকার করাতে রাজ্য সত্বর দরিদ্রতা হইতে উদ্ধার পাইয়া পুনরায় সাধারণের বিশ্বাসলাভে সমর্থ হইল।

যৎকালে সার্ রবার্ট পীল কমন্স সভায় দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে স্বদেশ ও ইংরাজ জাতির স্বভাব ও বলের উপর নির্ভর করিয়া নূতন কর স্থাপনে যত্নশীল হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণ অধুনাতন কাবুলের দুর্ঘটনা স্মরণ করিয়া বিহ্বল হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডে সে সমাচার কেহই অবগত ছিল না। কাবুলে সার্ উইলিয়ম ম্যাক্ নটেন হত ও ব্রিটীশ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছিল। ১০ ই তারিখে তিনি রাজ্ঞীর নিকট এই সংবাদ প্রদান করিলেন। ৫ ই এপ্রিল্ এই ভয়ানক সংবাদ সবিস্তারে গবর্ণমেণ্টের গোচরে আইসে এবং আরও সংবাদ আসিল যে আর কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। রাজ্ঞী ও কুমার এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। যেরূপ বীরত্বের সহিত সমগ্র ব্রিটীশজাতি ইহার প্রতিবিধানে তৎপর হয়েন ও যেরূপ ভাবে তাঁহারা সত্বর ব্রিটীশ গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তরভাবে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হইলেন, তাহা দর্শন করিয়া রাজ্ঞী ও কুমার পরম পরিতোষলাভ করিলেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড যে স্থানে রাজ্ঞীর জীবন অপহরণের চেষ্টা করিয়াছিল, ২০শে সেই স্থানের সন্নিকটে জন ফ্রান্সিস্ নামক এক ব্যক্তি পুনরায় রাজ্ঞীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিঃক্ষেপ করিল। ১৭ই জুন ফ্রান্সিসের বিচার হইল; হত্যাপরাধ সপ্রমাণিত হওয়াতে প্রাণদণ্ড বিহিত হইল। যদিও রাজ্ঞী সম্যক্ অবগত ছিলেন যে ঈদৃশ ব্যাপারে লঘুদণ্ড প্রদান করিলে পুনরায় এরূপ নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠানে উৎসাহপ্রদান করা হইবে; তথাপি তিনি ফ্রান্সিসের প্রাণদণ্ড স্থগিত করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ ব্যতিরেকে রাজকীয় ক্ষমাপ্রদানক্ষমতা প্রবর্ত্তিত হয় না; অতএব গবর্ণমেণ্ট অনেক তর্কবিতর্ক ও বিচারকগণের সহিত পরামর্শ গ্রহণ করিয়া প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনদণ্ড প্রদান করিলেন।

এই আদেশ প্রচারিত হইবার দিবস, বীন নামক জনৈক কুব্জ ব্যক্তি পুনরায় রাজ্ঞীর জীবনাপহরণের চেষ্টা করে। রাজ্ঞী, কুমার ও রাজা লিওপোল্ড একত্রে সেণ্টজেম্স রাজ-প্রাসাদের ধর্ম্মমন্দিরে গমনকালীন এই হতভাগ্য রাজকীয় শকট লক্ষ্য করিয়া গুলি নিঃক্ষেপ করে; কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছিল। ডরসেট নামক ষোড়শবর্ষীয় জনৈক যুবাপুরুষ হত্যাভিলাষীর হস্ত হইতে পিস্তল কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ধৃত করিল। পুলিশ কর্ম্মচারী পিস্তল পরীক্ষা করিয়া অভ্যন্তরে বারুদ, কাগজ ও ধূমপাননলখণ্ডে পরিপূর্ণ দেখিতে পাইলেন। রাজ্ঞী রাজ-প্রাসাদে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে এ বিষয় জানিতে পারেন নাই। তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া ভীত বা চিন্তিত হইলেন না; কেবলমাত্র কহিলেন যে, এইরূপ অপরাধিদিগকে মহা রাজদ্রোহিতা ভিন্ন অন্য দণ্ড প্রদান করিবার উপায় না থাকাতে যে পর্য্যন্ত দণ্ড-

বিধি পরিবর্ত্তিত না হইবে তত দিন এইরূপ ব্যাপার ঘটিবে। সার্ রবার্ট পীল তৎকালে কেম্বিজে ছিলেন। তিনি এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া ইহার নিবারণোপায় স্থিরীকরণার্থে কুমারের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাদিগের কথোপকথনকালে রাজ্ঞী সেই কক্ষে প্রবেশ করেন। প্রধান মন্ত্রী সাধারণতঃ উদাসীন ও গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও রাজ্ঞীর সমক্ষে হৃদয়ের শোকাবেগ সংবরণ করিতে সমর্থ না হইয়া অশ্রুমোচন করিয়া ছিলেন।

অনতিবিলম্বে, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১২ ই জুন পার্লিয়মেণ্টে এতদ্বিষয়ক এক পাণ্ডুলিপির অবতারণা হয়। তাহাতে এরূপ অপরাধীদিগকে গুরুতর অসদ্ব্যবহারের নিমিত্ত সাত বৎসর নির্ব্বাসন অথবা তিন বৎসরের অনধিক কাল কঠিন কিম্বা সামান্য পরিশ্রমে কারাবাসদণ্ড বিহিত হইল; এবং বিচারালয়ের আদেশমত সাধারণ সমক্ষে অথবা, নির্জ্জনে তিন বারের অনধিক বেত্রাঘাত করা হইবে। ১২ ই জুলাই এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হয়; এবং তদনুসারে ২৫ শে আগষ্ট বীনের বিচার হইয়া ১৮ মাস কারাদণ্ড প্রদত্ত হইল।

রাজ্ঞী ও কুমার পার্লিয়মেণ্টের অবকাশকালে স্কটলণ্ড ভ্রমণে মনস্থ করিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১১ ই আগষ্ট রাজ্ঞী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পার্লিয়মেণ্টের অবকাশ প্রদান করেন। রাজ্ঞী ও কুমার স্কট্‌লণ্ডের সর্ব্বত্রেই সাদরে সংবর্দ্ধিত হইলেন। তদ্দেশবাসিগণের হৃদয়ের অন্তঃস্থল রাজভক্তিরসে দ্রবীভূত হইল, এবং যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদিগকে গম্ভীর ও অনুদার প্রকৃতি বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাঁহারা এই সময়ে স্কচ্‌দিগের রাজ্ঞীর প্রতি অসাধারণ ভক্তি ও আন্তরিক যত্ন দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। রাজ্ঞী ও কুমার অধিবাসিগণের সহৃদয় রাজভক্তি দর্শনে আন্ত-

রিক পরিতৃপ্ত ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব মাসের নিদারুণ পরিশ্রমের পর পার্ব্বতীয় বিশুদ্ধ বায়ুসেবনে স্বাস্থ্যোৎকর্ষ লাভ করিলেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সংবাদ আসিল যে গজনী ও কাবুল ইংরাজাধিকৃত, আকবর খাঁ পরাস্ত ও ইংরাজবন্দিগণ কারামুক্ত হইয়াছে। চীনদেশেও সুবিধামত সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছে। অনেক বৎসর এরূপ শুভ সমাচার ইংলণ্ডে উপস্থিত হয় নাই। রাজ্ঞী ও কুমার এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া এই কার্য্যের অনুষ্ঠাতৃগণের বীরত্ব ও অলৌকিক সাহসিকতার নিমিত্ত কিরূপ পুরস্কার প্রদান করিবেন তজ্জন্য চিন্তিত হইলেন। অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, অনতিবিলম্বে চীন ও আফগানিস্থানের জন্য এক এক পদক প্রস্তুত করিয়া প্রদত্ত হইবে; মন্ত্রিগণও ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সংবাদ আসিল যে এরূপ কার্য্যের নিমিত্ত পারিতোষিক প্রদান করিবার ক্ষমতা কেবল-মাত্র রাজ্ঞীর থাকিলেও তদানীন্তন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড এলেনবরা স্বকীয় ক্ষমতা অতিক্রমপূর্ব্বক স্বয়ং ভারতীয় সৈনিকবিভাগে স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছেন। কেবল চীনের নিমিত্ত পারিতোষিক প্রদান অবশিষ্ট রহিল।

মন্ত্রিদলের পরিবর্ত্তনাবধি কুমার তদানীন্তন রাজকার্য্যসমূহে মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। সার্ রবার্ট পীল ও লর্ড আবার্ডিন এই বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। তাঁহারা লর্ড মেলবোরণের ন্যায় সত্বর অববোধে সমর্থ হইলেন যে, কুমার সৎ, বুদ্ধিমান্ ও সুবিবেচক পরামর্শদাতা।

কুমার, ইংলণ্ড রাজ্ঞীর স্বামীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থির করিয়াছিলেন যে রাজসভাসদ্গণের রীতি নীতি অনুসরণপূর্ব্বক যথাসম্ভব উন্নত করিবেন। তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন যে উক্ত অভিপ্রায় পরিপূরণার্থ তদীয় চরিত্র অনিন্দনীয় হইলেই

হইবে না, কিন্তু কেহ কোনও প্রকারে তদীয় চরিত্রে যাহাতে সন্দেহ করিতে না পারে সেবিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। আরও তিনি জানিতেন যে, তৎতুল্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তির প্রত্যেক কার্য্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষিত হইয়া থাকে; গমনাগমন যত্ন-পূর্ব্বক লক্ষিত হয়। সুযোগক্রমে তাঁহার কার্য্যকলাপ সমাজে উল্লিখিত হইবে, কখন কখন তৎসম্বন্ধে উপন্যাস রচিত হইবে এবং তদীয় নির্দ্দোষ কার্য্যকলাপেও দোষ উদ্ভাবিত হইবে। অতএব তিনি প্রথমতঃ তদীয় আচরণ বিষয়ে সুদৃঢ় নিয়মাবলী সংস্থাপন করিলেন। স্বকীয় গতিবিধির প্রতি গুরুতর বশীত্ব ও ত্যাগসহনত্ব প্রদর্শন করিলে বিশেষ উপকার দর্শিবে, ইহা অবগত হইয়া, তিনি উক্ত নীতিদ্বয়ের যথাসাধ্য অনুসরণে পরাঙ্মুখ হইলেন না। তিনি কখন পদব্রজে নগর পরিভ্রমণে বহির্গত হইতেন না; এবং এইরূপে নগরের উন্নতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তিনি শকট অথবা অশ্বারোহণে যথায় গমন করিতেন তথায় তদীয় অশ্বপরিচারকও গমন করিত তিনি সামান্য সমাজে কখন গমন করিতেন না। চিত্রকরদিগের চিত্রশালিকা, শিল্প, অথবা বিজ্ঞানের মিউ-জিয়ম ও মনুষ্য জাতির উপকারক সুনীতিশিক্ষা বিদ্যালয়, রোগীর আশ্রম প্রভৃতি যাহা তদীয় পরিদর্শনে উপকৃত হইবার সম্ভাবনা তথায় তাঁহার অশ্ব অপেক্ষা করিতে দৃষ্ট হইত। তাঁহার কোনও রূপ নিন্দা প্রচারিত হয় নাই।

ইতিমধ্যে কুমার এরূপ নানা বিষয়ে ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে সমুদায় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিল। এতন্নিবন্ধন রাজ্ঞী অতিশয় চিন্তিত হইলেন। তিনি ব্যারণ ষ্টকৃমারের সমীপে লিখিলেন যে "কুমারের স্বাস্থ্য কেবলমাত্র আমার পক্ষে নহে সমগ্র রাজ্যের প্রয়োজনীয়; অত-

এব তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত লণ্ডন বাস কালে বহুল অনাবশ্যকীয় ব্যক্তিদিগকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে না।"

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২রা ফেব্রুয়ারি পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশন-কালে, রাজ্ঞী স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তৎকালে তিনি পূর্ণগর্ব্ভা থাকাতে তাঁহার পক্ষে কোনও রূপ চিত্তচাঞ্চল্য ও পরিশ্রম হইতে বিরত থাকাই যুক্তিসঙ্গত। অতএব তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষ ও চীনদেশের জয়লাভ, এবং আমেরিকার বিবাদভঞ্জন সমাচার প্রদানপূর্ব্বক সন্তোষ-লাভে বঞ্চিত হইলেন। এই রাজকীয় বক্তৃতায় শিল্পপ্রধান বিভাগসমূহের ত্নরবস্থার বিষয়ও উল্লিখিত হয় এবং তৎসম্বন্ধে পার্লিয়মেণ্টের উভয় সভায় মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ রাজ্ঞী বসন্তকালীন দরবারসমূহে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। অতএব কুমার তৎপ্রতিনিধি-রূপে তত্তৎ স্থানে উপস্থিত হয়েন; কুমার সমীপে পরিচিত হওয়া, রাজ্ঞীর সমীপে পরিচিতের ন্যায় পরিগণিত হইবে। এইরূপে রাজ্ঞী পুং দরবার ও স্ত্রী দরবার সমূহে উপস্থিতি নিবন্ধন ক্লেশভোগ হইতে অব্যাহতিলাভ করিলেন। একতম রাজনৈতিক পক্ষ ঈদৃশ রাজকীয় ক্ষমতা বিস্তারনিবন্ধনে বিরক্ত হইয়া দরবারে উপস্থিত হয়েন নাই। যাহা হউক কুমার সাধারণের এরূপ বিশ্বাস ও ভক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন যে তিনি এই অল্প সংখ্যক ব্যক্তির প্রতিবাদে বিচলিত হইলেন না। রাজ্ঞীও বিশ্বাস করিতেন যে, কুমার ও তিনি প্রজাগণ কর্ত্তৃক তুল্যরূপে পরিগণিত হইবেন, এবং কুমারই তাঁহার উপযুক্ত প্রতিনিধি। প্রজাবৃন্দের ও রাজ্ঞীর এই বিশ্বাসে সহানু-ভূতি ছিল।

২৫শে এপ্রিল অপর এক রাজকুমারী ভূমিষ্ঠা হইলেন। রাজ্ঞী স্বীয় মাতুল রাজা লিওপোল্ডের সমীপে লিখিলেন যে "আলবার্ট আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় শুশ্রূষা করিয়াছেন। তিনি সৎ ও দয়াবান্। বালিকার আলিশ নাম রক্ষিত হইবে। এইটি প্রাচীন ইংরাজী নাম। ইহার অন্য নাম মড্ হইবে। এই নামটি ইংরাজী মাটিল্ডা নামের সদৃশ। পিতৃব্য পত্নী গ্লষ্টারের জন্ম-দিবসে জন্মগ্রহণ করাতে ইহার মেরি নামও রক্ষিত হইবে।" বালিকার জনৈক ধর্ম্মপিতা হানোভারের রাজা বিলম্বে ইংলণ্ডে উপস্থিত হওয়াতে নামকরণ মহোৎসবে যোগদান করিতে সক্ষম হইলেন না। তথাপি নামকরণ ক্রিয়া মহা সমারোহে সম্পাদিত হইল বালিকা রাজকুমারী তৎকালে শান্তভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। রাজকুমারী আলিশ, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ১লা জুলাই হেসির রাজকুমার লুইকে বিবাহ করেন ও সাতটি সন্তান রাখিয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ১৪ই ডিসেম্বর মৃত্যুমুখে নিপতিত হন।

বহুদিবসাবধি রাজ্ঞী ফ্রান্সের রাজা লুইফিলিপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদীয় রাজ্ঞীর সহিত আলাপ ও তদীয় পরি-বারবর্গ দর্শন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রাজবংশে বহুকালাবধি আত্মীয়তা ছিল। যৎকালে ফ্রান্সের রাজা ডিউক্ অব্ অর্লিয়ন্স্ ছিলেন, তখন ~~তাঁহার~~ রাজ্ঞীর পিতা ডিউক্ অব্ কেণ্টের সহিত তাঁহার পরম সখ্যতা ছিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কেবলমাত্র মিত্রভাবে সাক্ষাৎ করিলে উত্তম ফললাভ হইবার সম্ভাবনা। এই সময়ে অপর এক সুবিধা উপস্থিত হইল। রাজ্যে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও শ্রমজীবীদিগের প্রচুর পরিমাণে কার্য্য থাকাতে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতে-ছিল; পার্লিয়মেণ্টের অবকাশকালও উপস্থিত প্রায়।

তৎকালে ফরাসিরাজ সপরিবারে ট্রিপোর্টের নিকটবর্ত্তী

সটোঁড়া নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। সাউদাম্পটন হইতে অতি অল্প সময় মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতে পারা যায়। "ভিক্টোরিয়া আলবার্ট" নামক একখানি নূতন অর্ণবপোত প্রস্তুত হইয়াছিল; এইরূপ জলযাত্রায় তাহাই প্রথমতঃ ব্যবহৃত হওয়া উচিত। ২৭ শে আগষ্ট পার্লিয়মেণ্টের অবকাশ হইল। ২৮ শে আগষ্ট সেপ্টেম্বর রাজ্ঞী ও কুমার সাউদাম্পটনে জাহাজে আরোহণ করিলেন ও ওয়াইট্ দ্বীপ প্রদক্ষিণ করতঃ ডেভনের উপকূল দিয়া, ২রা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় ট্রিপোর্টে উপনীত হইলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ স্বকীয় নৌকারোহণে তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। তিনি নৌকা হইতে অবতরণ জন্য এরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হইয়াছিল। তিনি সত্বর আগমন করিয়া রাজ্ঞীকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন; বারংবার তাঁহাদিগের আগমন নিমিত্ত প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অর্ণবপোত হইতে অবতরণদৃশ্য অতিশয় নয়নানন্দকর হইয়াছিল। সমুদ্রতীর লোকে পরিপূর্ণ, সৈন্যগণ দলে দলে দণ্ডায়মান, অনুচরবৃন্দের সহিত সমুদায় রাজপরিবারবর্গ ও রাজকর্ম্মচারীসমূহ তথায় উপস্থিত। ফরাসিরাজ রাজ্ঞীর আগমনজনিত প্রীতি, তদীয় স্বর্গীয় পিতার সহিত মিত্রভাব ও ইংলণ্ডের প্রতি স্বকীয় অনুরাগ বারংবার প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৭ই সেপ্টেম্বর রাজ্ঞী তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সাক্ষাৎকারে রাজ্ঞী ও ফরাসিরাজ উভয়েই পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

রাজ্ঞী তৎপরে ৬ দিবস বেল্‌জিয়মে অবস্থিতি করিয়া ২১ শে সেপ্টেম্বর উইণ্ডসরে প্রত্যাগমন করিলেন। বেল্‌জিয়মে নানাবিধ শিল্পকার্য্য, প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনাস্থল ও ঐতি-

হাসিক স্মরণ-চিহ্ন পরিদর্শন করিয়া রাজ্ঞী অতিশয় প্রীত হইলেন। রাজ্ঞী স্বয়ং বিদায় লইবার কয়েক ঘটিকা পরে স্বীয় মাতুলের নিকট এই বলিয়া পত্র লিখিলেন। "পূজ্যপাদ পিতৃসম! আপনার গৃহে পুনরায় আগমন করিতে আমি সাতিশয় ঔৎসুক্যবতী।"

পর মাসে কুমার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গমন করেন; ও সত্বর তথাকার চ্যান্সেলারের (সভাপতির) পদ প্রাপ্ত হয়েন। ২৫ শে অক্টোবর রাজ্ঞী ও কুমার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিত্মালয় পরিদর্শনে গমন করেন। তাঁহারা তথায় এরূপ সহৃদয়ভাবে সংবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহারা বিস্মিত ও পরম প্রীত হইলেন। বিশ্ববিত্মালয় হইতে কুমারকে ডি, সি, এল, উপাধি প্রদান করা হইল। তৎকালে কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। শাস্ত্রানুশীলনে রত গম্ভীর প্রকৃতি অধ্যাপকগণ তাঁহাদিগের নির্জন পাঠাগার পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুবাগণের সহিত সমভাবে উৎসবে যোগদান করিলেন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ২৯ শে জানুয়ারি কুমারের পিতার অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। কুমার তদীয় পিতার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ইংলণ্ডবাসকালীন তিনি এই প্রথম ও গুরুতর শোক প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কতিপয় দিবসের নিমিত্ত কোবর্গে যাইতে মনস্থ করিলেন। বিবাহবিধি কুমার কখনও পৃথক না হওয়াতে রাজ্ঞী এই সামান্য প্রবাসেও কাতর হইলেন; কিন্তু কুমারের কোবর্গ-গমন অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনায়, স্বয়ং অতিশয় দুঃখিত হইলেও কুমারকে বাধা দিলেন না; বরং তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ২৮ শে মার্চ্চ কুমার ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ১১ই এপ্রেল পুনরায় উইণ্ডসরে প্রত্যাগমন করিলেন।

৩০শে মে সংবাদ আসিল যে, রুশিয়ার সম্রাট রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আসিতেছেন ও দুই এক দিবসের মধ্যেই ইংলণ্ডে উপস্থিত হইবেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কুমার ও রাজ্ঞী অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। সম্রাট এইরূপ অতর্কিতভাবে পরিভ্রমণ করিতেন; সে কারণে প্রচার হইয়াছিল যে, তিনি আগামী বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে আসিবেন না। রুশ সম্রাট ১লা জুন রাত্রে উপস্থিত হইয়া আসবারণ-হাম হাউস নামক রুশীয় রাজদূতের আবাসগৃহে গমন করেন। পরদিবস কুমার তাঁহাকে বকিংহাম রাজপ্রাসাদে আনয়ন করিলেন, তথায় রাজ্ঞী স্বয়ং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। পরদিবস রাজ্ঞী অসবরণে গমন করিবেন অতএব তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সম্রাট একাকী বকিংহাম প্রাসাদে বাস না করিয়া আসবারণ হাউসে বাস করিতে মনস্থ করিয়া ভোজনান্তে পুনরায় তথায় প্রত্যাগমন করিলেন। ৩রা জুন তিনি উইণ্ডসর পরিদর্শনে গমন করেন। কুমার স্লাউষ্টেশনে তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। তিনি উইণ্ডসর দুর্গের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তথায় পাঁচ দিন পরম সমাদরে বাস করতঃ সমুদায় রাজভবন অপেক্ষা ইংলণ্ডের রাজভবন মহা আড়ম্বরশালী বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল। অভ্যাগত ব্যক্তির নিমিত্ত কোনও বিশেষ প্রযত্ন লক্ষিত হইল না, যেন সমুদায় কার্য্য প্রাত্যহিক কার্য্যের ন্যায় চলিতেছে।

সম্রাট কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে আগমন করেন। তিনি রাজ্ঞীর নিকট কহেন যে স্বচক্ষে পরিদর্শনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; কারণ রাজনৈতিকদিগকে সর্ব্বদা বিশ্বাস করা যায় না; এবং শত শত দূত ও পত্রপ্রেরণ অপেক্ষা সাক্ষাতে নিজের মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করা অতি সহজ। তিনি

রাজ্ঞীর সহিত ইউরোপের রাজগণ মধ্যে কিরূপ ভাবে চলিতেছে তদ্বিষয়ে কথোপকথন করেন নাই ; কিন্তু প্রধান মন্ত্রী ও কুমারের সহিত তদ্বিষয়ে অনেক আলাপ হয়, এবং তাহাতে স্বকীয় সরলচিত্ততার পরিচয় প্রদান করেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে আমাকে লোকে অভিনেতৃবর্গের ন্যায় কপটাচারী বিবেচনা করে, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। আমার প্রকৃতি সরল, আমার মনে যাহা উদয় হয় তাহাই প্রকাশ করি ; এবং আমি নিজ প্রতিজ্ঞা পরিপূরণে যত্নশীল। সম্রাট যদ্যপি তুরুস্কের বিরুদ্ধে ইংরাজগণের সাহায্য প্রার্থনা মানসে আসিয়া থাকেন তবে তাহাতে বিফল হইয়াছিলেন।

সম্রাট কুমারের আচার ব্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি লর্ড এবার্ডিনকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি কুমারকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন, অতিশয় বিশ্বাস করেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সম্মাননা করেন। তিনি আশা করেন যে তাঁহারা একদিন একত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন। সম্রাটের সম্মানার্থ সৈন্যদিগের রণকৌশল প্রদর্শিত হয় ; এবং তিনি গোলন্দাজ সৈনিকদিগের কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

রাজ্ঞী স্বীয় মাতুল রাজা লিওপোল্ডকে লিখেন যে "সম্রাটের প্রকৃতি অতিশয় বিস্ময়কর। তিনি সুশ্রী, তাঁহার আচার ব্যবহায় মনোরম ও উদার। তিনি সাতিশয় বিনয়ী ও সতর্ক হওয়াতে তদীয় আচরণে ভীত হইতে হয় ; কিন্তু তাঁহার চক্ষু দেখিলে ভয় হয়, আমি এরূপ কখন দেখি নাই। আলবার্ট ও আমি উভয়ে বিবেচনা করি যে, তিনি অসুখী ও বহুকষ্টে দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহন করেন। তিনি কদাচিৎ হাস্য করেন, হাস্য করিলেও তাঁহার মুখ দেখিয়া সুখী বলিয়া বোধ হয় না।

তাঁহার সহিত সহজে আলাপ করা যায়।" সম্রাটের আগমনে এইফল হইয়াছিল যে, তিনি ইংলণ্ডে সাধারণের প্রিয় হইলেন। তদীয় সুশ্রী গঠন, মনোরম কথোপকথন ও শিষ্টাচার নিবন্ধন লোকে বশীভূত হইল।

সম্রাটের আগমনোৎসব শেষ হইতে না হইতে রাজ্ঞী ও কুমার মন্ত্রিদলের বিপদে চিন্তান্বিত হইলেন। সার্ রবার্ট পীল প্রধান মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়াবধি কোনও অসন্তোষকর বিষয় ঘটে নাই। বৈদেশিক অধিকারে জয়লাভ এবং আমেরিকার সহিত মনোমত সম্বন্ধ স্থির হইয়া ছিল। আনুমানিক আয় অপেক্ষা আয় বৃদ্ধি হইয়া ছিল; বৎসরের শেষে অর্থাৎ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৫ ই এপ্রেল কোষাধ্যক্ষ প্রভূত উদ্বৃত্ত দেখাইয়া ছিলেন ও তদ্দ্বারা পূর্ব্ব বৎসরের বহুল অনাটন পূর্ণ হইয়া কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত হয়; কিন্তু সার্ রবার্ট পীলের আয় বিষয়ক কৌশলে তৎপক্ষীয় অনেকের অনভিমত ছিল; এবং তাঁহারা স্বপক্ষের নেতাকে বিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে মধ্যে মধ্যে তৎপ্রতিকূলে মত প্রদান করিতেন।

১৪ই জুন চিনির করের পরিবর্ত্তন প্রস্তাবে, স্বপক্ষীয় অনেকে পক্ষ পরিত্যাগ করাতে মন্ত্রিদলের পক্ষে বিংশতিজনের সম্মতি ন্যূন হইল। অতএব সার্ রবার্ট পীল প্রভৃতি নেতৃবর্গ তৎক্ষণাৎ পদ পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। সার্ রবার্ট পীল তদীয় গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক কার্য্যে স্বপক্ষীয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত না হওয়াতে বিবেচনা করিলেন যে, তাঁহার পদ রক্ষা করা দুরূহ। তদীয় উদ্দেশ্য সমর্থন জন্য সমগ্রদেশ প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না কিন্তু সেই প্রতিনিধিগণের সাহায্য ব্যতীত তিনি কোনও কার্য্য করিতে সক্ষম নহেন। ১৮ ই জুন (কন্সারভেটিভ) রক্ষণ-

শীলদল এক মহতী সভা আহ্বান করিয়া যথাসাধ্য গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে সাহায্য করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়াতে সার্ রবার্ট পীল পদ পরিত্যাগের ইচ্ছা পরিহার করিলেন। সেই দিন সায়ংকালে এক সভা আহূত হইয়া ১৪ই জুনের কার্য্য রহিত হইল।

৬ই আগষ্ট উইণ্ডসর দুর্গে রাজ্ঞী অপর এক সন্তান প্রসব করেন। রাজ্ঞীর উইণ্ডসর দুর্গ পরিত্যাগের পূর্ব্বে অপর এক জন অতিথি উপস্থিত হয়েন। ইনি প্রুশিয়ার রাজপুত্র ও ইনিই ভবিষ্যতে জার্ম্মাণির সম্রাট হইয়া ছিলেন, ও বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সম্রাটের পিতামহ। তিনি ৩১শে আগষ্ট ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়েন। রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, "তিনি আমার মনোজ্ঞ ও তিনি অতিশয় সরল, সর্ব্বজনপ্রিয়, বিবেচক, প্রফুল্লচেতা; তাঁহার সহিত সহজে পরিচিত হইতে পারা যায়। আলবার্ট ও প্রুশিয়ার রাজপুত্রের মধ্যে মিত্রতা সংস্থাপিত হইল; তাঁহারা উভয়ে সরল ও অকপট হওয়াতে এইরূপ হইবার সম্ভাবনা ছিল।" ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিবাহসুত্রে এই সখ্যতা বর্দ্ধিত হইয়া ছিল। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি ইংলণ্ড হইতে প্রস্থান করেন। তাঁহার ইংলণ্ডে অবস্থান কালে রাজ্ঞীর দ্বিতীয় পুত্রের খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষা ও নামকরণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। তাঁহার এলফ্রেড আরনেষ্ট আলবার্ট নাম রক্ষিত হইল। ইনিই বর্ত্তমান ডিউক অব্ এডিনবরা। তৎকালে ডিউক অব্ কেম্ব্রিজ ও রাজ্ঞীর বৈপিতৃক ভ্রাতা প্রিন্স লিনিনৃজেন, রাজকুমারের ধর্ম্মপিতা হয়েন।

রাজ্ঞী ও কুমার পূর্ব্বোল্লিখিত বিবিধ প্রকার মানসিক পরিশ্রমের পর, হাইলণ্ডের বিশুদ্ধ বায়ুসেবন বিশেষ উপকারী ও প্রয়োজনীয় বিবেচনায় তদ্দেশপর্য্যটনে গমন করিলেন। রাজ্ঞী

স্বীয় মাতুল রাজা লিওপোল্ডের সমীপে এতদ্বিষয়ে লিখিয়াছেন যে, "এই দেশের জলবায়ু বিশুদ্ধ; ইহাতে প্রচুর মৃগয়ারও মস্ত ধরিবার স্থান আছে; ইহা নির্জ্জন ও মনোহর স্বভাবের শোভায় পরিপূর্ণ। রাজকীয় আড়ম্বর শূন্য ও গভীর নির্জ্জন স্থানে মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে অবস্থান প্রযুক্ত, কুমার ও রাজ্ঞী উভয়ে এই পার্ব্বতীয় বাসে এরূপ সন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন যে, প্রত্যাগমনের সময় তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ বিষাদপূর্ণ হইল; কিন্তু ভবিষ্যতে আগমন সুকর বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের বিষণ্ণতা লঘু হইয়াছিল। অপরতঃ ফরাসি-রাজ লুই ফিলিপ ইংলণ্ড পরিদর্শনে আসিতেছেন, অতএব তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের অক্টোবরের প্রারম্ভেই প্রত্যাগমন দুষ্পরিহার্য্য।

৩ রা অক্টোবর রাজ্ঞী উইণ্ডসরে প্রত্যাগমন করিলেন। লুই ফিলিপ পোর্টস্‌মাউথে উপস্থিত হইলে ডিউক অব্ ওয়েলিংটন ও কুমার তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিতে গমন করেন; তথা হইতে ৮ ই অক্টোবর বেলা দুই ঘটিকার সময় উইণ্ডসর দুর্গে উপস্থিত হয়েন। রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, "রাজা, আমাকে সদয় ও আন্তরিক বাৎসল্য ভাবে আলিঙ্গন করিলেন ও আহ্লাদে তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইল ও তিনি আমাকে উপরে লইয়া যাইলেন। এখানে আগমন করাতে তাঁহার অন্তঃকরণে কতই অভিনব ভাব ও চিন্তার আবির্ভাব হইয়া ছিল। ফরাসিরাজগণের মধ্যে তিনিই প্রথমতঃ ইংলণ্ড পরিদর্শনে আগমন করেন। ইহা একটি অভিনব ঘটনা এবং নিশ্চয়ই ইহার পরিণাম মঙ্গলকর।" পরদিন রাজ্ঞী স্বয়ং তাঁহাকে গার্টার উপাধি প্রদান করিলেন। তিনি ১৪ ই অক্টোবর ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করেন।

কিয়দ্দিবস পরে ২৮ শে অক্টোবর রাজ্ঞী স্বয়ং নূতন রাজকীয় এক্সচেঞ্জের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। তিনি স্বীয় মাতুল রাজা লিওপোল্ডের সমীপে লিখিয়াছেন যে, "তৎকালে তাঁহার রাজ্যাভিষেক কাল অপেক্ষাও বহুলোকের সমাগম হয় ও সকলে তাঁহার প্রতি আন্তরিক প্রীতি ও ভক্তি প্রদর্শন করিল। সকলে স্পষ্টই বলিয়াছিল যে, কোনও রাজা তাঁহার ন্যায় পারিবারিক উৎকৃষ্ট উদাহরণ দ্বারা এরূপ সাধারণের প্রীতিলাভে সমর্থ হয়েন নাই।" রাজ্ঞী স্বকীয় গার্হস্থ্য জীবনের উচ্চতম উদাহরণ দ্বারা এবং কোনও রাজনৈতিকদলের প্রতি বিশেষ অনুকূলতা প্রদর্শন না করাতে, সমগ্র দেশে এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ ক্রমে শেষ হইতেছিল। এই বৎসর কুমারের নিজেরও সাধারণতঃ অনেক ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। ডিসেম্বরের বিবরণী শেষ করিবার সময় তিনি লিখিয়াছেন যে, "এই বৎসর নানাবিধ গুরুতর ব্যাপার ও গুরুতর শোকাবহ ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে, ইহা এরূপ প্রিয় হইয়াছে যে বৎসরের নিকট হইতে অনিচ্ছায় বিদায় লইতেছি।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজসভার কষ্টকর মহা আড়ম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত প্রাচ্য লোকদিগের ন্যায় নিরুদ্বেগে ও সরলভাবে জীবনযাপন করা রাজগণের সর্ব্বদাই বাঞ্ছনীয়। রাজ্ঞীও কুমারের সরল গার্হস্থ্য জীবন প্রিয়তা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা বশতঃ তাঁহারাও নির্জন বাসের উপযুক্ত স্থান সোৎসুকে অন্বেষণ করিতেছিলেন। সার্ রবার্ট পীল ওয়াইট দ্বীপে অসবরণ নামক জমিদারী তাঁহাদিগের নির্জনবাসের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই স্থান রাজধানীর সন্নিকট ও লোক সমাগমশূন্য; তাঁহারা এখানে অবস্থিতি করিয়া অভিলষিত নির্জন সুখসম্ভোগ করিতে পারিবেন এবং কুমারও কৃষিকার্য্য ও বৃক্ষাদি রোপণের কৌশল প্রদর্শনের প্রভূত স্থান প্রাপ্ত হইবেন।

অক্টোবর মাসে পোর্টস মাউথে ফরাসিরাজের প্রত্যাগমনকালে কুমার স্বয়ং এই জমিদারী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী ও কুমার এই জমিদারী দর্শনে এরূপ সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাহা ক্রয়ের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল এবং প্রথমতঃ অসবরণ জমিদারীর কেবল মাত্র ৮০০ একার (২৪০০ বিঘা) ক্রয় করা হইল। ক্রমে ক্রমে পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি ক্রয় করিয়া এক্ষণে জমিদারীতে ২৩০০ একার অর্থাৎ প্রায় ৬৯০০ বিঘা জমি আছে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ২৩ শে জুন রাজ্ঞী ও কুমার তথায় রাজপ্রাসাদের

ভিত্তিস্থাপন করেন ও সমুদায় গৃহ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত হয়। কুমার সমুদায় ভূমির প্রাকৃতিক গঠন অনুসারে ভূমিবিভাগ কার্য্যদক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে কুমার ভূমির বন্দোবস্ত এবং সমুদায় সম্পত্তির উন্নতি বিধান করিয়া আনন্দানুভব করিতেন। তিনি এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়াতে তাঁহার পরিশ্রম সফল হইয়াছিল। ক্রমশঃ এই স্থানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে কৃষিকার্য্যানভিজ্ঞ সখের কৃষকগণ কৃষিকার্য্যে কোনও রূপ লাভ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু কুমার স্বীয় জমিদারীতে এরূপ ভাবে স্বকীয় নিপুণতা ও বৈজ্ঞানিকশক্তি দ্বারা উপায় সমূহ প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, তিনি সত্বর লাভবান্ হইলেন। কাহারও অর্থবল থাকিলে ভূমির উন্নতি বিধান করিতে সক্ষম হয় বটে কিন্তু অধিক ব্যয় করিয়া উন্নতি বিধান পূর্ব্বক লাভ করিতে হইলে আরব্ধ কার্য্যে ভবিষ্যৎ জ্ঞান ও মিতব্যয়িতা প্রয়োজনীয়।

রাজ্ঞী ও কুমার পার্লিয়মেণ্ট অধিবেশনের জন্য লণ্ডনে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে, আরও দুই স্থান পরিদর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন; তত্তদ্বিভাগের অধিবাসিগণও তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইল। ১৪ই জানুয়ারি প্রথমতঃ তাঁহারা ষ্টাউ নগরে ভূতপূর্ব্ব মান্দ্রাজের গবর্ণরের পিতা ডিউক্ অব্ বকিংহামের প্রাসাদে উপনীত হইয়া আতিথেয়ের সদাচরণে যেরূপ পরিতৃপ্ত হইলেন, তদীয় মহা সমারোহ পূর্ব্বক সাদর অভ্যর্থনায়ও সেইরূপ পরিতোষ লাভ করিলেন। তিনি রাজ্ঞীর প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন ও তৎ-স্বামীর প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। তথায় কতিপয় দিবস বাস করিয়া উইণ্ডসর দুর্গে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ২০শে জানুয়ারি পুনরায়

হাম্প সায়রের অন্তঃপাতী ষ্ট্রাথ্ফিল্ডসে, ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটনের প্রাসাদে গমন করেন। ১৮ই জুন, ওয়াটারলুর যুদ্ধের বাৎসরিক উৎসবের দিবস, এই প্রাসাদের অধিকারী ইংলণ্ডের রাজাকে রাজকীয় চিহ্নযুক্ত একটি পতাকা প্রদান করিবেন এই নিয়মে পার্লিয়মেণ্ট ডিউক্ অব্ অয়েলিংটনের সামরিক দক্ষতার নিমিত্ত এই স্থান ক্রয় করিয়া তাঁহাকে ও তদীয় উত্তরাধিকারীদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন বহুদিবসাবধি রাজ্ঞীকে নিজ আবাসে আনয়ন করিতে উৎসুক ছিলেন, তৎকালে তদীয় কার্য্যে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, তাঁহার সেই বৃদ্ধ বয়সে তদীয় বহুকাল সঞ্চিত অভিলাষ পরিপূরণ ভিন্ন অন্য কোন বিষয় অধিকতর আমোদ প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই। রাজকুমারের প্রাইভেট সেক্রেটরি এনসেন লিখিয়াছেন যে, ডিউক্ মহোদয় রাজ্ঞীকে ভোজন স্থানে লইয়া গিয়া স্বয়ং তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছিলেন। আহারের পর তিনি দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "আমি প্রথমতঃ রাজ্ঞীর, পরে কুমারের স্বাস্থ্য উদ্দেশে মদ্য পানের অনুমতি প্রার্থনা করি।" ভোজনান্তে তাঁহারা পুস্তকালয়ে গমন করিলেন এবং তথায় ডিউক্ রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত রাজ্ঞীর পার্শ্বেই উপবিষ্ট রহিলেন। তৎকালে কুমার ও সমাগত অন্যান্য ভদ্র ব্যক্তিগণ পাঠাগার ও পার্শ্ববর্ত্তী বিলিয়ার্ড খেলিবার কক্ষে ভ্রমণ করিতেছিলেন।

২৩শে জানুয়ারি রাজ্ঞী ও কুমার উইণ্ডসর দুর্গে প্রত্যাগমন করেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি রাজ্ঞী স্বয়ং, পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। রাজবক্তৃতায় ভুতপূর্ব্ব রুশিয়ার সম্রাট ও ফরাসিরাজের আগমন নিমিত্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রতিবাদনীয় দুইটি গুরুতর বিষয় প্রস্তাবিত হইল। প্রথমতঃ

তিন বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী ইনুকম টাক্স কর সংস্থাপনের উপর নির্ভর করিয়া আয় ব্যয় সংশোধন ও দ্বিতীয়তঃ আয়র্লণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি। বর্ত্তমান মন্ত্রী সমাজের আয়ব্যয় বিষয়ক সংশোধন ক্রমে ক্রমে যেমন বিস্তৃতি পাইতে লাগিল সেইরূপ তৎসমুদয় বিজ্ঞতম অভিসন্ধিতে সংস্থাপিত প্রতীয়মান হওয়াতে, পার্লিয়মেণ্টে তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্মতম বিভাগও বাদানুবাদপূর্ব্বক অধিক সংখ্যক সভ্যের সম্মতিতে স্থিরীকৃত হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় প্রস্তাবের দুইটি উদ্দেশ্য; প্রথম উদ্দেশ্য এই যে বেলফাষ্ট, কর্ক ও গলওয়ে নগরে কলেজ সংস্থাপিত হইবে ও তথায় কোন প্রকার ধর্ম্মভেদ থাকিবে না এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মেনুথ কলেজে ৯০,০০০ টাকা বাৎসরিক দানের পরিবর্ত্তে ৩০০,০০০ টাকা প্রদত্ত হইবে। ইহাতে এরূপ ভয়ঙ্কর আন্দোলন উত্থাপিত হইল যে স্থির বিশ্বস্ত ও স্বদেশীয় স্বাধীন চেতাগণের সাহায্যীকৃত মন্ত্রী ভিন্ন অন্য কেহই ইহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারে না। এই শেষোক্ত বিষয়ের তর্কের সময় সার্ রবার্ট পীল গ্লাডষ্টোনের (বর্ত্তমান প্রতিযোগী মন্ত্রিপক্ষের অধিনায়ক) সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে এক অমূলক জনরব প্রচারিত হইল যে কুমারকে কিং কনুসর্ট (রাজস্বামী) উপাধি প্রদত্ত হইবে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে রাজ্ঞী কুমারের অনির্দ্দিষ্ট পদ নিবন্ধন অতিশয় ব্যথিত হইয়া এইরূপ উপাধি প্রদানে মনস্থ করিয়াছিলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বর তাঁহার দৈনন্দিন ঘটনাবলীতে লিখিয়াছেন যে, "কুমার বাস্তবিক প্রতি বিষয়ে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও তাঁহার সেইরূপ হওয়া উচিত। অতএব আমি তাঁহাকে মৎসদৃশ পদ প্রদান করিতে অভিলাষিণী।"

কুমারের অজ্ঞাতসারে ব্যারণ ষ্টকমারের সহিত এ বিষয়ে কথা বার্ত্তা হয়। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রদান করেন এবং রাজ্ঞীর অভিপ্রায়ানুরূপ সার্ রবার্ট পীল ও লর্ড আবার্ডিনের অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারাও তাঁহার ন্যায় অসম্মতি প্রকাশ করেন; কিন্তু কহিয়াছিলেন যে, কুমারের পদনিরূপণ প্রার্থনীয়। যদিও ইংলণ্ডের বিধিসমূহে ইহার প্রতিকূলে কোনরূপ স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তথাপি কিং কন্সর্ট (রাজস্বামী) উপাধি থাকিবে, অথচ তিনি একত্রে শাসন করিতে অক্ষম; ইহা একটি অভিনব বিষয় এবং ইংলণ্ডীয় বিধিসমূহে ঈদৃশ বিষয়ের নিমিত্ত কোনও রূপ নিয়ম নাই। অতএব স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে এই বিষয় পরিত্যাগ করা উচিত।

৩রা এপ্রেল মেনুথ পাণ্ডুলিপি পার্লিয়মেণ্টে প্রস্তাবিত এবং একবার পঠিত হয়। ছয় দিন ভয়ঙ্কর বিবাদের পর ১৮ই এপ্রেল ইহা দ্বিতীয়বার পঠিত হইল ও তৎকালে উপস্থিত ৪৯৯ জন সভ্যের মধ্যে ইহার স্বপক্ষে ১৪৭ জনের মত অধিক হইল। ক্রমে ক্রমে অনেকে ইহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন কিন্তু তাহাতে কোনও রূপ ফললাভ হইল না। অবশেষে ২১ শে মে অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিতে কমন্স সভায় তৃতীয়বার পঠিত হইল। প্রধান মন্ত্রী যে দলভুক্ত সেই দল বরাবর আয়র্লণ্ডের প্রতিকূল। অতএব সার্ রবার্ট পীল এক্ষণে স্বপক্ষীয় নীতির অন্যথাচরণ করিয়া আয়র্লণ্ডে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করাতে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় পক্ষের উপহাসভাজন হইলেন। তাঁহারা প্রকৃত বিবাদের বিষয় ন্যায়ানুগত ও বিজ্ঞতম উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত কিংবা না, ইহা একবারও উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ইহাতে প্রধান মন্ত্রী সার্ রবার্ট পীলের মনের কষ্ট বিদূরিত হয় নাই।

স্বপক্ষের ন্যূনাধিক একশত ব্যক্তি প্রতিবাদী হইলেও সার্ রবার্ট পীল যেরূপ অসাধারণ সাহস ও দক্ষতার সহিত বর্ত্তমান বিষয় সম্পাদন করিলেন, তাহাতে রাজ্ঞী অতিশয় প্রীত হইয়া প্রধান মন্ত্রীকে এই গুরুতর বিষয়ের উপযুক্ত, ও তদীয় বিশ্বাস-ভাজনের চিহ্নস্বরূপ কিরূপ সম্মান প্রদান করিবেন তদ্বিষয়ে চিন্তিত হইলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি লর্ড আবার্ডিনের সমীপে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে সার্ রবার্টকে গার্টার উপাধি প্রদান করা যুক্তিসঙ্গত কি না? এবং ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন কি না? তদনুসারে লর্ড আবার্ডিন তাঁহার অভি-প্রায় পরিজ্ঞানে যত্নবান হয়েন। তৎ প্রত্যুত্তরে সার্ রবার্ট পীল কহিলেন যে যদ্যপি রাজ্ঞী এইরূপ বিবেচনা করেন যে, অর্ডার অব্ দি গার্টার উপাধি প্রদান করিলে উপস্থিত বিষয় সহজে সম্পন্ন হইবে ও তদীয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, তাহা হইলে উপাধিগ্রহণে তাঁহার অমত নাই। কিন্তু এরূপ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। তিনি রাজ্ঞীর বিশ্বাসভাজন বলিয়া বিখ্যাত, অতএব এই উপাধি দানে কোনও ফল হইবে না। স্বকীয় মনস্তুষ্টি বিষয়ে তিনি এইমাত্র বলিতে পারেন যে তিনি বরঞ্চ ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবেন। তিনি প্রজাবৃন্দ হইতে উত্থিত হইয়াছেন এবং তিনি প্রকৃত পক্ষে তৎপক্ষীয়; অতএব এইরূপ সম্মান অপাত্রে ন্যস্ত হইবে। তদীয় চিত্ত সম্মানের উপাধি অথবা সামাজিক উচ্চপদলাভে যত্নবান নহে। রাজ্ঞীর বিশ্বস্ততাই তাঁহার যথেষ্ট পারিতোষিক এবং বিবিধ বিষয়ে তাহার প্রমাণও প্রাপ্ত হইয়াছেন; তিনি পদত্যাগকালে এই মাত্র প্রার্থনা করিবেন যে, যেন রাজ্ঞী কহেন "তুমি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও তুমি তোমার স্বদেশের ও আমার কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছ।"

পুনরায় আয়র্লণ্ডে নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত হইল। রাজ্ঞী বহুদিবসাবধি আয়র্লণ্ড পরিদর্শনের যে অভিলাষ করিয়াছিলেন এক্ষণে তদীয় আশা পরিপূরণের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত, এইরূপ বিবেচিত হইয়াছিল। মে মাসে ডবলিন্ মিউনিসিপালিটি হইতে রাজ্ঞীকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়; তাহাতে লিখিত হয় যে, তিনি আয়র্লণ্ড পরিদর্শনে আসিবেন এই জনরবে সকলে এরূপ আনন্দে মগ্ন হইয়াছে যে, তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, তিনি যেরূপ সর্ব্বত্র অভ্যর্থিত হইয়াছেন, তাঁহার আয়র্লণ্ডবাসী প্রজাগণ সেইরূপ অকপট ও সহৃদয় অভ্যর্থনা প্রদর্শনে ত্রুটি করিবে না। তাহারা রাজ্ঞীর তীরে অবতরণ-সময়ে সমস্বরে তদীয় জয়োচ্চারণ করিবে। রাজ্ঞী তদুত্তরে কহেন যে তিনি তাঁহার প্রজাগণের রাজভক্তি ও স্নেহের উপর যথেষ্ট বিশ্বাস করেন; কিন্তু তাঁহাদিগের আশানুরূপ গমনের দিন নির্দ্ধারিত করিতে পারিলেন না। দেশের অবস্থা সন্তোষ-কর ছিল না। কৃষিজীবিগণের বিদ্রোহ বৃদ্ধি পাইতেছিল, এবং গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টি ও ফসলের ক্ষতি হওয়াতে দেশের অবস্থাও উন্নত হইবার আশা ছিল না। অতএব আয়র্লণ্ড পরিদর্শন স্থগিত রাখিয়া রাইন নদীর তীর দিয়া সাক্সনি ভ্রমণ স্থিরীকৃত হইল। এইদেশ রাজ্ঞীর আত্মীয়গণের বাসস্থান ও কুমারের জন্মস্থান।

৯ই আগষ্ট রাজ্ঞী স্বয়ং, পার্লিয়মেণ্টের অবকাশ দান করিয়া সেই দিন সায়ংকালে কুমার, লর্ড আবার্ডিন, লর্ড লিভার-পুল ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত রাজপোতে আরোহণ করিয়া উল্ উইচ হইতে আণ্টওয়ার্প অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগের জলযাত্রা অতি সুখকর হয় নাই। অবশেষে ১০ই তারিখে সায়ংকালে আণ্টওয়ার্পে উপনীত হয়েন। রাজ্ঞী

স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন, যে সেই দিন সায়ংকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও বৃষ্টি হইতেছিল; তথাপি দরিদ্র প্রজাগণ আমাদিগের সম্মানার্থ, আমাদিগের পূর্ব্বতন আগমনকালের ন্যায় সুদীর্ঘ স্তম্ভের উপর আলোক দিয়া নগর আলোকিত করিয়াছিল।

মেলীনে বেল্‌জিয়মের রাজা ও রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ হয়; তাঁহারা ভার্‌ভিয়ার পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সহিত আগমন করেন; প্রূশিয়ার সীমায় উপস্থিত হইলে প্রূশিয়াস্থিত ইংরাজ রাজদূত লর্ড ওয়েষ্টমেরেলণ্ড তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধনা করিতে নিয়োজিত প্রূশিয়ার অন্যান্য রাজপুরুষদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন যে, "তত্রত্য অধিবাসিগণের জার্ম্মাণ ভাষায় কথোপকথন ও জার্ম্মাণ সৈনিক প্রভৃতি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। আমি শুনিয়াছি যে তাহারা বলিতেছিল, আমাকেই দেখিতে প্রকৃত ইংরাজের ন্যায়।"

এক্সলা সেপলে, প্রূশিয়ার রাজা ও রাজকুমার ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত রাজ্ঞী ও কুমারের সাক্ষাৎ হয়। তত্রত্য ধর্ম্মমন্দির ও মনোহর গৃহাবলী পরিদর্শন করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিলেন। কলোনে পরম সমাদরে অভ্যর্থিত হয়েন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ জানাকীর্ণ ও পতাকায় শোভিত। রাজপুরুষগণ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত পথ ওডিকলোন দ্বারা সিক্ত করিয়াছিলেন। নগরের সুপ্রসিদ্ধ দুর্গন্ধ নিবারণ জন্য অথবা ওডিকলোনের উৎপত্তিস্থানের সম্মানার্থে এরূপ করা হইয়াছিল তাহা পাঠকগণ স্থির করিবেন।

রাজকীয় পর্য্যটকগণ কলোন হইতে ব্রুল যাত্রা করেন ও তথায় প্রূশিয়ার রাজ্ঞী ও রাজকুমারীগণ তাঁহাদিগকে রাজপ্রাসাদে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। পর দিবস বাষ্পীয়

শকটে আরোহণ করিয়া প্রুশিয়ার রাজা ও রাজ্ঞীর সমভিব্যাহারে বন-নগরে যাত্রা করিলেন। রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, "আলবার্টের পূর্ব্ব-পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুতর ব্যক্তি আমার সহিত পরিচয় করাতে আমি অতিশয় প্রীত হইলাম। তাঁহারা আমাকে ও আলবার্টকে দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। আলবার্ট পূর্ব্বে আমার সমীপে তাঁহাদিগের বিষয় এরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, আমি বিবেচনা করিলাম, তাঁহারা আমার বহুকালের পরিচিত।" সেই দিবস রাজভবনে বহুতর ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তথায় বহুতর রাজগণ এবং বন ও কলোনের সুবিখ্যাত অধিবাসিবর্গ উপস্থিত হয়েন। প্রুশিয়ার রাজা স্বভাবতঃ বাগ্মী, তিনি রাজকীয় অতিথিগণের স্বাস্থ্য উদ্দেশে মদ্য পানের বিষয় এরূপভাবে প্রস্তাব করিলেন যে, তাহাতে সকলের হৃদয় উৎসাহিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "সভ্যগণ! আপনাদিগের পানপাত্র পূর্ণ করুন। জার্ম্মাণ ও ব্রিটীশগণের অতিশয় প্রিয় ও অনির্ব্বচনীয় মনোহর একটি বাক্য আছে। সেই বাক্য "ভিক্টোরিয়া।" অতএব সভ্যগণ! গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের রাজ্ঞী সেই ভিক্টোরিয়া ও তদীয় মহোদয় স্বামীর সম্মানার্থে মদ্যপান করুন।" এইরূপ প্রস্তাবনার সময় তিনি রাজ্ঞীকে নমস্কার করিলেন এবং জার্ম্মাণ রীতি অনুসারে স্বীয় পানপাত্র কুমারের পানপাত্রে আঘাত করিলেন। রাজ্ঞী স্বকীয় স্বাস্থ্য উদ্দেশে মদ্যপান প্রস্তাবে তাঁহাকে প্রতিনমস্কার ও স্বীয় স্বামীর স্বাস্থ্য উদ্দেশে মদ্যপানের প্রস্তাবের নিমিত্ত তদপেক্ষা অধিকতর নম্রভাবে নমস্কার করিলেন।

পরদিবস তাঁহারা বনের প্রধান সঙ্গীতসভায় গমন করেন। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন যে, "তথা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করি।

তথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ সমবেত ছিলেন; তন্মধ্যে অনেকেই আলবার্টের শিক্ষক; তাঁহারা প্রিয়তমকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।" ব্রুলে প্রত্যাগমন করিয়া বেল্‌জিয়মের রাজা ও রাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাজ্ঞীর সম্মানার্থে সঙ্গীত হয় ও তন্মধ্যে সুবিখ্যাত "জেনিলিণ্ড ও লিষ্ট" বিষয়ক সংগীত হইয়াছিল।

রাজ্ঞী ও কুমার মেএন্সে উপনীত হইয়া তত্রত্য গবর্ণর প্রুশিয়ার রাজকুমার উইলিয়ম ও তদীয় জামাতা হেসির রাজকুমার চার্লসের সহিত সাক্ষাৎ হয়। মেএন্সে উপস্থিত হইয়া রাজ্ঞী দুইটি বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন। তথায় তিনি প্রথমতঃ তাঁহাদিগের ধাত্রী ও দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যৎ জামাতা হেসির রাজকুমার লুইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রাজ্ঞীর দুহিতা রাজকুমারী আলিশকে বিবাহ করেন। রাজ্ঞী স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন যে, তৎকালে তিনি অষ্টমবর্ষ বয়স্ক বালক, সুশ্রী ও সুচতুর। অন্যান্য স্থানের ন্যায় তথায়ও বহুতর রাজগণ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে সমবেত হইয়াছিলেন।

পরদিন তাঁহারা কলোন যাত্রা করিলেন। বেভিরিয়ারের মধ্য দিয়া যাইবার সময় ডাকবিভাগের অধ্যক্ষ বেভিরিয়ারের অন্যতম রাজা ও সৈনিক পুরুষগণের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হয়। রাজভবনে প্রবেশকালীন তাঁহারা বেভিরিয়ারের রাজকুমার লিউট্‌পোল্ড কর্তৃক অভ্যর্থিত হয়েন। তাঁহাদিগের বিশ্রামার্থ বহুতর কক্ষ সুসজ্জিত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা সমস্ত দিবসের পথশ্রমে এরূপ কাতর হইয়াছিলেন যে, সে সমস্ত উপভোগ করিতে সমর্থ হইলেন না। কোবর্গ এখান হইতে অনেক দূর। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন যে, "কোবর্গের প্রান্তভাগে উপনীত হইলে, আমার অন্তঃকরণে একরূপ অনির্ব্বচনীয়

ভাবের উদয় হইল। অবশেষে আমারা পতাকা ও শ্রেণীবদ্ধ মনুষ্য দেখিতে পাইলাম। কতিপয় মুহূর্ত্তের মধ্যে সুসজ্জিত কোবর্গের ডিউক্ আর্নেষ্টের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমরা মৃতা মাতামহীর ভূতপূর্ব্ব আবাসস্থান দেখিতে যাত্রা করিলাম। পথে মাতুল লিওপোল্ড ও লুইয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা আমাদিগের শকটে আরোহণ করিলেন। আমার অন্তঃকরণে নানারূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। আমি অতিকষ্টে তৎসমুদায় সংযত করিলাম। ধর্ম্মযাজকগণ সমবেত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে জেঞ্জলারও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদিগকে সদয়ভাবে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিলেন। তাঁহাকে দেখিতে অপেক্ষাকৃত যুবা। তিনিই আমার পিতা ও মাতার পরিণয়ক্রিয়া ও প্রিয়তম আলবার্টের নামকরণ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।"

অবশেষে রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলে, ডিউক্ অব্ কেণ্টের পত্নী রাজ্ঞীর মাতা, কুমারের ভ্রাতৃপত্নী ও পিতামহী এবং অন্যান্য আত্মীয়বর্গ রাজ্ঞীর অবতরণকালে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভূতপূর্ব্ব ডিউকের প্রিয় বাসস্থান রোস্নো যাত্রা করিলেন। তথায় তাঁহাদিগের আবাসার্থ গৃহ সজ্জিত হইয়াছিল। রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, "আমরা জাগরিত হইয়া রোস্নো অবস্থান করিতেছি, ইহা অবগত হইয়া কি পরিমাণে আনন্দ ও সুখ অনুভব করিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। এই স্থান আলবার্টের জন্মস্থান ও তাঁহার অতিশয় প্রিয়। আলবার্ট আমার সহিত এখানে অবস্থিতি করাতে নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। এই সমুদায় যেন এক সুখময় স্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।"

২৬ শে আগষ্ট কুমারের জন্মদিন উপলক্ষে মহোৎসব হইল।

রাজ্ঞী লিখিয়াছেন যে, "আমি কতদিন প্রিয়তমের স্বদেশে ও জন্মভূমিতে তাঁহার জন্মোৎসব সম্পন্ন করিতে অভিলাষ করিয়াছিলাম; এক্ষণে সেই মনোভিলাষ পরিপূর্ণ হওয়াতে আমি পরমেশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।" দ্বাদশ বৎসরের পর কুমার তাঁহার জন্মদিন রোসনোতে অতিবাহিত করিলেন। তৎকালে তাঁহার অন্তঃকরণে নানাবিধ বিষাদের স্মৃতি উপস্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু পরদিন এই প্রিয়তম বাসস্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই চিন্তায় তাঁহারা ম্রিয়মাণ হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা বিষণ্ণচিত্তে কোবর্গের ডিউক্ ও ডিউক্-পত্নীর সহিত প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা পথে কিয়ৎক্ষণের জন্য রোডাকস্থিত ডিউকের মৃগয়াকালীন আবাসস্থানে অবস্থিতি করিলেন। তথায় কুমার বাল্যকালে প্রায় সর্ব্বদাই বাস করিতেন। ক্রমে মিনিঞ্জেনের সীমায় উপস্থিত হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়মের পত্নী এডেলেডের ভ্রাতা মিনিঞ্জেনের ডিউকের সহিত সাক্ষাৎ হইল ও তাঁহার সহিত রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। আহারান্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পর্য্যটনের দিবস ক্রমশঃই সংক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহারা কুমারের মাতামহী গোথার ডাউএজার ডচেসের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি কতিপয় ঘটিকার নিমিত্ত ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না। চতুঃসপ্ততি বর্ষীয়া হইলেও প্রাতর্ভোজনের পূর্ব্বে গোথা হইতে ৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রগামিনী হইয়াছিলেন। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন যে "আমি সত্বর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখিলাম যে আলবার্ট ও আর্নেষ্ট তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন।

তিনি বৃদ্ধা, খর্ব্বাকৃতি, সুশ্রী, সরল ও কার্য্যক্ষম, কিন্তু অতিশয় বধির। তিনি আমাকে ও তাঁহার প্রিয়তম আলবার্টকে প্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। এবং বারংবার আমাদিগকে সস্নেহে চুম্বন করিতে লাগিলেন। তদীয় একান্ত স্নেহপাত্র আলবার্টকে দর্শন করিয়া তিনি আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া তাঁহাকে বারংবার চুম্বন করিলেন।

অপরাহ্ন সময়ে তাঁহারা গোথা নগরে উপস্থিত হইলেন। পরদিবস প্রথমতঃ তাঁহারা তত্রত্য ধর্ম্মমন্দির পরিদর্শনে গমন করেন; তথায় কুমারের পিতার মৃতদেহ, তদীয় অভিলাষানুরূপ কোবর্গে সমাধিস্থান প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত, কিয়দ্দিবসের জন্য সংস্থাপিত ছিল। তৎপরে তাঁহার পিতার মৃত্যুর স্থান পরিদর্শনে গমন করেন। এই সকল গৃহ সেই শোকাবহ সময়ে যেরূপ সজ্জিত ছিল সেই ভাবেই রহিয়াছে। তাঁহার জন্মদিবসের দিন যে সকল মাল্য দ্বারা গৃহ শোভিত হইয়াছিল ও যে ঘটিকাযন্ত্র তাহার মৃত্যুর সমকালে বন্ধ হইয়াছিল, সকলই সেইরূপ ভাবে রহিয়াছে।

ফ্রেড্রিক্ষ্টলে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে গ্র্যাণ্ড ডিউক্ অব্ উইমার ও তৎপুত্র তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সায়ংকালে রাজপ্রাসাদে এক সভা আহূত হইল। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্ঞীর ভূতপূর্ব্ব শিক্ষয়িত্রী ব্যারনেস্ লেজেনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া বক্‌বর্গ নগরে বাস করেন ও তথায় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ষষ্ঠাধিক অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। সাক্ষাতের দিবস ও তৎপরে দুই দিন যতবার রাজ্ঞীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তাহাতে তাঁহার প্রতি তদীয় স্নেহের কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজ্ঞী কহেন যে, "তিনি আমার ৬ মাস বয়ঃক্রম হইতে আমার সহিত পরিচিত; পঞ্চম বৎসর হইতে অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তিনি আমার প্রতি যথাসাধ্য যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন। কখন আত্মসুখে মনোযোগ করেন নাই; এমন কি এক দিবসও অবকাশ লয়েন নাই। আমি তাঁহাকে সম্মান ও ভয় করিতাম। বাস্তবিক তাঁহার আমাভিন্ন অন্য কোন চিন্তা ছিল না।"

গোথার রাজকুমার ও রাজকুমারীগণ তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধনা করিতে আগমন করিলেন। তথায় অন্যান্য অনেকে সমাগত হইয়াছিলেন। সকলেই প্রফুল্লচেতা ও ভদ্র। রাজ্ঞী কহেন যে কোবর্গ ও গোথানিবাসী সমুদায় ব্যক্তি তাহাদিগের অন্যতম রাজকুমারের সহিত আমার বিবাহ ও তাহাদিগের বংশে আমার জন্মগ্রহণ নিবন্ধন অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করিত।

তাঁহাদিগের সুখময় পর্য্যটনকাল ক্রমশঃ শেষ হইতে লাগিল ও আর এক দিবসের পরে অবশ্যই ইংলণ্ড যাত্রা করিতে হইবে। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন, "এ স্থানে অবস্থিতির এই শেষদিন, ইহা স্মরণ করিতেও কষ্ট হয়। আমি সে বিষয় স্মরণ করিতেও পারি না"। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা তদ্দেশবাসী সকলের হৃদয়ে দুঃখভার অর্পণ করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিলেন। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন "মাতামহী এই বিদায়ে অতিশয় কাতরা হইলেন। তাঁহার সুন্দর মুখশ্রী বিষাদে মলিন-ভাব ধারণ করিল। তিনি আমার প্রিয়তমকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন ও সর্ব্বদা এঞ্জেল (সুন্দর) আলবার্ট ও এঞ্জেলিক (সুন্দর) বালক নামে সম্বোধন করিতেন। অবশেষে যখন আমরা তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম, তখন তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বারংবার চুম্বন করতঃ, বৎস! ঈশ্বর

তোমার কল্যাণসাধন করুন এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি আমাকেও সেইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন দেবগণ তোমাকে রক্ষা করুন। তিনি পুত্রের ন্যায় আলবার্টকে স্নেহ করিতেন; আলবার্টও তাঁহাকে স্বীয় জননীর ন্যায় ভক্তি করিতেন।” তিনি কিন্তু আর পুনরায় আবার্টকে দেখিতে পাইলেন না। কুমারের ভ্রাতা তাঁহাদিগকে গোথা হইতে প্রথম বসতি পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন।

৬ই বৈকালে আণ্টওয়ার্পে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে রেলওয়ে ষ্টেশনগৃহে বেলজিয়মের রাজা ও রাজ্ঞী তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আকাশ পরিষ্কার না থাকাতে রাজকীয় অর্ণবপোত ৭ই তারিখের সায়ংকাল পর্য্যন্ত সেল্ডনদী হইতে বহির্গত হইতে পারিল না। পরদিবস প্রাতে নয়-ঘটিকার সময় ট্রিপোর্টের নিকট উপস্থিত হইলেন। ফরাসিরাজ তাঁহাদিগের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন; রাজা তাঁহাদিগকে স্বকীয় জলযানে অবতরণ করাইলেন। তীরে অবতরণ মাত্র ফরাসিরাজ্ঞী স্বয়ং আসিয়া রাজ্ঞীকে অভ্যর্থনা করিলেন।

তাঁহারা রাজভবনে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাদিগকে ভিক্টোরিয়া নামক পুস্তকালয় প্রদর্শন করাইলেন। এই পুস্তকালয় রাজ্ঞীর প্রথম পরিদর্শনের স্মরণার্থে সংস্থাপিত হয়, ইহাতে তৎকালীন বিবিধ চিত্রাবলী ও ফরাসিরাজের উইণ্ড-সরে বাস কালীন বিবিধ চিত্রে পরিপূর্ণ। ফরাসিরাজ রাজ্ঞীর ও কুমারের আগমনকে মিত্রভাবে তদ্দেশ পরিদর্শন বিবেচনা করেন, তথাপি তিনি মহা সমারোহে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

রাজ্ঞী পরদিন প্রাতে ৩টার সময় ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। সমুদ্র নির্ব্বাত নিষ্কম্প হ্রদের ন্যায়। আকাশ ও সমুদ্র উভয়ই

উজ্জ্বল নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। শরৎকালীন মধ্যাহ্নকালে পর্য্যটনকারিগণ জসবরণের তীরে অবতরণ করিলেন। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন যে "বিকসিত গোলাপ পুষ্পের ন্যায় মনোহর ও স্থূলকায় চারিজন পুত্র ও কন্যা তীরে দণ্ডায়মান; তাহারা আমাদিগকে দেখিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিল। এইরূপ প্রিয়তম অভ্যর্থনা সকলের ভাগ্যে ঘটে না"। এইরূপে রাজ্ঞী ও কুমারের পর্য্যটন পরিসমাপ্ত হইল।

গত ছয় সপ্তাহে ইংলণ্ডের অবস্থা কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। রাজকীয় পর্য্যটনকারিগণ রাইননদীতীরে যে বৃষ্টি পাইয়াছিলেন তাহাতে ব্রিটীশ দ্বীপের অনেক স্থানে জলপ্লাবন হয় এবং কি কৃষক কি রাজনীতিজ্ঞ সকলেই শস্যের হানির আশঙ্কা করিতে লাগিল। আয়র্লণ্ডে আলুর চাষে এক অপূর্ব্ব বিঘ্ন জন্মিয়া সমুদয় নষ্ট করিল; এবং ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডেও সেইরূপ বিঘ্ন দৃষ্ট হইল। কুমারের অকটোবরের দৈনন্দিন বিবরণীতে তৎকালীন ভাবি আশঙ্কার বিষয়ে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন "আয়র্লণ্ড হইতে কুসমাচার আসিতেছে; সকলেই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিতেছে"। ভয়ানক বিপদ্ উপস্থিত। সত্বর তাহার প্রতীকার করা আবশ্যক; রাজমন্ত্রিবর্গের গুপ্তসভা আহূত হইল; নবেম্বরের প্রথমে এক সপ্তাহের মধ্যে চারিবার অধিবেশন হয়। তাঁহাদিগের অধিবেশনের উদ্দেশ্য গুপ্ত রহিল না। বাণিজ্যের স্বাধীনতা প্রয়াসিগণ দেশের এই বিপদে স্বার্থসিদ্ধির সমধিক সাহায্য লাভের অভিলাষ করিলেন। বাণিজ্য রক্ষণশীল পক্ষ সার্ রবার্ট পীলকে আপনাদিগের নেতা স্বীকার করিতেন না; তাঁহারা এক্ষণে সভয়ে তদীয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; শস্য রক্ষণ কর রহিত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতে লাগিলেন।

এই অবশ্যম্ভাবী বিপদ্ কিরূপে প্রতীকার করা যাইবে এই বিষয়ে সকলেই চিন্তিত হইলেন। সার্ রবার্ট পীল রাজনীতি কুশল ব্যক্তির ন্যায় বিবেচনা করিলেন যে এক্ষণে আর শস্য কর রহিত করিবার বিষয়ে ইতস্ততঃ করিলে চলিবে না। এককালে সমুদায় বন্দর কর শূন্য করিয়া বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে হইবে। পার্লিয়মেণ্ট এ বিষয়ে ক্ষতিপূরণের ভার গ্রহণ করিবে ইহা তিনি বিশ্বাস করিলেন। কিন্তু দুর্ব্বলচেতাগণ প্রবল হইল সুতরাং মন্ত্রীসভার অধিবেশনে কোনও ফল লাভ হইল না। সাধারণে আশা করিয়াছিল যে পার্লিয়মেণ্ট আহুত হইবে কিন্তু তাহা না হইয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধ রহিল।

মন্ত্রিসমাজ যদ্যপি পার্লিয়মেণ্ট আহ্বান করিয়া শস্যকর রহিতের প্রস্তাবনা করিতেন, তাহা হইলে উন্নতিশীল পক্ষীয়গণ অবশ্যই তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিতেন। বিপক্ষ পক্ষের অন্যতম নেতা লর্ড জন রসেল স্বপক্ষীয় অপর এক ব্যক্তির নিকট এইরূপ লিখিয়াছিলেন যে, "পার্লিয়মেণ্টের কোন পক্ষই এরূপ অত্যাবশ্যকীয় ও সৎ উদ্দেশ্যের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া স্বকীয় স্কন্ধে প্রতিকূলতা নিবন্ধন দোষ গ্রহণ করিবে না। এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট করের নিমিত্ত বিবাদ করিবার সময় নহে। এখন যদি কোনরূপ কর সংস্থাপন করা হয় কিন্তু সত্বর তাহা রহিত হইবে এইরূপ স্থিরীকৃত না হয়, তাহা হইলে কেবল মাত্র বর্ত্তমান বিবাদ বর্দ্ধিত হইয়া শত্রুতা ও অসন্তোষ উৎপাদন করিবে।"

এরূপ মত প্রকাশের পর মন্ত্রিসমাজের কালক্ষেপ করা অসম্ভব। লর্ড জন রসেল বলিয়াছিলেন যে গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান শস্যবিধি উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত অবসর প্রতীক্ষা করিতেছেন; প্রজাগণের তাহাদিগের অভিলষিত অবসর প্রদান করা কর্ত্তব্য। সার্ রবার্ট পীল তাঁহার প্রতিযোগী কর্ত্তৃক প্রকাশিত অভিপ্রায়ে

সম্মত ছিলেন এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার অবসর অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ৫ ই ডিসেম্বর রাজ্ঞীর হস্তে নিজ পদত্যাগের পত্রিকা প্রদান করিলেন।

রাজ্ঞী তাঁহার পদে লর্ড জন রসেলকে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি এই রাজকীয় আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। অতএব তিনি শাসনভার গ্রহণ স্বীকারের প্রারম্ভে পুর্ব্বতন স্বপক্ষীয়গণের সম্মতি গ্রহণে মনস্থ করিলেন, কারণ তন্মধ্যে অনেকেরই শস্যবিধি লইয়া তাঁহার সহিত মতভেদ ঘটিয়াছিল। লর্ড সভার নেতা বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরলের পিতা লর্ড ল্যান্সডাউনের সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে তাঁহার কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তিনি উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার সহিত যোগদান করিবেন কি না তাহাতে সন্দিহান হইলেন। যাহা হউক, ১৯ শে ডিসেম্বর তাঁহার সম্মতি গৃহীত হইল। কিন্তু সপক্ষ মধ্যে প্রস্তাবিত শাসন কার্য্যের পদ নির্ণয়ে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। লর্ড জন রসেলের গবর্ণমেণ্টে, লর্ড গ্রে ও লর্ড পামারষ্টোন উভয়েরই অতিশয় প্রয়োজন। কিন্তু পররাষ্ট্রীয় গুরুতর বিষয়ে উভয়েরই মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। লর্ড পামারষ্টোনের বৈদেশিক বিভাগের অধ্যক্ষ হইবার ইচ্ছা, নতুবা তিনি মন্ত্রিসমাজ ত্যাগ করিবেন। অন্য পক্ষে লর্ড গ্রে, লর্ড পামারষ্টোন বৈদেশিক বিভাগে থাকিলে শাসন কার্য্যে যোগদান করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। এ বিবাদ কোন প্রকারে ভঞ্জন করা যাইতে পারে না। অতএব ২৯ শে ডিসেম্বর লর্ড জন রসেল রাজ্ঞীর নিকট স্বীকার করিলেন যে তিনি তাঁহার কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম।

লর্ড জন রসেল প্রথমাবধি স্বকীয় পরাজয়ের বিষয় অবগত ছিলেন এবং রাজ্ঞীকে বলিয়াছিলেন যে, এরূপ স্থলে সার্ রবার্ট

পীলের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না। রাজ্ঞী তাঁহাকে পুনরায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত আদেশ করাতে, সার্ রবার্ট পীলের সাহস ও রাজভক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইল। তিনি পূর্ব্ব বৎসরের অভিজ্ঞতায় বিদিত হইয়াছিলেন যে, ভূতপূর্ব্ব মিত্রগণ তাঁহাকে সাহায্য করিবেন না, সহচরগণ অনিচ্ছাপূর্ব্বক অনুমোদন করিবেন; হতাশ রাজনৈতিক বিপক্ষগণ তৎপ্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিবেন। কুমার স্বকীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, "অদ্য অপরাহ্নে সার্ রবার্ট পীল এখানে আইসেন; তিনি অতিশয় চিন্তিত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন। তিনি বলিলেন, রাজ্ঞীকে পরিত্যাগ করিবেন না; শাসন কার্য্য গ্রহণ করিবেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ২৮ শে জানুয়ারি সার্ রবার্ট পীল তাঁহার আয় ব্যয় বিষয়ক মন্তব্য প্রচার করিলেন। ইহাতে উল্লিখিত হইল যে, তিন বৎসর পরে শস্যবিষয়ক বিধিসমূহ রহিত হইবে। এই প্রস্তাবে নানাবিধ স্বত্ব হানি হইবার সম্ভাবনা। ইহা দ্বারা সমাজের একতম বলীয়ান্ পক্ষ পরাস্ত এবং সম্ভবতঃ বিনষ্ট হইবে; এই ভয়ানক বিপদের সময় তাঁহাদিগের ভূতপূর্ব্ব নেতৃবিহীন হইয়া তাঁহারা সংখ্যায় হ্রাসবশতঃ মহা কষ্টে পতিত হইবেন। এই সকল কারণে প্রস্তাবিত বিষয় লইয়া মহা আন্দোলন হইতে লাগিল। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ এরূপ ভাবে প্রতিবাদ করিয়া ছিলেন যে, প্রধান্ মন্ত্রীর বক্তৃতা কালে কমন্স সভায় কুমার উপস্থিত থাকাতে, তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, সার্ রবার্ট পীল তদীয় প্রস্তাবিত বিষয়ে রাজ্ঞীর সম্মতি প্রদর্শনের নিমিত্ত এই অন্যায় উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। মন্ত্রণার দ্বাদশ দিবসের দিন লর্ড জর্জ বেণ্টিঙ্ক কুমারের উপস্থিতির বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, যদ্যপি

তৎসদৃশ সামান্য ব্যক্তি রাজ্ঞীর প্রিয়পাত্র ও তাঁহার নিম্ন পদস্থ ব্যক্তিকে কোন কথা বলিতে সক্ষম হন, তবে তিনি বলিতে পারেন যে, প্রথম দিবস কুমারের সভায় আগমন যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। প্রধান মন্ত্রী, তাঁহর প্রস্তাবিত বিষয় রাজ্ঞীর অনুমোদিত এই বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত, প্রথম প্রস্তাবের দিন কুমারকে প্রতারণা পূর্ব্বক সভায় আনয়ন করেন। বর্ত্তমান বিষয় ভাল হউক অথবা মন্দ হউক, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের অধিকাংশ জমিদারগণ এই কররহিত তাঁগাদিগের পক্ষে অনিষ্টকর বিবেচনা করেন। এই বিষয় কেবল যে তৎসদৃশ উচ্চশ্রেণী ব্যক্তিগণেরই অনিষ্টকর, তাহা নহে, ইহা স্বদেশের সামান্য সামান্য বাণিজ্যের ও এমন কি সমগ্র ইউরোপের লাভের বিরোধী; যেহেতু ইহা দ্বারা ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও উপনিবেশের অধিবাসীদিগের কি সামান্য কি মহৎ সমুদয় লাভ আমেরিকাবাসী, ফরাসী, রুশ, পোল, প্রুশিয়াবাসী ও জার্ম্মাণগণকে দেওয়া হইবে।

কুমার স্বাভাবিক কৌতুহল বৃত্তিচরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যাহা করিয়াছিলেন তাহাতে এইরূপ দোষারোপ করাতে প্রতীতি হয় যে সাধারণ জনগণ স্বাধীনভাবে তাহাদিগের তর্ক করিবার ক্ষমতার প্রতি সামান্য হস্তক্ষেপের চিহ্নমাত্র, সহ্য করিতে পারে না। ডিস্‌রেলি (লর্ড বিকন্সফিল্ড) বলিয়াছেন যে, এমন কি উভয় পক্ষের সাম্যমতামলম্বী ব্যক্তিগণও বলিয়াছিলেন, যে কুমারের উপস্থিতিতে সভ্যেরা বিরক্তি প্রকাশ করাতে কুমার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার এরূপ স্থলে আগমন না করাই যুক্তি সঙ্গত ছিল।

কুমার উপস্থিত ঘোরতর বিবাদ পরিদর্শনে চিন্তিত হইলেন; যেহেতু তিনি সার্‌ রবার্ট পীলের মঙ্গলময় কার্য্য

উদাসীনভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ নহেন। প্রধান মন্ত্রী দিবারাত্র স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত যত্নশীল, নিজের স্বাস্থ্য ও সুখের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত নাই এবং এইরূপ অসাধারণ বিপদের সময়েও সাহস পূর্ব্বক নিজপদ রক্ষা করিতেছিলেন।

রাজ্ঞী ও কুমার ফেব্রুয়ারির শেষভাগে কিয়দ্দিবসের জন্য বিবিধ কোলাহলপূর্ণ লণ্ডন পরিত্যাগপূর্ব্বক অসবরণে বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন। কুমার তাঁহার পিতামহীর সমীপে পত্র লিখেন যে "তাঁহারা ২৭ শে ওয়াইট দ্বীপে গমন করিবেন ও তথায় ৭ দিন বাস করিবেন। ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ তথায় বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করিয়া সুস্থ হইবেন। আমিও বনবিহার, গৃহনির্ম্মাণ, কৃষিকর্ম্ম ও উপবন রচনা প্রভৃতির প্রিয়; তথায় বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়া সুখানুভব করিব।" অসবরণে নূতন গৃহ শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হইতেছিল। কুমার অসবরণের জমিদারীতে কৃষিকার্য্য ও মনোহর উপবন রচনার উপযুক্ত স্থান বিভাগ করিয়া দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ৩ রা মার্চ রাজ্ঞী লিখিয়াছেন যে "আলবার্ট এখানে মনের সুখে বাস করিতেছেন, সারাদিন বৃক্ষাদিরোপণ কার্য্যে উপদেশ প্রদানে তৎপর। লণ্ডন বাসকালে জনসমূহ স্বার্থের নিমিত্ত আমাদিগকে অতিশয় ব্যস্ত করে; অতএব ঐনগর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলে বিশ্রাম-সুখ লাভ হয়।" উপবন ও সুদৃশ্য স্থান সন্নিবেশে উইণ্ডসর, অসবরণও বালমোরালে কুমারের কার্য্যকুশলতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তাঁহাদের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই সার্ রবার্ট পীল শস্যকর বিষয়ক পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবনা করেন। ইহা বিধিবদ্ধ হইলে প্রধান মন্ত্রীর উন্নতিশীল দলের সহিত যে অস্থায়ী ঐক্য ভাব

ছিল তাহা শেষ হইবে; তখন রাজ্য মধ্যে এক মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবে। ইহা অবগত হইয়া কুমার বিষণ্ন হইলেন।

কিয়দ্দিবস পরে, এই পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় পাঠের সময় সার্ রবার্ট পীলের কথা হইতে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার মন্ত্রীত্বের চরম কল উপস্থিত। তিনি বলিয়াছিলেন, "মাননীয় সভ্যগণ আমার ক্ষমতার শেষ হইল বলিয়া যে আশঙ্কা করিতেছেন, আমি তজ্জন্য বিস্মিত হই না। আমি আপনাদিগের বিশ্বাস হইতে বঞ্চিত হইয়া যেরূপ দুঃখিত হইতেছি, রাজনৈতিক ক্ষমতা শূন্য হইয়া সেরূপ দুঃখিত হইব না। আমার উপর যে সকল দোষ আরোপিত হইতেছে তাহা অযথাপ্রযুক্ত বোধে আমি তজ্জন্য কাতর নহি। যদি আমি দূষিত বুদ্ধি অথবা অনুপযুক্ত যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হইয়াছি এরূপ অনুভব করিতাম অথবা বিশ্বাস করিতাম তাহা হইলে, আমাকে যে সকল দোষ দেওয়া হইতেছে, তাহার দশমাংশের দ্বারা আমার জীবন ও শান্তি বিনষ্ট হইত। আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন আমি আয়র্লণ্ডের দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত যথাসাধ্য সাবধান হইয়াছি; আপনাদিগের ভ্রম হইয়াছে। আমার এই সাবধানতা যে অপ্রয়োজনীয় নহে, তাহা প্রকৃত কার্য্য দ্বারা অবগত হওয়া যাইবে। মহাশয়গণ! যখন আমি পদভ্রষ্ট হইব, তখন আমি এই বলিয়া শান্তিলাভ করিব যে, আমি কোন পক্ষের উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত পদভ্রষ্ট হইলাম না। কোন পক্ষের অভীষ্টসিদ্ধি না করিয়া সাধারণের উপকার সাধন করিতে গিয়া যে পদভ্রষ্ট হইলাম, ইহা স্মরণ করিয়াও সুখী হইব।"

প্রধানমন্ত্রীকে রাজনৈতিক পদভ্রষ্ট করিতে অসাধারণ

কৌশল উদ্ভাবন করিতে হইল না। পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশনের অল্প দিন পরে আয়র্লণ্ডের হত্যাকাণ্ড দমনের নিমিত্ত শাসন বিষয়ক পাণ্ডুলিপি (কোয়ার্সন্‌বিল) অবতারণা হইয়াছিল। সকলে তাঁহার প্রতিকূলে একত্র হইয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিসমাজকে পরাভূত করিতে সচেষ্ট হইলেন। লর্ড সভায় উন্নতিশীল দলের নেতৃগণ সেই বিলের সপক্ষে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ কমন্স সভায় তাহা সহজে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা ছিল। নানাবিধ বিঘ্ন ও বিবিধ কারণে বিলম্ব হইয়া ২৬শে জুন কমন্স সভায় শাসনবিষয়ক পাণ্ডুলিপি পরিত্যক্ত হইল ও সেই দিন শস্যবিষয়ক বিধি লর্ড সভায় সম্মতি প্রাপ্ত হইল।

২৯শে জুন প্রধান মন্ত্রী প্রচার করিলেন যে ভাবী মন্ত্রিদল স্থিরীকরণ পর্য্যন্ত তিনি পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। যৎকালে মন্ত্রিদল রাজ্ঞীর নিকট বিদায় লইতে গমন করেন, তৎকালের দৃশ্য অতিশয় শোকাবহ হইয়াছিল। ৭ই জুলাই রাজ্ঞী তাঁহার মাতুলের সমীপে লিখিয়াছেন; "গতকল্য আমার এক ভয়ানক দিন গিয়াছে। সার রবার্ট পীল ও লর্ড আবার্ডিনকে বিদায় দিতে হইয়াছে, ইহাতে আমার ও দেশের যে মহৎ ক্ষতি হইল তাহার প্রতিকার হওয়া অসম্ভব। তাঁহারা এরূপ কাতর হইয়াছিলেন যে আমি তাঁহাদিগকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম। তাঁহারা থাকাতে আমি নিরুদ্বেগে ছিলাম। তাঁহারা আমাদিগের সাতিশয় অনুরাগবান মিত্র। এই বিপদের সময় আলবার্ট আমার ও দেশের পক্ষে তদীয় ধৈর্য্য ও বিজ্ঞতা নিবন্ধন বিশেষ প্রয়োজনীয়।"

লর্ড জন রসেলের অধীনে সত্বর নূতন মন্ত্রিদল গঠিত হইল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তদীয় মন্ত্রিদল গঠনে যে বিঘ্ন

উপস্থিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহা অপসারিত হইয়াছিল। লর্ড পামারষ্টোন পররাষ্ট্রীয় সচিব ও লর্ড গ্রে ঔপনিবেশিক সচিবের পদে নিয়োজিত হইলেন। মারকুইস লান্সডাউন মন্ত্রিসমাজের সভাপতি হইয়া লর্ডসভায় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত হইলেন।

কমন্স সভার সভ্যনির্ব্বাচনের অবসরসময়ে রাজ্ঞী ও কুমার কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত অসবরণে যাত্রা করিলেন। ২৫ শে মে বকিংহাম রাজপ্রাসাদে এক রাজকুমারী জন্মগ্রহণ করিলেন; তাঁহার নাম হেলেনা আগষ্টা ভিক্টোরিয়া। ইনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ৪ ঠা জুলাই সেলিউইগ হলষ্টীনের রাজকুমার ক্রিষ্টিয়ানকে বিবাহ করেন; এবং তদবধি প্রিন্সেস্ ক্রিষ্টিয়ান নামে অভিহিত হইলেন।

কিয়দ্দিবস পরে কুমার দুই স্থলে গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, এইরূপ স্থলে তাঁহার উপস্থিতি স্পৃহনীয়। সাধারণের সুখ ও মঙ্গল বিধানার্থ কোনও সভা অথবা সমিতি সংস্থাপিত হইলে সকলেই তাঁহাকে সভাপতিপদে নিযুক্ত করিতে উৎসুক হইতেন। তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন যে, তিনি এ সকল বিষয়ে কেবল সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন এরূপ নহে, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ আরব্ধ কার্য্যের দোষ গুণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেন না। তিনি এইরূপ স্থলে কেবল শিষ্টাচারের অনুরোধে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত যে সম্মতি প্রদান করিতেন, তাহা নহে। তিনি সম্মত হইবার পূর্ব্বে সেই সভার উদ্দেশ্য যথাসাধ্য অবগত হইতে চেষ্টা করিতেন। অনুসন্ধানে সন্তোষজনক বোধ হইলে তিনি প্রজাগণের সুখসমৃদ্ধি বিষয়ে রাজ্ঞী ও তাঁহার উভয়েরই সহানুভূতি আছে, ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত নিজের সময়ক্ষেপ ও কষ্ট স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

কুমার এই বৎসর মে মাসে, লণ্ডন বন্দরের নাবিকগণের আবাস গৃহের ভিত্তি সংস্থাপন করেন; এবং তৎপরে লিভারপুলের নাবিকগণের আবাস গৃহের ভিত্তি স্থাপনের নিমিত্ত আহূত হইয়া, ৩০ শে জুলাই লণ্ডন হইতে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে "আলবার্ট পোতনির্ম্মাণস্থান" নামক সুবৃহৎ অর্ণবযান নির্ম্মাণ-স্থানরচনাকার্য্য সমাধা হইয়াছিল; কুমারের লিভারপুল পরিদর্শনকালে তাহার প্রথম উদ্ঘাটনের দিবস নির্দ্ধারিত হয়। তিনি উদ্ঘাটন কার্য্য সমাপন করিয়া প্রাতর্ভোজন কালীন ব্রিটীশ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিবিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইলেন।

প্রথম দিবসাপেক্ষা দ্বিতীয় দিবস অধিক সমারোহ হয়। সেই দিন মহাসমারোহে সকলে একত্রে মিলিত হইয়া প্রস্তাবিত নাবিকগণের আবাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। সভার কার্য্যারম্ভে কার্য্যনির্ব্বাহকসভার সভাপতি কুমারকে একখানি অভিনন্দন পত্রিকা প্রদান করেন। কুমার কতিপয় অর্থগৌরব বাক্যে তাহা গ্রহণ করিয়া গৃহের উদ্দেশ্য বিষয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। তৎপরে তিনি প্রত্যাগমনের নিমিত্ত রেলওয়ে ষ্টেশনে উপনীত হইলেন। সকলে কুমারের শিষ্টাচার, উদারতা এবং মনুষ্যজাতির উন্নতিসাধন বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির নিমিত্ত তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বর্ত্তমান রাজনৈতিক বিপদের সময় এই দুই দিবসের ঘটনা অতীব প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। কি প্রকারে মিলিত হইয়া প্রধান মন্ত্রীকে পদচ্যুত করা হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল। বর্ত্তমান মন্ত্রিপক্ষ, লর্ড জর্জ্জ বেণ্টিঙ্ক ও তৎপক্ষীয়গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সার্ রবার্ট পীল ও তন্মিত্রবর্গ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান মন্ত্রিদলের সহিত অনেক বিষয়ে

তাঁহাদিগের মতের অনৈক্য থাকিলেও এরূপ সময়ে তাঁহারা পুনরায় মন্ত্রিদল পরিবর্ত্তন করিতে উৎসুক ছিলেন না।

বাস্তবিক এসময় মন্ত্রীপরিবর্ত্তনের সময় নহে। এক্ষণে প্রবল পরাক্রান্ত পক্ষের উপর শাসনভার ন্যস্ত হওয়া আবশ্যক। তাঁহাদিগের শাসন বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অভিনিবেশ প্রদান করতঃ স্বদেশের বিশ্বাসভাজন হওয়া বিধেয়। উন্নতিশীলদল প্রতিকূলতাচরণকালে আয়র্লণ্ডের গোলযোগ সামান্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের হস্তে দেশের শান্তিরক্ষার ভার অর্পিত হইলে সেই গোলযোগ যে বাস্তবিক অসামান্য তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। আলুর চাষ নষ্ট হওয়াতে দিনে দিনে লোকের কষ্ট এবং অরাজকতা ও অত্যাচার ক্রমশঃ ভয়ঙ্কররূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। সত্বর ইহার প্রতিবিধান প্রয়োজনীয়; গবর্ণমেণ্ট পার্লিয়মেণ্টের সমীপে আয়র্লণ্ডের শস্ত্রবিধি পুনরুজ্জীবিত করিতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু পূর্ব্ব মন্ত্রিদলের এই কার্য্যে তাঁহারা প্রতিকূলতা করায় এক্ষণে অনেকেই তাঁহাদিগের প্রতিকূলতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন তাঁহারা যে বিবরণীতে বিশ্বাস করেন নাই, এক্ষণে তাহার যাথার্থতা অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন। ৭ই আগষ্ট দ্বিতীয়বার পঠিত হইলেও, মন্ত্রিদলের সাহায্যকারিগণেরও প্রতিকূলতাচরণবশতঃ, ১০ দিবস, পরে লর্ড জন রসেল সেই বিল উঠাইয়া লইলেন।

২৮শে আগষ্ট পার্লিয়মেণ্ট বন্ধ হইল। এই মাসের প্রারম্ভে রাজ্ঞী বেল্‌জিয়মের রাজা ও তৎপত্নীর সহিত অসবরণে আগমন করেন। রাজ্ঞী ও কুমারের আবাসগৃহ প্রস্তত হইয়াছিল। ১৫ই মে গৃহ-প্রবেশ করেন। ভোজনের সময় রাজ্ঞী ও কুমারের স্বাস্থ্য উদ্দেশে মদ্যপীত হইল। কুমার লিখিয়াছেন

যে তৎকালীন প্রবেশ ও নির্গমন বিষয়ক ধর্ম্মসঙ্গীত জার্ম্মাণ ভাষায় গীত হইল। লুসিকর নাম্নী রাজ্ঞীর জনৈক সহচরী প্রথম রাত্রে রাজ্ঞীর গৃহপ্রবেশ সময়ে একখানি পুরাতন পাদুকা গৃহমধ্যে নিঃক্ষেপ করিতে কহেন; ইহা স্কট্‌লণ্ডবাসিগণের এক ভ্রমসংস্কার। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্ঞী প্রথমতঃ বালমোরলে উপস্থিত হইলে একজন প্রাচীন ভৃত্য মিস্‌করের ন্যায় একখানি পুরাতন পাদুকা গৃহমধ্যে নিঃক্ষেপ করে। এইরূপ না করিলে আবার্ডিন সায়ারবাসিগণ অমঙ্গল বিবেচনা করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ১২ ই ফেব্রুয়ারি ডিউক্ অব্ নর্দাম্বর্‌লণ্ডের মৃত্যু হইলে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির আসন শূন্য হইল। পরদিন ত্রিনিটি কলেজাধ্যক্ষ অধ্যাপক উইওয়েল ও লর্ড ল্যান্সডাউন উভয়ে পদপ্রার্থিগণের তালিকায় কুমারের নাম প্রদান করিবার নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ তদীয় আজ্ঞা প্রার্থনা করেন। যৎকালে কুমার এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিবেন কি না, চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, তৎকালে লণ্ডনের বিশপ কুমারের প্রাইভেট সেক্রেটরি এন্সনকে এই বলিয়া পত্র লিখেন যে, কুমারের এই পদগ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ সভ্য বিশ্ববিদ্যালয়কে গৌরবান্বিত ও উপকৃত বিবেচনা করিবেন। কুমারের উচ্চপদস্থতা তাঁহার এইরূপ অভিমতের কেবলমাত্র কারণ ছিল না, তদীয় বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যবিষয়ক জ্ঞান এবং পাঠ্যজীবনের সুবিখ্যাত পারদর্শিতার নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ সম্মানপ্রাপ্তির তিনিই উপযুক্তপাত্র। সেই দিন এন্সন অধ্যাপক উইওয়েলের সমীপে লিখিলেন যে, যদি কুমারের নির্ব্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদায় সভ্যের অভিলাষ পূর্ণ হয়, তবে তিনি নির্ব্বাচন তালিকায় স্বীয় নাম প্রদান করিতে স্বীকৃত আছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার সভ্যগণ কুমারের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া সত্বর সকলের স্বাক্ষরযুক্ত এক অভিনন্দনপত্র

প্রেরণ করিলেন, ভাইস চ্যান্‌সেলার ও অন্যান্য সভ্যগণ বলিয়াছিলেন যে, কুমারের বিষয়ে সাধারণের যেরূপ অভিপ্রায় তাহাতে তাঁহার সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই; কিন্তু এক অতর্কিত বিঘ্ন উপস্থিত হইল। লর্ড পাউইস নামক অপর এক পদপ্রার্থী উপস্থিত হইলেন; এবং তদীয় সাহায্যকারিগণ তাঁহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, ইহাও প্রকাশ হইল। এরূপ স্থলে কুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া অসম্ভব। অতএব তিনি অভিনন্দন-পত্র-প্রদানকারী প্রতিনিধিগণ সমীপে স্বকীয় সন্তোষ প্রকাশ করিবার সময়ে শিষ্টাচারপূর্ব্বক বিবাদ হইতে অবসর লইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

এই পর্য্যন্ত কুমারের পদপ্রার্থী হওয়া শেষ হইল। কিন্তু তৎপক্ষীয়গণ বিশেষতঃ ত্রিনিটি কলেজের সভ্যগণ প্রতিদ্বন্দ্বী সেণ্ট জন্স কলেজের জয়লাভ দর্শনে একান্ত পরাঙ্মুখ। লর্ড পাউইস শেষোক্ত কলেজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হওয়ায় তাঁহারা নির্ব্বাচন তালিকায় কুমারের নাম প্রদান করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন; তাঁহাদের বিশ্বাস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ সভ্যের মত যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির আসন গ্রহণে কুমারই উপযুক্ত পাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিঃস্থিত উচ্চপদস্থ সভ্যগণেরও তাঁহাদিগের সহিত ঐক্যমত হওয়াতে তাঁহাদিগের বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল। তৎপরে উভয়পক্ষে পরম যত্নসহকারে সম্মতিগ্রহণে তৎপর হইলেন। রাজ্যের চতুর্দ্দিক হইতে সভ্যগণ সম্মতিদানের নিমিত্ত কেম্ব্রিজে উপস্থিত হইতে লাগিল। ১৭৯০ জন সভ্যের মধ্যে ৯৫৩ জন কুমারের পক্ষে ও ৮৩৭ জন লর্ড পাউইসের পক্ষে; অতএব কুমারের পক্ষে ১১৬ জনের মত অধিক হইল।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ২৭শে ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস

চ্যান্সেলর ডাঃ ফিল্‌পট কর্ণেল ফিপ্‌সের সমীপে লিখিয়াছিলেন যে আমি আশা করি, কুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত এই উচ্চ সম্মান ও গৌরব গ্রহণে অস্বীকৃত হইবেন না। কুমারও এই সম্মান গ্রহণকরা যুক্তিসঙ্গত কি না তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছিলেন। লর্ড ল্যান্সডাউন ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ তদীয় সম্মতি প্রদানার্থ অনুরোধ করেন। সার্ রবার্ট পীলও তদনুকূলে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এইরূপে সকলেই সম্মতি প্রদান করাতে কুমার স্বীকৃত হইলেন ও সেই দিবসেই সম্মতি প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন।

২৫ শে মার্চ বাকিংহাম রাজ প্রাসাদে নিয়োজন কার্য্য সমাধা হইল। তৎকালে ভাইস চ্যান্সেলর ডাঃ ফিল্‌পট্ সুবিখ্যাত প্রতিনিধিবর্গ ও অন্যূন ১৩০ জন সভ্যের সহিত কুমারকে নিযোগপত্র প্রদান করেন। এইরূপ সম্মান প্রদানে রাজ্ঞীর বিশ্বাস হইল যে, কুমার প্রকৃতিবর্গের ভক্তিভাজন হইতেছেন।

আগামী জুলাই মাসে মহাসমারোহে চ্যান্সেলরপদে নিয়োজনকার্য্য সমাধা হইবে। এক্ষণে তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। তৎকালীন গান করিবার নিমিত্ত সঙ্গীত রচনার প্রয়োজন। রচয়িতানির্দ্দেশের ভার কুমারের হস্তে ন্যস্ত হইল; এবং তিনি প্রসিদ্ধ রাজকবি ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থকে সেই কার্য্যে নিয়োগ করিলেন।

কুমারের চ্যান্সেলরপদে নিয়োজনমহোৎসবের তিন দিবস কাল কেম্ব্রিজের সুবৃহৎ কক্ষাবলী ও বৃক্ষাদি পরিশোভিত বীথিকা সমূহ যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া ইয়ত্তা করা যায় না। ৫ ই জুলাই প্রাতঃকালে রাজ্ঞী ও কুমার কেম্ব্রিজ যাত্রা করিলেন। ট্রিনিটি কলেজের সুপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে রাজ্ঞী চ্যান্সেলরের হস্ত হইতে অভিনন্দন-

পত্রিকা গ্রহণ করেন। রাজ্ঞী নৃপাসনে আসীন হইলে সভার অপর দিক হইতে চ্যান্সেলর, কৃষ্ণ ও সুবর্ণ-বর্ণের মনোহর বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সভাগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে রাজ্ঞীকে নমস্কার করতঃ অভিনন্দনপত্রিকা পাঠ করিলেন। রাজ্ঞী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরনির্ব্বাচনের প্রশংসা করিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন, "প্রিয়তম আলবার্টের নিকট হইতে অভিনন্দনপত্রিকা গ্রহণ ও তৎকর্ত্তৃক তাহা পাঠের সময় আমার অন্তঃকরণ যে কি পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারিনা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণের অগ্রবর্ত্তী হইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচ্ছদে তাঁহাকে দেখিতে অতি মনোহর হইয়াছিল। কর্ণেল কিপ্‌স্‌ ও কর্ণেল সিমোর তাঁহার পরিচ্ছদের প্রান্তভাগ ধারণ করিয়াছিলেন। আমি যতই বিচলিত হই না কেন, কিন্তু আলবার্টের কার্য্যে কোন প্রকার বিচলিত হইবার চিহ্ন লক্ষিত হইল না। তিনি আমাকে অভিনন্দন-পত্রিকা প্রদান করিলেন ও আমি তাহার প্রত্যুত্তর পাঠ করিলাম; অবশেষে আলবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণের সহিত প্রতিগমন করিলেন।"

সামান্য আহারের পর রাজ্ঞী সেনেট সভাগৃহে গমন করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে "এইরূপে ভ্রমণ কালে কলোন ও বনের কথা আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়। তৎকালে আমরা প্রুশিয়ার রাজকুমার ওয়ালডিমারের সহিত স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। আলবার্ট আমাকে দ্বারদেশে অভ্যর্থনা করিয়া, আমাকে বসিবার স্থানে লইয়া চলিলেন। তিনি চ্যান্সেলরের আসনে উপবেশন করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে সাধুবাদ ও হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। আরম্ভসূচক কতিপয়

সামান্য কার্য্যের পর বক্তামহাশয় লাটিন ভাষায় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

পরদিবস সেনেট সভায় চ্যান্সেলরের অভিষেক ক্রিয়া সমাধা হইল। কুমার রাজ্ঞীর অগ্রে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে দ্বারদেশে অভ্যর্থনা করিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন। চতুর্দ্দিকে হর্ষধ্বনি হইতে লাগিল। পারিতোষিক লাভের নিমিত্ত পদ্য পঠিত হইলে পর কুমার স্বহস্তে তাহাদিগকে পদক প্রদান করিলেন। তৎপরে অভিষেক গীতি গীত হইল। চতুর্দ্দিকে ঘোরতর হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল; দর্শক বৃন্দ "ঈশ্বর রাজ্ঞীকে রক্ষা করুন" এই জাতীয় সঙ্গীত গান করিলেন। রাজ্ঞী ত্রিনিটি কলেজের সুপ্রশস্ত গৃহে আহারাদির পর অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের সহিত আলাপ করিলেন। সে দিবসের কার্য্য শেষ হইল।

পরদিন প্রাতে কুমার দরবার করিয়া ত্রিনিটি কলেজের পুস্তকাগার পরিদর্শন করিলেন। তৎপরে সেণ্টজন কলেজে গমন করিয়া প্রাচ্যদেশের প্রধান প্রধান চিত্রকরগণের অঙ্কিত চিত্র দর্শন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা কেম্ব্রিজ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ইংলণ্ডের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে, প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিশারদগণ তজ্জন্য চিন্তিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অসামান্যরূপে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে দেশমধ্যে বিবিধ অভিনব কার্য্য হইতেছিল। এক্ষণে তাহার বিপরীত ঘটিল; শ্রমজীবিগণের কার্য্য ও বেতন হ্রাস হইল। ইউরোপের অধিকাংশ স্থানে শস্যহানি ঘটিয়াছিল। শ্রমজীবিগণ বিষম দারিদ্র্যে নিপীড়িত হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষগণের উপদেশ অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে আয়র্লণ্ডে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় উপস্থিত হইল। আয়র্লণ্ডে মৃত্যুসংখ্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর ৭,৭৭,৫৪ জন ছিল এক্ষণে ২,৪৯,৩৩৫ জন বৃদ্ধি হইল। ক্ষুদ্রহৃদয় অধিবাসিগণ অতর্কিতভাবে বিপদে পতিত হইলে কিরূপ ভীত ও কাতর হয় তাহা আয়ার্লণ্ডের ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ইতিহাস পাঠে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে জানুয়ারি পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশন হইল। তাহাতে আয়ার্লণ্ডের দুরবস্থার বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হয়। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের অধিকাংশ অধিবাসিগণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও আয়র্লণ্ডের নিমিত্ত অর্থ প্রদানে আপত্তি করে নাই। এই বৎসরের প্রারম্ভে ব্রিটীশগণ অতিশয় দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিল। প্রত্যেকে গোধূমাভাব অনুভব করিয়াছিল। রাজ্ঞী ১৮ই মে লিখিয়াছেন "রুটির দর অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে; কেহ এক পাউণ্ডের অধিক পাইবে না; দ্বিতীয় শ্রেণীর ময়দা রাজকীয় রন্ধনশালায় ব্যবহৃত হইতেছে।" ২৩ শে জুলাই রাজ্ঞী স্বয়ং পার্লিয়মেণ্টের অবকাশ প্রদান করিলেন। এই সময় অভিনব লর্ডসভার গৃহ প্রস্তুত হয়। তৎকালীন রাজ্ঞীর বক্তৃতায় আয়র্লণ্ডের বিষয় প্রধানরূপে আলোচিত হইল ও নূতন পর্লিয়মেণ্ট নির্ব্বাচনে আদেশ প্রদত্ত হইল।

এই অবকাশে রাজ্ঞী ও কুমার স্কট্লণ্ড পরিদর্শনে অভিলাষ করেন। ১১ই আগষ্ট অসবরণ হইতে সমুদ্র পথে স্কটলণ্ড যাত্রা করিয়া তথায় এক মাস কাল অবস্থান পূর্ব্বক, ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন।

২৩ শে নবেম্বর পার্লিয়মেণ্টের নির্ব্বাচনকার্য্য সমাধা হইল। ২৯ শে হোম সেক্রেটরি সার্ জর্জ গ্রে আয়র্লণ্ডের শান্তি সংস্থাপন করা অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনায় কোয়ার্সন বিলের (শাসন বিধির)

প্রস্তাব করেন। আয়র্লণ্ডের কোন কোন অংশে ভয়ানক অত্যাচার ও অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিধি প্রচারিত না হইলে গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য অধিবাসিগণের জীবন ও সম্পত্তিরক্ষণে অসমর্থ হইতেন। সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে ক্রমে হত্যা করা হইয়াছিল। প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি ১০ই ডিসেম্বর কমন্স সভায় সম্মতিপ্রাপ্ত হইল; তৎপরে লর্ডসভায় সকলে ইহার সপক্ষে যুগপৎ সম্মতিপ্রদান করেন।

২০ শে ডিসেম্বর পার্লিয়মেণ্টের অবকাশ হইল। ১৮৪৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি পুনরায় অধিবেশন হইবে। ইত্যবসরে ইউরোপে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। বিশেষতঃ ফ্রান্সে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারি অর্‌লিয়ন বংশ দূরীকৃত হইল; ও সাধারণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইল। ফরাসিরাজ লুই ফিলিপ পদচ্যুত ও বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক বিদূরিত হইয়া সপরিবারে ইংলণ্ডে পলায়ন করিলেন। এই সময় সমাচার আসিল যে কুমারের মাতামহী গোথার বিধবা ডচেস্ কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। রাজ্ঞী তদীয় এক পত্রে রাজা লিওপোল্ডের সমীপে পারিসের ঘটনা বর্ণনা করিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন যে, "এইরূপ ভয়ানক বিপদের সময়ে আমাদিগের মাতামহীর মৃত্যুসমাচার আসিয়াছে। আলবার্ট এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া একবারে হতাশ হইয়াছেন। তাঁহার বিষণ্ণ মুখকমল নিরীক্ষণ করিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।"

কুমারও স্বীয় বিমাতাকে লিখিয়াছিলেন যে, "আপনার প্রদত্ত সমাচার অতিশয় শোকাবহ। হায় মাতামহী! তিনি পৃথিবীতে দেবী ছিলেন। তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে তদীয় মৃত্যুকালে তাঁহার কোনও দৌহিত্র তৎপার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া

তদীয় নেত্র নিমীলিত করিয়া দিল না। তথাপি সকলে একত্রে যে তাঁহার মৃত্যু সমাচার প্রাপ্ত হইলাম ইহাই ঈশ্বরানুগ্রহ বলিতে হইবে।” এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সস্ত্রীকে ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন।

১৮ই মার্চ অপর এক রাজকুমারী ভূমিষ্ঠ হইলেন। তদীয় দীক্ষা ও নামকরণ সময়ে লুইস্ কেরোলাইন আলবার্টা নাম রক্ষিত হইল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২১ শে মার্চ ডিউক অব্ আর্গাইলের জ্যেষ্ঠ পুত্র মার্কুইস অব্ লরণের সহিত ইহার পরিণয় হয়। কুমার, রাজকুমারীর জন্মদিবসে ব্যারণ ষ্টকমার সমীপে লিখেন যে “অদ্য আমি মহাশয়কে সুসমাচার প্রদান করিব। ভিক্টোরিয়া অদ্য প্রাতে নির্ব্বিঘ্নে এক কুমারী প্রবস করিয়াছেন। যদিও কন্যা, তথাপি আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম, কারণ ভিক্টোরিয়া সম্প্রতি যেরূপ নানাবিধ মনঃকষ্ট ভোগ করিয়াছেন তাহাতে আমি আশঙ্কিত হইয়াছিলাম। ভিক্টোরিয়া ও নবজাতা বালিকা সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।”

কুমার পূর্ব্বোক্ত বিপদসমূহে একবারে ভগ্নহৃদয় হন নাই। ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের অবস্থা ক্রমে ক্রমে যেরূপ হইয়াছিল; তাহাতে বীরহৃদয় প্রোৎসাহিত হয়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে কুমার যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় প্রদানের অবসর উপস্থিত। অবশেষে যখন বিপদ উপস্থিত হইল তখন কুমার তজ্জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

তদানীন্তন ঘোরতর বিপদের সময় কুমার রাজ্ঞীর উৎসাহে পরম উপকৃত হইলেন। রাজ্ঞী রাজা লিওপোল্ডের সমীপে ৪ঠা এপ্রেলে লিখিয়াছিলেন যে, “আমি বর্ত্তমান ঘটনাবলীর বিবরণ আগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবন করি, আমি কেবল রাজনৈতিক বিষয় লইয়া চিন্তা ও কথোপকথন করি। কিন্তু আমি কখনও

এরূপ প্রশান্তভাব ধারণ করি নাই। মহতী বিপদ্ উপস্থিত হইলে আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে সক্ষম, কিন্তু সামান্য বিপদে অভিভূত হইয়া থাকি।"

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ১১ ই এপ্রেল কুমার লিখিয়াছেন যে "এখনও আয়র্লণ্ড বিপদে পরিপূর্ণ। ইহার অবস্থা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট চিন্তিত হইয়াছেন। বিগত শরৎকালে (কোয়ার্সনবিল) শাসন-বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তদনুসারে অস্ত্রাদির অনুসন্ধান করিয়া সফলপ্রযত্ন হইল না; কারণ নির্দ্দিষ্ট প্রদেশ হইতে অস্ত্রাদি স্থানান্তরিত করা হইয়াছে কিংবা এরূপভাবে গোপন করা হইয়াছে যে শান্তিরক্ষকগণ তাহা অনুসন্ধান করিয়া হস্তগত করিতে সক্ষম হয় নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়াতে কিঞ্চিৎ ফললাভ হইয়াছে। বর্ত্তমান দণ্ডবিধি রাজ-বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে সক্ষম হওয়াতে প্রজাগণ ভীত হইয়া শান্তিরক্ষার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডবিধানও সন্তোষজনক হইতেছে।"

ইত্যবসরে দেশের অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ ও পীড়া ভয়ঙ্কররূপে আবির্ভূত হইল, এবং সহস্র সহস্র মনুষ্য ইংলণ্ডে ও স্কট্‌লণ্ডে পলায়ন করিল। অতএব দারিদ্র্যপ্রপীড়িত তত্তৎস্থানের নিষ্কর্ম্মা শ্রমজীবির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপ সময়ে প্রজাগণের হৃদয় যে অসন্তোষ-ভাবে পরিপূর্ণ হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিশেষতঃ বিদেশীয়গণের শাসন ও জমীদারগণের আত্মম্ভরিত্ব, উপেক্ষা ও অত্যাচারের নিমিত্ত এই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, এইরূপ জনরব প্রচারিত হওয়াতে তাহারা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আয়র্লণ্ডের একতম রাজনৈতিক পক্ষ বিবেচনা করিল যে, ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্লণ্ডের একত্র ব্যবস্থাপকসমাজ হইতে আয়র্লণ্ডকে

বিচ্ছিন্ন করিলেই তথায় স্বাধীনতা ও সুখসমৃদ্ধি সংস্থাপিত হইবে। দেশমধ্যে শান্তিসংস্থাপনবিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলে গবর্ণমেণ্ট রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগণের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন; কিন্তু এখানে আন্দোলনের চরম সীমা উপস্থিত হইয়াছিল। ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের নিমিত্ত ডব্‌লিনে গোপনভাবে অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হইতে আরম্ভ হইল; এবং নব্য আইরিশ পক্ষ তাহাদিগের বিদ্রোহের অভিপ্রায় প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতে লাগিল। তত্রত্য রাজভক্ত অধিকাংশ প্রজাবর্গের রক্ষার উপায় অবলম্বনে বিলম্ব করা আর উচিত নহে। সমগ্র দেশ আয়র্লণ্ডের নব্যদলের বিদ্রোহসূচক বাক্যে এরূপভাবে ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিল যে, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে নিশ্চিত বুঝিতে পারিলেন, এই বিদ্রোহদমনের জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা সহজে পার্লিয়মেণ্ট মহাসভা কর্তৃক প্রদত্ত হইবে। সত্বর রাজবিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত এক পাণ্ডুলিপি পার্লিয়মেণ্টে প্রস্তাবিত হইল। উভয় সভায় তাহা অবিবাদে গৃহীত হইল, এবং নূতন বিধি অনুসারে মিচেল নামক এক ব্যক্তির বিচার হইলে দোষী সাব্যস্ত হইয়া ১৪ বৎসরের নিমিত্ত নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়েন। এই বিচারে তৎপক্ষীয়গণ ভীত হইল। কিন্তু ইংলণ্ডের অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল; কারণ তাহারা বিবেচনা করিয়াছিল যে আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহিদল কৃতকার্য্য হইলে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান নগরসমূহে যুগপৎ বিদ্রোহ উপস্থিত করিবে। তাহারা কিরূপে দেশ লুণ্ঠনাদি করিতে মনস্থ করিয়াছিল তাহা তাহাদিগের একটি অভিসন্ধি দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। তাহারা লিভারপুল বন্দরের জাহাজসমূহে এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের কারখানাগৃহে অগ্নি প্রদান করিতে কল্পনা করে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত

বিষয় সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং ষড়যন্ত্র নিরাসনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মিচেলের শাস্তি হইলে পর লণ্ডনে বিদ্রোহিগণ মহতী সভা আহ্বান করিয়া প্রস্তাব করিল যে, তাহারা সশস্ত্রে বকিংহাম রাজপ্রাসাদে উপনীত হইয়া মিচেলের মুক্তি প্রার্থনা করিবে। তাহাদিগের সহিত পুলীসের সংঘর্ষণ হইল; কিন্তু কোন পক্ষেরই বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই। রাজ্ঞী ও কুমার চিন্তিত হইলেন; কিন্তু তাঁহারা ইংরাজগণের জাতীয় রাজভক্তির প্রতি একমুহূর্ত্তের নিমিত্তও সন্দেহ করেন নাই।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রেল, রাজ্ঞী ও কুমার অসবরণ হইতে প্রত্যাগমন করেন। রাজ্ঞী রাজা লিওপোল্ডকে লিখিয়াছেন যে "আমরা অদ্য দুঃখিতান্তঃকরণে নগরে প্রত্যাগমন করিলাম, কারণ ভূমিবিভাগ, উপবন রচনা, বৃক্ষলতাদিরোপণ ও ভূমির উন্নতিসাধন করা চিন্তাকুলিত ও ক্লান্ত ব্যক্তির পক্ষে পরম উপকারী। আলবার্ট সর্ব্বদাই আমার গৌরব ও আদরের পাত্র; তাঁহাকে প্রফুল্ল ও উদ্যমশীল দেখিলে আমি সুখিনী ও আনন্দিতা হই। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, আমি স্বয়ং প্রায় সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকি।" কুমার স্বভাবতঃ গভীর চিন্তাশীল, ও ব্যগ্রস্বভাব; কিন্তু কৌতুকপ্রিয় ও প্রফুল্লচেতা হওয়াতে জীবনের মহৎ পরিবর্ত্তনকাল উপনীত হইলে ধীরভাবে তাহার পরিণাম পর্য্যবেক্ষণ করিতে সক্ষম হইতেন। তিনি এই বিপদের সময় ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্ঞীর ও সমীপস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণের চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মে মাসে, কুমার শ্রমজীবিগণের অবস্থা উন্নত করিবার উপায় সমর্থন করিয়া জনসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই উদ্দেশে স্থাপিত সমাজের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া উক্ত বিষয়ে স্বকীয়

স্বহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। উত্তরোত্তর সভার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল। ইহার আবশ্যকতার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজন; অতএব লর্ড আসবি (সুপ্রসিদ্ধ বদান্য আরল্ অব্ সাফ্‌ট্‌সবরি) বিবেচনা করিলেন যে, এই সময়ে কুমার সাধারণ সভায় সভাপতি হইয়া এই বিষয় সমর্থন করিলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। শ্রমজীবিগণ পৃথিবীর অল্পমাত্র সুখভোগ করে কিন্তু অধিক পরিমাণে পরিশ্রম করিয়া থাকে, তজ্জন্য কুমার সর্ব্বদাই তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। অতএব তিনি সভাপতির কার্য্য সম্পাদনার্থ আহূত হইলে আনন্দের সহিত সম্মতিপ্রদান করিলেন। কিন্তু তৎকালে নিম্নশ্রেণীর নেতৃবর্গ, রাজা ও সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে অন্যায়রূপে নিন্দা করিয়া আক্রমণ করিতেছিল। অতএব তাহারা কুমারকে এইরূপ উদার অভিসন্ধিতেও সাধারণ সভায় উপস্থিত দেখিলে তাঁহার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার প্রদর্শন করিতে পারে এই এক সন্দেহ উপস্থিত হইল। কিন্তু কুমারের অন্তঃকরণে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা উপস্থিত হয় নাই। কেবল গবর্ণমেণ্টের কতিপয় সদস্যের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং অনেক বাদানুবাদের পর এই সন্দেহ দূরীকৃত হইল।

তদনুসারে কুমার, ১৮ই মে সাধারণসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক এক মনোহর বক্তৃতা প্রদান করিয়া, প্রথমতঃ স্বকীয় গুণের পরিচয় প্রদান করেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডাধিবাসিগণ তৎকালে কুমার কর্ত্তৃক সমর্থিত উপায় সমূহ কার্য্যে পরিণত করিতেছেন ও তদীয় বক্তৃতার সমুদায় অংশই সমাজপ্রিয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপকারী। তদীয় বক্তৃতার সারাংশ এই যে, কোন বিষয়ের উদাহরণ কিম্বা আদর্শ স্বরূপ কোন কার্য্য

যদিও কোনও সভা অথবা কোনও ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে; অর্থাৎ আদর্শ বাসগৃহ, কুসীদ ব্যবহার, ভূমিবিভাগ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া এই সমুদায় বিষয়ে, কিরূপে কতদূর উন্নতি কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে সফলপ্রযত্ন হওয়া যাইতে পারে; তথাপি প্রকৃত উন্নতি, শ্রমজীবিগণের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। শ্রমজীবিগণ সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণের সুখ ও সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে; কিন্তু কি উপায়ে তাঁহাদিগের এই সুখলাভ হইল, তাহা অনুধাবন করে না। তাহাদিগের স্মরণ করা উচিত যে শিক্ষা, স্বার্থত্যাগ ও অধ্যবসায়, সমাজের উচ্চ-শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের সুখ সমৃদ্ধির মূল কারণ; অতএব তাহা-দিগেরও সুখবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যরক্ষা ও আত্মোন্নতি বিধানের অত্যা-বশ্যকীয় অভাব সমূহ পরিপূরণ নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহের অনুশীলন করা উচিত। আত্মোন্নতি লাভেচ্ছুগণের স্বধন দ্বারা শ্রমজীবীদিগকে যথাসাধ্য উপকার করা উচিত। তাহা হইলে শ্রমজীবিগণ পারিবারিক সুখলাভে সক্ষম হইবে ও মহাজনগণ শ্রমজীবিগণের প্রকৃত উন্নতি বিধানে সাহায্য করিয়া দেখিবেন যে, ইহাদ্বারা নিজের লাভ ও দরিদ্র লোকদিগের পারিবারিক সুখ বিতরণ করিতেছেন।

এই সকল সংস্কার এক্ষণে সাধারণে প্রকাশ থাকিলেও, স্বকীয় অসুবিধা অথবা সামাজিক বিপদ্ উপস্থিত না হইলে সামাজিক উন্নতি বিধানে উদাসীন ব্যক্তিগণের নিকট তৎকালে অভিনব বলিয়া প্রতীতি হইল। পূর্ব্বোক্ত উপদেশাবলী যথা সময়ে প্রদত্ত হইয়াছিল। শ্রমজীবিগণ পরম প্রীত হইয়া কুমারকে তাহাদিগের প্রকৃত মিত্র বলিয়া গণনা করিল। কুমার, কোবর্গে ব্যারণ ষ্টকৃমারের সমীপে লিখিলেন যে, "আমরা সকলে সুস্থ

আছি। ইংলণ্ড রাজ্য ইহাপেক্ষা কখনও দৃঢ়মূল হয় নাই। গত বৃহস্পতিবার আমি শ্রমজীবিগণের উন্নতিবিধায়িনী সভায় সভাপতির কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি; সেই বক্তৃতাটি পাঠাইলাম। ইহা শ্রবণ করিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছে।”

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই, কুমার ইয়র্ক নগরে রাজকীয় কৃষিসমাজের সভাপতির কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনি ৬ বৎসরের অধিক এই সমাজের একতম গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে সাধারণে তাঁহার প্রতি অসামান্য রাজভক্তি প্রদর্শন করিল। তিনি মনোহর সংক্ষিপ্ত, সারবান, উদারভাবসূচক, কৌতুকপ্রদ বক্তৃতাদ্বারা শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি সমাজের সফলতার বিষয় অসামান্য সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করিলেন। তিনি সমাজ কর্ত্তৃক কৃত ও অনুষ্ঠাতব্য বিষয় এরূপভাবে বর্ণনা করিলেন যে, কৃষি ও পশু বৃদ্ধি ব্যবসায় কুশলব্যক্তিগণ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে এ বিষয়ে তাঁহাদিগের অপেক্ষা বক্তার, জ্ঞান ও উদ্যম কোন অংশেই হীন নহে। যখন তিনি আপনাকে ইংলণ্ডের কৃষক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করেন, তখন উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল। বক্তৃতার শেষভাগে তিনি বলিলেন যে, তিনি স্বয়ংও কৃষি-কার্য্যের আনন্দ ও সামান্য মনঃকষ্ট উপভোগ করিয়াছেন। তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইংরাজের ন্যায় তদীয় অভি-রুচি ও প্রজাপুঞ্জের চিত্তপরিজ্ঞানে তৎপরতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। কুমার ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এবং তৎপরে প্রতিবৎসর স্মিথ ফিল্ডের গোপ্রদর্শনীতে স্বকীয় গো প্রদান করিয়া পুরস্কার লাভ করেন। আয়র্লণ্ডের রাজকীয় কৃষিসমাজের প্রদর্শনীতেও গো প্রদান করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৮

খৃষ্টাব্দে তিনি স্মিথ ফিল্ডের প্রদর্শনীতে হেরিফোর্ড গো প্রদান পূর্ব্বক প্রথম পারিতোষিক লাভ করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করেন। রাজ্ঞী কুমারের ইয়র্ক ভ্রমণ বিষয়ে ষ্টকমারকে লিখিয়াছেন যে, "কুমারের ইয়র্ক পরিভ্রমণে শুভফল দর্শিয়াছে; তিনি সর্ব্বত্র সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। তথায় তিনি অপর এক বক্তৃতা প্রদান করেন ও স্বকীয় বাগ্মিতাশক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছেন। তিনি কহেন যে, বক্তৃতাতে তিনি যে কখন কৃতকার্য্য হইবেন তাহা স্বপ্নেও জানিতেন না। তাঁহার এক অসাধারণ গুণ এই যে, তিনি শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণের কৌশল সমূহ পরিজ্ঞাত আছেন; কখন অত্যন্ত অধিক কিম্বা অল্প বলেন না, কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করেন।"

কুমার ইয়র্ক হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে, আয়র্লণ্ডে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত। আয়র্লণ্ডের লর্ড লেফ্‌টেনাণ্ট, লর্ড ক্লারেণ্ডন বিবেচনা করিলেন যে এই সময়ে ভাবিবিদ্রোহের মূলচ্ছেদ করা উচিত। সকলেই বিদিত ছিলেন, বিগত দশ মাসের মধ্যে যে দুই বিধি প্রচারিত হইয়াছিল তাহাতে কোনও ফল দর্শে নাই। সচরাচর কমন্স সভা গবর্ণমেণ্টকে যথেচ্ছক্ষমতাদানে অসম্মত হইলেও, বর্ত্তমান ভয়ঙ্কর ব্যাধিতে মহৌষধি প্রয়োগের নিমিত্ত সম্মতিপ্রদানে ইতস্ততঃ করিলেন না। ২১ শে জুলাই লর্ড জন রসেল প্রকাশ করিলেন যে, আগামী কল্য তিনি লর্ড লেফ্‌টেনাণ্টকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অপরাধে, সন্দিগ্ধ ব্যক্তিগণকে ধৃত করিয়া ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১ লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখিবার ক্ষমতা প্রদানের নিমিত্ত এক পাণ্ডুলিপির প্রস্তাব করিবেন; এই সংবাদে সকলেই আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই বিধি সত্বর উভয় সভায় গৃহীত হইল এবং রাজ্ঞীর সম্মতি প্রাপ্ত হইল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৫ ই সেপ্টেম্বর পার্লিয়মেণ্টের অবকাশ প্রদানের দিবস রাজ্ঞী স্বয়ং তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে নূতন লর্ড সভাগৃহ প্রথমতঃ ব্যবহৃত হয়; সভ্যগণের উজ্জ্বল বেশভূষায় ইহার শোভা অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল; ও মহাসমারোহে রাজ্ঞী অভ্যর্থিত হইলেন। সেই দিবস আকাশ পরিষ্কার ও বকিংহাম রাজপ্রাসাদ হইতে সভাগৃহ পর্য্যন্ত পথ লোকে পরিপূর্ণ। চতুর্দ্দিকে মহাগোলযোগের সময়েও রাজ্ঞী ও স্বদেশের বিধিসমূহের প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ প্রদর্শনের নিমিত্ত সকলে সমবেত। রাজ্ঞী বক্তৃতাকালে বলিলেন যে, "আমি সকল শ্রেণীর প্রজাগণের রাজভক্তি ও অনুরাগ প্রদর্শনের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। আমাদিগের বিধিসমূহ সুপরীক্ষিত, ইহাতে কোনও রূপ দোষ লক্ষিত হয় নাই। আমি প্রজাগণের ন্যায়ানুগত স্বাধীনতা রক্ষায় ব্যাপৃত আছি; প্রজাগণও শান্তি ও সুশাসনের উপকারিতা অবগত হইয়া লুণ্ঠনকারী ও বিদ্রোহাচারিগণের অভিষ্টসিদ্ধির প্রতিকূলাচরণে একান্ত তৎপর আছেন।"

পার্লিয়মেণ্টের অবকাশদানের পর, রাজ্ঞী ও কুমার উল্‌উইচে যাত্রা করিলেন। তথায় রাজকীয় পোতে আরোহণ পূর্ব্বক বালমোরালে যাইবার উদ্দেশে আবার্ডিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা ৭ ই সেপ্টেম্বর বেলা ৮ ঘটিকার সময় আবার্ডিন বন্দরে উপস্থিত হইলেন। যদিও তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে উপস্থিত হয়েন, তথাপি তত্রত্য মিউনিসিপাল সভ্যগণ রাজপরিব্রাজকদিগকে যথোপযুক্ত সম্মাননাপ্রদর্শনের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকাতে অভ্যর্থনায় কোন প্রকার ত্রুটি ঘটিল না। অবতরণকালে কুমারকে নাগরিকদিগের বিশেষ ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। তৎপরে কুমার দুইটি বিশ্ব-

বিদ্যালয়, মিউজিয়ম, (যাদুঘর) ও নিকটবর্ত্তী গ্রানাইট্ প্রস্তরের খনি পরিদর্শন করেন। পরদিন তাঁহারা হাইলণ্ডে ভাবী গৃহ নির্দ্দেশের নিমিত্ত বালমোরালাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সার্ জন ক্লার্ক, তদীয় পিতা রাজবৈদ্য সার্ জেম্‌স ক্লার্কের সমীপে রাজ্ঞী ও কুমারের গ্রীষ্ম ও শরৎকালীন বাসের নিমিত্ত ডি নদীর তীরবর্ত্তী মনোহর জলবায়ুবিশিষ্ট ও বিবিধ মনোমুগ্ধকর স্বভাবের শোভায় পরিপূর্ণ একটি স্থান নির্দ্দেশ করেন। সার্ জেম্‌স পরীক্ষা করিয়া রাজ্ঞী ও কুমারকে লর্ড আবার্ডিনের নিকট হইতে বাল্‌মোরালের জমি জমা করিয়া লইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে, সার্ রবার্ট গর্ডনের মৃত্যু হইলে, এই সম্পতি লর্ড আবার্ডিনের হস্তে পতিত হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩৮ বৎসরের নিমিত্ত ঐ জমির পাট্টা ছিল। কিন্তু ঐ সম্পত্তির নানাবিধ সদ্‌গুণ থাকাতে কুমার ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে, ফাইফের চতুর্থ আরলের ট্রষ্টিগণের নিকট হইতে ইহার নিষ্করস্বত্ব ক্রয় করিয়া লইলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই ইঁহারই ভ্রাতৃপৌত্র ফাইফের ষষ্ঠ আরল্ বর্ত্তমান ডিউক্ অব্ ফাইফ, প্রিন্স অব্ ওয়েলসের জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজকুমারী লুইস্ ভিক্টোরিয়াকে বিবাহ করিয়াছেন। বালমোরালের চতুর্দ্দিক মনোহর স্বভাবের শোভায় পরিপূর্ণ; এ স্থানের বায়ু স্বাস্থ্যকর ও ভূমিও নীরস। সার্ জেম্‌স ক্লার্কের অভিমতে রাজ্ঞী ও কুমারের পক্ষে এ বায়ু মহদুপকারী। তিনি অবয়েনের অন্তঃপাতী চার্‌লষ্টন হইতে ব্রেমারের অন্তর্গত কাসল্‌টন পর্য্যন্ত ডি নদীর তীরবর্ত্তী সমুদায় স্থান স্কট্‌লণ্ডের মধ্যে, বিশেষতঃ হাইলণ্ডের মধ্যে শুষ্কতর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; ও এই উপত্যকার মধ্যে বালমোরালের ভূমি শুষ্কতম। এইরূপ শুষ্ক হইবার দুইটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ উপত্যকা ও

সমীপবর্ত্তী পর্ব্বত সমুদায় বালুকা ও কঙ্করপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ মেঘসমূহ আট্‌লাণ্টিক হইতে উত্থিত হইয়া ডি নদীর তীরে উপস্থিত হইতে না হইতেই উপকূলবর্ত্তী পর্ব্বতে বারিবর্ষণ করিত।

এই স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রাজ্ঞীর যেরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল তাহা তদীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, "গৃহোপরিস্থ পর্ব্বত হইতে নিম্নে নেত্রপাত করিলে মন মুগ্ধ হয়। বামভাগে মনোহর পর্ব্বতশ্রেণী পরিবেষ্টিত লক্‌নেগার পর্ব্বত ও দক্ষিণ দিকে রমণীয় বৃক্ষরাজী পরিপূর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী পরিশোভিত ব্যালেটর উপত্যকার মধ্য দিয়া ডি নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থান অতিশয় নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ; চতুর্দ্দিক দেখিলে নেত্র তৃপ্তি হয়, ও পার্ব্বতীয় বায়ুসেবনে মনঃক্লেশ দূরীভূত হয়। চতুর্দ্দিকে স্বাধীনতা ও শান্তি বিরাজিত রহিয়াছে; এই সমুদায় দর্শন করিলে পৃথিবী ও পার্থিবক্লেশ বিস্মৃত হইতে হয়। চতুর্দ্দিকে বনময় দৃশ্যে পরিপূর্ণ হইলেও প্রাণিহীন নহে। লাগান অপেক্ষা এখানকার দৃশ্য অধিকতর মনোরম ও এখানে কৃষিকার্য্যের সমধিক উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা নিকটবর্ত্তী দ্রুতগামিনী ডি নদীর তীরে ভ্রমণ করি। ইন্‌ভারকর্ডের দৃশ্যও আনন্দ জনক।" ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর কুমার তাঁহার বিমাতার সমীপে বালমোরালের বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখেন যে "আমরা কিয়দ্দিবসের জন্য পার্ব্বতীয় নির্জ্জন প্রদেশে আসিয়াছি। এখানে একজনও মনুষ্য নয়নগোচর হয় না; পর্ব্বতশৃঙ্গ তুষারাবৃত ও গৃহের সমীপে পার্ব্বতীয় মৃগগণ বিচরণ করিতেছে। আমি অদ্য দুইটি লোহিত বর্ণের মৃগ গুলি করিয়াছি কিন্তু এখনও ধরা না পড়াতে তাহারা মরিয়াছে কি না জানি না। যাহা হউক আমি রো নামক

এক ক্ষুদ্র জাতীয় হরিণ হত্যা করিয়াছি। এখানকার বায়ু বিশুদ্ধ ও শীতল।”

অতি অল্পকালের নিমিত্তও যে রাজ্ঞী ও কুমার নির্জ্জনে শান্তিসুখ অনুভব করিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতে পারিলেন, ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট; কিন্তু এই প্রথম ভ্রমণের সময় লক্‌নেগার পর্ব্বত ও বালাক হিউই অরণ্যের মনোহর শোভা নির্জ্জনে উপভোগ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। প্রতিদিন স্বরাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় বিপদের সমাচার আসিতেছিল। ১১ই সংবাদ আসিল যে, অষ্ট্রিয়া, সার্ডিনিয়ার সহিত স্বকীয় বিবাদে ইংরেজ ও ফরাসীদিগকে মধ্যস্থ মনোনীত করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল নিয়মে বিবাদভঞ্জন করিতে হইবে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে, এ মধ্যস্থতায় কোনও ফল দর্শিবে না; ইংলণ্ড যথাসাধ্য বিবাদনিবারণে যত্ন করিলেও ইউরোপের রাজন্যগণ সত্বর পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা। ১৫ই সেপ্টেম্বর আয়র্লণ্ড হইতে সমাচার আসিল যে, টিপারারী কাউণ্টিতে নূতন রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। ফ্রান্স হইতে সমাচার আসিল যে লুই নেপোলিয়ান অধিকাংশ ফরাসিগণের সম্মতিতে ডিপুটী নিযুক্ত হইয়াছেন। ২৪ শে তারিখে এই সমাচার বাল-মোরালে উপস্থিত হয়। নেপোলিয়ান বোনাপার্টির নামের সহিত লুই নেপোলিয়ানের নামের ঐক্য থাকাতে নানাবিধ নূতন নূতন ভাব মনে আবির্ভূত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষে পাঞ্জাবের ব্যাপার ক্রমশঃই গুরুতর হইতেছিল। এই বৎসর ১লা এপ্রেল শিখগণ মুলতানে যে বিদ্রোহ উত্থাপন করে তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে ইহা তাহাদিগের ভারতে স্বাধীনতা সংস্থাপনের নিমিত্ত প্রযত্নের সূত্রপাত মাত্র। প্রথম হইতে ইংরেজ সৈন্যগণ তাহাদিগকে দমন করিয়াছিল বটে, কিন্তু

তাহারা একত্রে বিদ্রোহী হইলে তাহাদিগকে দমন করা কষ্টকর হইবে। এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল।

রাজ্ঞী ও কুমার, বালমোরালের স্বাস্থ্যকর বায়ু ও স্বাভাবিক শোভায় পরিপূর্ণ স্থানের উন্নতিবিধানে তৎপর হইলেন। কুমার সার্ চার্‌লস্ লয়েলের সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। বাল-মোরাল পরিদর্শনকালে ইঁহাকে নাইট উপাধি প্রদত্ত হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইনি ব্যারণেট্ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তিনি ভূতত্ত্ব শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। কুমার স্বকীয় বুদ্ধিমত্তাগুণে তাঁহার নিকট হইতে সত্বর বৈজ্ঞানিক পরিদর্শকগণ সেই বিভাগে যে যে পদার্থ গবেষণা করিতে পারেন, সেই সমুদায় অবগত হইলেন। বিবিধ মনোহর স্থান পরিভ্রমণকালে অভিনব পদার্থসমূহ দর্শন করিয়া কুমারের ভূতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ২৮ শে সেপ্টেম্বর তাঁহারা বালমোরাল হইতে যাত্রা করিলেন। পরে লণ্ডনে এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া অসবরণে গমন পূর্ব্বক ৯ ই অক্টোবর তথা হইতে উইণ্ডসরে প্রত্যাগমন করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কুমারের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশকালে তথায় তদানীন্তন অত্যাবশ্যকীয় বহুতর বিষয়ের অধ্যাপনা হইত না। কুমার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ঐ সমুদায় বিষয় প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত পাঠ্যবিষয়ক পরিবর্ত্তন করিতে কালবিলম্ব করিলেন না। তৎকালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র লাটিন, গ্রীক ও অঙ্কশাস্ত্রের অধিকপরিমাণে চর্চ্চা হইত। ঐ সকল বিষয়ের পারদর্শিতার নিমিত্ত মহামূল্য পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক উৎসাহবর্দ্ধন করা হইত। অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই ঐ পারিতোষিকলাভে সক্ষম হইত। পারদর্শী শিক্ষার্থীগণ সামাজিক ও ব্যবসায়িক জীবনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিতে অবসর পাইত না। এইরূপে অধিকাংশ শিক্ষার্থী, পাঠের উপযুক্ত সময়, সামাজিক জীবনের উন্নতিকর সাধারণ বিষয় শিক্ষা না করিয়া সাধারণতঃ অপ্রীতিকর বিষয় শিক্ষায় অতিবাহিত করিত; সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় সুনীতি ও শিষ্টাচার ভিন্ন পরিশ্রমশীলতা, চিন্তাশীল ও স্বাধীন শিক্ষা অভ্যাস করিতে সক্ষম হইত না। যাহা হইক আবহমানকাল প্রচলিত পদ্ধতিতে সকলেই অনুরক্ত, বিবিধ ভ্রমমূলক বিশ্বাস অতিক্রম করিতে হইবে; পরিবর্ত্তনের উপায় সম্বন্ধে নানাবিধ মতের ঐক্যতা সম্পাদন করিতে হইবে। কোনও বহির্ভূত ব্যক্তি অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় অন্তঃ-

ভুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়াই সাধারণের অভিমত। কুমার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বৃদ্ধি করিবার এবং পাঠপ্রণালী উন্নত করিবার অভিপ্রায় সাবধানে ও অনতিবিলম্বে সম্পাদিত করিতে হইবে।

কুমারের এইরূপ সতর্ক হইবার কারণ এই যে, তৎকর্ত্তৃক প্রস্তাবিত কোনও বিষয়ে মতভেদ ঘটিলে অভিনব নির্ব্বাচনে পরাস্তপক্ষ প্রবলরূপে তাঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবে। কিন্তু তিনি তদীয় অভিপ্রায় সম্পাদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সিংহাসনের আসন্নতম ও স্বদেশের উন্নতির প্রতিভূস্বরূপ ব্যক্তি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য করিতে ও উন্নতিসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন ইহা অতি গৌরবের বিষয় বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করিতেন। ত্রিনিটি কলেজের শিক্ষক, ডাঃ উইওয়েল লিখিয়াছিলেন, আমার বিশ্বাস যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকংাশ সভ্য আপনার এই চ্যান্সেলরের পদগ্রহণ শুভচিহ্ন বলিয়া বিবেচনা করেন; এবং তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, যদ্যপি কোন প্রকার আধুনিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উন্নতি সাধনের প্রয়োজন হয় সে বিষয়ে, ও বর্ত্তমান কার্য্যে, আপনাদ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক উপকার সমাধিত হইবে।

ডাঃ উইওয়েল স্বীয় পত্রের সহিত যে সংশোধন প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা কুমার স্বয়ং অভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক বিষয়ে সুবিজ্ঞ অধিনেতৃবর্গের অভিমত সংগ্রহে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপে স্বকীয় মত স্থির করতঃ সংকল্পিত উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইলেন। তিনি ভাইস চ্যান্সেলর ডাক্তার ফিল্পটের

সমীপে লিখিলেন যে, তিনি এক্ষণে কেম্ব্রিজে যেরূপ ভাবে পাঠনা হইতেছে ও বিজ্ঞান চর্চ্চা হইতেছে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন; আগামী বৎসরে কলেজ সমূহে ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যে রূপ প্রণালীতে পাঠনা হইবে তাহার একখানি সুস্পষ্ট তালিকা যেন তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়।

কুমার চান্সেলরের পদগ্রহণকালে সার্ রবার্ট পীলের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি তাঁহার সমীপে স্বকীয় সংশোধনপ্রণালী বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়া এক পত্র লিখিলেন ও তৎসহ সংকল্পিত বিষয়ের সংগৃহীত অভিমতাবলীও প্রেরণ করিলেন। তিনি প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে, "আমি এই সমুদায় কাগজ প্রাপ্তে পরম সন্তুষ্ট হইলাম এবং বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে শিক্ষার উপযোগী অনেক বিষয় না থাকায় ইহা সদোষ বলিয়া যে বিশ্বাস ছিল, তাহা এক্ষণে দৃঢ়ীভূত হইল। কিন্তু কোনও গুরুতর সংশোধন কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে প্রভূত কৌশল ও দক্ষতার প্রয়োজন।"

কুমার ডাক্তার ফিল্‌পটের নিকট হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়া তাহা সার্ রবার্ট পীলের সমীপে প্রেরণ করেন। তিনি প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে, "পরিত্যক্ত শিক্ষণীয় বিষয় ভিন্ন এই বিবরণী আপাততঃ দেখিতে অতি সুন্দর; কিন্তু ইহা কার্য্যে কতদূর পরিণত হইতেছে তাহাই প্রকৃত বিষয়। আপনি আমার নিকট মধ্যে মধ্যে স্বহস্তে পত্রাদি লিখনের নিমিত্ত যে প্রীতিপ্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আনন্দিত হই-লাম; এতদ্বারা সন্তোষ, উপদেশ ও উপকারিতা লাভ উভয়-পক্ষেই সমান।"

এই পত্র প্রাপ্তির কিয়দ্দিবস পরে কুমার লর্ড রসেলের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন তাহাতে লিখিত ছিল যে,

রাজকীয় বিদ্যালয় সমূহ কিরূপে পরিচালিত হইতেছে ও পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের বদান্যতা কিরূপে কার্য্যে পরিণত হইতেছে এবং তিনি স্বয়ং অথবা পার্লিয়মেণ্ট কিরূপ উন্নতি সাধন করিতে পারেন, এই সমুদায় বিষয় পরিজ্ঞাতার্থে যদ্যপি রাজ্ঞী সমিতি সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ হইবে না। কুমার যদি এই বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি বৎসরের শেষে রাজ্ঞীর সমীপে এই বিষয়ে প্রস্তাব করিবেন। তৎপরদিন কুমার ইহার প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে, যেরূপ প্রণালীতে সংশোধন ক্রিয়া আরব্ধ হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ানক আন্দোলন করিয়া গোলযোগ করা উচিত নহে।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনব ভাইস চ্যান্সেলর ডাক্তার ফেল্প কুমারের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। কুমার তাঁহার সমীপে যে সমুদায় পত্রাদি প্রেরণ করিতেন তাহা সরলতায় পূর্ণ; তাহাতে তদীয় হৃদয়ের ভাব প্রকাশিত রহিয়াছে। কুমারের উপদেশানুসারে ডাক্তার ফিল্পট প্রয়োজনীয় ও কার্য্যকর সংশোধন সমূহ পত্রের আকারে সন্নিবিষ্ট করিলেন। সেই পত্র ভাইস চ্যান্সেলরের নামে প্রেরিত হয়। কুমার সেই পত্রের প্রতিলিপি পাইয়া ডাক্তার ফিল্পটকে লিখিলেন, "আমি ভাইস চ্যান্সেলরের নামে প্রেরিত পত্র পাঠে, কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হইলাম তাহা স্বয়ং আপনাকে অবগত করিতে ইচ্ছা করি। আপনার প্রস্তাবিত সংশোধন প্রণালী গৃহীত হইলে বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয় উপকৃত হইবে। এই পত্রের প্রত্যেক বাক্য আমার অভিমত।" ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ডাক্তার ফিল্পট কুমারের সমীপে লিখিলেন, "যে সমুদায় বিষয়ে শিক্ষাপ্রদানের নিমিত্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হই-

য়াছেন, তাহাতে অধিকতর উৎসাহ প্রদানের আবশ্যকতা আছে কি না এবং যদ্যপি উৎসাহবৰ্দ্ধন করা উচিত বোধ হয়, তাহা হইলে কিরূপ প্রণালীতে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে এই সমুদায় বিষয় স্থিরীকরণের নিমিত্ত ৯ই তারিখে সেনেট সভাকে সিণ্ডিকেট (কার্য্য নির্ব্বাহক সভা) গঠনের ক্ষমতা প্রদত্ত হইবে।"

এই প্রস্তাবের প্রতিকূলে যে ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ উত্থাপিত হইবে ইহা স্থিরীকৃতই ছিল। ডাক্তার ফেপ্স কুমারের সমীপে লিখেন যে, কোনও অত্যাবশ্যকীয় সংশোধন কার্য্যে সচরাচর ভয়ানক প্রতিবাদ হইয়াই থাকে; কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়ে ভ্রান্তিশূন্যতা ও রাজনৈতিক বিষয়ে ইহা অপেক্ষা প্রবলতর প্রতিবাদে অভ্যাস বশতঃ কুমার কিছুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই।

যে সকল সুবিখ্যাত ব্যক্তি দ্বারা সিণ্ডিকেট সভা গঠিত হইয়াছিল তাহা দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীত হয় যে সংশোধন কার্য্য প্রকৃত পক্ষে নিরাপদ। ৮ই এপ্রেল তাঁহারা একত্রে, নীতি-পরিবর্ত্তন প্রিয় ব্যক্তিগণের সন্তোষকর শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তনে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু নূতন শিক্ষাপ্রণালী ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইবে না। অতএব প্রস্তাবিত সংশোধনের বিষয় সেনেট সভায় সত্বর উত্থাপিত করিবার প্রয়োজন হইল না। ক্রমে ক্রমে সকলে সংশোধনের অনুকূলে স্বাভিমত প্রকাশ করিলে, ৩১ শে অক্টোবর সেনেট সভায় প্রস্তাব করা হইল ও অধিকাংশ সভ্য ইহার অনুকূলে সম্মতি প্রদান করিলেন। ডাক্তার ফেপস্ তাহার এক বৎসর ভাইস চ্যান্সেলারের কার্য্যের শেষভাগে কর্ণেল ফিপ্সের সমীপে, ভাইস চ্যান্সেলররূপে কর্ত্তব্যানুরোধে তিনি সর্ব্বদাই যাহা

কুমারের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেন তৎপ্রতি কুমার অভিনিবেশ প্রদান করিতেন বলিয়া কুমারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন যে "বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অভিনব ও প্রধানতম ঘটনার সময় হইতে আমাদিগের উপর কুমারের প্রভুত্ব আরম্ভ হইল।"

লর্ড জন রসেল প্রথমতঃ কুমারের জয়লাভের নিমিত্ত হর্ষপ্রকাশ করেন। তিনি এল্সনের সমীপে লিখিয়াছিলেন যে "আপনি অনুগ্রহ করিয়া কুমারের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় জয়লাভের নিমিত্ত আমার সাতিশয় হর্ষ তাঁহাকে বিদিত করিবেন।" এইটি হর্ষপ্রকাশের সূচনা মাত্র। সংবাদপত্রসমূহ একবাক্যে তাঁহার জয়লাভের নিমিত্ত হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিল। টাইম্‌স নামক ইংলণ্ডের প্রধানতম সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছিল, "গতকল্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী সংশোধনের বিষয় প্রচারিত হওয়াতে সকলে বিস্মিত হইয়াছে। আমরা সম্পূর্ণ অবগত ছিলাম যে এক মহৎ সংশোধন ঘটিবে; কিন্তু আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম যে সুদীর্ঘকাল ঘোরতর বিবাদের পর তাহা সংসাধিত হইবে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড এই তিন রাজ্যের উচ্চবংশীয় তরুণবয়স্ক যুবকগণ প্রতি বৎসর এই সংশোধনের নিমিত্ত আনন্দিত হইবে; কারণ ইহা দ্বারা তাহারা, ভাবিজীবনের উপযুক্ত প্রধান প্রধান বিষয় শিক্ষাপূর্ব্বক সত্বর যশোলাভে সক্ষম হইবে। তাহারা ভবিষ্যতে যে কোন ব্যবসায় অবলম্বন করুক না কেন, এখন অবধি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদিগকে সমুদায় বিষয় শিক্ষা দিতে সমর্থ। এইরূপ না ঘটিলে ইংলণ্ডীয় যুবকগণ বহুকাল বিবিধ পুস্তক পাঠে বঞ্চিত থাকিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর কুমার কেম্ব্রিজের শিক্ষাপ্রণালীর প্রথমতঃ সংশোধন প্রস্তাব, ও তাহা

সুসম্পন্ন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ায় তাঁহার নিকট সমগ্র ইংরেজজাতি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিল।"

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও এইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইল। সাহিত্য সমাজের অধিবেশনকালে সার্ হেনেরি ইন্‌গ্লিস ও অক্সফোর্ডের বিশপ, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধনের বিষয় উল্লেখ করেন। অধ্যাপক ওয়েন তাহাতে যোগদান করিলেন। ডাক্তার উইলবারফোর্স বলিলেন যে তাহা হইলে বালকগণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত পাঠ না করিয়া কেবলমাত্র সূত্র অভ্যাসে রত হইবে। অধ্যাপক ওয়েন তৎপ্রত্যুত্তরে কহিলেন যে, ইহার ঠিক বিপরীত অভিপ্রেত হইয়াছে। সেই দিবস বিশপ উইলবারফোর্স কুমারকে লিখিলেন যে, আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিপ্রিয় জানিয়া আমি আপনার সমীপে প্রতিযোগী বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিলাভের উদ্দেশ্যে আমার অন্যতম মিত্রবরের প্রণীত একখানি পুস্তিকা প্রেরণ করিতে সাহসী হইলাম। কুমার ডাক্তার উইলবার্‌ফোর্সকে জ্ঞান, শিক্ষা ও সামাজিক সদ্‌গুণাবলীর নিমিত্ত সম্মান করিতেন ও অনেকবার গোপনীয় বিষয়ে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার উইলবার্‌ফোর্সও প্রথম হইতে কুমারের মহদুদ্দেশ্য, উদারতা ও কার্য্যতৎপরতা পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন ডাক্তার উইলবারফোর্স ওয়েষ্টমিনিষ্টারের ডিনের পদে নিযুক্ত ছিলেন তখন কুমার তাঁহার সবিশেষ অনুরোধে লর্ড সভায় বিশপের কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিষয়ক অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে অক্টোবর ডাক্তার উইলবারফোর্সের সমীপে লিখিয়াছিলেন যে, "বর্ত্তমান রাজনৈতিক ব্যাপারে কোন প্রকারে লিপ্ত না হওয়াই বিশপের একান্ত কর্ত্তব্য। তিনি

রাজ্ঞীর শাসনকার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন এবং মধ্যে মধ্যে তদ্বিষয়ে (ভোট) সম্মতি প্রদান করিবেন। তিনি শস্যবিধি, মৃগয়াবিধি এবং বাণিজ্য ও আয় ব্যয় প্রভৃতি রাজকীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু যখন দাস-ব্যবসায় নিবারণ, প্রজাগণের শিক্ষা, নগরের স্বাস্থ্যবৃদ্ধি, দরিদ্রদিগের বিশ্রামদান, পশুগণের প্রতি নিষ্ঠুরতানিবারণ এবং কারখানার পরিশ্রমবিষয়ক ব্যাপার প্রভৃতি সাধারণ মনুষ্যসমাজের উপকারজনক বিষয় উপস্থিত হইবে তখন বীরের ন্যায় লর্ড সভা ও স্বদেশকে উপদেশ প্রদান করিবেন। বিশপ সর্ব্বদা শান্তিসংস্থাপনে তৎপর থাকিবেন; সুযোগ উপস্থিত হইলে লর্ডগণের মধ্যে রাজনৈতিক অথবা অন্যবিষয়ক শত্রুভাব নিবারণ করিবেন; এবং লর্ডগণকে খৃষ্টানগণের কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিবেন। তিনি সাধারণের সুনীতি রক্ষা করিবেন। সংবাদপত্রের ন্যায় সুযশ গান অথবা বিপন্ন শত্রুকে পদদলিত করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে অনুসন্ধান না করিয়া স্বদেশে, উপনিবেশে ও পররাষ্ট্রে সর্ব্বত্র রাজকীয় কার্য্যে, প্রয়োজনবশতঃ কিম্বা লাভের জন্য যে সমুদায় নীতি অবলম্বিত হয় তাহার দোষগুণ পর্য্যালোচনা করি-বেন। সুনীতির বিরুদ্ধবিষয় সর্ব্বজনানুমোদিত হইলেও তজ্জন্য ভর্ৎসনা করিবেন। এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিলে বিশপগণ লর্ড সভায় প্রভূত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন ও তথায় তাঁহারা উপস্থিত থাকাতে সমগ্র দেশ নিরাপদ বিবেচনা করিবে।”

কুমার ষড়বিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এই পত্র লিখিয়াছিলেন; তাঁহা দ্বারা ভবিষ্যতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে যে বহুতর উপকার সাধিত হইবে তদ্বিষয়ে কোনমাত্র সন্দেহ নাই।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৪ ঠা নবেম্বর ফরাসীসভা কয়েকমাস বাদানুবাদের পর নিয়মতন্ত্র রাজত্ববিষয়ে সম্মতি প্রদান করিল। ভবিষ্যৎ ফরাসীসম্রাট রাজকুমার লুই নেপোলিয়ন সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। ইনিই পরে ফ্রান্সের সম্রাট হয়েন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ফ্রান্সস্থ স্বকীয় কর্ম্মচারীর প্রমুখাৎ তদীয় নির্ব্বাচন পূর্ব্ব হইতেই পরিজ্ঞাত ছিলেন। লর্ড পামারষ্টোন নেপোলিয়নের ইংলণ্ডে অবস্থিতির সময় তাঁহার সহিত পরিচিত হয়েন ও তাঁহার শাসনক্ষমতার প্রশংসা করিতেন; এক্ষণে তিনি ইংরেজগণের সহিত যে মিত্রতা রাখিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিলেন না। রাজকুমার নেপোলিয়ন সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পারিশস্থ ইংরেজ রাজদূত লর্ড নর্ম্মানবীর সমীপে মিত্রভাব বিজ্ঞাপন করিলেন; এবং তাহার নিদর্শনস্বরূপ ইটালী-সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সহিত একত্রে কার্য্য করিবেন ইহা স্বীকার করিলেন। তৎকালে ইটালী হইতেই ইউরোপের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা ছিল। প্রথম সাক্ষাৎকারের সময়, রাজকুমার নেপোলিয়ন লর্ড নর্ম্মানবীর সমীপে সরলভাবে ফ্রান্সের বিপদের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ফরাসিগণ যদ্যপি ইংরেজদিগের ন্যায় ব্যবস্থাপক সমাজের বিধির প্রতি শ্রদ্ধাবান হইত তবে কি সুখের বিষয় হইত। প্রকৃতপক্ষে ফরাসিগণের উক্ত গুণের অভাব ছিল। লর্ড নর্ম্মানবী লর্ড পামারষ্টোন সমীপে এই সাক্ষাৎকারের বিষয় বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তঃকরণে রাজকুমার নেপোলিয়নের কৌশল ও বিবেচনা সম্বন্ধে সুসংস্কার জন্মিয়াছে। তিনি ফরাসিগণের সহিত এক বিষয়ে মহৎ অনৈক্য; তাহা এই যে, তিনি এই অলৌকিক উচ্চপদস্থ হইয়াও কিছুমাত্র গর্ব্বিত হয়েন নাই; তিনি পরিদর্শকের ন্যায় উদাসীনভাবে এ বিষয়ে আলাপ করিলেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে নবেম্বর ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী লর্ড মেলবোরণ সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম কালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। রাজ্ঞী এই বিষয়ে শোকপ্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "আমি তাঁহার মৃত্যুতে আন্তরিক দুঃখিত হইলাম, তিনি আমার সদয় ও অকপট মিত্র ছিলেন; তিনি আমাকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন। আমার রাজত্বের প্রথম আড়াই বৎসর ষ্টকৃমার ও লেজেন ব্যতীত তিনি আমার একমাত্র মিত্র ছিলেন এবং আমি প্রতিদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। আমি সারাদিন তাঁহার বিষয় চিন্তা ও তদ্বিষয়ে আলাপ করিতে ভাল বাসিতাম।" লর্ড মেলবোরণ জীবনের শেষভাগে রাজকার্য্য ও লণ্ডনসমাজ হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া ম্রিয়মাণ থাকিতেন। দৃঢ়চেতা ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকেও অসহায় বৃদ্ধ বয়সে অপ্রফুল্ল দেখিতে পাওয়া যায়।

কুমার বিবেচনা করিতেন যে স্বদেশীয় কিংবা পররাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক বিষয়ে রাজ্ঞীর পরিজ্ঞাত থাকা কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে রাজার রাজনৈতিক বিষয়ে উদাসীনভাব ইংলণ্ডীয় বিধি অনুসারে যুক্তিবিরুদ্ধ। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি লিখিয়াছেন যে "ইংলণ্ডের ন্যায় অন্য কুত্রাপি এইরূপ ঔদাসীন্য দূষণীয় ও ঘৃণাকর নহে। রাজগণ কি জন্য প্রজাবৃন্দের উপকার, দেশের গৌরব ও মনুষ্যজাতির সুমঙ্গল চিন্তা করিয়া রাজনৈতিক বিষয়ে স্বমত প্রকাশ করিতে পারিবেন না? রাজ্যমধ্যে অন্য রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁহার কি অধিকতর স্বাধীনতা নাই? রাজ্যের কুশলের সহিত তাঁহাদিগের স্বকীয় কুশল কি সংশ্লিষ্ট নহে? রাজা কি স্বভাবতঃ দেশের গৌরব রক্ষায় নিযুক্ত নহেন? অতএব তিনি কি একজন রাজনৈতিক নহেন? মন্ত্রিদল পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাঁহারা পদচ্যুত হইলে পূর্ব্বে যে

সমস্ত সমাচার সহজে পরিজ্ঞাত হইতেন তাহা তখন দুর্লভ হয়। কিন্তু রাজা অপরিবর্ত্তিত থাকাতে তিনি সহজে সমুদায় বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। স্বদেশহিতৈষী মন্ত্রীও স্বপক্ষের নিমিত্ত চিন্তিত হয়েন। অতএব তদীয় বিবেকশক্তি সর্ব্বদা অজ্ঞাতভাবে স্বপক্ষের অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত পরিচালিত হয়। কিন্তু নিয়মতন্ত্ররাজ্যের রাজগণের এরূপভাবে বিচলিত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। তিনি এক জাতির স্থায়ী অধিনায়ক; অতএব তিনি সর্ব্বদাই সেই জাতির মঙ্গল ও গৌরব চিন্তায় রত থাকিবেন। তাঁহার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও ধীর বিবেকশক্তি নিরপেক্ষভাবে সর্ব্বদা মন্ত্রিগণের মন্ত্রণায় আবশ্যক হইবে।"

রাজনৈতিক ব্যাপারে কুমারের পরিজ্ঞানের যথার্থতা ও গভীরতার বিষয়, তাঁহার সহিত যাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তাঁহারা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। রাজ্যের মন্ত্রিগণ স্ব স্ব বিভাগে আপনাদিগের ন্যায় কুমারকে পরিচিত দেখিতেন। রাজদূতগণ দৌত্যকার্য্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, যে কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহারা প্রেরিত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কুমারকে পরিজ্ঞাত দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। যাঁহারা পররাজ্যে সম্বন্ধস্থাপনে গমন করিতেন, তাঁহারা কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কেবলমাত্র গন্তব্যদেশের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতেন তাহা নহে, কিন্তু প্রায় সর্ব্বদা সাক্ষাৎকরণীয় রাজগণ ও রাজনৈতিকদিগের চরিত্রবিষয়ে কার্য্যোপযোগী, সুন্দর ও অভ্রান্ত সমাচার প্রাপ্ত হইতেন।

এইরূপে প্রতিবিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করিতে হইলে নিয়মিতরূপে ভয়ঙ্কর পরিশ্রম ব্যতীত সম্ভবে না। এক জন পরিশ্রমশীল ব্যক্তি এই কার্য্যে সম্পূর্ণভাবে ব্যাপৃত থাকিতে পারেন। কিন্তু

কুমার যে কেবলমাত্র রাজনৈতিকবিষয়ে রত থাকিতেন তাহা নহে, এতদ্ব্যতিরেকে তিনি বিজ্ঞান, শিল্প ও সামাজিক প্রভৃতি বিবিধবিষয়ে আলোচনা করিতেন। সুদীর্ঘ পত্রিকা লিখনেও তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। অতএব তিনি গার্হস্থ্য ও সামাজিক বিষয়ে কথোপকথন করিয়া স্বকীয় মানসিক গুরুতর চিন্তাভার অপনয়ন করিতে অল্পমাত্র অবসর প্রাপ্ত হইতেন। তিনি স্বভাবতঃ অতি প্রত্যুষে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইতেন। শীতকালেও ৭ ঘটিকার সময় উত্থিত হইয়া হরিদ্বর্ণের জার্ম্মাণ-দেশীয় দীপের আলোকে প্রাতর্ভোজনের পূর্ব্বে বহুতর কার্য্য সম্পাদন করিতেন। এই দীপ কুমার প্রথমতঃ জার্ম্মাণি হইতে আনয়ন করেন এবং এক্ষণে ইহা ইংলণ্ডের প্রতিগৃহে ব্যবহৃত হইতেছে। রাজ্ঞীও তাঁহার ন্যায় প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিতেন। তাঁহাদিগের লিখিবার আসন পাশাপাশি থাকিত; রাজ্ঞী উপ-বেশনগৃহে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার পরিশ্রম লাঘবার্থে অনেক কার্য্য তাঁহার বিবেচনার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকিত।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ হইতে ইংলণ্ড অপেক্ষাকৃত শান্তিভাব ধারণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পার্লিয়মেণ্টে অনেক প্রধান প্রধান ব্যাপার উপস্থিত হইল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১ লা ফেব্রুয়ারি রাজ্ঞী স্বয়ং পার্লিয়মেণ্ট উদ্ঘাটন করেন। রাজকীয় বক্তৃতা লইয়া এরূপ বাদানুবাদ হয় যে মন্ত্রিদল অতি কষ্টে স্বপদরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পররাষ্ট্রীয় নীতি আক্রান্ত হইল; ইটালী সম্পর্কীয় নীতি দ্বারা ইংলণ্ডের কোনও লাভ হয় নাই, কেবলমাত্র ইটালীর রাজগণের ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়াছিল। এই হেতু লর্ডসভায় লর্ড ডর্বি বক্তৃতাসংশোধনের প্রস্তাব করেন; কিন্তু কেবলমাত্র দুই জনের সম্মতি অল্প হওয়াতে পরাস্ত হয়েন। ডিস্‌রেলি কমন্সসভায় প্রতিবাদের নেতা।

লর্ড জর্জ বেণ্টিঙ্কের মৃত্যুর পর তিনি রক্ষণশীলদলের নায়ক-রূপে নিরাশ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া মন্ত্রিদলের প্রস্তাবিত পোত পরিচালনবিষয়ক বিধি রহিতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

আয়র্লণ্ডের অবস্থা তখনও এরূপ ভয়ানক যে ৬ই ফেব্রুয়ারি হোমসেক্রেটরি হেবিয়াস্ কর্পাস্ বিধি ৬ মাসের নিমিত্ত স্থগিতের জন্য প্রস্তাব করেন। উভয় সভা তাহাতে সত্বর সম্মতি প্রদান করেন। অপর দিকে ৭ই ফেব্রুয়ারি কোষাধ্যক্ষ দরিদ্রগণের সাহায্যার্থ পাঁচ লক্ষ মুদ্রার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

এইরূপে ব্যবস্থাপক সমাজ যৎকালে আয়র্লণ্ড লইয়া ব্যস্তহইয়া আছেন তখন ভারতবর্ষ হইতে ভয়ানক সংবাদ পাইয়া সকলে ভীত ও চমকিত হইল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পঞ্জাবদেশে যে বিদ্রোহের সূচনা হয় তাহা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২২ শে নবেম্বর, লর্ড গফের অধীনে ইংরাজ সেনা রামনগরের নিকট পরাস্ত হইল। এই যুদ্ধে তিন জন সুবিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ ও বহুসংখ্যক সুদক্ষ সৈন্য হত হয়। পর মাসের সৈন্যচালনা দ্বারা এই ক্ষতিপূরণ হইল না। বিশেষতঃ সিন্ধু নদের উপরিস্থ আটক দুর্গ অধিকৃত হইলে ছত্রসিংহের সৈন্যগণ, তৎপুত্র সেয়ারসিংহের সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইবার সম্ভাবনা; এবং তাহারা মিলিত হইবার পূর্ব্বেই লর্ড গফ, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। চিলিয়ানওলাতে যুদ্ধ হইল। শিখগণ সংখ্যায় ইংরেজদিগের দ্বিগুণ; তাহাদিগের উত্তম উত্তম কামান ছিল; তাহারা বনমধ্যে অবস্থান করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। বেলা দুই প্রহর হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। ইংরেজসেনা পরাস্ত

হয় নাই বটে, কিন্তু ইংরেজগণের মতে সম্পূর্ণ জয় লাভ না করিলে পরাভূত হওয়ার সদৃশ। ইংরেজপক্ষের অনেক সৈনিক ও সৈন্যাধ্যক্ষ হত হয়। বিশেষতঃ শত্রুগণ চারিটি কামান ও ৫ টা পতাকা লইয়া যায়। এই সমাচার ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে সকলে ভীত হইল। সকলে লর্ড গফের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল; গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে সার্ চারল্‌স্ নেপিয়রকে তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন তাঁহাকে বলিলেন যে "যদ্যপি আপনি না যান তবে আমি যাইব।" সার্ চারল্‌স্ নেপিয়র তৎকালে সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত থাকিলেও ভারত যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১২ ই ফেব্রুয়ারি লর্ড গফ, শিখ ও আফগানদিগের মিলিত সৈন্যের উপর গুজরাটের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া চিলিয়ানওলার যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। ইহার এক মাস পরে সের-সিংহের সৈন্যগণ বশ্যতা স্বীকার করিল। চিলিয়ানওলার যুদ্ধে গৃহীত কামান ও পতাকা প্রত্যর্পিত হইল; সমুদায় যুদ্ধদ্রব্য ইংরেজগণ অধিকার করিয়া লইলেন। শিখসৈন্যগণ নিরস্ত্র ও দলচ্যুত হইল; মূলতানের দুর্গ বিনষ্ট হইল এবং বিদ্রোহের মূলীভূত মূলরাজ ইংরেজগণের হস্তে বন্দী হইলেন। ২৯ শে মার্চ্চ পঞ্জাবরাজ্যের ধ্বংশ সমাচার প্রচারিত হইল এবং তদবধি ইহা ইংরেজসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

১ লা এপ্রেল গুজরাটের জয়লাভের সমাচার ইংলণ্ডে পঁহুছে; তৎপরে মূলতানের পতনসমাচার উপস্থিত হইল; এইরূপে ক্রমে ক্রমে ইংরেজজাতির অন্তঃকরণ হইতে ভয় ও আশঙ্কা দূরীভূত হইল। ২৪ শে এপ্রেল, পার্লিয়মেণ্টের উভয় সভা হইতে পঞ্জাব যুদ্ধের জয়লাভের নিমিত্ত সৈনিক ও সেনাপতিগণকে সাধুবাদ প্রদান করা হইল।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে কুমার ভৃত্যগণের ভাবী সংগ্রহ বিষয়ক সমাজের এক সভায় বক্তৃতা করেন। শ্রমজীবিগণের উন্নতিসাধন ও তাহারা অপরের সাহায্যেও স্বকীয় যত্নে স্বার্থত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদিগের উন্নতি বিধান করিবে ইহাই সমাজের প্রধানতম উদ্দেশ্য। কুমার তাঁহার ভৃত্যগণের প্রিয় ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে কর্ত্তব্য পরিপালনে বাধ্য করিতেন বটে কিন্তু তাহারা বিশেষরূপে অবগত ছিল যে সুচারুরূপে পরিচর্য্যাকার্য্য সম্পাদন করিলে নিশ্চয় পারিতোষিক ও পদোন্নতিলাভ হইবে। লণ্ডনের অধিকাংশ গৃহপরিচারক জীবনের শেষভাগে সাধারণ কর্ম্মস্থানে আশ্রয় লয়, এই বিষয় অবগত হইয়া কুমার অতিশয় ব্যথিত হইলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে গণনায় জানা গিয়াছিল যে, ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের প্রায় শতকরা ৭০ জন গৃহপরিচারক সাধারণ কর্ম্মস্থান প্রভৃতি সাধারণের দানশীলতার আশ্রয়লাভ করিয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করে। এই সকল স্থানের গৃহপরিচারকের সংখ্যা প্রায় দশলক্ষ; অতএব এ বিষয় বিস্ময়কর বটে। ভবিষ্যতের নিমিত্ত সংগ্রহ করিয়া না রাখাতে যে এরূপ ঘটে তাহা নিশ্চয়। কিন্তু তাহারা সংগ্রহ ও স্বার্থত্যাগ করিতে অথবা তাহাদিগের উদ্বৃত্তাংশের সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষিত হয় নাই। এই অমনোযোগীতার প্রতীকারই সভার উদ্দেশ্য।

কুমার বক্তৃতার প্রারম্ভে প্রস্তাবিত বিষয়ে শ্রোতৃবর্গের আগ্রহ নির্দ্দেশ করিয়া কহেন যে, কোন ব্যক্তি স্বকীয় গৃহপরিচারকের মঙ্গলের নিমিত্ত যত্নশীল হইবেন না? যাহারা আমাদিগের দৈনিক অভাব পূরণ করে, পীড়িতাবস্থায় শুশ্রূষা করে, আমরা ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি লালন পালন করিয়া থাকে, উপরত হইলেও তত্ত্বাবধারণ করে এবং যাহারা আমাদিগের সহিত একত্র বাস করিয়া আমাদিগের পরিবারভুক্ত, তাহাদিগের

প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করিতে কোন ব্যক্তি পরাঙ্মুখ হইবেন? তিনি কহিলেন যে বাৎসরিক বৃত্তি বিষয়ক বিধির (আনুইটি একৃট) প্রতি পরিচারকগণের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত এই সভা আহূত হইয়াছে। ইহা দ্বারা যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় কিয়ৎ-পরিমাণে অর্থত্যাগ করিলে ভবিষ্যতে প্রচুর সঞ্চয় থাকিবে; গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতিভূ। তিনি পরিচারক দিগের প্রভু ও প্রভুপত্নীগণকে স্ব স্ব ভৃত্যগণকে এই বিধির উপকারিতা অব-বোধ করাইতে অনুরোধ করিলেন। অবশেষে কুমার সারবান্ বাক্যে ইহার আনুসঙ্গিক বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন।

সংবাদ পত্র সমুদায় কুমারের এই কার্য্যে সাধুবাদ করিতে লাগিল। তদীয় সরল ও চিত্তাকর্ষক বক্তৃতায় সদ্বিবেচনা, সততা, ও সুরুচির পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। সমুদায় সংবাদপত্রের প্রশংসা অপেক্ষা কুমার একখানি পত্র পাইয়া অধিকতর সন্তুষ্ট হইলেন। সেই পত্রের নিম্নে ভবদীয় বিনীত প্রজা সি, এ, স্বাক্ষর ছিল। ইহাতে কুমার পরিচারক দিগের বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন ও যাহা করিতেছেন তাহাতে অবশ্যই সুফল দর্শিবে, এই নিমিত্ত সেই ব্যক্তি তাঁহাকে বিনীত ভাবে আন্তরিক সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিল।

এই ঘটনার তিন দিবস পরে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে মে যৎকালে রাজ্ঞী স্বীয় তিন জন সন্তান লইয়া কন্‌ষ্টিটিউসনাল পাহাড় হইতে অবতরণ করিতেছিলেন তখন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া, গুলীকরার সমাচার প্রাপ্তে সমস্ত ইংরেজজাতি ঘৃণা ও ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। কুমার অগ্রে অগ্রে অশ্বারোহণ করিয়া যাইতেছিলেন; রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কিছুমাত্র অবগত হইতে পারেন নাই। রাজ্ঞী এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ধৈর্য্যচ্যুত হয়েন নাই। তিনি শকটবান্‌কে শকট

চালাইতে বলিলেন ও স্বয়ং সন্তানগণের সহিত কথোপকথনে ব্যাপৃত রহিলেন। এই ব্যাপারে উপস্থিত জনগণ এরূপ রাগান্বিত হইয়াছিল যে পুলিশ হস্তক্ষেপ না করিলে তাহারা আততায়ী ব্যক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করিত। সে ব্যক্তি আয়র্লণ্ডবাসী; তাহার নাম উইলিয়ম হামিল্টন; লিমারিক কাউন্টির অন্তর্গত এডেয়ার নগরে তাহার নিবাস। তাহার কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ তাহার পিস্তল পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছিল যে তাহা কেবলমাত্র বারুদ পূর্ণ। ১৪ই জুন সে ব্যক্তির বিচার হইয়া দোষী স্থিরীকৃত হইলে, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের বিধি অনুসারে সে ব্যক্তি ৭ বৎসরের নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

এইকালে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের নিমিত্ত একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হইল। কিরূপ প্রণালীতে তাঁহার শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইবে তদ্বিষয়ে রাজ্ঞী ও কুমার চিন্তিত হইলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের মে মাস হইতে মান্‌চেষ্টারের নিকটবর্ত্তী প্রেষ্টউইকের রেক্টর হেনিরি বার্চের সহিত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল এবং তিনিই পরিশেষে শিক্ষকপদে নিয়োজিত হইলেন। বার্চ ইটন্ কলেজে বিদ্যাভ্যাস করেন ও তথায় স্কুলবিভাগের কাপ্তেনপদে নিযুক্ত হয়েন; তিনি নিউকাসেল পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ইটনে চারিবৎসর নিম্নশিক্ষকের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রথম সাক্ষাতের বিষয় উল্লেখ করিয়া কুমার লর্ড মর্‌পেথকে লিখেন যে, তিনি তাঁহার সহিত সংলাপে অতিমাত্র প্রীত হইয়াছেন, ও অনুমান করেন যে, বালকগণ সহজে তৎপ্রতি আসক্ত হইবে।

রাজ্ঞী ও কুমার, পুত্রগণ কিরূপ প্রণালীতে শিক্ষিত হইবে তদ্বিষয়ে প্রথম হইতে চিন্তিত ছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহারা

ব্যারণ ষ্টকমারের উপদেশ প্রার্থনা করিয়া পাঠান। তিনি জার্ম্মাণদিগের স্বভাবসিদ্ধ সম্পূর্ণতা ও ইংরেজগণের স্বাভাবিক কার্য্যকরী ধীশক্তির সহিত এই বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ তিনি রাজপুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে লিখিয়াছিলেন, "অতি অল্পবয়স হইতেই সুশিক্ষা আরম্ভ করা উচিত। পিতা, পুত্রের প্রথম শিক্ষার সময় অমনোযোগী হইয়া মহাভ্রমে পতিত হয়েন। বালকগণের অন্তঃকরণে বিবেক, বুদ্ধি ও অন্যান্য মানসিকশক্তির বিকাশ হইবার বহুপূর্ব্বেই স্নেহ, মমতা ও দয়া প্রভৃতির সঞ্চার হয়। অতএব যাহাতে তাহাদিগের স্বাভাবিক জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ হয় ও বিশেষতঃ অন্তঃকরণ পবিত্র থাকে, প্রথমতঃ তদ্বিষয়ে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। সচ্চরিত্র ও শুদ্ধচেতা বালকগণের মধ্যে অবস্থিতি করিলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। সচ্চরিত্র বালকগণের মধ্যে অবস্থান করিলে কেবল মাত্র নীতি শিক্ষা করিবে তাহা নহে, তাহারা জীবন্ত উদাহরণও প্রাপ্ত হইবে; কারণ বালকগণ সূক্ষ্মদর্শী; সৎ বা অসৎ যাহা দেখে ও যাহা শুনে, তাহারই অনুকরণ করে। রাজ্ঞী ও কুমারের প্রথমতঃ ইহা অনুধাবন করা উচিত যে, রাজ্যের অন্যান্য পিতৃগণ অপেক্ষা তাঁহাদিগের ভার গুরুতর; কারণ তাঁহারা কেবল মাত্র সুনীতি শিক্ষা দিলে চলিবে না, তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ ভাবী রাজা, অতএব তদুপযোগী শিক্ষাদান করিতে হইবে। শিক্ষাকার্য্য সুসম্পাদনের উপর তাঁহাদিগের স্বকীয় এবং পারিবারিক সুখ ও শান্তি এমন কি সমগ্র ইংলণ্ডের মঙ্গল নির্ভর করে। অদ্যাপি ইংলণ্ডে তৃতীয়জর্জকে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-প্রতিপালক বলিয়া প্রজাগণ সম্মান করে। ইতিহাসে তদীয় রাজত্বের দোষগুণ বিচার হইয়াছে বটে, সকলে একবাক্যে

তাঁহার নিজের গুণের প্রশংসা করে। কিন্তু তিনি পিতার কর্ত্তব্যকার্য্য সম্যক অবগত ছিলেন না, অথবা তদ্বিষয় অবগত হইতে কখন যত্নশীল হয়েন নাই। তদীয় তিন পুত্র, চতুর্থ জর্জ, ডিউক অব ইয়র্ক ও চতুর্থ উইলিয়ম ইংলণ্ডে শিক্ষিত হয়েন; এবং তাঁহার অপর চারি পুত্র, ডিউক অব্ কেণ্ট, ডিউক অব্ কম্বারলাণ্ড, ডিউক অব্ সসেক্স এবং ডিউক অব কেম্ব্রিজ ইউরোপ মহাদেশে অধিকাংশ সময় বিদ্যাভ্যাস করেন। প্রথমোক্ত তিন ব্যক্তির দোষ গুণ ইতিহাসে বর্ণিত আছে। তাঁহাদিগের দোষে রাজ্য মধ্যে রাজক্ষমতা অসম্মানিত এবং ইংরেজ প্রজাবৃন্দের অন্তঃকরণে রাজভক্তির হ্রাস হইয়াছিল। চতুর্থ জর্জের বিবিধ দোষ থাকিলেও তিনি যে সিংহাসন-বিচ্যুত হয়েন নাই, ইংলণ্ডের বিধিপ্রণালী ও ইংলণ্ডীয় প্রজাগণের রাজনৈতিক বিষয়ে সাম্যভাবই তাহার একমাত্র কারণ। প্রজাগণ তাঁহাকে চিরজীবন অভিশাপ প্রদান করিয়াছিল; তথাপি তিনি মৃত্যুকালপর্য্যন্ত সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তদীয় ভ্রাতা ডিউক অব্ ইয়র্ক নানাবিধ দোষাবহ কার্য্য করিলেও পরিশেষে কিয়ৎ পরিমাণে লোকের প্রিয়পাত্র হয়েন। চতুর্থ উইলিয়ম আজীবন সচ্চরিত্র ও বিজ্ঞ ছিলেন না; পরিশেষে "উৎকৃষ্ট বৃদ্ধ নাবিক রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। অপর রাজকুমারগণ, যাঁহারা বিদেশে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যখনই সাধারণের অপ্রিয় হইয়াছেন, তখনই বৈদেশিক শিক্ষায় দোষারোপিত হইয়াছে।"

ব্যারণ ষ্টকমার এই প্রকৃত ব্যাপার অবলম্বন করিয়া যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার সারাংশ এই যে, রাজকুমার-গণের প্রথম হইতেই সুনীতিশিক্ষা ও ইংরেজদিগের ন্যায় শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই উপদেশ রাজ্ঞী ও কুমারের অন্তঃকরণে

দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল; ও তাঁহারা তদনুযায়ী শিক্ষাপ্রদান করিতে মনস্থ করিলেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে রাজ্ঞীর অন্যতম পরিচারিকা লেডি লিটেল্‌টন রাজকুমারদিগের শিক্ষয়িত্রীপদে নিযুক্ত হয়েন। তিনি ৮ বৎসর যত্ন ও আগ্রহ সহকারে তৎকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার ছাত্রদিগের ভক্তি ও সম্মান লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন; তদীয় কার্য্য দর্শনে কুমার ও রাজ্ঞী উভয়ে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধবয়সে বিশ্রামলাভের নিমিত্ত ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার ছাত্রগণ তদীয় বিদায়গ্রহণ কালে শোকে অভিভূত হইয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল।

কুমারের ইচ্ছানুরূপ রাজকুমারদিগের শিক্ষাকার্য্য পরিচালিত হইতে লাগিল; কিন্তু রাজ্ঞী মধ্যে মধ্যে শিক্ষাবিষয়ক স্বকীয় মন্তব্য লিখিতেন। ইহাতে জ্ঞানোন্নতির বিবিধ উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু হৃদয়ের ভাবের উন্নতিবিধান প্রধানতমরূপে বর্ণিত আছে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ লিখিয়াছেন যে "বালকগণের যতদূর সম্ভব সরলভাবে শিক্ষিত হওয়া এবং অধিকাংশ সময় পিতা মাতার নিকট অতিবাহিত করা উচিত। তাহা হইলে তাহারা সকল বিষয়ে পিতা মাতাকে সমধিক বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করিবে।" বারংবার ধর্ম্মশিক্ষার বিষয়ও বর্ণিত আছে। রাজ্ঞীর বিশ্বাস যে প্রতিদিন মাতার ক্রোড়ে বসিয়া বালকগণ উত্তমরূপে ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষিত হইতে পারে। জ্যেষ্ঠা রাজকুমারীর শিক্ষাপ্রণালী যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে কনিষ্ঠগণের ধর্ম্ম শিক্ষার বিষয়ও উল্লিখিত আছে। ইহাতে লিখিত ছিল, "আমার বিবেচনায় রাজতনয়া ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের সম্মান করিতে শিক্ষিত হইবে, ও ঈশ্বরকে ভয় না করিয়া তাঁহার প্রতি তৎপ্রদত্ত ভক্তি ও প্রীতি প্রদর্শন করিবে।

বালিকার সমীপে মৃত্যু ও পরজীবন ভয়ঙ্কররূপে বর্ণনা করা উচিত নহে। তাহাকে ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহের বিভিন্নতা শিক্ষাপ্রদান করা হইবে না। কেবল জানু পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক যে ঈশ্বরের উপাসনা হয় অথবা যাহারা এরূপে উপাসনা না করে, তাহাদিগের আন্তরিক ভক্তি নাই, এরূপ চিন্তারও তাহার অন্তঃকরণে, স্থানদান করিতে দেওয়া উচিত নহে।”

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে, জনসমাজে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের শিক্ষক নিয়োগের বিষয় লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হয়, ও এতদ সম্বন্ধে দক্ষতা সহকারে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কুমার সেই পুস্তক দেখিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বহইতেই সেই বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন এবং ব্যারণ ষ্টকমারের সহিত এই বিষয়ে বাদানুবাদ করিতেছিলেন। ব্যারণ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, এরূপ অল্পবয়স্ক বালকের ভবিষ্যৎ শিক্ষার পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরূপণ করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু কিরূপ প্রণালীতে শিক্ষিত হইবেন এক্ষণে তাহাই স্থির করা কর্ত্তব্য। তদনুসারে তিনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই তাহার মত প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখেন। তাঁহার পত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তিনি যথার্থরূপে ভবিষ্যৎ সময়ের চিহ্ন সমুদায় পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার উপদেশ ইংরাজভাবে পরিপূর্ণ। এইস্থলে তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ অধীশ্বর প্রজাগণের অভিমতের সহিত ঐক্যভাবে অথবা বিপরীতভাবে রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কি না তাহার উপর “প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ যে প্রণালীতে শিক্ষিত হইবেন তাহা নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে ইউরোপের সমুদায় মত ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রিন্স

অব্ ওয়েল্‌স্ যৎকালে সিংহাসন অধিরোহণ করিবেন, তখন প্রচলিত গবর্ণমেণ্টও সামাজিক রীতি নীতি সম্ভবতঃ অতিক্রান্ত অথবা পরিবর্ত্তিতপ্রায় হইবে, অতএব শিক্ষাপ্রণালী নির্ব্বাচন দুরূহ।" তৎপরে তিনি ইংলণ্ডে প্রচলিত রাজনৈতিক ও সামাজিক গোলযোগের বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তৎসমুদায় সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজনী হইতে পারে বটে কিন্তু জ্ঞানচক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে তাহা পরিবর্ত্তনশীল সামাজিক অবস্থার সুশৃঙ্খলতা স্থাপনের নিমিত্ত আপাততঃ অচিরস্থায়ী আবশ্যকীয় উপায় মাত্র। ব্যারণ ষ্টকৃমার লেখেন যে "যদ্যপি আগামী ঘটনাবলীর চিহ্ন পূর্ব্বেই প্রতিবিম্বিত হয়, তবে গ্রেটব্রিটনে ভাবী মহৎ সামাজিক পরিবর্ত্তনের চিহ্ন সমুদায় ইতিমধ্যেই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে; এবং সম্ভবতঃ তাহা সত্বরেই ঘটিবে। অতএব প্রধানতম বিবেচনীয় বিষয় এই যে, আগামী পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত রাজকুমারকে প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য, অথবা বর্ত্তমান রীতিনীতির পবিত্রতা সম্বন্ধে তাঁহার তরুণচিত্তে এরূপ সংস্কার উৎপাদন করা উচিত যে সেই সকল রীতিনীতি পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত, এবং দেশের মঙ্গলকর। প্রথমোক্ত পথ অবলম্বন করা বিজ্ঞের কার্য্য। এই দেশে রাজার প্রধানতম কর্ত্তব্য এই যে তিনি পরিবর্ত্তনে অগ্রগামী হইবেন না কিন্তু সামাজিক আন্দোলনে সাম্য রক্ষা করিবেন। যখন সমুদায় অথবা অধিকাংশ অধিবাসী পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত উৎসুক তখন তদ্বিষয়ে পশ্চাৎপদ হওয়া রাজার কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু যখন পরিবর্ত্তন কার্য্য পক্ষপাতীভাবে প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহার কোনও স্থিরতা থাকিবে না অথবা শীঘ্রতরভাবে পরিবর্ত্তন স্রোত প্রবাহিত হইবে তখন রাজা

স্বকীয় ক্ষমতা দ্বারা সাম্যতা রক্ষা করিবেন। রাজকুমার বিশেষতঃ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা করিবেন। তিনি রাজনীতি, জ্ঞান ও ধর্ম্মবিষয়ে স্বকীয় স্বাভাবিক নির্দ্দোষ সংস্কারের উপর নির্ভর করিতে অভ্যস্ত হইবেন, তাহা হইলে উন্নতির ক্ষেত্র পাইলে কার্য্যকালে প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা।”

তৎপরে ধর্ম্মশিক্ষার বিষয় বর্ণিত আছে। তিনি লিখিয়াছেন যে “ইংলণ্ডের বিধি অনুসারে রাজবংশীয়গণ “ইংলিশ চার্চের” মতে বিশ্বাস করিবেন ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব রাজকুমারের তাহাতেই শিক্ষিত হওয়া উচিত।” ব্যারণ ষ্টক্‌মার লিখি-লেন, “তাঁহাকে এই বিষয় বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে রাজ্য ও সমাজ মনুষ্যের নীতি ও জ্ঞানরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত; প্রজাগণের এই দুই বিষয়ে উন্নতিসাধনে পরিশ্রম করিলে এবং সর্ব্বদা তাহাদিগের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিলে, তিনি, রাজ্য দৃঢ়মূল ও প্রজাগণের সুখবৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। সঙ্ক্ষেপতঃ তাঁহাকে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত যে ঈশ্বর মনোগঠনেও সৃষ্টপদার্থের শ্রেণীবিভাগেই মনুষ্যসম্বন্ধে ব্যক্তি-গত ও জাতীয় নিয়মসমূহ সৃজন করিয়াছেন; তিনি তাহা-দিগের প্রকৃতি বিষয়ে যে সুনীতি বিষয়ক নিয়ম স্থাপন করিয়া-ছেন তাহাই তাহাদিগের একমাত্র সুখের মূল। ঈশ্বরের নিয়ম প্রণালী আবিষ্কার করিয়া তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করাই মানবীয় ব্যবস্থাপক সমাজ ও রাজগণের কর্ত্তব্য।”

যদিও ব্যারণ ষ্টক্‌মার শিক্ষাবিষয়ে বক্তব্য কিছুমাত্র পরিত্যাগ করেন নাই তথাপি রাজ্ঞী ও কুমার অক্সফোর্ডের বিশপ ডাক্তার উইল্‌বার্‌ফোর্স ও সার্‌ জেম্‌স্‌ ক্লার্কের অভিমত জানিয়া পাঠাইলেন। তাহারা সুদীর্ঘ পত্রিকায় তাঁহাদিগের স্ব স্ব

বুদ্ধিমত্তা ও ব্যবসায়ানুরূপ মত প্রকাশ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদিগের মতের তাৎপর্য্য ব্যারণ ষ্টকমারের সহিত ঐক্য হইয়াছিল।

আয়র্লণ্ড বহুকালব্যাপী দুর্ভিক্ষ, পীড়া এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে ক্ষীণ হইলেও ক্রমে ক্রমে দণ্ডভয়ে শান্তিলাভ করিয়াছিল। সকলে নির্ভয় হইল; শ্রমজীবিগণ ও ধনিগণ চারি বৎসরের উপপ্লবে যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণ করিতে যত্নশীল হইল। রাজ্ঞী ও কুমার এই সমুদায় উন্নতির চিহ্ন দেখিয়া আয়র্লণ্ড পরিদর্শনে মনস্থ করিলেন। কুমার ৬ই জুন লর্ড জনরসেলের সমীপে এই বিষয়ে লিখিয়াছেন, "যদিও অনেক দিন হইতে মহাসমারোহে রাজপরিদর্শন প্রস্তাবিত হইতেছে কিন্তু বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষাদি বিপদের নিমিত্ত তাহা স্থগিত রহিয়াছে। আয়র্লণ্ডের দুরবস্থার নিমিত্ত রাজ্ঞী অসময়ে বহুল অর্থ নষ্ট করিয়া মহাসমারোহে গমন না করিয়া, এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অল্প সমারোহে আয়র্লণ্ড পরিদর্শনের ইচ্ছা করেন; এই সমাচারে বোধ হয় আয়র্লণ্ডবাসিগণ আনন্দিত হইবেন। বহুদিবস হইতে রাজ্যের এই অংশ পরিদর্শন করিতে আগ্রহবতী থাকাতে তিনি পুনরায় এক বৎসরকাল অপেক্ষা করিতে অভিলাষ করেন না। তিনি স্বকীয় ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সমুদ্রপথে কর্ক, ডবলিন্, বেল্ফাষ্ট প্রভৃতি পরিদর্শন করিবেন।" লর্ড জনরসেল তাঁহার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

২৭শে জুন হোমসেক্রেটরি, আগামী আগষ্ট মাসের প্রারম্ভে রাজ্ঞীর আয়র্লণ্ড পরিদর্শনের অভিপ্রায় লর্ড ক্লারেন্‌ডনকে বিদিত করিলেন। এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া সকলে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কুমার শিল্পসমাজের সভ্যগণ,

গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মিঃ লাবোসিয়ার ও সার্ রবার্ট পীল প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার সঙ্কল্পিত বিষয়ে অভিপ্রায় নির্দ্ধারণে ব্যস্ত রহিলেন। তাঁহার এই সঙ্কল্প ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মহতী প্রদর্শনীরূপে প্রকাশিত হইল। ইহা প্রকাশ করিবার অনেক পূর্ব্বে কেবলমাত্র কুমারের অন্তঃকরণেই ছিল।

অধ্যাপক স্মিথের মৃত্যু হইলে কেম্ব্রিজের ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ শূন্য হইল। কুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর; অতএব তাঁহার উপর নির্ব্বাচনের ভার ন্যস্ত হইল। তিনি অসাধারণ ক্ষমতাশালী এক ব্যক্তিকে তৎপদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে মিঃ মেকলে (লর্ড মেকলেকে) ঐ পদ প্রদান করিলেন। কিন্তু তিনি ইংলণ্ডের ইতিহাস লেখার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া উহা গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে লর্ড জন রসেলের অনুরোধে মেকলের সমকক্ষ সার্ জেম্‌স্ ষ্টিফেনকে ঐ পদ প্রদান করিলেন। কুমার তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, আমি এরূপ উদারচেতা, ভ্রমবিশ্বাসশূন্য দ্বিতীয় ইংরেজ দেখি নাই। তিনি স্বদেশীয়গণের দোষ প্রকাশ করেন বলিয়াই সাধারণ জনগণের অপ্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন।

আগষ্ট মাসের প্রথম দিবসে পার্লিয়মেণ্টের অবকাশ হইল; তৎপরদিবস রাজ্ঞী আয়র্লণ্ড পরিদর্শনে গমন করিবেন। কুমার ষ্টকুমারের সমীপে লিখিলেন যে, "আমি অদ্য সমুদ্র যাত্রার পূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে বিদায় লইব। অপর কতিপয় ঘটিকার মধ্যে আমরা জাহাজারোহণ করিব। প্রশান্ত বায়ু বহিতেছে, বোধ হয় কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না।" রাজকীয় অর্ণবপোত মনোহর কর্কবন্দরে প্রবেশ করিলে সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রীতিবিকসিতনেত্রে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে হাউই উঠিয়া

আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল এবং কৃষকগণ রাজ্ঞীর আগমনে আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া সংবর্দ্ধনার্থ নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতোপরি সুবৃহৎ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। এইরূপে সেই মনোহর প্রাচীন স্থানের নাম কুইন্স টাউন প্রদত্ত হইল। চতুর্থ জর্জের ডবলিন্ পরিদর্শনকালীন প্রথম অবতরণের স্থানের নাম কিংস্‌টাউন হইয়াছিল। প্রজাগণ আয়র্লণ্ডের দক্ষিণভাগে রাজ্ঞীর প্রথম আগমনের স্মরণচিহ্ন স্থাপনে অভিলাষী হইলে, তিনি দক্ষিণ আয়র্লণ্ডবাসিগণের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। অপরাহ্ণ-কালে রাজ্ঞী লী নদী দিয়া কর্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নদীর উভয় পার্শ্ব লোকে পরিপূর্ণ; জনগণ আনন্দে হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল ও চতুর্দ্দিক্ হইতে কামান ও বন্দুকের শব্দ উত্থিত হইল; ধর্ম্মমন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি হওয়াতে সমস্ত দৃশ্যটি অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিল। কর্ক নগরের রাস্তা বারান্দা, গবাক্ষ ও গৃহোপরি জনগণ উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। রাজ্ঞী স্বীয় বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, "এখানকার স্ত্রীলোকগণের সৌন্দর্য্য পরম রমণীয়। তাহাদিগের চক্ষু ও মস্তকের কেশ কৃষ্ণবর্ণ এবং দন্তপংক্তি মনোহর। প্রায় তৃতীয়াংশ স্ত্রীলোক সুন্দরী, কেহ কেহ অতিশয় সুশ্রী।"

আগষ্ট মাসের পঞ্চম দিবসে সায়ংকাল রাজকীয় অর্ণবপোত কিংস্‌টাউন বন্দরে প্রবেশ করিল এবং পরদিন প্রাতঃকালে রাজ্ঞী ও কুমার অবতরণ করিলেন। চতুর্দিকের সমূহ রণতরি হইতে সম্মানসূচক তোপধ্বনি হইতে লাগিল। টাইম্‌স্ পত্রিকার সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন যে "এই দৃশ্য কখন বিস্মৃত হইবার নহে। রমণীগণ শুভ্র রুমাল কম্পনরূপ প্রাচীন সংবর্দ্ধনাপদ্ধতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। পুরুষগণ অগ্রসর হইয়া রাজকীয় শিবিরের প্রান্তভাগে মহা-

জনতা উৎপাদন পূর্ব্বক টুপী, যষ্টি, জামা যাহার যাহা হস্তে ছিল, তাহাই উত্তোলন করিয়া সংবর্দ্ধনা পূর্ব্বক যে পর্য্যন্ত না রাজ্ঞী তাহাদিগের নেত্রপথের অগোচর হইলেন, সে পর্য্যন্ত হর্ষধ্বনি করিয়া আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। তাহারা রাজকুমার-দিগকে দেখিয়া পরম প্রীত হইল। সেই জনতার মধ্য হইতে এক বৃদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "রাজ্ঞী, একজন পুত্রের প্রিন্সপেট্রিক নাম রক্ষা করুন; সমগ্র আয়র্লণ্ড আপনার নিমিত্ত জীবনদানে প্রস্তুত হইবে।" তৎপরে রেলপথে ১৫ মিনিটের মধ্যে ডব্‌লিনে উপস্থিত হইয়া ফিনিক্সপার্কের রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা যে চারি দিন তথায় বাস করিলেন তাহা উৎসবে অতিবাহিত হইল। মঙ্গলবার বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিদর্শনে অতিবাহিত হইল। পরদিন এক দরবার হয় তাহাতে অন্যূন চারি সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিল। বৃহস্পতিবার প্রাতঃ-কালে ফিনিক্সপার্কে সৈন্যদিগের রণকৌশল প্রদর্শন হয়। প্রায় ৬ সহস্র সৈন্য রণকৌশল প্রদর্শন করে। সেই দিন অপরাহ্নে কুমার রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়, রাজকীয় অস্ত্রচিকিৎসা কলেজ ও মিউজিয়ম পরিদর্শন করেন। তৎপরে ডবলিনের রাজকীয় কৃষিসমাজ পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনি তথাকার ভাইস্‌পেট্রন; ইহার পশুপ্রদর্শনীতে কুমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন। তিনি তথায় পশু ও কৃষিযন্ত্র সমুদায় পরিদর্শন করেন। রাত্রি ৯ ঘটিকা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত রাজপ্রাসাদে স্ত্রী-দরবার হয়। পরদিন কার্টনে আয়র্লণ্ডের তৎকালীন একমাত্র ডিউক্, ডিউক্ অব্ লিনৃষ্টরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বর্ত্তমান ভারতবর্ষের রাজ-প্রতিনিধির শ্বশুর মার্কুইস অব্ আবার্‌করণ এই ঘটনার পরে ডিউক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রাজভক্তি প্রদর্শনে অলষ্টারবাসিগণ দক্ষিণবিভাগের অধিবাসিগণ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন হয়েন নাই। পরদিন রাজপরিব্রাজকগণ বেলফাষ্টে উপনীত হইলে, জাহাজাদি হইতে দ্রব্যাদির অবতরণের পাঁচটি স্থান হইতে জনগণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারা কতিপয় ঘটিকা মাত্র উত্তর ভাগের রাজধানীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; তথাপি তাঁহারা এই অল্প সময়ের মধ্যে নাগরিকগণ কিরূপ পরিশ্রম ও যত্নসহকারে নগরের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিবিধান ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন।

এই অল্পকাল পরিভ্রমণে আয়র্লণ্ডে সুফল দৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে আয়র্লণ্ডবাসিগণের অন্তঃকরণ হইতে রাজভক্তি বিচলিত হয় নাই; অতএব ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডবাসিগণের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আয়র্লণ্ডবাসিগণ সম্যকরূপে অবগত হইল যে রাজ্ঞী তাহাদিগের মঙ্গলবিধানে অমনোযোগী নহেন এবং তাহাদিগকে অবিশ্বাস করেন না। রাজ্ঞী আয়র্লণ্ডভ্রমণে আগমন না করিলে এই সংস্কার তাহাদিগের অন্তঃকরণে দৃঢ়ীভূত হইত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে জুলাই বকিংহাম প্রাসাদে এক সভা আহূত হয়; তাহাতে কুমার শিল্পসমাজের চারিজন প্রধান সভ্যের সমক্ষে সঙ্কল্পিত প্রদর্শনীর বিষয় বিবৃত করিলেন। যে উদ্দেশ্যে প্রদর্শনী হইবে তাহা তিনি বহুদিবস পূর্ব্বে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে স্বকীয় অভিমতের কোনমাত্র পরিবর্ত্তন করিলেন না। ইতিপূর্ব্বেই তিনি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অবগত হইয়াছিলেন; তাহারা তাঁহাকে তজ্জন্য সমার্সেট প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন স্থান প্রদান করেন। ইহা অতিশয় ক্ষুদ্রস্থান বলিয়া অন্য স্থান অনুসন্ধান করিতে হইল। অনেক অনুসন্ধানের পর অবশেষে হাইড্পার্কই নির্দ্দিষ্ট হইল।

এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট সমীপে অনুমতি প্রার্থনা করা হইলে গবর্ণমেণ্ট সহজে সম্মতি প্রদান করিলেন। প্রথমতঃ রাজত্বের সমগ্র শিল্পসমাজের এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে কিরূপ অভিপ্রায় তাহা বিদিত হওয়া কর্ত্তব্য। মেঃ কোল, ফুলার ও ওয়াইট আবশ্যকীয় অনুসন্ধানের ভারগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা সমাচার প্রেরণ করিলেন যে এ প্রস্তাবে সকলে সর্ব্বত্র আন্তরিক সম্মতি-প্রকাশ করিয়াছেন; এবং ঈর্ষা ও অবিশ্বাস পরতন্ত্র হইয়া কেহ প্রদর্শনীতে আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি পাঠাইতে অসম্মত নহে। ঔপনিবেশিকগণের সহানুভূতি লাভের উপায় উদ্ভাবিত হইল ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যথাসাধ্য সাহায্যদানে স্বীকৃত

হইলেন। এ বিষয়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশের সহিত সংবাদ চলিতে লাগিল কারণ এই বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে হইলে তাঁহাদিগেরও সাহায্য আবশ্যক।

কুমারের একান্ত অভিলাষ যে সঙ্কল্পিত বিষয়ের গুণানুসারে তাহা সকলের আদরণীয় হইয়া উঠে। তিনি স্বনাম প্রখ্যাপনে বিমুখ, বিশেষতঃ তদীয় উচ্চ পদের নিমিত্ত সকলে সম্মত হইতেছে তাহা না হইলে অসম্মত হইত এইরূপ সন্দেহে তিনি আকুলিত হইয়াছিলেন। অতএব ডবলিনের সাধারণ সভায় তিনি সঙ্কল্পিত বিষয়ের প্রধান প্রস্তাবকারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে, অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৪ ই সেপ্টেম্বর কর্ণেল ফিপ্সের সমীপে লিখিয়াছেন যে, "সভাসমিতিতে আমার প্রশংসা করা হইয়াছে, বোধ হয়, অধিক লোকসংগ্রহের নিমিত্ত এই উপায় অবলম্বিত হয়।"

তৎকালে শ্রমজীবিগণের অবস্থা উন্নত করিবার উপায়সমূহে কুমারের নিতান্ত আগ্রহ থাকার সমাচার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়াতে, উক্ত উদ্দেশ্যে সংস্থাপিত সমাজ সমুদায়ের গঠন ও কার্য্যপ্রণালীসম্বন্ধে প্রত্যেক সভা তাঁহার উপদেশ ও সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। শ্রমজীবিগণের বাসস্থানের উন্নতি-বিধান প্রধানতম আবশ্যকীয়। কুমার বিবেচনা করিতেন যে তাহাদিগকে সুখময় আনন্দজনক বাসস্থান প্রদান করিলে তাহারা স্বাস্থ্যোন্নতি, মিতাচার ও গার্হস্থ্য শান্তিলাভ করিবে।

২৭ শে সেপ্টেম্বর রাজ্ঞী ও কুমার বালমোরাল হইতে অসবরণে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে কুমারের প্রাইভেট সেক্রেটরি এন্সনের আকস্মিক মৃত্যু হওয়াতে তাঁহারা অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন। কুমার ষ্টকমারের নিকট এই সংবাদ প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন, "আমি এইমাত্র এন্সনের আকস্মিক মৃত্যু-

সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। গতকল্য আমি তাঁহার স্বহস্তলিখিত একখানি পত্র পাইয়াছি। বৎসরের চতুর্থাংশ গত হওয়াতে বৃত্তিভোগীদিগকে ত্রৈমাসিক বৃত্তিদানের নিমিত্ত লণ্ডনগমনে মনস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার অল্পমাত্র সর্দ্দি হইয়াছিল; হঠাৎ কাষ্ঠাসন হইতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়া আর সংজ্ঞা-লাভ হইল না; দুই ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হইল। তদীয় পত্নী শোকে অধীর হইয়াছেন; তাঁহাকে সান্ত্বনাপ্রদান করা দুরূহ। আমি তাঁহার মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি এবং শত শত প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম।"

২ রা ডিসেম্বর, চতুর্থ জর্জের পত্নী রাজ্ঞী এডেলেড মানবলীলা সংবরণ করিলেন। রাজ্ঞী স্বীয় মাতুল রাজা লিওপোল্ডের সমীপে এই সমাচার প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন "ভক্তিভাজন রাজ্ঞী এডেলেডের মৃত্যুতে আপনিও আমাদিগের ন্যায় অতিশয় দুঃখিত হইবেন ইহা সম্যক্‌রূপে অবগত আছি; সত্য বটে আমরা প্রতিদিন এই শোকাবহ ব্যাপারের প্রতীক্ষা করিতাম কিন্তু ইহা এরূপ অতর্কিতভাবে উপস্থিত হইয়াছে যে, এক্ষণে আমাদিগের বিবেচনা হইতেছে যেন তাঁহার কোন পীড়া ছিল না। তিনি সচরাচর আমাকে কিরূপ স্নেহ করিতেন ও রাজার মৃত্যুর পর কিরূপভাবে কালযাপন করিতেন তাহা আপনি বিশেষরূপ অবগত আছেন। আমাদিগের ও বালক বালিকাদিগের প্রতি তিনি মাতার ন্যায় স্নেহ ও যত্ন প্রদর্শন করিতেন; এবং আমাদিগের সহিত একত্র বাস ও আমা-দিগকে সর্ব্বদা নয়নগোচরে রাখিলে তিনি সুখিনী হইতেন। ৮ বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সমাধি বিষয়ে শোচনীয় আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন যে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্জ্জনে সমাধা হইবে। তাঁহার মৃতদেহ নাবিকগণ বহিয়া লইয়া যাইবে।

তদীয় স্বামীর স্মৃতি ও প্রিয়তম রণতরির সম্মানার্থ এইরূপ আদেশ দিয়াছেন।”

দুই বৎসর অসাধারণ পরিশ্রমের পর কুমারের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে জানুয়ারি রাজ্ঞী উইণ্ডসর হইতে ব্যারণ ষ্টক্‌মারকে লিখিয়াছিলেন যে, কুমারের পূর্ব্বের ন্যায় নিদ্রা হয় না বিশেষতঃ সায়ংকালে তাঁহাকে পীড়িতের ন্যায় দেখায়। রাজভিষক্‌গণ স্থানপরিবর্ত্তনের উপদেশ দিলেন। রাজ্ঞী বিবেচনা করিলেন যে, ব্রসেলস্‌ ভ্রমণই তাঁহার পক্ষে উপকারী। রাজ্ঞী পুনরায় লিখিলেন “তাঁহার স্বাস্থ্যের নিমিত্ত আমি চিন্তিত হইয়াছি অতএব তজ্জন্য সমুদায় সহ্য করিতে পারিব। আমাদিগের লণ্ডন প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে তাঁহার আরোগ্য হওয়া আবশ্যক তাহা না হইলে তাঁহার পীড়ার বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।”

৩১ শে জানুয়ারি পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশন হইল। তৎকালে রাজ্ঞীরও স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে কুমারের উপর নানাবিধ কার্য্য-ভার পড়িল। কিন্তু তিনি স্বল্পকালের নিমিত্তও বিশ্রামলাভ করিবার জন্য অবসর লইতে অভিলাষ করিলেন না। ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইলেন যে, ১৮৫১ সালের প্রদর্শনীর ভারগ্রহণ করিয়া কি গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ লর্ড গ্রেন্‌ভিল কুমারের সেক্রেটরিকে লিখিয়াছিল যে, “একমাত্র কুমারই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার চিত্ত ও অবসরকালে এই বিষয়দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়াছে। তিনি এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট না থাকিলে সমুদায় এককালে বিনষ্ট হইবে।”

সর্ব্বসমক্ষে সঙ্কল্পিত প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য বিষয়ক অভিমত প্রকাশ করিবার অবসর উপস্থিত হইল। ২১ শে মার্চ ম্যানৃসন

হাউসে মহাসমারোহে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ হয়; সেই সমিতিতে কুমার স্বকীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তথায় রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ, পররাষ্ট্রীয় দূতগণ, প্রদর্শনীর নিমিত্ত রাজকীয় কমিশনারগণ এবং অন্যূন তুইশত প্রধান প্রধান নগরের মাজিষ্ট্রেট, সমাহূত হয়েন। সচরাচর কুমারের বক্তৃতাবলী হইতে লোকে যেরূপ বহুলপরিমাণে জ্ঞানলাভ করিত সেইরূপ এই বক্তৃতায় লাভবান হইতে আশা করিয়াছিল। তিনি এই বক্তৃতায় যেরূপ উদারভাবে স্বীয় সঙ্কল্পিত বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন ও যেরূপ সংক্ষিপ্তভাবে হৃদয়ের সমগ্র ভাব দক্ষতাসহকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন তদ্রূপ অপর কোন বক্তৃতায় সক্ষম হয়েন নাই।

সকলেই তাঁহার বক্তৃতা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করায় তিনি এই তুরতিক্রমণীয় বিপদে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতার শেষভাগে এই বিপদ্‌সমূহ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সঙ্কল্পিত বিষয় কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অবশ্যই নানাবিধ বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে; এক্ষণে আমি তাহার গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ। অল্পকাল মধ্যে চতুর্দ্দিক হইতে হর্ষসমাচার আসিতে লাগিল। তাঁহার বাগ্মিতাশক্তির প্রশংসা অপেক্ষা সঙ্কল্পিত বিষয়ে সকলে সম্মত হওয়াতে তিনি অধিকতর আনন্দিত হইলেন। ২৬শে মার্চ রাজ্ঞী স্বাভাবিক অহঙ্কারের সহিত রাজা লিওপোল্ডের সমীপে লিখিয়াছেন যে, "বক্তৃতা সাধারণকে নিরতিশয় প্রীতি প্রদান করিয়াছে ও তাহাতে বহুল পরিমাণে উপকার দর্শিয়াছে। আল্‌বার্ট আমার ইচ্ছানুরূপ সম্মানিত ও সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন; যতই তাঁহার মানসিক ও আন্তরিক গুণ প্রকাশিত হইবে, সেই পরিমাণে লোকে তাঁহার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে আদর

করিবে। জনগণ তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা অধ্যবসায়, স্বার্থ-ত্যাগ ও পরোপকার-স্পৃহা দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছে। এইরূপ জীবনই সুখকর; নতুবা দুষ্প্রাপ্যবিষয়ের অভিলাষী ও পরিতৃপ্তিকর বিষয়ের অনুধাবন করিলে প্রায়ই বিফল মনোরথ হইতে হয়।"

কুমারের মানসিক পরিশ্রমে শারীরিক পীড়া হইয়াছিল; তিনি যে, দুঃসাহসিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে জয়লাভ করিয়া পূর্ণমনোরথ হওয়াই তদীয় মানসিক পীড়ার একমাত্র ঔষধি। এই জয়লাভে তিনি বিলক্ষণরূপে অবগত হইলেন যে, ইংলণ্ডীয় জনগণের বিশ্বাসলাভপ্রয়াসে তাঁহার যত্ন বৃথা হয় নাই। তিনি বিশ্বাসলাভে সমর্থ হউন বা না হউন, তাহা লাভ করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিলাষ ছিল।

কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত পার্লিয়মেণ্টের অবকাশ হওয়াতে রাজ্ঞী ও কুমার নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক উইণ্ডসর দুর্গে এই সামান্য অবসর উপভোগ করিতে সক্ষম হইলেন। গ্রাম্য আমোদ প্রমোদে কুমার নিরতিশয় আনন্দানুভব করিতেন। রাজ্ঞী ৬ই এপ্রেল ব্যারণ ষ্টকমার সমীপে যে পত্র লিখেন, তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, কুমার যথাসময়েই বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর বিলম্ব করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইত। "ঈশ্বরানুগ্রহে প্রিয়তম কুমার বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছেন। তদীয় কার্য্যবিমুখতায় তিনি স্বয়ং আশ্চর্য্য ও রাজভিষক্ সার্ জেমস ক্লার্ক প্রীত হইয়াছেন। পুনরায় অধিক পরিশ্রমে সক্ষম হইবার নিমিত্ত মস্তিষ্কের বিশ্রাম দেওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং তিনি পাছে অধিক পরিশ্রম করেন, এই ভয়ে আমি সর্ব্বদা আশঙ্কিত।"

উইণ্ডসর বাসকালে ডিউক অব্ ওয়েলিংটন তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া কুমারের সেনাপতির পদগ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। এই প্রস্তাব যুবকগণের প্রলোভনীয় হইলেও কুমার সম্যক্ বিবেচনা করিয়া পদগ্রহণে অস্বীকার করিলেন। তাঁহার অস্বীকারের কারণসমূহ এই যে, "রাজ্ঞী স্ত্রীলোক, অতএব সর্ব্বদা তদীয়কর্ত্তব্যপরিপালনে সমর্থা নহেন। বিশেষতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের ন্যায় তাঁহার কোনও প্রাইভেট সেক্রেটরি নাই। তদীয় অবশ্যকর্ত্তব্য বিবিধ কার্য্যে আমিই তাঁহার কেবল একমাত্র সহায়। যে কার্য্যে সমুদায় সময় ও অভিনিবেশ অধিকৃত হইবে, ও যাহাতে রাজ্ঞীর কোনও প্রকারে সাহায্য করিতে সক্ষম হইব না, এরূপ কার্য্য গ্রহণ করিতে পারি না। রাজ্ঞী বলিয়া থাকেন, আমি যেরূপ অধিকতর পরিশ্রম করিতেছি তাহা তাঁহার অপ্রীতিকর ও তাঁহার বিবেচনায় আমার নিজের স্বাস্থ্যের হানিকর। আমি তাঁহার সম্মুখে এ কথা স্বীকার করি নাই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজকীয় কর্ত্তব্য যদি সম্যক্রূপে পরিপালন করিতে হয় তবে সময়ের সহিত কার্য্যেরও বৃদ্ধি হইবে। আর আমার সততই এই চিন্তা যে রাজ্ঞীকে যতদূর সাহায্য করিতে পারি তাহা করিব, এবং তাঁহার পরিশ্রম যতদূর লাঘব করিতে পারি তাহার বিশেষ চেষ্টা করিব।"

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ১লা মে কুমার ব্যারণ ষ্টক্‌মারকে আর একটি পুত্রজন্মের সংবাদ দিয়া কহেন যে, "আপনিও আমাদিগের ন্যায় দীর্ঘকাল আশাতরুমূলে জলসিঞ্চন করিয়া অধৈর্য্যভাবে কালযাপন করিয়া থাকিবেন। এতদিনের পর একটি পুত্রজন্মিয়াছে। ইহাতে সেই আশা পূর্ণ হওয়ায় আপনি আনন্দিত হইবেন। বালক ও প্রসূতি উভয়েই সুস্থ আছে।

এই সুখময় পরিণামের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম; কারণ এইরূপ বিষয়ে স্বভাবতঃ চিন্তিত হইতে হয়।"

অচিরজাত রাজকুমারের ও ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের জন্ম-দিবস এক হওয়াতে রাজ্ঞী ও কুমার উভয়ে ডিউকের প্রতি তাঁহাদিগের মৈত্রী ও সম্মাননার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার নাম অনুসারে বালকের নাম রক্ষার্থ অভিলাষী হইলেন। এই বিষয়ে তাঁহারা এরূপ আগ্রহশীল ও ত্বরাবান্ হইলেন যে, তাঁহারা সেই দিবসই ডিউকের সমীপে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রাজ্ঞী ব্যারণ ষ্টকুমারের সমীপে লিখিয়াছেন "অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বৃদ্ধ ডিউকের একাধিক অশীতিতম জন্মদিবসে এই বালক ভূমিষ্ঠ হইল। ঈশ্বর ইচ্ছায় তাহার এই ব্যাপার ও বালকের পিতার নাম তাহার সুখের ও শুভাদৃষ্টের কারণ হইবে।"

২২শে জুন বকিংহাম রাজপ্রাসাদে এই বালকের আর্থার উইলিয়ম প্যাট্রিক্ আল্‌বার্ট নামে নামকরণ হইল। ইনিই ভূতপূর্ব্ব বোম্বাই সেনাপতি ডিউক অব্ কণ্ট। কুমার ব্যারণ ষ্টকমারকে লিখিলেন যে, "যাঁহার ৮১ জন্মদিবসে সে ভূমিষ্ঠ হইল, সেই বৃদ্ধ ডিউকের সম্মানার্থে নামের প্রথমাংশ রক্ষিত হইয়াছে; প্যাট্রিক্ নাম, অতীত আয়র্লণ্ড ভ্রমণের স্মরণার্থ; এবং উইলিয়ম নাম প্রুশিয়ার রাজকুমারের (ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ সম্রাট ও বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সম্রাটের পিতামহ) স্মরণার্থ। আমার নাম হইতে আল্‌বার্ট নাম হইল; যে কারণ রাজ্ঞী আমার নাম শেষে রাখিতে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করেন।"

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন রাজ্ঞীর প্রতি নীচভাবে অত্যা-চারের নিমিত্ত সাধারণের ঘৃণা উত্তেজিত হইল। এ সময়ে অপরাধী

ব্যক্তি পূর্ব্বের ন্যায় নিম্নশ্রেণীর লোক নহেন, তিনি সদ্বংশজাত তাঁহার নাম রবার্ট পেট্; তিনি সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্য করিতেন। ডিউক অব্ কেম্ব্রিজ সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলে রাজ্ঞী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তদীয় রাজপ্রাসাদ কেম্ব্রিজ হাউসে গমন করেন এবং তথা হইতে নির্গমন কালে এই ব্যক্তি সম্মুখে আসিয়া স্বকীয় বেত্র দ্বারা রাজ্ঞীর মুখে প্রহার করে। সৌভাগ্যক্রমে আঘাতের বেগ উষ্ণীষে (টুপি) প্রতিহত হয়। কিন্তু তাঁহার কপোলদেশ ভয়ানক ক্ষতবিক্ষত হইল। এই আঘাতের বিষয় উল্লেখ করিয়া কুমার পরদিন ব্যারণ ষ্টক্‌মারের সমীপে লিখিলেন যে, "আমার এক মিনিট কালমাত্র অবসর আছে এবং তন্মধ্যে মহাশয়কে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে, ঈশ্বরানুগ্রহে ভিক্টোরিয়া সুস্থ আছেন, কিন্তু তাঁহার কপোলদেশে কালশিরা রহিয়াছে ও এখনও গত দিবসের ঘৃণাকর ব্যাপারে তাঁহার চিত্ত বিচলিত রহিয়াছে। আততায়ী বিলাসপ্রিয় ব্যক্তিকে মহাশয় অনেকবার উদ্যানে দেখিয়া থাকিবেন; এ ব্যক্তি পরিচ্ছদের আড়ম্বরে তথায় সুবিখ্যাত। তাহার উদ্দেশ্যের বিষয় কিছুই প্রকাশ করে না, ও প্রকাশ্যতঃ পাগল বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ ঘটনায় চিত্ত প্রফুল্ল হইতে পারে না।" ১১ই জুলাই তাঁহার বিচার হয় এবং ৭ বৎসরের নির্ব্বাসন দণ্ড হয়। পেটের উকীল পূর্ব্বের ন্যায় উন্মত্ততার আপত্তি উত্থাপন করিলেও জুরিগণ তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। তাহার আক্রমণের উদ্দেশ্য অদ্যাপি প্রকাশ হয় নাই।

বর্ত্তমান অবকাশের সময় কুমার অসংবরণে আগমন পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া তাঁহার শারীরিক ও মানসিক বললাভ করিতে সক্ষম হইলেন। তথায় কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শন, ভূমি বিভাগও, কৃষকগণের গৃহ নির্ম্মাণের নক্‌সা এবং পয়োনালী

নির্ম্মাণযন্ত্র প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া প্রভূত আনন্দানুভব করিতেন। কিন্তু নগরে প্রত্যাগমন করিলেই লণ্ডনবাসকালীন স্বাভাবিক পরিশ্রম ব্যতীত মন্ত্রীদলের বিপদে চিন্তিত হইলেন। তৎপরে অন্যান্য বিবিধ ব্যাপার উপস্থিত হইয়া কুমারের চিত্তকে এক কালে অভিভূত করিল।

মহতী প্রদর্শনী প্রস্তুত সম্বন্ধে অপর এক বিঘ্ন উপস্থিত হইল। হাইড্পার্কে প্রদর্শনী নির্ম্মাণ বিষয়ে সংবাদপত্র সমুহেও পার্লিয়মেণ্টে ভয়ানক প্রতিবাদ উত্থাপিত হইল। কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত প্রতিকূলতাচারিগণ জয়লাভ করিল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ও প্রদর্শনীর কমিসনরগণ (কার্য্যনির্ব্বাহকগণ) অন্য কোন উপায় না দেখিয়া প্রস্তাবিত বিষয় এককালে পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। এইরূপ সময়ে রাজ্ঞীর প্রতি আক্রমণে কুমার চিন্তিত হইলেন। কিয়দ্দিবস পরে সার্ রবার্ট পীলের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে কুমার স্বকীয় গৌরবভাজন মিত্রবিয়োগে ও তদ্ধেতু দেশের বিপদে শোকাভিভূত হইলেন।

কুমার ও সার্ রবার্ট উভয়ে পরস্পরের প্রতি কিরূপ গভীর ও আন্তরিক গৌরব প্রকাশ করিতেন, তাহার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শিল্প, সাহিত্য সুনীতি ও রাজনীতিবিষয়ে তাঁহাদিগের অভিরুচি ও অভিমতের সাম্য থাকাতে তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। সার্ রবার্ট পীল প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য পরিত্যাগ করিলে, কুমার অনুরোধ করিয়াছিলেন যে পদ পরিত্যাগে উঁহাদিগের সহিত মন্ত্রীত্বসম্বন্ধের শেষ হইল বটে, কিন্তু অন্য কোন বিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যে যেন কোন পরিবর্ত্তন না ঘটে। সার্ রবার্ট পীল প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন যে, আপনি আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিবার অনুমতি প্রদান করিলে আমি সাতিশয় আনন্দিত হইব।

আমি বিশ্রামপূর্ণ ও কার্য্যতৎপর জীবনের যতই কেন প্রভেদ অনুভব করি না, আমি বিনীতভাবে আশা করি, আপনার সহিত আমার পত্রাদি লেখা একেবারে বন্ধ হইলে আমাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে।” পরে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে মৈত্রী বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কুমার তাঁহার মৃত্যুতে কিরূপ দুঃখিত হইয়াছিলেন তাহা ব্যারণ ষ্টক্‌মারের নিকট লিখিত পত্রে অবগত হওয়া যায়। “আপনি আমাদিগের ন্যায় অবশ্যই দুঃখিত হইবেন; কারণ তাঁহার বিয়োগে আমাদিগের কিরূপ ক্ষতি হইল তাহা আপনি বিদিত আছেন এবং আমাদিগের ন্যায় আপনিও আমাদিগের মিত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন। গত রাত্রি ১১ টার সময় পীল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আপনিও শুনিয়া থাকিবেন যে, গত শনিবার আমাদিগের উদ্যানের প্রাচীরের নিকট অশ্ব হইতে পতিত হইয়া তাঁহার গলার ও স্কন্ধের হাড় ভাঙ্গিয়াছিল। তিনি জ্বর ও বাতিক পীড়া প্রযুক্ত অতিশয় কষ্ট পাইয়াছিলেন। এই ব্যাপারের কতিপয় মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তিনি আমাদিগের সহিত প্রদর্শনীর কার্য্যনির্ব্বাহিক সভায় উপবেশন করিয়া, উদ্যানে প্রদর্শনী অধিবেশনে সম্মতি না দেওয়াতে আমরা যে বিপদে নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। তৎপূর্ব্ব রাত্রে প্রাতঃকালে ৫ টা পর্য্যন্ত পামারষ্টোনের বিষয়ে বাক্‌বিতণ্ডা হয় এবং পীল তাহাতে সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। হায়! এক্ষণে তিনি উপরত!”

এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে রাজ্ঞী ও কুমার সংবাদ পাইলেন যে বেলজিয়মের রাজ্ঞী ভয়ানক পীড়িতা। ৮ই জুলাই রাজ্ঞীর পিতৃব্য ডিউক অব্ কেম্ব্রিজ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশনকাল সংক্ষেপ হইয়া আসিতে

লাগিল; বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা; অতএব এই সুযোগে কুমার ও রাজ্ঞী কতিপয় দিবসের নিমিত্ত অসবরণে বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে গমন করিলেন।

অসবরণ বাসকালে রাজ্ঞী পররাষ্ট্রীয় সচিবের সহিত তাঁহার যে প্রণালীতে কার্য্য চলিবে তদ্বিষয়ক মন্তব্য লিখিয়া রাখিবার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন। ইতিমধ্যে এ বিষয় ইতিহাসে বর্ণিত হইতেছে। রাজপ্রতিনিধিগণ দ্বারা পররাষ্ট্রের সহিত যে সমুদায় পত্রাদি প্রেরিত হয়, তাহার সর্ব্বদা পরিদর্শন করা রাজ্ঞী ও কুমার, রাজকীয় কর্ত্তব্যকর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম অংশ বলিয়া গণনা করেন। এই সমুদায় বিষয় পররাষ্ট্রীয় বিভাগের সচিব নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী, মন্ত্রিসমাজের সমুদায় কার্য্যের ন্যায় পররাষ্ট্রীয় বিভাগের অবলম্বিত নীতির নিমিত্ত দায়ী থাকাতে রাজ্ঞী পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাঁহার ও পররাষ্ট্রীয় সচিবের এই উভয়েরই উপদেশ লওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন। পররাষ্ট্র বিভাগ হইতে যে সমুদায় পত্রাদি প্রেরিত হইত তাহার এক এক খানি প্রতিলিপি প্রধান মন্ত্রী ও রাজ্ঞীকে প্রদত্ত হইত। এই দুই জনের সহিত পরামর্শ না করিয়া কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া উচিত তাহা স্থির হইতে পারে না; এবং এক উদ্দেশ্যে কার্য্য আরম্ভ হইলে তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপন না করিয়া তাহার অন্যথাচরণ হওয়া উচিত নহে। ইংলণ্ডে বৈদেশিক ব্যাপার সন্ধি ও যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাতে উহা সর্ব্বদা রাজার পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত। মধ্যে মধ্যে রাজ্ঞী অভিযোগ করিতেন যে পররাষ্ট্রীয় সচিব লর্ড পামারষ্টোন যথানির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে সরলভাবে তদীয় কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পাদন করেন না। রাজ্ঞীকে কোন সমাচার না দিয়া পররাষ্ট্রসম্বন্ধে গুরুতর কার্য্য ও গুরুতর নীতি অবলম্বন করি-

তেন। ভয়ানক গোলযোগ ঘটিয়া আর গোপন করিবার উপায় না থাকিলে তাঁহার গোচরে আনয়ন করিতেন। রাজ্ঞী সম্মতি দিলে পর গোপনে পত্রাদি পরিবর্ত্তিত হইত কিংবা পরিবর্ত্তনের উপদেশ প্রদান করিলেও কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করা হইত না। এইরূপ গোলযোগ ঘটাতে রাজ্ঞী নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

"কতিপয় দিবস পূর্ব্বে লর্ড জন রসেলের সহিত লর্ড পামারষ্টোন বিষয়ে রাজ্ঞীর এক কথোপকথন হয়; তাহাতে রাজ্ঞী লর্ড পামারষ্টোন সম্বন্ধে অমনোযোগীতার অভিযোগ করেন; কিন্তু, পামারষ্টোন তাঁহার প্রতি অসম্মান করিবার ইচ্ছায় এরূপ করেন নাই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ভবিষ্যতে এরূপ ভ্রমনিবারণ করিবার নিমিত্ত, পররাষ্ট্রীয় সচিবের নিকট হইতে রাজ্ঞী যাহা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন। তাহা এই ঃ—

(১) পররাষ্ট্রীয় মন্ত্রী প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার নিজের মত স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং তাহা হইলে রাজ্ঞী স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে তিনি কি মতে স্বকীয় সম্মতিপ্রদান করিবেন।

(২) কোন বিষয়ে রাজ্ঞীর সম্মতিদানের পর, পররাষ্ট্রীয় সচিব স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিবেন না; যদি করেন তাহা হইলে তিনি রাজ্ঞীর সমীপে অবিশ্বাসী বলিয়া প্রতীয়মান হইবেন, এবং তাঁহার ক্ষমতানুসারে তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন। পররাষ্ট্রীয় বিভাগের সচিবের অপর রাজ্যের মন্ত্রিগণের সহিত যে সকল কথাবার্ত্তা চলিবে তদ্বিষয়ে কোন গুরুতর কার্য্য নির্দ্ধার্য্য হইবার পূর্ব্বে পররাষ্ট্রীয় মন্ত্রী তাহা তাঁহাকে জ্ঞাত করিবেন। পররাষ্ট্রীয় কাগজ পত্র যথাসময়ে তাঁহার সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে; পত্রাদি প্রেরণ

করিবার পূর্ব্বে তাহার মুসুবিদার অবিকল প্রতিলিপি তাঁহার সম্মতির নিমিত্ত যথাসময়ে তাঁহার সমীপে প্রেরণ করিতে হইবে। লর্ড জন রসেল এই সমুদায় লর্ড পামারষ্টোনকে বিদিত করেন, ইহাই রাজ্ঞীর অভিলাষ।”

১৪ই আগষ্ট লর্ড জন রসেল রাজ্ঞীকে লিখিলেন যে তিনি লর্ড পামারষ্টোনকে এই পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাপন করিয়াছেন ও তিনি এই উপদেশ প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

১৫ই আগষ্ট রাজ্ঞী স্বয়ং পার্লিয়মেণ্টের অবকাশ প্রদানকালে তদানীন্তন অধিবেশনকালীন নানাবিধ কার্য্য সুসম্পাদনের বিষয় আনন্দের সহিত উল্লেখ করিয়াছিলেন। ২১ শে আগষ্ট তাঁহারা অসবরণ পরিত্যাগ করিয়া কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত সমুদ্র-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এই কালে অসৃটেণ্ডে গমন করিয়া বেল্‌জিয়মের রাজা লিওপোল্ডের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তথায় এক দিবস বাস করেন। ২৪ শে আগষ্ট রাজ্ঞী স্বীয় মাতুলের সমীপে পত্র লিখেন যে তিনি এই সম্মিলন সুখময় স্বপ্নস্বরূপ বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বেল্‌জিয়মের রাজ্ঞীর পীড়ার বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিতে না পারাতে সেই সুখ কলুষিত হইয়াছিল।

২৬শে আগষ্ট ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব রাজা লুই ফিলিপের মৃত্যু-সংবাদ উপস্থিত হইল। তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ পূর্ব্ব হইতেই প্রতীয়মান হওয়াতে তাঁহার মৃত্যু আকস্মিক নহে। সেই দিন কুমারের জন্মদিবস এবং ঐ দিবস কুমারের আত্মীয়গণ তৎপ্রতি হৃদয়ের স্নেহ প্রকাশ করিয়া আনন্দসুখ অনুভব করিত। তাহাদিগের আনন্দ কথঞ্চিৎ বিষাদময় হইল।

কিয়দ্দিবস পরে কুমার ও রাজ্ঞী রেলপথে এডিনবরা নগরে যাত্রা করিয়া, তথায় বেলা ৫ টার সময় উপস্থিত হইলেন।

রাজকীয় ধানুষ্কদিগের সহিত ডিউক অব্ বক্লু, স্কট্‌লণ্ডের রাজধানীতে স্বকীয় রাজশরীররক্ষকের কার্য্য করিবার স্বত্বের দাবী করিয়া ষ্টেশনগৃহ হইতে হোলিরুডের রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত পদব্রজে রাজ্ঞীর শকটের সমভিব্যাহারে গমন করিলেন।

রাজ্ঞী মেরী এই স্থান পরিত্যাগ করিলে পর, অপর কোনও রাজ্ঞী এই প্রাচীনতম প্রাসাদে পদক্ষেপ করেন নাই। অতএব উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী তাঁহাদিগের জাতীয় ইতিহাসের স্মরণচিহ্ন, দেশের মধ্যে একমাত্র রাজপ্রাসাদে রাজ্ঞীকে প্রবেশ করিতে দর্শনকরতঃ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া যে হর্ষধ্বনি দ্বারা গগণমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিবে, ইহা বিস্ময়কর নহে। রাজ্ঞী স্বয়ং সেই স্থান পরিদর্শন করিতে এরূপ ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে, সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াও বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন না। তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার্থ সুসজ্জিত গৃহ পরিদর্শন না করিয়াই সত্বর রাজপ্রাসাদস্থ বিস্ময়কর বস্তুজাত পরিদর্শনে নির্গত হইলেন। রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, "আমরা দুইটি বালিকা ও তাহাদিগের শিক্ষয়িত্রীর সহিত প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন ধর্ম্মমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দর্শনে গমন করিলাম। ইহার অভ্যন্তরভাগ অতীব মনোহর। একটা পার্শ্ব পথের উপরিভাগে অদ্যাপি ছাদ আছে, অন্যগুলি অনাবৃত। পূর্ব্বে এই স্থানে ধর্ম্মযাজকগণের আশ্রম ছিল; ইহার প্রাচীনতম স্মারকপ্রস্তরে ধর্ম্মযাজকগণের নাম আছে; পরে ইহা রাজকীয় উপাসনালয়রূপে ব্যবহৃত হয়। আমার পূর্ব্ববংশীয়া দুর্ভাগা রাজ্ঞী মেরীর যে বেদীর সম্মুখে লর্ড ডার্ন্‌লের সহিত বিবাহ হয় তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হইতেছে। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজত্বকালে ইহার একবার সংস্কার হইয়াছিল।"

পরদিন প্রাতঃকালে ১০ ঘটিকার সময় রাজ্ঞী ও কুমার, চারি জন রাজসন্তানের সহিত অভিনব নির্ম্মিত মনোহর বীথিকা দিয়া "আর্থারস্‌সিট্‌" নামক পাহাড়ে গমন করিলেন। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন, "আমরা কিয়দ্দূর গমন করিয়া শকট হইতে অবতরণপূর্ব্বক উপরিভাগে আরোহণ করিলাম। ইহার উচ্চতা সামান্য নহে। ইংলণ্ডে বাস করিয়া উচ্চে উঠা অভ্যাস না থাকাতে ইহা আরোহণ করা দুষ্কর হইয়াছিল; কিন্তু হাইলণ্ডের পর্ব্বতের সহিত তুলনায় সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ ইহার আরোহণের পথ সমতল। তথা হইতে নগরের শোভা দর্শন করিয়া আরোহণক্লেশ দূরীভূত হয়। নগর ও উপসাগর সেই স্থান হইতে দেখিতে অতিশয় মনোহর।"

বেলা ১ ঘটিকার পূর্ব্বে কুমার সাধারণ চিত্রশালার ভিত্তি-স্থাপনে গমন করেন। ইহা এক্ষণে নগরের ভূষণস্বরূপ এবং ইহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাচীন ও আধুনিক চিত্রসমূহ আছে। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন যে, "এই সময়ে বক্তৃতাকালে কুমার ভীত হইয়াছিলেন; কিন্তু এডিন্‌বরাবাসিগণ যেরূপ দোষগুণানুসন্ধানে তৎপর, তাহাতে তাঁহারা অতিশয় প্রীত না হইলে অবশ্যই দোষ বাহির করিতেন। কুমার বক্তৃতায় তাঁহাদিগের উন্নতি-প্রিয়তা, কার্য্যজ্ঞান ও স্বাধীনভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমুদায় বর্ণনা করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তোষপ্রদান করিয়াছিলেন। দিবসের অবশিষ্ট ভাগ নগরের মনোহরভাগে ভ্রমণে, স্মারক চিহ্ন ও গৃহাদি পর্য্যবেক্ষণে অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রাতে তাঁহারা হোলিরুড পরিত্যাগ করিয়া অপরাহ্লে বাল্‌মোরালে উপনীত হইলেন।

কুমার তথায় পূর্ব্ব বৎসরের আরব্ধ জমিদারীর প্রজাগণের অভিনব বাসগৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে দেখিয়া

পরম প্রীত হইলেন। তিনি তথায় সেই বহুকালপরিত্যক্ত সম্পত্তির উন্নতিবিধান বিষয়ে উপদেশ প্রদান ও কৃষিকার্য্যে সুপ্রণালী প্রবর্ত্তন প্রভৃতি স্বীয় স্বভাবিক রুচির অভিমত প্রচুর কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুমার এই সমুদায় পরিবর্ত্তন সাধন কালে তদীয় প্রজাবর্গের চরিত্রের বিষয়ে অমনোযোগী হয়েন নাই। তিনি সহসা প্রজাগণের মধ্যে কোনও নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন না করিয়া, তাহাদিগকে উদাহরণ ও প্রকৃত কার্য্য দ্বারা তদ্বিষয়ে উপযোগীতা অববোধ করাইতেন। কোনও সৎলোক স্বীয় বাসস্থান হইতে দূরীভূত হয় নাই; এবং প্রজাগণের মধ্যে কেহ উন্নতিসাধনে তৎপর হইলে তাহার চেষ্টা পুরস্কৃত হইত। তাঁহারা বালমোরালে অবস্থানকালে নির্জ্জন অরণ্যময় মিউইক্ হ্রদ ও ব্রেমার পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

অক্টোবরের প্রারম্ভে তাহারা স্কটলণ্ড হইতে অসবরণে প্রত্যাগমন করেন। এবং তথায় প্রত্যাগমন মাত্র শুনিলেন যে ১১ ই অক্টোবর বেল্জিয়মের রাজ্ঞীর মৃত্যু হইয়াছে। রাজ্ঞী বহুবিধ সদ্গুণে ভূষিতা ছিলেন; তাঁহার সহিত রাজ্ঞী ও কুমারের গাঢ় প্রণয় থাকাতে তাঁহারা শোকে অভিভূত হইলেন। রাজ্ঞী কিরূপ দুঃখিত ও শোকাকুলিত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিয়া কুমার ব্যারণ ষ্টক্মারের সমীপে লিখেন, “ভিক্টোরিয়া অতিশয় শোকাতুরা হইয়াছেন, তাঁহার মাতুলানী তদীয় হৃদয়ের মিত্র ও একমাত্র বিশ্বাসভাজন ছিলেন। উভয়ে স্ত্রীজাতি; বয়স, শিক্ষা, হৃদয়ের ভাব ও পদ এই সমুদায় বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে সৌসাদৃশ্য থাকায় তাঁহাদিগের মধ্যে স্বভাবতঃ অকপট মৈত্রী উৎপন্ন হইয়াছিল এবং এই মৈত্রীলাভে ভিক্টোরিয়া বাস্তবিকই গর্ব্বিতা হইতে পারেন।”

২৫ শে অক্টোবর ইয়র্কের প্রধান (মেয়র) নগরাধ্যক্ষ ও অন্যান্য স্থানের নগরাধ্যক্ষগণ লণ্ডনের প্রধান নগরাধ্যক্ষকে প্রতি-নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই নিমন্ত্রণস্থানে কুমার তাঁহার আতিথেয়বর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক মহাপ্রদর্শনীর রচনাকার্য্যের উন্নতির বিষয়ে হর্ষপ্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন যে, তাঁহাদিগের অধ্যবসায় ও সম্ভূয়কার্য্যদ্বারা প্রদর্শনী উপক্রুতা হইয়াছে। অন্যান্য জাতিও বদান্যতা ও মৈত্রী প্রদর্শনপূর্ব্বক নিমন্ত্রণগ্রহণ করিয়াছেন, ও তাঁহারা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অভিমতানুরূপ কার্যসম্পাদনের নিমিত্ত বহুল পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় সহ্য করিতেছেন। এই বক্তৃতা দ্বারা তিনি ইংরেজজাতির অধিকতর গৌরব ও বিশ্বাসভাজন হইলেন। স্পেক্টেটর নামক সংবাদপত্রের অভিমত যে, "তিনি সাধারণে এরূপ কোনও বক্তৃতা করেন নাই যাহাতে তিনি চিন্তার উপযোগী বিষয় প্রকাশ করেন নাই। কিসে প্রাচীন রীতি রক্ষা অথচ উন্নতিবিধান হয়, ইহাই তাঁহার সমস্ত বক্তৃতার ভাবার্থ।"

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশন হয়, তাহাতে রাজ্ঞী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। কিয়দ্দিবস পরে ১৭ ই ফেব্রুয়ারি কোষাধ্যক্ষসচিব আয় ব্যয় বিবরণী প্রদান করিলে মন্ত্রিদল কিয়ৎপরিমাণে বিপন্ন হইলেন। আয় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল ও যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। অতএব তিনি সাধারণের বহুকাল প্রার্থিত গবাক্ষকর রহিত এবং কতিপয় সামান্য করের অল্প অল্প হ্রাস করিবার ও ইন্‌কম্ ট্যাক্স যেরূপ আছে তাহা সেইরূপ রাখিবার প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাবে চতুর্দ্দিক হইতে এরূপ অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ পাইল যে, এই আয়ব্যয় বিবরণীতে নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রদর্শন করিলে মন্ত্রিদলের ভয়ানকরূপে পরাস্ত হইবার সম্ভাবনা।

কতিপয় দিবস গত হইলে গবর্ণমেণ্ট এক বিষয়ে পরাজয় হইলেন, এবং ২২ শে ফেব্রুয়ারি প্রধান মন্ত্রী লর্ড জন রসেল স্বয়ং রাজ্ঞীর নিকট পদ পরিত্যাগ প্রস্তাব করিলেন। সেই দিবসে রাজ্ঞী ষ্টানলিকে (ভূতপূর্ব্ব লর্ড ডর্বিকে) আহ্বান করিলেন। তিনি প্রত্যুত্তর দিলেন যে, তাঁহার নিকট এই সমাচার সহসা উপস্থিত হইয়াছে। পরে দীর্ঘকাল পরামর্শ করিয়া তিনি বলিলেন যে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকেই কোন উপায়ে বলিষ্ঠ করা উচিত; অথবা সার্ রবার্ট পীলের পক্ষীয় সভ্যগণ কর্ত্তৃক আংশিক পুনর্গঠিত করা কর্ত্তব্য। যদি এ চেষ্টা বিফল হয় তবে এক্ষণে যেরূপ দলাদলি চলিতেছে, তাহাতে সুদৃঢ় গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপন করা দুরূহ হইলেও এই গুরুভার তিনি স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিবেন। লর্ড জন রসেল যে দিন পদপরিত্যাগপত্রিকা প্রদান করেন, সেই দিবস উইণ্ডসর্ দুর্গে ডিউক অব্ ওয়েলিংটন উপস্থিত হয়েন; রাজ্ঞী এ বিষয়ে তাঁহার অভিমত অবগত হইতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, মন্ত্রিদল কর্ত্তৃক কর্ম্ম পরিত্যাগ করা প্রয়োজনীয় হইয়াছে শুনিয়া তিনি দুঃখিত হইয়াছেন। যেহেতু এক্ষণে উন্নতিশীল পক্ষ ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের কার্য্য চলা অসম্ভব ও তাহারা পদস্থ না থাকিলে বিপদের আশঙ্কা। লর্ড ষ্টানলি, মৃত সার্ রবার্ট পীলের অনুচর ও তাঁহার সাহায্যকারিগণের বিশ্বাসলাভে অসমর্থতা প্রকাশ করিলে তদীয় এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল। সমুদায় বিষয় পুনরালোচনা করিয়া তিনি রাজ্ঞীকে লিখিলেন যে, বর্ত্তমান মন্ত্রিসমাজ রাজ্ঞীর অভিপ্রায় প্রচারকাল পর্য্যন্ত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, এবং ইহাই বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীতি।

তদনুসারে ৩ রা মার্চ্চ, রাজ্ঞী লর্ড জন রসেল ও তৎপক্ষীয়-

গণকে স্ব স্ব পদ গ্রহণ করিতে পুনর্ব্বার আহ্বান করিলেন। তাঁহারা রাজ্ঞীর আদেশ প্রতিপালন করিলেন, ও সেই দিন সায়ংকালে পার্লিয়মেণ্টের উভয় সভায় এই সমাচার প্রচারিত হইল।

একে লণ্ডনবাসকালে রাজ্ঞী ও কুমার নানাবিধ পরিশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত হইতেন, তাহাতে আবার এই দীর্ঘকালব্যাপি মন্ত্রিদলের গোলযোগে তাঁহাদিগের চিন্তা বৃদ্ধি হইয়াছিল; অতএব তাঁহারা কতিপয় দিবসের নিমিত্ত অসবরণে গমন করিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইলেন। ৮ই মার্চ্চ তাঁহারা অসবরণ যাত্রা করিলেন। কুমারের যথেষ্ট পরিমাণে পত্রাদি লিখিত হইত; এক্ষণে উপস্থিত প্রদর্শনী প্রস্তুতের নিমিত্ত সেই পরিশ্রম আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু কুমার সম্প্রতি সুদৃশ্য উপবনরচনা করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণ ও মনোহারিত্ব বৃদ্ধির নিমিত্ত বৃক্ষ ও গুল্মাদি রোপণকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া অনেক পরিমাণে সেই পরিশ্রমের লাঘব হইয়াছিল।

২৫শে মার্চ্চ তাঁহারা লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সেই সময় হইতে কুমারের চিত্ত দিবারাত্রি ১লা মে, তারিখে প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করিবার নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিতে ব্যাপৃত ছিল। গৃহ প্রস্তুত হইয়া ১লা জানুয়ারি কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। ইহা অতি অসাধারণ সত্বরতার সহিত প্রস্তুত হয় ও ইহার সৌন্দর্য্য ও কার্য্যোপযোগীতা আশার অতিরিক্ত হইয়াছিল। এক্ষণে চতুর্দ্দিক হইতে প্রদর্শনীর দ্রব্য আসিতে লাগিল ও প্রদর্শনী যে, বিভিন্ন জাতির পরিশ্রমজাত দ্রব্যের মনোহর দৃশ্য ধারণ করিবে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ রহিল না। কিন্তু এখনও ইংলণ্ডের ও বিদেশীয় অনেক লোক প্রদর্শনীর

প্রতিবাদ করিতেছিলেন। ইংলণ্ডের অনেকেই বলিতেছিলেন যে, ইউরোপের মন্দচরিত্রের জনসমূহ লণ্ডনে একত্রীভূত হওয়াতে লোকের সম্পত্তি, নীতি ও এমন কি রাজ্যেরও ক্ষতি হইবে। ইউরোপের অনেক রাজগণ অনুদার ভাবে প্রদর্শনীর কার্য্য পরিদর্শন করিতেছিলেন; তাঁহাদিগের আশঙ্কা হইয়াছিল যে প্রদর্শনীদর্শনে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তদীয় প্রজাবৃন্দ অবশ্যই ইংলণ্ডে আগমন করিবে এবং তথায় স্বাধীন ও উদার বিধি প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগের অন্তঃকরণে বিপদ্‌জনক সংস্কার উৎপাদিত হইতে পারে। সাধারণতন্ত্র-পক্ষপাতিগণ হত্যা করিতে পারে এই ভয় দেখাইয়া প্রুশিয়ার গবর্ণমেণ্ট তত্রস্থ অধিপতিকে এরূপ ভীত করিয়াছিলেন যে, তিনি কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত প্রুশিয়ার রাজকুমার ও রাজকুমারপত্নীকে (ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণসম্রাট ও মহারাণী আগষ্টা বর্ত্তমান জার্ম্মাণসম্রাটের পিতামহ ও পিতামহী) প্রদর্শনী উদ্ঘাটনের সময় উপস্থিত থাকিবার নিমিত্ত রাজ্ঞী যে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহা গ্রহণ করিতে কিয়দ্দিবস নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রুশিয়ার রাজকুমারের সঙ্কল্পিত পরিদর্শনে একান্ত ইচ্ছা দেখিয়া এই নিষেধ পরিশেষে রহিত করা হইল।

ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজগণ সহৃদয়তা প্রকাশ না করিলেও কুমার বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বৈদেশিক সচিবগণকে প্রদর্শনী উদ্ঘাটনের দিবসে রাজ্ঞীর সমীপে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করিবার অবসর প্রদান করা উচিত; তিনি লর্ড জন রসেলের নিকট এই বিষয়ের যুক্তিসমূহ নিম্নলিখিত প্রকারে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। "মহাপ্রদর্শনী উদ্ঘাটনকার্য্য কেবলমাত্র ইংরেজজাতির উৎসব নহে। কিন্তু ইহাতে সমুদায় জাতির স্বার্থ আছে। সকল জাতীয় লোকেরা একত্রে

ইহার কার্য্য নিষ্পাদন করিয়াছেন। গৃহের অর্দ্ধাংশ বৈদেশিক কর্ত্তৃপক্ষগণের অধীন; অর্দ্ধসংগৃহীত দ্রব্য বিদেশজাত; বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ প্রদর্শনীর বৈদেশিক অংশের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং অর্দ্ধসংখ্যক সদস্য তাঁহারা নির্ব্বাচন করিয়াছেন। অতএব এই সমুদায় পররাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিবর্গকে উদ্ঘাটনকার্য্যে যোগদান করিতে অবসর প্রদান না করা আমার মতে অন্যায়।" পরদিন বৈদেশিক প্রতিনিধিবর্গ এক সভা আহ্বান করিয়া স্থিরীকৃত করিলেন যে তাঁহারা কোনও অভিনন্দনপত্র প্রদান করিবেন না; যেহেতু তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে রাজগণ তাঁহাদিগের কার্য্যে অস্বীকৃত হইতে পারেন।

২৯শে এপ্রেল রাজ্ঞীর গোপনে প্রদর্শনী পরিদর্শনের নিমিত্ত সমুদায় দ্রব্য সুসজ্জিত হইল। দুই দিবস পরেই মহাসমারোহের দৃশ্য হইবে। রাজ্ঞী স্বকীয় বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে "আমরা সার্দ্ধ দুই ঘটিকাকাল প্রদর্শনীর গৃহের মধ্যে রহিলাম; ক্লান্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিলাম। সহস্র সহস্র মনোহর বিস্ময়জনক দ্রব্যজাত পরিদর্শন করিয়া মস্তক ঘূর্ণায়মান ও দৃষ্টি প্রতিরোধ হইয়াছিল। আমার প্রজাগণ শিল্পবিষয়ে কতই অধ্যবসায় ও সুরুচি প্রদর্শন করিয়াছে। সমুদায় আলবার্টের নিমিত্ত ঘটিয়াছে।" কুমারের সেই দিবসের দৈনন্দিন বিবরণী সংক্ষিপ্ত ও অর্থগুরু; "উদ্ঘাটনের বন্দোবস্ত করিতে ভয়ানক পরিশ্রম।" পরদিবস রাজ্ঞী লিখিয়াছেন যে "সকলেই কল্যকার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে ব্যস্ত। আলবার্ট ভয়ানক পরিশ্রান্ত। সমস্ত দিবস, যে কোন বিষয় উপস্থিত হইতেছে ও যে কোন সামান্য বিপদ অথবা বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে, আলবার্ট তৎসমুদায় ধীর ও প্রশান্তভাবে সম্পন্ন ও অতিক্রম করিতেছেন। তিনি

কৃতকার্য্য হইয়াছেন ; সর্ব্বত্র তাঁহার সুখ্যাতি প্রচারিত হইতেছে ; তাঁহার মুখে এ বিষয়ে একটি কথাও নাই, কিন্তু দেশের গৌরবে মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া অধ্যবসায়সহকারে ক্রমশঃই বহুতর বিপদ ও বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক স্বকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতেছেন।" সেই দিবস রাজ্ঞী পুনরায় প্রুশিয়ার রাজকুমার ও তৎপত্নীর সহিত প্রদর্শনী দর্শনে গমন করেন ; তাঁহারা তৎপূর্ব্বদিবসে বকিংহাম রাজপ্রাসাদে পুত্র ও কন্যা সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

প্রদর্শনীগৃহে প্রবেশ করিয়া অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও বিস্ময়রসে সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। উৎস সমূহের জলোচ্ছ্বাস, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মনোহর পত্ররাজি, নানাবিধ সুনির্ব্বাচিত পুষ্পের বর্ণের পারিপাট্য, মহামূল্য বাপযন্ত্রজাত কার্পেট, এবং বস্ত্র প্রভৃতির সুন্দর বর্ণ নয়নগোচর হওয়ায় চক্ষু ও মনের চিরস্মরণীয় সুখ প্রদান করিয়াছিল। নানাবিধ মনোহর চিত্র দর্শন করিয়া সকলের মনে প্রথমতঃ কুমারের প্রতি কৃতজ্ঞতারসের উদয় হইয়াছিল। তিনি তন্মধ্যে দুই বৎসরের সঙ্কল্পিত বিষয় মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হওয়াতে ধীর ও প্রশান্তভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। রাজ্ঞী ১লা মে তারিখের স্বকীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, "মহাব্যাপার উপস্থিত! সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্যতা লাভ হইয়াছে ; এই দৃশ্য দর্শন করিলে সকলেরই নয়ন ও মন মুগ্ধ হয়। প্রিয়তম আলবার্ট ও আমার দেশ যে ইহা সম্পাদন করিয়াছে তজ্জন্য আমি চিরকাল অহঙ্কৃত হইব। অদ্য অহঙ্কার, গৌরব এবং কৃতজ্ঞতারসে আমার হৃদয় যুগপৎ পরিপূর্ণ হইতেছে। চতুর্দ্দিকে মহান হর্ষধ্বনি হইতেছে ; প্রত্যেক ব্যক্তির মুখেই প্রীতিচিহ্ন প্রকাশিত ; প্রদর্শনীগৃহ সুপ্রশস্ত ; একভাগে তাল ও অন্যান্য বৃক্ষ, পুষ্প, প্রস্তরমূর্ত্তি ও

উৎস প্রভৃতি একত্রিত রহিয়াছে; অর্‌গেন বাদ্যে ২০০ যন্ত্র এবং ৬ শত সুর থাকিলেও তাহার ধ্বনি মনুষ্যগণের কোলাহলে শ্রবণ-গোচর হইতেছে না; আমার স্বামী পৃথিবীর সমুদায় জাতির পরিশ্রমের ফল একত্রিত করিয়াছেন, এই সমুদায় ব্যাপার দর্শন ও চিন্তা করিয়া আমার চিত্ত মুগ্ধ হইল। কেবল এই ব্যাপার দর্শন নিমিত্তই জীবনধারণ সার্থক বিবেচনা হয়। ঈশ্বর আমার প্রিয়তম আলবার্টকে ও আমার প্রিয় দেশকে সুখী করুন। অদ্য আমার প্রিয়তম রাজ্য মহত্তর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এই সমুদায় দর্শন করিয়া হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতারসের আবির্ভাব হয়; তিনি সমুদায় পদার্থে বর্ত্তমান ও সমুদায় সুসম্পন্ন করেন। "ঈশ্বর রাজ্ঞীকে রক্ষা করুন," এই জাতীয় সংগীত গীত হইবার পর আলবার্ট আমার পার্শ্ব হইতে উঠিয়া গেলেন; এবং রাজনীতি-কুশল ও সুবিখ্যাত ব্যক্তিগণের সমবায় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিনায়করূপে আমার নিকট সুদীর্ঘ বিবরণী পাঠ করিলেন; আমি তাহার এক সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম। তৎপরে কেনূটার বরির প্রধান ধর্ম্মযাজক সংক্ষিপ্ত ও তৎকালোচিত এক প্রার্থনা করিলেন। আমরা আমাদিগের নির্দ্দিষ্টস্থানে প্রত্যাগমন করিলাম; আলবার্ট, লর্ড ব্রিজ্‌লবেনকে বলিলেন যে, প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইয়াছে, এ সমাচার ঘোষণা করুন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "রাজ্ঞী আমাকে প্রদর্শনী উদ্ঘাটনের বিষয় ঘোষণা করিতে আদেশ দিলেন।" চতুর্দ্দিক হইতে হর্ষধ্বনি ও ঢক্কাশব্দ উত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। কমিশনারগণ ও প্রদর্শনীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ, যাঁহারা এরূপ দৃঢ় পরিশ্রম করিয়া মহাগৌরবভাজন হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রকৃত সুখী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে প্যাক্সটনের (সার্ জোসেফ্ প্যাক্সটন) ন্যায় কেহ আনন্দিত হয়েন নাই;

তিনি অহঙ্কৃত হইতে পারেন। তিনি পূর্ব্বে সামান্য উদ্যান রচয়িতার কার্য্য করিতেন। সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। আমি অবশ্য এই দিবসের এক প্রীতিকর ঘটনার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইব না; সদাশয় বৃদ্ধ ডিউক অব্ ওয়েলিংটন তদীয় ৮২ তম জন্মদিবসে তাহার ধর্ম্মপুত্র শিশুকে (বর্ত্তমান ডিউক অব্ কন্টকে) দেখিতে আসিলেন। তিনি ৫ টার সময় আমাদিগের সমীপে আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে এক সুবর্ণের বাটী ও কতকগুলি খেলানা প্রদান করিলেন, আবার তাঁহাকে একটি ফুলের তোড়া দিলেন।”

৩রা মে কুমার রাজকীয় একাডেমীর নিমন্ত্রণে গমন করেন। তথায় যেরূপ আগ্রহ সহকারে তাঁহার স্বাস্থ্য উদ্দেশে মদ্যপীত হয়, তাহা তদানীন্তন প্রচলিত সাধারণের অভিমত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। ইংলণ্ড তাঁহার নিকট মহতী প্রদর্শনীর নিমিত্ত ঋণপাশে আবদ্ধ।

কুমার কতিপয় সপ্তাহ পরে ১৭ই জুন এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতাপ্রদান করিতে আহূত হয়েন। বৈদেশিক খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক সমাজের পঞ্চশতাধিক একশততম বাৎসরিক উৎসব উপস্থিত; কেন্‌টারবরির প্রধান ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। মহতী প্রদর্শনী দর্শনলালসায় ভারতবর্ষ ও ঔপনিবেশিক অধিকারের পরিদর্শক-গণ সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এইরূপ উৎসবে যোগদান করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। কুমার সভায় উপস্থিত হইলে, সমাজের উদ্দেশ্যের প্রতি সাধারণের সহৃদয়তা ও সাহায্যপ্রাপ্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, এইরূপ বিবেচিত হইল। লর্ড জন-রসেলের এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কুমারকে এই অনুরোধে স্বীকৃত হইতে সম্মতিপ্রদান করিলেন। তিনি

সমাজের উন্নতির বিষয়ে, আন্তরিক এরূপ ব্যগ্র যে, এই নিরন্তর নানাবিধ রাজকীয় কার্য্যে একান্ত পরিশ্রান্ত হইলেও, এবং আতিথেয়তাপ্রদর্শনে ব্যস্ত থাকায় এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও অবসর না থাকিলেও, তাঁহার উপদেশানুসারে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। কুমার স্বহস্তে নিম্ন লিখিত নিয়মাবলী প্রধান ধর্ম্ম-যাজকের সমীপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। "তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন যে, কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষের দ্বারা এই আন্দোলন প্রস্তাবিত হয় নাই; সকল প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক সভাতে উপস্থিত হইতে পারিবেন; কোনও খ্রীষ্টানসম্প্রদায় দোষাবহ জ্ঞান করিবে, এরূপ কোন কথা সভাস্থলে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।" তিনি এই নিয়মে স্বীকৃত হইলেন ও এই নিয়ম রক্ষিত হইয়াছিল। পরদিবস লর্ড জন রসেল রাজ্ঞীর সমীপে লিখিলেন যে, কুমারের বক্তৃতায় সুফল প্রদান করিয়াছে।

২০শে জুলাই রাজ্ঞী ও কুমার অসবরণে যাত্রা করিলেন; ৭ই আগষ্ট লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া পরদিবস পার্লিয়মেণ্টের অবকাশ প্রদান করিলেন। তাঁহারা সেই দিবস ও পর দিবস প্রদর্শনী পরিদর্শনে গমন করিলেন এবং তৎপরে তথা হইতে অসবরণে প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় কুমার কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত প্রদর্শনীতে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত টাকা কিরূপে ব্যয়িত হইবে, তাহা স্থির করিতে ব্যস্ত রহিলেন। এই সময় প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা সঞ্চিত ছিল, কেহ কেহ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, প্রদর্শনীগৃহ শীতকালীন উদ্যানরূপে ব্যবহৃত হইবে। যাঁহারা পূর্ব্বে প্রদর্শনীগৃহ প্রস্তুত হইবার সময় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই তাহা স্থানান্তরিত করিতে প্রতিবাদ করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন যে, উদ্বৃত্ত টাকার

কিয়দংশ গৃহক্রয়ে খরচ হওয়া উচিত; কিন্তু চিরস্থায়ী প্রয়োজনীয় বিষয়ে যাহা ব্যয়িত হইতে পারে, তাহা আমোদ প্রমোদে ব্যয় করিতে সম্মতি প্রদানে কুমার অস্বীকৃত হইলেন। ২৭শে আগষ্ট রাজ্ঞী ও কুমার অসবরণ পরিত্যাগ করিয়া ২৯শে বাল্‌মোরালে উপনীত হইলেন। পরদিন কুমারের পিতৃব্য সাক্স কোবর্গের রাজকুমার ফার্ডিনাণ্ডের মৃত্যুসমাচার উপস্থিত হইল।

৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত তাঁহারা বাল্‌মোরালে বাস করিলেন, তথায় কুমার আবশ্যকীয় বিশ্রাম সুখ অনুভবে সমর্থ হইলেন। তিনি মৃগয়ার আমোদে আসক্ত হইয়া স্বকীয় অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতাগুণে হাইলণ্ডীয় জনগণের গৌরবভাজন হইলেন। পর্ব্বতোপরি পদব্রজে পরিভ্রমণবিষয়ে তিনি তাহাদিগের মধ্যে বলবানদিগের সমকক্ষ হইয়াছিলেন। ইতিহাসপ্রণেতা হালাম এবং রসায়ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যারণ লীবেগ এই বাল্‌মোরাল বাসকালে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সার্ জেম্‌স্ ক্লার্কের স্মারকলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে তাঁহারা রাজ্ঞী ও কুমারের সরল ব্যবহারে এবং তৎপ্রতি প্রদর্শিতযত্নে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

রাজ্ঞী ও কুমার উইণ্ডসর দুর্গে প্রত্যাগমনকালে লিভারপুল ও মাঞ্চেষ্টার পরিদর্শন করিবেন এইরূপ স্থির হইল। তদনুসারে তাঁহারা তত্তৎস্থান পরিদর্শনে গমন পূর্ব্বক পরম সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়া ১১ই অক্টোবর উইণ্ডসরে প্রত্যাগমন করিলেন।

১৪ই অক্টোবর রাজ্ঞী শেষ প্রদর্শনী দর্শনে গমন করিলেন। তিনি বলিয়াছেন "ইহা দেখিতে এরূপ যে আমি যে শেষ দর্শন করিতেছি তাহা বিশ্বাস হয় না।" লর্ড জন রসেল রাজ্ঞীর

সমীপে প্রদর্শনী শেষের বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিয়াছেন যে “ভবিষ্যতে যতই কেন ইহার উন্নতি হউক না, কুমারের প্রথম প্রবর্ত্তয়িতৃরূপ যশ কেহই অপহরণে সমর্থ হইবে না। এই কার্য্যের সুখময় পরিণাম সাম্রাজ্য ও উপভোগ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ও নূতন মহাদেশের কোন সাধারণতন্ত্র রাজ্যও এরূপ মহৎ ও আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন করে নাই।”

৪ ঠা ডিসেম্বর অসবরণে রাজ্ঞীর নিকট সমাচার উপস্থিত হইল যে পারিশ নগরে প্রিন্স নেপোলিয়ন, ২ রা ডিসেম্বর দিবসে ফরাসী ব্যবস্থাপক সমাজ ভঙ্গ করিয়া নিয়মতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়াছেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১৬ ই ফেব্রুয়ারি লর্ড জন রসেল কমন্স সভার এক কমিটীতে (সভায়) দেশের রক্ষাবিধানের উপায়সমূহ বিশদরূপে বর্ণনা করিলেন; কিন্তু স্থানীয় সৈন্যের প্রতিকূলে লর্ড পামারষ্টোন যে তর্কবিতর্ক করেন, তাহা কমন্স সভার সভ্যগণ এরূপভাবে শ্রবণ করিলেন যে, স্বকীয় প্রস্তাবিত উপায়ের উপযোগীতা বিষয়ে লর্ড জন-রসেল বিশ্বাস বিচলিত হইল। এই কালে লর্ড পামারষ্টোন কমন্স সভায় যে সহানুভূতি প্রাপ্ত হয়েন, তাহা তিনি কখনও বিস্মৃত হয়েন নাই। কতিপয় দিবস পরে ২০ শে ফেব্রুয়ারি কমিটী (সভা) স্বমত প্রচার করিলেন; এবং দেশের সৈনিক-বিষয়ক নিয়মাবলী সংশোধনের নিমিত্ত এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তাব করিতে সম্মতিপ্রদান করিলেন। এই প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সংখ্যায় হ্রাস হইলে, লর্ড জন রসেল প্রচার করিলেন যে, দেশের অতি প্রয়োজনীয় এইরূপ ব্যাপারে কমন্স সভা সম্মতি প্রদান না করাতে মন্ত্রীপক্ষ যে পার্লিয়মেণ্টের বিশ্বাস হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই।

পরদিবস মন্ত্রিগণ রাজ্ঞীর হস্তে পদপরিত্যাগপত্রিকা প্রদান করিলেন। লর্ড ডর্বি অভিনব মন্ত্রিদল গঠন করিলেন। ডিস্‌রেলি (ভূতপূর্ব্ব লর্ড বিকন্সফিল্ড) কোষাধ্যক্ষ সভার সভাপতি ও কমন্স সভার নেতৃস্বরূপ নিয়োজিত হইলেন। সচিব পদের বিপদরাশি অতিক্রম করিতে অসাধারণ সাহস প্রয়োজনীয়; লর্ড ডর্বির ও ডিস্‌রেলির এই গুণের অভাব ছিল না। অধিকন্তু তাঁহারা অধ্যবসায় ও ক্ষমতাশালী হওয়াতে দেশের সাধারণ কার্য্যসমূহ কেবলমাত্র সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন ইহা নহে; পরন্তু কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যবহার ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সংশোধন প্রবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হয়েন। প্রথমতঃ তাঁহারা সাধারণ লোকের সন্তোষ উৎপাদনের নিমিত্ত দেশের সৈনিকবিষয়ক পাণ্ডুলিপির প্রস্তাব করিলেন। হোম সেক্রেটরি ওয়াল্‌পোল এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলে সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। জুন মাসের শেষে ইহা বিধিবদ্ধ হইল। একদিকে লর্ড জনরসেল অল্পতর ফলপ্রদ দেশ রক্ষার উপায় প্রবর্ত্তিত করিতে প্রতিহত হইয়া এই বিধির বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং অপর দিকে ডিউক অব্‌ ওয়েলিংটন ইহার অনুকূলে যুক্তি প্রদান পূর্ব্বক যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। লর্ড গৃহে এইটি ডিউকের শেষ বক্তৃতা। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমর বক্তব্য এই যে, আপনাদিগের সৈনিকবিভাগে যে সৈন্য আছে, তাহা আপনাদিগের বিভিন্ন বিভিন্ন অধিকারসমূহে প্রহরীকার্য্যে নিযুক্ত সৈনিকদিগকে বিশ্রামপ্রদানেও যথেষ্ট নহে। আপনাদিগের বর্ত্তমান শান্তি রক্ষার অবস্থা এক্ষণে যেরূপ ও দশ বৎসর পূর্ব্বেও এইরূপ, ছিল। আমার এই সামান্য মাত্র অভিলাষ যে আপনারা প্রথমতঃ আমাদিগকে কেবলাত্র নিয়মতন্ত্রের শান্তিসংস্থাপনোপযোগী

সৈন্য প্রদান করুন। এরূপ সৈন্য প্রাপ্ত হওয়ার পর আপনাদিগের অভিলষিতানুরূপ কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হইবেন। প্রতি বিষয়ের আরম্ভ আছে এবং প্রস্তাবিত বিধিটি এই বিষয়ের আরম্ভ মাত্র। আপনারা এখন হইতে আরম্ভ করিলে কতিপয় মাসের মধ্যে সৈন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে সক্ষম হইবেন। আমার অনুরোধ যে, আপনারা এই শান্তিসংস্থাপনোপযোগী উপায় অবলম্বন করুন; তাহা হইলে নিয়মতন্ত্রের বল বৃদ্ধি হইবে।"

এই বৎসর পার্লিয়মেণ্টের সত্বর অবকাশ হওয়াতে অধিবেশনকাল সংক্ষেপ হইয়া আসিল। জুন মাসের শেষভাগে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত প্রধান প্রধান বিষয়সমূহে মহাসভার সম্মতিলাভে সমর্থ হইলেন। সৈনিক আইন বিধিবদ্ধ, নিউজিলণ্ডে নিয়মতন্ত্র প্রবর্ত্তিত, এবং নানাবিধ প্রধান প্রধান বিধি ও স্বাস্থ্যসংশোধনের প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল। মন্ত্রিদল দেশের সমীপে স্বকার্য্য প্রখ্যাপনকালে দেখাইলেন যে যদিও তাঁহারা শাসনকার্য্যে অভিনব প্রবর্ত্তিত, তথাপি তাঁহাদিগের কার্য্যে কোনওরূপ ভ্রম অথবা কার্য্যকুশলতার অভাব ঘটে নাই। ১ লা জুলাই রাজ্ঞী স্বয়ং পার্লিয়মেণ্টের অবকাশ প্রদান করিয়া অসবরণ যাত্রা করিলেন।

অসবরণ বাসকালে মধ্যে মধ্যে তাঁহারা সমুদ্রপরিভ্রমণে নির্গত হইতেন। এই কালে বেল্‌জিয়মের রাজা লিওপোল্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ৩০ শে আগষ্ট তাঁহারা অসবরণ পরিত্যাগ করিয়া এডিনবরা দিয়া বাল্‌মোরালে যাত্রা করিলেন।

১ লা সেপ্টেম্বর বালমোরালে উপনীত হইয়া কুমার প্রথমতঃ জমিদারীর উন্নতিবিধানে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে রাজ্ঞীর নিকট সমাচার আসিল যে, জন কাম্‌ডেন নীল্ড নামক

জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি মৃত্যুকালে রাজ্ঞীকে বহুল সম্পত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ৬ই সেপ্টেম্বর রাজ্ঞী, রাজা লিওপোল্ডের সমীপে লিখিলেন, "রাজ্ঞীকে সম্পত্তি দান করিলে নিরর্থক হইবে না, প্রজাগণের যে এরূপ বিশ্বাস আছে, ইহা আশ্চর্য্যজনক হইলেও সন্তোষকর। যাহা, হউক এই ভদ্র বৃদ্ধ ব্যক্তি কিজন্য এরূপ করিলেন, তদ্বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে আমি অতিশয় কৌতুহলাক্রান্তা হইয়াছি।" বেডফোর্ডের প্রধান ধর্ম্মযাজক ডাক্তার টেথাম নামক জনৈক একজিকিউটর (কার্য্যনির্ব্বাহক) কিয়দ্দিবস পরে বাল্‌মোরালে উপনীত হইয়া উইলের সমস্ত ব্যাপার রাজ্ঞীকে অবগত করিলেন। নীল্ড একজন বারিষ্টর (ব্যবহারজীবী) ছিলেন। তিনি সুশিক্ষিত ও বাগ্মী কিন্তু কৃপণ ও সঞ্চয়শীল ছিলেন। তদীয় পিতার মৃত্যুর পর তিনি পৈতৃক অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন; সেই সম্পত্তি তাঁহার হস্তে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ভিন্ন অন্য কোনরূপে কিছুমাত্র ব্যয় করিতেন না। তাঁহার কোনও আত্মীয় ছিলেন কি না তাহা তিনি জানিতেন না ও তাঁহারাও তাঁহাকে অবগত ছিলেন না। অতএব তিনি রাজ্ঞীকে সমুদায় সম্পত্তি দান করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া সমুদায় সম্পত্তি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন; কেবল সামান্যমাত্র সম্পত্তি অপর অপর ব্যক্তিকে দান করিয়াছিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে ১৬ই সেপ্টেম্বর রাজ্ঞী ও কুমারের সমীপে অন্যবিধ এক সমাচার উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাদিগের হাইলণ্ড বাস বিষাদময়রূপে পরিণত হইল। কর্ণেল ফিপ্সের সমীপ হইতে সংবাদ আসিল যে, সকলের পরিচিত সদাশয় ও বৃদ্ধ ব্যক্তি আর পুনরায় দৃষ্টিগোচর হইবেন না; ১৪ই সেপ্টেম্বর ডিউক অব্ ওয়েলিংটন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ১০ই আগষ্ট

কুমার বেল্‌জিয়ম গমন কালীন ওয়ামার দুর্গে তাঁহার সহিত অল্পক্ষণের নিমিত্ত সাক্ষাৎ করেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর রাজ্ঞী রাজা লিওপোল্ডকে লিখিলেন "প্রিয়তম, সদাশয় ডিউক অব্ ওয়েলিংটেনের মৃত্যুতে আমরা ও সমগ্র ইংরেজজাতি যেরূপ, ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, তাহাতে আপনি অবশ্যই আমাদিগের ন্যায় দুঃখিত হইবেন। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ও দেশের গৌরবভাজন ছিলেন, তাঁহার অসাধারণ রাজভক্তি ছিল, এবং তিনি সর্ব্বদাই রাজ্যের সাহায্যকারী ছিলেন। তিনি আমাদিগের প্রকৃত মিত্র ও উপদেশক ছিলেন। আমরা সত্বর অসহায় বলিয়া প্রতীত হইব। কেবল আবার্ডিন্ আমাদিগের তৎসদৃশ একমাত্র মিত্র রহিলেন। মেল্‌বোরন্, পীল, লিভারপুল ইঁহারা ক্রমে ক্রমে গত হইয়াছেন এক্ষণে ডিউকও উপরত হইলেন। আলবার্ট অতিশয় শোকাতুর হইয়াছেন ডিউক তাঁহার প্রতি সমধিক বিশ্বাস ও অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেন।"

তৎকালে সৌভাগ্যক্রমে মন্ত্রিসমাজের প্রতিনিধিরূপে লর্ড ডর্বি বাল্‌মোরালে উপনীত থাকাতে ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতির পদ সত্বর পরিপূরণ হইয়াছিল ; অন্যথা বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা ছিল। ডিউকের মৃত্যু হওয়াতে সৈনিক বিভাগের নিয়োজন সম্বন্ধে রাজ্ঞী ও প্রধান মন্ত্রী উভয়ে পৃথক পৃথক একই রূপ স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর, লর্ড ডর্বি, লর্ড হার্ডিঞ্জকে অবগত করিলেন যে, রাজ্ঞী ও তাঁহার বিবেচনায় তিনিই প্রধান সেনাপতি পদের উপযুক্ত এবং তাঁহাকে নিয়োজন করিলে তাঁহারা নিরাপদ হইবেন। সেই দিবস লর্ড ফিট্‌জরয় সমার্‌সেট্ রসদের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন। পূর্ব্বে ঐ পদে লর্ড হার্ডিঞ্জ নিযুক্ত ছিলেন। ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের মৃত্যু হইলে পর, ২২শে সেপ্টেম্বর, লর্ড

ডর্বির সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্ঞীর অনুমত্যানুসারে যে নিয়মাবলী সৈনিকগণের প্রতি প্রচারিত হয়, তাহার নিম্নলিখিত অংশ দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ইহা কুমারের স্বরচিত। তাহা এই যে, "ডিউক অব্ ওয়েলিংটন অপরকে সৈনিকস্বভাবের ভিত্তিস্বরূপ যে আজ্ঞাপ্রতিপালনরূপ নীতি অনুসরণ করিতে আদেশ করিতেন, তাহা তিনি স্বয়ং পরিপালনে বিমুখ হইতেন না; এবং রাজ্ঞীর অভিমত যে, ইংলণ্ডের প্রধানতম সেনাপতি, সৈন্যগণের অনুসরণীয় যে সমুদায় উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সৈনিকগণ স্ব স্ব জীবনের প্রত্যেক বিষয়ে তদীয় নীতির অনুসরণ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি তৎপরতা ও অবিচলতা প্রদর্শনে যত্নবান হইবে।"

রাজ্ঞী, ডিউকের মৃত্যু সমাচার উপস্থিত হওয়াবধি তদীয় মৃতদেহের প্রতি কিরূপ শেষ সম্মান প্রদত্ত হইবে তদ্বিষয়ে চিন্তিত হইলেন। ডিউক স্বকীয় সমাধি প্রদান বিষয়ে কোনও উপদেশ প্রদান করেন নাই। লর্ড নেল্‌সনের ন্যায় তাঁহারও সমাধিক্রিয়া সাধারণ ব্যয়ে সম্পাদিত হইবার আদেশ রাজ্ঞী প্রদান করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং কেবল তাঁহাকে সম্মান প্রদান না করিয়া সমগ্র ইংরেজজাতি তাঁহাদিগের প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা সম্মতি প্রদান করিয়া এই কার্য্যের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, এবং তাহা হইলে ইংলণ্ডের গৌরবের ও শোকের যুগপৎ বিষয়ীভূত ব্যক্তির প্রতি তিনিও প্রজাবৃন্দ একত্রে সম্মান প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন। নবেম্বরের পূর্ব্বে পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশন হইবে না; তজ্জন্য পার্লিয়মেণ্টের উভয় সভার সম্মতি প্রদান কাল পর্য্যন্ত ডিউকের দেহ রক্ষিবর্গের তত্ত্বাবধারণে রহিল। ১১ই নবেম্বর পার্লিয়মেণ্টে অনুমোদিত হইল যে, সাধারণ ব্যয়ে পরম সমারোহে ডিউকের

দেহ সেণ্টপলের গির্জার মধ্যে সমাহিত হইবে; তথায় তাঁহার দেহ নেল্‌সনের পার্শ্বে রক্ষিত হইবে। এইরূপে ইংলণ্ডের ইতিহাসের গৌরব বর্দ্ধয়িতা প্রধানতম জলযোদ্ধার পার্শ্বে প্রধান স্থলযোদ্ধা সংস্থাপিত হইবার আদেশ হইল।

এই প্রস্তাব অনুসারে ডিউক মহোদয়ের সমাধির দিবস উপস্থিত হইলে সমগ্র ইংরেজজাতি যেরূপ সহৃদয়তার সহিত তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এরূপ গৌরব কোনও মহৎ ব্যক্তির প্রতি প্রদর্শিত হয় নাই। পার্লিয়মেণ্টে এবং অন্যত্র, স্মরণ ও কল্পনাশক্তি দ্বারা বক্তৃতায় যেরূপ তাহার সদ্‌গুণের প্রশংসা হইতে পারে তাহা প্রকটিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক সেই নবেম্বর মাসের ভয়ানক শীতের সময় যে. সহস্র সহস্র ব্যক্তি সমাধিক্রিয়া সম্পাদনার্থ মৃতদেহ বহনকারী ও সমভিব্যাহারী ব্যক্তিগণকে পরিদর্শন করিতে দণ্ডায়মানছিল; এবং সর্ব্বত্র নিস্তব্ধতা দ্বারা, মৃত ডিউকের প্রতি যে গভীর ও সাধারণ সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছিল, এই সমুদায় বিষয় ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে অধিকতর গৌরবের সহিত উল্লিখিত হইবে।

কেবল ইংলণ্ডই যে, এই সুবিখ্যাত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। অস্ট্রিয়া ভিন্ন ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশসমূহ ডিউকের সমাধিপ্রদানকালে প্রতিনিধি প্রেরণকরতঃ তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। এইকালে ইংলণ্ডের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করাতে সকলেই অস্ট্রিয়ার উপর ঘৃণাপ্রকাশ করিতে লাগিল। সমাধিদানের পরদিবস লর্ড ডর্বি লর্ডসভায় বলিলেন "প্রজাবৃন্দ এবং মিত্র পরিদর্শকবর্গ সুবিখ্যাত মৃতব্যক্তির প্রতি সমুচিত সম্মানপ্রদর্শন করাতে আমার গৌরবভাজন হইলেন; বিশেষতঃ সদাশয়

মিত্র ফরাসিজাতি প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান ও গৌরব প্রদর্শন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা আমার সবিশেষ সম্মানভাজন। তাঁহারা তাঁহাকে তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান করিতেন। তাঁহার যশ কিম্বা গৌরব উদ্দেশ্য ছিল না। চির-শান্তিই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। আমরা প্রধানতম বীরপুরুষের সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম; কিন্তু তিনি যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা-প্রদর্শন করিতেন; কখনও যুদ্ধে আসক্ত ছিলেন না।” যখন সমাধিপ্রদানের নিমিত্ত বহনকারী ও তৎসমভিব্যাহারী ব্যক্তি-গণ ডিউকের মৃতদেহ লইয়া প্রধানসেনাপতির কার্য্যস্থান হইতে কন্‌ষ্টিটিউসনাল পর্ব্বতাভিমুখে গমন করেন ও পুনরায় সেণ্টজেমস্ প্রাসাদ হইতে সেণ্টজেমস্ ষ্ট্রীটদিয়া পল্‌মল ষ্ট্রীটে প্রবেশ করেন, তখন রাজ্ঞী বকিংহাম রাজপ্রাসাদ হইতে তাহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

১২ই অক্টোবর রাজ্ঞী বাল্‌মোরাল পরিত্যাগ করিয়া, ১৪ই তারিখে সায়ংকালে উইণ্ডসর দুর্গে উপনীত হইলেন। ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের মৃত্যুর পর ত্রিনিটী হাউসের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হয়। কুমার উইণ্ডসরে প্রত্যাগমনের কিয়দ্দিবস কেবল পরে সেই পদে নিয়োজিত হইলেন। তিনি সচরাচর যেরূপ কেবলমাত্র সম্মানজনক পদ গ্রহণ করিতেন না সেইরূপ এই দায়িত্বশূন্য পদটি কেবল সম্মানজনক হওয়ায় গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি এই সমাজের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্যের বিষয় সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইলেন। কতিপয় মাস পরে গবর্ণমেণ্ট যে সমুদায় সংশোধন কার্য্যপ্রবর্ত্তিত করেন, তাহা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং তিনি স্বীয় জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত ত্রিনিটী হাউসের উন্নতিসাধনে যত্নবান ছিলেন। প্রতি বৎসর বাৎসরিক উৎসবের সময় তিনি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিতেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তিনি তথায় প্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎকালে সত্বর স্থলসৈন্য ও জলযোদ্ধৃবৃন্দের ভয়ানক পরীক্ষা উপস্থিত হইবে এই বিশ্বাসে, তিনি তাহাদিগের উন্নতি সাধন করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিতেছিলেন। তাহাদিগের স্বাস্থ্য উদ্দেশে মদ্যপান প্রস্তাবের সময় তাঁহার মুখ হইতে নিম্নলিখিত বাক্যাবলি নির্গত হইয়াছিল। "আমরা ধনী, সমৃদ্ধিবান্ ও সুখী, অতএব স্বভাবতঃই শান্তি-

আমার বিশ্বাস যে, আমরা প্রতিদিন সভ্যতা ও ধর্ম্মজ্ঞানে উন্নতি-লাভ করিতেছি। তদনুসারে আমরা প্রতিদিন ক্রমে ক্রমে পরম দয়ালু পিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে যে সমস্ত সুখস্বচ্ছন্দ প্রদান করিয়াছেন, তাহার সুখ ও শান্তির বিস্তার ও রক্ষণই মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতেছি। যাহা হউক, আমাদিগের যেন এরূপ দিন উপস্থিত না হয়, যখন আমরা ধন, বিলাস উপভোগ করিয়া ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইব, অথবা ধন ও সুখভোগে লোলুপ বশতঃ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া স্বকীয় গৌরব ও কর্ত্তব্যকার্য্যের প্রতি পরাঙ্মুখতা প্রদর্শন করিব।

রাজ্ঞীর ভগিনী, প্রিন্স হোহেনলোর পত্নী ইংলণ্ডে কতিপয় মাস অবস্থিতি করেন। তিনি ডচেস্ অব্ কেণ্টের প্রথম স্বামী লিনিঞ্জেনের রাজকুমার ইমিক্ চার্লসের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও প্রকৃতি গম্ভীর ছিল; কুমারের সহিত তাঁহার সত্বর সহৃদয় মিত্রতা জন্মিল। কুমার স্বগৃহ মধ্যে সরল, উদার, সহৃদয় ও স্বভাবতঃ প্রফুল্লচেতা; কিন্তু সাধারণ জন-সমক্ষে গম্ভীর ও মিত্রভাষী ছিলেন। রাজকুমারীর পত্রে যাহা কিছু উল্লিখিত আছে তাহাতে কুমারের চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জার্ম্মাণিতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্ঞীর সমীপে যে পত্র লিখেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। "পুনরায় ইংলণ্ডে বাস করা কতই আমোদজনক! তথায় নানাবিধ চিন্তনীয় বিষয়সমূহ দর্শন ও শ্রবণ করিতে এবং বিশেষতঃ আপনার প্রিয়তম আলবার্টের সহিত একত্রে বাস করিতে পারা যায়। বিবিধ বিষয়ে তাঁহার অভিমত শ্রবণ করিয়া চিত্তের দৃঢ়তাসাধন এবং সন্দিগ্ধ বিষয়সমূহ এক্ষণে স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে। তদীয় অভিমতাবলী ও তৎসমুদায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতার নিমিত্ত তিনি ধন্যবাদার্হ।"

ভীত ব্যক্তিগণ অধিক দিবস জীবনধারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু ভীত মন্ত্রিদল সংখ্যায় হ্রাস হইলে অধিককাল পদস্থ থাকিতে পারে না। সত্বর প্রকাশিত হইল যে, লর্ড ডর্বির পক্ষ অত্যল্পকালের নিমিত্ত স্বপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৩ রা ডিসেম্বর ডিস্‌রেলি সবিশেষ নিপুণতা-সহকারে বক্তৃতা প্রদান করিয়া আয়ব্যয় বিবরণীর প্রস্তাব করিলেন। সভ্যগণ ৫ ঘটিকার অধিককাল নিস্তব্ধভাবে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন। এই প্রস্তাবে বিয়ার মত্তের কর, আব্‌গারির ও অন্যান্য করের হ্রাস হইবে। তজ্জন্য প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ ধাকা আয় কম হইবে। শতকরা ৫০ টাকা হিসাবে গৃহকরের বৃদ্ধির ও কৃষকদিগের লাভের উপর ইন্‌কম টাক্সের হার শতকরা ৫০ টাকা হিসাবে হ্রাসেরও প্রস্তাব হয়। প্রায় চারি রাত্রি ব্যাপিয়া ভয়ানক বাদানুবাদ চলিল। পরে মিঃ গ্লাড্‌ষ্টোন এক বক্তৃতা প্রদান করিলে, ১৭ই নবেম্বর রাত্রি চারিটার সময় বাদানুবাদ শেষ হইল। এই সুবিখ্যাত বক্তৃতা-গুণে প্রস্তাবিত বিষয়ে আর কোনওরূপ সন্দেহ রহিল না। যাহা হউক সকলের সম্মতি গ্রহণ করিয়া দেখা গেল যে মন্ত্রী-পক্ষ সংখ্যায় অনেক ন্যূন। তৎকালে রাজ্ঞী অসবরণে বাস করিতেছিলেন। তৎপরে এক ঘটিকার মধ্যে লর্ড ডর্বি রাজ্ঞীর সমীপে স্বকীয় পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিলেন; এবং সেই দিবস সায়ংকালে রাজ্ঞীর হস্তে পদপরি-ত্যাগের পত্রিকা প্রদান করিলেন। রাজ্ঞী লর্ড আবার্ডিনকে নূতন মন্ত্রিদল গঠিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ২৮ শে তারিখে অভিনব মন্ত্রিদল নিয়োগপত্রিকা প্রাপ্ত হইলেন।

৭ই নবেম্বর ফরাসী সেনেট সভার অভিপ্রায়ানুসারে ফ্রান্সে সম্রাট বংশ প্রতিষ্ঠিত হইল; এবং অভিনব সম্রাট লুই নেপো-

লিয়নের সর্ব্বত্র শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্য সমধিকরূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজগণেরও তাঁহার এই সম্রাট উপাধি এবং তাঁহাদিগের তুল্যতা স্বীকার করা অতিশয় প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমান সন্ধি অনুসারে দেশের সীমানির্দ্ধারণ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলে রাজগণের তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইবার সম্ভাবনা। তিনি তদ্বিষয়ে স্বীকৃত হইলেন এবং ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়া তাঁহার তৃতীয় নেপোলিয়ান উপাধি প্রদানে ও 'প্রিয় ভ্রাতঃ' বলিয়া সম্বোধন করিতে সম্মত হইলেন। ইংলণ্ড কোনও প্রকার প্রতিবাদ না করিয়া তাঁহাকে 'প্রিয় ভ্রাতঃ' বলিয়া সম্বোধন করিতে সম্মত হইলেন। ফ্রান্স নেপোলিয়নকে তদীয় সম্রাটপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন; অন্যান্য জাতির রাজগণের ন্যায় তদীয় রাজার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করা উচিত। অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়া, ইংলণ্ডীয় উদাহরণের অনুসরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা রুশিয়ার সহিত অনৈক্যভাবে কার্য্য করিবার অনভিলাষী হওয়াতে কিয়ৎ পরিমাণে কেবলমাত্র কালবিলম্ব করিয়াছিলেন। রুশিয়া ভ্রাতৃভাবে সম্বোধনে স্বীকৃত হইলেন না, কেবল মাত্র নূতন রাজবংশ ও রাজাকে স্বীকার করিলেন। রুশিয়ার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে ফরাসিসম্রাট এ বিষয়ে পীড়াপীড়ি করিলেন না; কিন্তু তিনি কিংবা ফরাসিজাতি এ বিষয় কখন বিস্মৃত হয়েন নাই। সকলেই তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তিনি দেখিতে পাইলেন যে, কেহ তাঁহার সহিত পরিণয় সম্বন্ধস্থাপনে সম্মত নহেন। তিনি স্বয়ং ফরাসী সেনেটসভার ও ব্যবস্থাপক সমাজে যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে ইউরোপের রাজবর্গ ও অন্যান্য জনগণ একবারে বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি

সৌভাগ্যক্রমে ইউরোপীয় ব্যক্তিগণের সমক্ষে এই মহতী-জাতির অভিপ্রায়ানুসারে উন্নততম পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কোনও অপরিচিতা স্ত্রীলোককে বিবাহ করা অপেক্ষা প্রেমবতী সম্মানকারিণীকে বিবাহ করা শ্রেয়স্কর বিবেচনায় তিনি এক পত্নী মনোনিত করিয়াছেন। তিনি পিতৃব্য নেপোলিয়নের প্রথম পত্নী সম্রাট জোসেফিনের ন্যায় কোনও রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ক্রমে ক্রমে প্রচারিত হইল যে, তিনি ইউজিনির প্রেমে আসক্ত; ইনিই পরে সম্রাট ইউজিনি নামে অভিহিত হয়েন। এই সমাচার প্রচারিত হইলে, তাঁহাদ্বারা ইউরোপের শান্তি কখন যে বিনষ্ট হইবে না তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

এই কালে ইংলণ্ডে জল ও স্থল যোদ্ধৃবর্গের উন্নতিবিধানে অভিনিবেশ প্রদান করাতে সুফল প্রদান করিল। সমস্ত দেশ তাহাদিগের উন্নতিবিধানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের যত্নে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। কুমারের পরামর্শ অনুসারে সৈনিক-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ সৈন্যগণের পরীক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধশিক্ষা-ক্ষেত্রের উপযোগিতা অববোধ করিতে সক্ষম হইলেন। এতদভি-প্রায়ে ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ মাসে বিবিধ স্থান পর্য্যবেক্ষণ করা হইল; অবশেষে চভাম নামক ক্ষেত্র স্থিরীকৃত হইল। চির-স্থায়ী রণশিক্ষার স্থাননির্দ্দেশের নিমিত্ত রাজ্ঞী ও কুমার গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন; এবং এই বৎসরের শেষভাগে অল্ডার সট্ ক্যাম্প নামক রণশিক্ষার ক্ষেত্র ক্রয় করা হইল।

১০ই ফেব্রুয়ারি পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশন হইল। এপ্রেলের প্রথমে গ্লাড্ষ্টোন তাঁহার আয় ব্যয় বিবরণীর প্রস্তাবনাকালে এক সুদীর্ঘ মনোহারিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে

তাঁহার বাগ্মিতাশক্তির পরিচয় ও সার্ রবার্ট পীলের ন্যায় আয়-ব্যয়বিষয়ক অভিজ্ঞতা প্রদর্শিত হইয়াছিল। তৎপ্রদত্ত বিবরণীতে প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত রহিল।

সার্ চার্লস্ উড ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টবিষয়ক পাণ্ডুলিপির অবতারণা করেন। পরিবর্ত্তনকারিগণ যেরূপ প্রধান প্রধান পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছিলেন ও যাহা ঘটনার পরিবর্ত্তনানুসারে পরে প্রবর্ত্তিত হয় ইহা তাহার সূত্রপাত মাত্র। যাহা হউক এই পাণ্ডুলিপিতে ভারত সিবিল—সার্বিসের গুরুতর ও অধিকবেতনের পদসমূহ ভবিষ্যতে পরীক্ষা দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী-দিগকে প্রদান করিবার কথা উল্লিখিত ছিল।

কুমার আজীবন যে বিষয় অনুশীলন করিতে প্রিয় ছিলেন, এই বৎসরের প্রথম ভাগে তিনি তাহাতেই ব্যাপৃত রহিলেন। সমুদায় চিত্রকর অপেক্ষা তিনি রাফেলের প্রশংসা করিতেন; এবং উইণ্ডসর দুর্গে রাফেলের যে সকল চিত্র ছিল, তাহার সহিত সেই প্রধান চিত্রকরের অন্যান্য চিত্রাবলীর, ফটোগ্রাফ কিংবা ক্ষোদিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া সমুদায় একত্রিত করিতে মনস্থ করিলেন। কুমারের এইরূপ সঙ্কল্প সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হইলে চিত্রবিদ্যাধ্যায়ণকারিগণের যে অসামান্য উপকার দর্শিবে, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। তদীয় জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত তিনি এই বিষয়ে সমভাবে আগ্রহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালেও এই সংগ্রহ কার্য্যের শেষ হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্ঞী স্বয়ং যথাসম্ভব এই কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়াছেন। উইণ্ডসর দুর্গের রাজকীয় পুস্তকালয় এক্ষণে শিল্পবিষয়ক বহুমূল্য সম্পত্তি স্বরূপ হইয়াছে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ এই রাজকীয় দুর্গের অধিকাংশ মূল্যবান সম্পত্তি বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ঐ দিবস রাজ্ঞী ও তৎপরিবার-

বর্গ গুড্‌ফ্রাইডের অবকাশে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাত্রি সার্দ্ধ দশ ঘটিকার সময় দুর্গের বায়ুকোণস্থিত ভোজনাগারে অগ্নি লাগিল; এবং তন্নিকটবর্ত্তী গৃহসমূহে মহামূল্য প্রধান প্রধান গৃহসজ্জা ও শিল্পকার্য্য ছিল। যাহা হউক, অগ্নি ঐ একটি মাত্র গৃহ ধ্বংশ করিয়া প্রশমিত হইল। যদ্যপি অগ্নি সমধিক বিস্তৃতি লাভ করিত, তাহা হইলে দুর্গ রক্ষা করা দুরূহ হইত। কেবল মাত্র সুচারু ভোজন গৃহটিই বিনষ্ট হইয়াছিল।

কুমার স্বীয় বিমাতার সমীপে ৭ ই এপ্রেল তদীয় চতুর্থ পুত্র বকিংহাম প্রাসাদে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, এই সমাচার প্রদান করেন। রাজ্ঞী সত্বর আরোগ্যলাভ করিলেন; কতিপয় দিবসের মধ্যে স্বীয় মাতুল রাজা লিওপোল্ডের সমীপে স্বকীয় আরোগ্যলাভ সংবাদ প্রদানে সক্ষম হইলেন। "আমি আরোগ্যলাভ করিয়াছি এই সংবাদ দিতে পারি; কারণ আমি কখনও ইহাপেক্ষা বলিষ্ঠা ও স্বাস্থ্যবতী ছিলাম না। বোধ হয় ষ্টক্‌মার মহাশয়কে বিদিত করিয়া থাকিবেন যে, বালকের নাম লিওপোল্ড হইবে। আমার নিকট এই নাম অধিকতর প্রিয়, কেবল আলবার্ট নামটি প্রিয়তম। ইহা দ্বারা আমার বাল্যকালের স্মৃতি উদ্দীপিত হয়। পুনরায় 'রাজকুমার লিওপোল্ডের' নাম শ্রবণ করিলে পর অতীত দিবস আমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে। তাহার অন্য নাম জর্জ, ডন্‌কান্‌ ও আলবার্ট। হানোভারের রাজাআর্নেষ্ট হোহেন্‌লো, প্রুশিয়ার রাজকুমার-পত্নী এবং কেম্ব্রিজের রাজকুমারী মেরী এই বালকের ধর্ম্মপিতা ও ধর্ম্মমাতা হইবেন। হানোভারের রাজার নামানুসারে জর্জ নাম এবং স্কট্‌লণ্ডের স্মরণার্থ ডন্‌কান্‌ নাম রক্ষিত হইবে। ২৮ শে জুন বকিংহাম প্রাসাদের উপাসনালয়ে শিশু রাজকুমারের

দীক্ষা ও নামকরণ হয়। ইঁনি পরে ডিউক অব্ আল্‌বানি নামে অভিহিত হয়েন। তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে এপ্রেল ওয়াল্‌ডেক্ পীরমণ্টের রাজকুমারী হেলেনকে বিবাহ করেন; ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৮ শে মার্চ্চ দুইটি পুত্র রাখিয়া অকালে কাল-গ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন।

২৩ শে এপ্রেল রাজ্ঞী অসবরণ যাত্রা করিলেন। তৎকালে গুড্‌ফ্রাইডে পর্ব্বোপলক্ষে পার্লিয়মেণ্টের অবকাশ হওয়াতে তাঁহারা দীর্ঘকাল অসবরণে বিশুদ্ধ বায়ু ও বিশ্রামসুখ উপ-ভোগ করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহারা ২৭ শে মে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন।

১৪ ই জুন সৈন্যদিগের প্রথমদল, চভামের যুদ্ধশিক্ষাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। যথানির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন স্থান হইতে পৃথক পৃথক সৈন্যদল যেরূপ দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রায় দুই মাইল স্থান অধিকার পূর্ব্বক শিবির সন্নিবেশ করিল তাহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। পর দিবস কুমার সামান্য পরিচ্ছদে ডিউক অব্ কেম্ব্রিজের সহিত সৈন্যগণের সুশৃঙ্খলতা পরিদর্শনে গমন করিলেন। ২১ শে জুন রাজ্ঞীর সম্মুখে যে সমস্ত রণকৌশল পরীক্ষিত হইবে ইহা তাহার ভূমিকামাত্র। সেইদিন অতি প্রত্যুষে রাজ্ঞী ও কুমার, হানোভারের রাজা ও ডিউক অব্ কোবর্গের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী সৈনিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অশ্বারোহণে কুমার ও রাজন্যগণ সমভিব্যাহারে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান সৈন্যগণের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিলেন; এবং তৎপরে সমীপবর্ত্তী উচ্চস্থান হইতে সৈন্যগণের অবতরণ অবলোকন করিলেন। ন্যূনাধিক একলক্ষ পরিদর্শক এই অলৌকিক, মনুষ্যনাশবিরহিত মনোহর

রণদৃশ্য দর্শন করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২৫ শে জুন সৈন্য-গণ চারি, পাঁচ ঘণ্টাকাল রণকৌশল প্রদর্শন করিলে পর, কুমার রক্ষিবর্গের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সেই দিবস সর্দ্দি বোধ হওয়াতে নগরে প্রত্যাগমন করেন, এবং কতিপয় দিবসের মধ্যে তাঁহার হাম হইল। সুতরাং তিনি আর যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে সক্ষম হইলেন না। ২০ শে আগষ্ট সৈন্যগণের রণকৌশল প্রদর্শন শেষ হইল। এইকালে সৈন্যগণ যেরূপ দক্ষতাপ্রকাশ করিল, তাহা প্রীতিপ্রদ ও আগামী ক্রিমিয়া যুদ্ধের উপযোগী বলিয়া বোধ হইল।

কতিপয় দিবস অতিক্রান্ত হইলে স্পিট্হেডে রণতরি সমূহের রণকৌশল পরিদর্শিত হইল; ইংলণ্ডাধিবাসিগণ সোৎসুকভাবে ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। এরূপ রণতরির সমাবেশ কখনও হয় নাই। কি নিকটবর্ত্তী স্থান, কি দূরদেশ, সর্ব্বত্র হইতে সহস্র সহস্র জনগণ জনপ্রবাদের সত্যতা নিরূপণ করিতে ও ইংলণ্ডের প্রধানতম আধিপত্যের স্থান সমুদ্রে যদ্যপি প্রভুত্ব সংস্থাপনের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তদুপযোগী ইংলণ্ডের ক্ষমতা আছে কি না তাহা পরিদর্শন করিতে উপস্থিত হইলেন। এই মহৎ রণতরিসমূহের রণকৌশল প্রদর্শন আশাতীত হইয়াছিল।

৬ ই সেপ্টেম্বর রাজ্ঞী সপরিবারে বাল্‌মোরালে উপস্থিত হইলেন। সম্প্রতি পীড়ার পর আবর্ডিন শায়ারের পর্ব্বতময় প্রদেশের স্বাস্থ্যকর বায়ু কুমারের পক্ষে পরমোপকারী। তিনি এখানে কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিশ্রামসুখ উপভোগ করিলেন।

এই কালে রুশিয়া ও ইউরোপীয় তুরুষ্কের মধ্যে বিবাদ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিল ও শান্তিরক্ষার আশা ক্রমশঃই হ্রাস হইতে লাগিল। ফরাসীও ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ রুশিয়ার সম্রাট ও তুরুষ্কের সুলতানের মধ্যে বিবাদ সহজে

নিষ্পত্তি হইবার আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে দেখিলেন তুরুষ্ককে আর সাহায্য না করা অন্যায়। তদনুসারে ৮ই অক্টোবর ফরাসী রণতরির অধ্যক্ষ ডণ্ডাস ও তদীয় সহযোগিগণের ঐক্যমতে কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ ইংরেজ রাজদূতের সমীপে এই আদেশ প্রেরিত হইল যে, তিনি তুরুষ্করাজ্য রুশিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইংরেজ ও ফরাসী রণতরিসমূহ প্রয়োজনানুরূপ যে কোন স্থানে ও যে কোন প্রকারে নিয়োজিত করিতে পারেন ; রুশিয়ার রণতরি সমূহ সিবাষ্টপোল বন্দর হইতে বহির্গত হইলে উভয় পক্ষের সমবেত রণতরি বস্ফরাস প্রণালী অতিক্রম পূর্ব্বক কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করিবে। এইরূপ নীতি অবলম্বন করাতে তাঁহারা কর্ত্তব্যের অধিক করিলেন ; অথচ তাঁহাদিগের প্রকৃতপক্ষে কিছুমাত্র উপকার করা হইল না। তাঁহারা যথাসাধ্য তুরুষ্করাজ্য রক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিলেন বটে, কিন্তু তুরুষ্ক রুশিয়াকে আক্রমণ করিতে যে উত্তেজিত করিবেন না, তাহার কোনও প্রকার প্রতিকার করা হইল না ; এইরূপে তাঁহারা স্বয়ং প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া স্বকীয় কর্ত্তব্যের সমধিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। পক্ষান্তরে কৃষ্ণসাগরে তুরুষ্ক ও তদীয় রণতরিসমূহ রুশিয়ার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত না হওয়াতে তাঁহাদিগের প্রকৃতপক্ষে কোনও উপকার করা হইল না।

২৭শে নবেম্বর কুমার ব্যারণ ষ্টকমারের সমীপে লিখিলেন যে, "প্রাচ্য দেশে শান্তিস্থাপনের আশা ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছে। লর্ড ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড যেরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিতেছেন ; কিন্তু তিনি এরূপ ভাবে উপায় প্রয়োগ করিতেছেন যে, তাহাতে আমরা ক্রমশঃই যুদ্ধোদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছি। ৬ সপ্তাহ পূর্ব্বে, লর্ড পামারষ্টোন

ও লর্ড জন রসেল এক প্রস্তাব করিয়াছেন যে, তুরুষ্কের রণতরিসমূহ রুশিয়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ইংরেজ ও ফরাসী রণতরিসমূহ তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবে। এক্ষণে তুরুষ্কের রণতরিসমূহ এশিয়ার উপকূল হইতে ক্রিমিয়াভিমুখে অগ্রসর হইতেছে এবং সিবাষ্টপোলের সম্মুখেও যাইবে। এইরূপে রুশিয়ার রণতরিসমূহকে অপমানিত করিয়া যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইতে বাধ্য করিবে। তাহা হইলে লর্ড ষ্ট্রাট্ফোর্ড পূর্ব্ব আদেশানুসারে রুশিয়ার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। এইরূপে ইউরোপের রাজগণের মধ্যে সমর প্রজ্বলিত হইবে। কিন্তু এই সমুদায় বিষয়ে কোন বিশেষ প্রমাণ নাই, তথাপি নানাবিধ জনরব প্রচুর পরিমাণে প্রচারিত হইতেছে।"

১৬ই ডিসেম্বর রাজনৈতিক জগৎ পামারষ্টোনের পদ পরিত্যাগের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। কিন্তু ২৬শে প্রচারিত হইল যে, তিনি পদপরিত্যাগপত্রিকা প্রতিগ্রহণ করিয়াছেন ও মন্ত্রিদলে শান্তি বিরাজ করিতেছে। এইকালে সংবাদ আসিল যে, সাইনোপে তুরুষ্কের রণতরিসমূহ এককালে ধ্বংসাবশেষ হইয়াছে। এইরূপে একত্রিত রণতরিসমূহ প্রেরণ করিবার সময় যাহা আশঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহা পরিপূর্ণ হইল। কারণ ইংরেজ ও ফরাসিদিগের সমবেত রণতরি সমূহ বস্ফরাস প্রণালীতে উপস্থিত থাকাতে, কেবল মাত্র স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক রুশিয়াকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে প্রতীত হইল, কিন্তু তুরুষ্ককে রুশের আক্রমণ হইতে প্রকৃতপক্ষে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই। কুমার কোবর্গস্থ জনৈক মিত্রের সমীপে লিখিলেন, "সমুদ্র পথে সাইনোপে তুরুষ্কের পরাজয় হওয়াতে সাধারণ জনগণ এককালে ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়াছে। তাহারা বলিতেছে লর্ড আবার্ডিন গুপ্তভাবে রুশিয়ার পক্ষে থাকাতেই

এই ব্যাপার ঘটিয়াছে; এবং লর্ড পামারষ্টোনই কেবলমাত্র ইংরেজগুণান্বিত মন্ত্রী। এই সমুদায় ঘটনার পর, লর্ড পামারষ্টোন মন্ত্রিদলে যোগদান করিতে উৎসুক, এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া, বোধ হয়, আপনি অতিমাত্র বিস্মিত হইবেন। এই উদ্দেশ্যে কথাবার্ত্তাও চলিতেছে। তিনি বলিতেছেন যে, তাহার পদত্যাগলিপি অদ্যাপি প্রকাশ্যতঃ গৃহীত হয় নাই; এবং লর্ড জন রসেল সম্মত হইলে, আবার্ডিন ও তৎপক্ষীয়গণ, তাঁহাকে মন্ত্রিদলে গ্রহণ করিতে অসম্মত নহেন। বস্তুতঃ লর্ড পামারষ্টোন স্বকীয় এইরূপ আচরণের নিমিত্ত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, লর্ড লান্স ডাউন ও তাঁহার সহিত একত্রে পদ পরিত্যাগ করিলে মন্ত্রিদল এককালে ছিন্নভিন্ন হইবেন।"

২৭ শে ডিসেম্বর কুমার ব্যারণ ষ্টক্‌মারকে লিখিলেন যে "সাইনোপের পরাজয়ে সাধারণ জনগণ ক্রোধে অন্ধ হইয়াছে। সকলে বলিতেছে যে, বিশ্বাসঘাতকতাই ইহার মূলীভূত কারণ; এবং কোনও মিত্রব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া সংবাদপত্রসমূহ এক সপ্তাহ কাল আমাকে ভয়ানক আক্রমণ করিতেছে। আমার নিয়মতন্ত্রের অননুরূপ পদ, বৈদেশিক রাজগণের সহিত সংলাপ, পামারষ্টোনের প্রতি ঘৃণা, অর্লিয়ান রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ, সৈনিকবিভাগে হস্তক্ষেপ প্রভৃতি, রাজ্যের, নিয়মতন্ত্রের ও ইংরেজ জাতির অবনতির মূলকারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। এমন কি অতিশয় অর্ব্বাচীনের ন্যায় সাধারণে আমার বিষয় আন্দোলন করিতেছে।"

কুমারের সদৃশ উচ্চপদবীস্থ ব্যক্তির সম্বন্ধে যেরূপ ভ্রম হইবার সম্ভাবনা, কুমার তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উপভোগ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি কখনও অসন্তোষপ্রকাশ করেন

নাই ; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সমধিক সহিষ্ণুতাগুণের প্রয়োজন। লর্ড পামারষ্টোনের পদত্যাগের বিষয় প্রকাশিত হইলে, যে সমস্ত সংবাদপত্রিকা তদীয় রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার প্রশংসায় ব্যাপৃত হইয়াছিল ; তাহারা এক্ষণে নানা প্রকারে ইঙ্গিত দ্বারা প্রকাশ করিতে লাগিল যে, কুমার স্বকীয় পদবীর ক্ষমতা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে ব্যাঘাত করেন ; ও ইংলণ্ডের ক্ষতি করিয়া বৈদেশিক রাজবংশসমূহের লাভ বৃদ্ধি করেন। তাঁহাদিগের বিদ্বেষানুরূপ দোষারোপেও ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা ও হৃদয়ের পবিত্রভাব তাঁহারা এতদিন পরীক্ষা করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি এক্ষণে এইরূপ নির্ব্বোধ ও নিষ্করুণ হইবেন যে, দূরবর্ত্তী আত্মীয় ও রাজগণের লাভের নিমিত্ত তদীয় রাজ্ঞী, পুত্র, কন্যা ও পরিগৃহীত দেশের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না, ইহা ভ্রমমাত্র। বিশেষতঃ রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার যে সহৃদয়তা ছিলনা তদ্বিষয়ে তিনি বারংবার সবিশেষ প্রমাণও দিয়াছেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তৎকালে এরূপ কি কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন যে, এইরূপ অসাধারণ ক্ষমতা প্রযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল ; এবং ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রীয় নীতি যে কুমার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত, তাহার কি বিশেষ প্রমাণ আছে ? রাজ্ঞীর মন্ত্রিগণের সহিত কথোপকথনকালে কোন কোন সময়ে কুমার তথায় উপস্থিত থাকিতেন, রাজ্ঞী কুমারের সহিত রাজনৈতিক বিষয়ে বাদানুবাদ করিতেন, কুমার পররাষ্ট্রীয় ও স্বদেশীয় নীতিতে স্বমত প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন এবং তাহাতে রাজ্ঞীর অভিমত সমূহ পরিচালিত ও দৃঢ়ীভূত হইত, এইরূপে রাজনৈতিক বিষয়ে কুমারের প্রতি নানাবিধ দোষ আরোপিত হইয়াছিল। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, রাজ্ঞীর স্বভাবতঃ সর্ব্বদা নানাবিধ

রাজকার্য্যের চিন্তায়, তদীয় আসন্নতম, বিশ্বস্ত বন্ধুর উপদেশ গ্রহণ করা উচিত নহে। কিন্তু তাঁহাদিগের বিবেচনা করা উচিত যে কুমারও প্রিভিকৌন্সিলের একতম সভ্য এবং মন্ত্রি-গণের ন্যায় এক নিয়মে বদ্ধ ও একরূপ দণ্ডার্হ।

কুমার ইংরেজগণের বিশ্বাস লাভ করিবার নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা করিলেও তাঁহার প্রতি এইরূপ ঘৃণাকর দোষারোপ করাতে, তিনি অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন, ও তিনি কিরূপ প্রশান্তভাবে এই সমস্ত, অপবাদ সহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহার পত্রে তাহার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ৭ ই জানুয়ারি তিনি ব্যারণ ষ্টকৃমারকে লিখিলেন যে "আমার উপর সমভাবে আক্রমণ চলিতেছে; অদ্যাপি তাহার কিয়ৎ-পরিমাণেও হ্রাস হয় নাই। বিশেষ এই যে, উন্নতিশীলপক্ষ এক্ষণে নিরস্ত হইয়াছেন; রক্ষণশীলপক্ষের সংবাদপত্র সমূহ অসন্দিগ্ধ মিথ্যাপবাদারোপে এবং ভাষার তীব্রতায় পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করিতেছে। ইংলণ্ডে এরূপ কোনও অপরাধ নাই যাহাতে আমি অপরাধী নহি। যতদিন পার্লিয়মেণ্টের অধি-বেশন না হয়, ততদিন এই সমুদায় সহ্য করিতে হইবে; ৩১ শে জানুয়ারি পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশন হইবে। লর্ড আবার্ডিন ও লর্ড জন রসেল মৎপ্রতি আরোপিত অপবাদ সমূহ খণ্ডন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।"

কুমারের প্রতি এইরূপ অমূলক ও অনিষ্টকর দোষারোপ করাতে রাজ্ঞী অতিশয় দুঃখিত হইলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ৪ ঠা জানুয়ারি, রাজ্ঞী লর্ড আবার্ডিনের সমীপে লিখিলেন যে, "রাজ্ঞীর সহিত অপৃথগ্‌ভূত কুমারের প্রতি দোষারোপ করায় রাজ্ঞীর প্রতিও দোষারোপ হইতেছে; এবং তিনি বলিতে বাধ্য যে, তাঁহার কোনও প্রজা কুমারের ক্রমাগত পরিশ্রমের

যে এরূপভাবে প্রতিশোধ প্রদান করিবে, তাহা তিনি কখনও আশা করেন নাই।”

৩১ শে জানুয়ারি পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশন হইল। কুমারের প্রতি যে অন্যায় দোষারোপ লইয়া কতিপয় সপ্তাহ প্রকৃতি-বর্গের অন্তঃকরণ অভিভূত হইয়াছিল, লর্ড জন রসেল ও লর্ড আবার্ডিন উভয়ে প্রথমতঃ তাহা অপনয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। যেখানে যেখানে অপবাদ গুরুতর ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাঁহারা তথায় সরলভাবে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত অপনয়ন করিলেন। যেখানে কেবল ইঙ্গিতে কুমারের প্রতি দোষারোপিত হইয়াছিল তথায় এই সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ দ্বয়, রাজ্ঞীর ও দেশের প্রতি কুমারের অকপট অনুরাগের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহা নিরস্ত করিলেন। লর্ড সভায় লর্ড ডর্বি ও কমন্স সভায় ওয়ালৃপোল বিশেষ দক্ষতা সহকারে আরোপিত দোষাবলীর প্রতিবাদ করিলেন। কেবল পূর্ব্বোক্ত বক্তাগণ কর্ত্তৃক রাজ্ঞীকে সমুদায় রাজকার্য্যে সৎপরামর্শ প্রদান করিয়া সাহায্য করিবার কুমারের ক্ষমতা যে সমর্থিত হইয়াছিল, তাহা নহে; কিন্তু ভূতপূর্ব্ব লর্ড চ্যান্সেলর (কোষাধ্যক্ষ সভার সভাপতি) প্রধানতম ব্যবহারতত্ত্বজ্ঞ লর্ড কাম্বেলও এই বিষয়ের সমর্থন করেন।

পরদিবস ১ লা ফেব্রুয়ারি রাজ্ঞী ব্যারণ ষ্টকুমারের সমীপে লিখিলেন যে “আমি অতিশয় আনন্দের সহিত মহাশয়কে বিদিত করিতেছি যে, গত রাত্রে পার্লিয়মেণ্টের উভয় সভায় কুমারের প্রতি আরোপিত দোষ সমূহের সম্পূর্ণরূপে প্রতিবাদ করা হইয়াছে। আমার প্রিয়তম আলবার্টের পদ চিরজীবনের মত নির্দ্ধারিত এবং সর্ব্বত্র তাঁহার গুণসমূহ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। আমরা যৎকালে লর্ড সভায় প্রবেশ করিলাম, তখন বহুলোক

তথায় সমবেত হইয়াছিলেন; তাঁহারা আমাদিগের প্রতি যথোচিত সম্মাননা প্রদর্শনে বিমুখ হয়েন নাই।”

৩০ শে জানুয়ারি পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশনকালে রাজ্ঞীর বক্তৃতায়, তিনি ও তদীয় সহযোগিগণ রুশিয়া ও তুরুষ্কের মধ্যে শান্তিরক্ষার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, এরূপ উল্লিখিত হইলেও, যাঁহারা তৎকাল পর্য্যন্তও সমরানল প্রজ্জ্বলিত না হইবার আশা করিতে ছিলেন, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণেও এইরূপ বাক্যে কোনরূপ বিশ্বাস উৎপাদিত হয় নাই। যেহেতু বক্তৃতার অপর অংশে রাজ্ঞী কহিয়াছিলেন যে, শান্তিসংস্থাপনে সফলতা ও তদীয় প্রতিনিধির সাহায্য করিবার নিমিত্ত, তিনি জল ও স্থল উভয় প্রকার সৈন্যের বৃদ্ধির আবশ্যকতা বিবেচনা করেন। রুশ-মন্ত্রিগণ তাঁহাদিগের সম্রাটকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডের যুদ্ধের কাল অতীত হইয়াছে; এবং ইংরেজগণ এক্ষণে ধনলোলুপ ও বিশ্রামপ্রিয় হওয়াতে, তাঁহারা ইউরোপে যুদ্ধ করিয়া বিপদস্থ হইতে বাসনা করেন না। কিন্তু তাঁহারা এক্ষণে স্বকীয় ভ্রমদর্শনে ভীত হইলেন। চত্বারিংশৎ বৎসরের শান্তিভোগে ইংরেজগণের স্বভাবের কোনওরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তাঁহারা স্বকীয় বলে বিশ্বস্ত থাকাতে সত্বর কোনরূপ দোষ গ্রহণ করিতেন না; কিন্তু স্বগৌরব আক্রান্ত হইলে অথবা স্বকীয় অধিকারসমূহ ও স্বত্বের প্রতি হস্তক্ষেপণের ভয় উপস্থিত হইলে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় মনুষ্যজীবন ও অর্থ নষ্ট করিয়া যুদ্ধব্যাপারে সংলিপ্ত হইতে প্রস্তুত ছিলেন। ইংরেজগণের তুরুষ্কের প্রতি প্রীতিভাব ছিল না; তুরুষ্ক গবর্ণমেণ্ট কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সমুদায় প্রকৃতিবর্গের উপর যেরূপ অত্যাচার করিতেন তজ্জন্য তাঁহারা তুরুষ্কের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু রুশিয়া ইংলণ্ডকে দয়া ও খৃষ্টানধর্ম্মানুমোদিত স্বাধীনতার বীররূপে উল্লিখিত

হইতে শ্রবণ করিয়া সর্ব্বত্র যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন ও করিতেছিলেন তাহা তাঁহাদিগের স্মৃতিপথে জাগরূক ছিল। বিশেষতঃ অধিকাংশ ইংলণ্ডাধিবাসিগণের অভিমত যে রুশিয়া কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকারী করিতে অভিলাষী; কৃষ্ণসাগরের প্রবেশের পথ কোনও মধ্যস্থ ও মিত্রজাতির অধিকারে থাকিবেক, এবং যে জাতি এই স্থান অধিকার করিলে, স্বকীয় অসীম, অসন্দিগ্ধ উচ্চাভিলাষ পরিপূরণে যত্নবান্ হইবেক তাহাদিগের হস্তে এই স্থান পতিত না হয়, ইহাই সমগ্র ইংরেজজাতির অভিমত।

৭ই ফেব্রুয়ারি রুশিয়ার রাজদূত লণ্ডন পরিত্যাগ করিলেন; এবং সেই দিবস সেণ্টপিটস্‌বর্গস্থ ইংরেজ রাজদূত ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিতে আহূত হইলেন। অদ্যাপি প্রকাশ্যতঃ যুদ্ধ-ঘোষণা হয় নাই; এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত। অষ্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রী, ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগে, প্রচার করিলেন যে, যদ্যপি ফ্রান্স ও ইংলণ্ড, তুরুষ্ক রাজ্য হইতে রুশিয়ার অপসরণের নিমিত্ত এক দিবস নির্দ্ধারিত করেন ও সেই বিজ্ঞাপন প্রতি পালিত না হয়, তাহা হইলে বৈরতানল প্রজ্জ্বলিত হইবে ও অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। এই ঘোষণানুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠানে অল্পমাত্রও সময় অতিবাহিত হইল না। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারি এতদভিপ্রায়ে লণ্ডন ও পারিশনগর হইতে সম্মতিসমূহ একত্রে সেণ্টপিটস্‌বর্গে প্রেরিত হইল। সংবাদবাহিগণ প্রত্যুত্তরের নিমিত্ত ৬ দিন অপেক্ষা করেন। ৩০শে এপ্রেল তুরুষ্ক হইতে রুশিয়ার অপসরণের দিন নির্দ্ধারিত হয়। ১৪ই মার্চ্চ এই সমুদায় অভিমত রুশিয়ার সম্রাটের হস্তে প্রদত্ত হইল। কিন্তু তিনি তদীয় প্রধান মন্ত্রীর দ্বারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিগণকে অবগত করাইলেন

যে, তিনি ইহার প্রত্যুত্তর প্রদান করা উপযুক্ত বোধ করেন না। ২৪শে মার্চ্চ এই সমাচার লণ্ডনে উপস্থিত হইল। ২৭শে মার্চ্চ, ফরাসী সম্রাট ব্যবস্থাপক সমাজে ঘোষণা করিলেন যে, রুশিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পত্রের প্রত্যুত্তর প্রদানে অস্বীকার করায় ফ্রান্সের পক্ষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত বলিয়া অনুভূত হইতেছে; এবং ইহার দোষ রুশিয়ার উপর ন্যস্ত রহিল। সেই দিবস রাজ্ঞী লর্ডসভায় ঘোষণা করিলেন যে, তিনি ও তদীয় মিত্রগণ রুশিয়ার সহিত যে সন্ধি স্থাপনে স্বচেষ্টিত ছিলেন তাহাতে সফল হয়েন নাই। পরদিবস যুদ্ধঘোষণা প্রচারিত হইল। ইতিমধ্যে ইংরেজস্থলযোদ্ধৃবর্গ হইতে কতগুলি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সৈন্য নির্ব্বাচন করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত জাহাজে প্রেরিত হইল। তাহারা লণ্ডন অতিক্রমকালে সাধারণ জনগণ আগ্রহ সহকারে আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞী রাজা লিওপোল্ডের সমীপে লিখিয়াছেন যে, আমি ইহাদিগের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ও শুভাকাঙ্ক্ষা করিব।

কতিপয় দিবস পরে স্পিট্‌হেডে নৌসেনার অধ্যক্ষ নেপিয়রের অধীনস্থ রণতরিসমূহ পর্য্যবেক্ষণাভিলাষে রাজ্ঞী ও কুমার লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া অসবরণে গমন করিলেন। তাঁহারা ফেয়ারি নামক রাজকীয় পোতে আরোহণ করিয়া বল্টিক সাগরাভিমুখে জলসৈন্যের প্রথম বিভাগের সমরযাত্রা পরিদর্শন করিতে গমন করিলেন। রাজকীয় অর্ণবপোত কতিপয় মাইল পর্য্যন্ত অগ্রে অগ্রে গমন করিল, এবং তৎপরে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইল। সমুদায় রণতরি তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া একে একে অতিক্রম করিল। রণতরির অধ্যক্ষ সকলের পশ্চাতে ডিউক অব্ অয়েলিংটন নামক জাহাজে আরূঢ় ছিলেন। টাইমসের সংবাদ দাতা লিখিয়া-

ছেন "এই সুবৃহৎ জাহাজের গমনকালে রাজ্ঞী রুমাল ঘুরাইয়া তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; এবং সমুদায় জাহাজ অতিক্রম করিলেও রাজকীয় অর্ণবপোত অনেকক্ষণ স্থিরভাবে রহিল, তাহাতে প্রতীয়মান হইল যেন রাজপরিদর্শকবর্গ এই সুন্দর দৃশ্য অধিককাল উপভোগ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন।" রাজ্ঞী ব্যারণ ষ্টকমারের সমীপে যে পত্র লিখেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে। "আমি জল ও স্থল উভয়বিধ সৈন্যের নিমিত্ত সাতিশয় চিন্তিত। আমার অভিলাষ যে, উভয়বিধ বলে আমার দুই পুত্র নিযুক্ত হয়। সৈন্যগণের বিপদ শ্রবণ করিলে আমি অতিশয় দুঃখিত হইব।"

৮ই মে গ্লাড্ষ্টোন যুদ্ধবিষয়ক আয়ব্যয় বিবরণীর প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে প্রস্তাবিত হইল যে, ইনকম্ ট্যাক্সের হার দ্বিগুণ হইবে; ইহা দ্বারা এবং স্পিরিট ও বিয়ার মদ্যের বর্দ্ধিত করের আয়দ্বারা বর্ত্তমান বৎসরের অধিক ব্যয় সংকুলান হইবে। তৎকালে দেশের অবস্থা সমৃদ্ধিকর এবং শিল্পবিষয়েরও উন্নতি হইয়াছিল। এরূপ সময়ে যুদ্ধের ব্যয় সংকুলনের নিমিত্ত আয় বৃদ্ধি করিতে ইতস্ততঃ করিলে ভীরুর কার্য্য হইত; এবং পরিণাম দেখিয়া বোধ হয় যে, গ্লাড্ষ্টোন সম্যক্রূপে স্বদেশের অধিবাসিগণের হৃদয়ের ভাব অবগত হইতে সক্ষম হইয়াই আয়বৃদ্ধির প্রস্তাব করিতে কোনও রূপ সন্দেহ করেন নাই।

রুশিয়ার সহিত যুদ্ধ ঘোষণার নিমিত্ত রাজ্ঞীকে অভিনন্দন পত্রিকা প্রদান সম্বন্ধে ৩১ শে মার্চ পার্লিয়মেণ্টের উভয় সভায় যে বাদানুবাদ হয়, তাহা গভীর ও মহৎ প্রস্তাবিত ব্যাপারের অনুরূপভাবে হইয়াছিল। মন্ত্রিদলের পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যে অভিমতের বিভিন্নতা থাকিলেও, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত

সাহার্য্য বিষয়ে সাধারণতঃ ঐক্যমত হওয়াতে সেই মতবিভিন্নতা দূরীভূত হইল। কমন্সসভায় মিঃ ব্রাইট স্বকীয় অসামান্য বাগ্মীতাশক্তিসহকারে, এই যুদ্ধ তিনি ও তদীয় মিত্রগণ অন্যায় ও অনাবশ্যকীয় বিবেচনা করেন; এবং এই মর্ম্মে বক্তৃতা করিলে সকলেই তাহা শ্রবণ করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন; কিন্তু যৎকালে লর্ড পামারষ্টোন যুদ্ধের অনুকুলে প্রত্যুত্তর দিলেন এবং এই যুদ্ধে ইংরেজ ও সমগ্র ইউরোপের লাভের বিষয় বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া দেন, তখন সকলেই আনন্দে হর্ষ ধ্বনি করিতে লাগিল। লর্ড সভায় বাদানুবাদারম্ভের পূর্ব্বে লর্ড আবার্ডিন, আরল অব্ রোডেনের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে কহিলেন যে, জল ও স্থলযোদ্ধৃবর্গের ভবিষ্যৎ জয়লাভের জন্য স্বদোষ স্বীকার পূর্ব্বক উপাসনার নিমিত্ত এক দিন নির্দ্ধারিত হইবে। রাজ্ঞী ইহা শ্রবণ করিয়া লর্ড আবার্ডিনের সমীপে লিখেন, "যে বিষয় পূর্ব্বে তাঁহার সমীপে কখনও প্রস্তাবিত হয় নাই, সেই স্বদোষ স্বীকার-পূর্ব্বক উপাসনার দিবসনির্দ্ধারণ বিষয়ক প্রস্তাবে লর্ড আবার্ডিনকে লর্ড রোডেনের প্রশ্নে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে দেখিয়া রাজ্ঞী বিস্মিত হইয়াছেন; বিশেষতঃ এই বিষয়ে তাঁহার প্রভূত আগ্রহ আছে। রাজ্ঞীর অভিলাষ যে, এই বিষয় বিশেষ সাবধানে পুনরালোচিত হউক; ঐ দিবসের নাম স্বদোষ স্বীকারপূর্ব্বক উপাসনার দিবস না হইয়া কেবলমাত্র উপাসনা-দিবস নাম হইবে। এই যুদ্ধ এক জন ব্যক্তি ও তদীয় ভৃত্য-গণের আত্মম্ভরিতা, বিজিগীষা ও অন্যায়াচরণ বশতঃ ঘটিয়াছে; এ বিষয়ে আমাদিগের স্বার্থশূন্যতা ও সদাচরণের পরিচয় পাওয়া যায়; অতএব ইহা ইংরেজগণের পাপাচরণ নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপ বলিলে স্পষ্টতঃ সকলেরই হৃদয়ের অপ্রীতিকর হইবে, এবং কপটতার কার্য্য হইবে। উপভুক্ত

প্রভূত উপকৃতি ও রাজ্যের প্রচুর সমৃদ্ধির নিমিত্ত পরমেশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আগামী যুদ্ধে তদীয় সহায্য ও শরণ প্রার্থনা করা হউক। রাজ্ঞী এই বিষয়ে হৃদয় ও আত্মার সহিত যোগদান করিতে প্রস্তুত। যদ্যপি এক দিবস নির্দ্ধারিত করা হয়, তবে এই উদ্দেশ্যে উপাসনার নিমিত্তই দিন নির্দ্দিষ্ট হউক।"

কতিপয় দিবস পরে, ১২ ই এপ্রেল, রাজ্ঞী পুনরায় এই বিষয়ে লর্ড আবার্ডিনের সমীপে লিখিলেন, "রাজ্ঞী গতকল্য লর্ড আবার্ডিনের সহিত উপাসনা ও প্রার্থনার নিমিত্ত দিন নির্দ্ধারণ বিষয়েই সংলাপ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত অভিলাষ যে ঐ দিবস এই নামেই অভিহিত হয়। ঐ দিন কোনও বিপদের পর উপবাস ও আত্মদোষস্বীকারের দিবস বলিয়া অভিহিত হইবে না। বাস্তবিক ঐ দিবস শোক প্রকাশের দিন নহে। রাজ্ঞীর কণ্টারবরির প্রধান বিশপের সহিত এ বিষয়ে আগ্রহসহকারে কথাবার্ত্তা হয় এবং তাঁহাকে উপাসনা-নির্ব্বাচনের নিমিত্ত, সাবধান হইতে উপদেশ দিয়াছেন। উপাসনাতে ইহুদিদিগের ন্যায় শত্রুকে যেন অভিশপ্ত করা না হয়, তাহাতে কেবল অতীত সুখসমৃদ্ধির নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং জল ও স্থল উভয়বিধ সৈন্যগণের শুভাকাঙ্ক্ষা ও আগামী যুদ্ধে পরম কল্যাণনিধান জগৎপিতার শরণ প্রার্থনা করা হইবে, এই বিষয় যেন লর্ড আবার্ডিন অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রধান ধর্ম্মযাজককে বিশদরূপে বিদিত করিয়া দেন।" রাজ্ঞীর এই সমুদায় বাক্যে কতই উদার ও সদয় প্রকৃতির পরিচয় দিতেছে! যে উপাসনার তাৎপর্য্য লইয়া এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করা হইল, তাহা ইংলণ্ডে যথোপযুক্ত গম্ভীরভাবে ২৬ শে এপ্রেল সম্পাদিত হইল, এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে ১৬ ই জুলাই দিন ধার্য্য হয়।

ইউরোপের অধিকাংশ রাজন্যবর্গ পরস্পর বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ। অতএব তথায় কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পরস্পরের মধ্যে মিত্রতা বিচ্ছিন্ন হওয়াতে পরস্পর শোকসাগরে মগ্ন হয়েন। এতদ্ব্যতীত পরস্পরের মধ্যে পত্রাদি লেখা একেবারে বন্ধ হয়। কুমারের বিমাতা বিধবা কোবর্গ ডিউকপত্নী রুশিয়াসম্রাটের মাতুলকন্যা, এবং রুশিয়ায় জন্মগ্রহণ ও লালিত হয়েন। অতএব তিনি স্বভাবতঃ রুশিয়ার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন; কুমার কতিপয় দিবসের নিমিত্ত তৎসকাশে অতি অল্পমাত্রই পত্রাদি লিখিয়াছিলেন। তিনি পুনরায় যখন পত্রাদি লিখিলেন তখন রাজনৈতিক বিষয়ে সহানুভূতির বিভিন্নতা বশতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে যে বিপদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা নিম্ন লিখিত প্রকারে পরিহার করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে "আপনার সমীপে শেষ পত্র প্রেরণের পর বিবাদ ক্রমশঃই গুরুতর ভাব ধারণ করিয়াছে। এক্ষণে প্রকাশ্যতঃ যুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে ও সত্বর আরব্ধ হইবে। আমি আপনার জন্য অতি-মাত্র দুঃখিত হইতেছি; রুশিয়ার প্রতি আপনার যে স্নেহ আছে তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি, আমি তজ্জন্য আপনাকে কোন দোষ দিব না। আমার আপনার নিকট এইমাত্র প্রার্থনা যে আপনি আমাকে রুশিয়ার প্রতি বৈরভাবের নিমিত্ত ক্ষমা করিবেন, আমি বিবেচনা করি যে রুশিয়ার সম্রাটের স্বার্থ-পরতা ও যথেচ্ছচারিতার নিমিত্ত ইউরোপে অশান্তি উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাকে ঈশ্বর উপযুক্তই শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। ইহা আমার দোষ ক্ষালনের নিমিত্ত কহিলাম। ভবিষ্যতে আমি আর এই বিষয় আলোচনা করতঃ বাহিরের বিপদ লইয়া গৃহ মধ্যে একতা, প্রীতি ও শান্তিভঙ্গ করিব না। আমি দেখিতে পাইতেছি এই যুদ্ধোপলক্ষে ইতিমধ্যে অনেক

পরিবারের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদের সূত্রপাত হইয়াছে।” এই পত্রপাঠে অবগত হওয়া যায় যে কুমারের রুশিয়ার প্রতি পক্ষপাতিত্বরূপ দোষারোপ কিরূপ অমূলক ও অন্যায়।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে কুমার ধর্ম্মযাজক সন্তানগণের দ্বিশততম মহোৎসবে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। এইরূপ সময়ে অনায়াসে অভিনব ভাবপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করা সহজ নহে। তিনি বলিয়াছিলেন, “যখন আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ খৃষ্টানধর্ম্মের সংস্কার করিয়া রোমান্ কাথলিক সম্প্রদায়ের যাজকগণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন, তৎকালে তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, মধ্যমকালের (মিড্‌ল্ এজের) অসভ্যতা সময়ে যাজকগণের অবিবাহিতাবস্থাই রোমান্ কাথলিক ধর্ম্মের মূল ভিত্তি স্বরূপ ছিল; কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদিগের সংশোধিত ধর্ম্মবিশ্বাস ও অভিনব ধর্ম্মস্বাতন্ত্রতা, সাধারণ জনগণের সহিত জাতীয়, ব্যক্তিগত ও গার্হস্থ্য সহানুভূতিতে সংশ্লিষ্ট যাজকমণ্ডলীর হস্তে নির্ভর করিলে সুরক্ষিত হইবে। সভ্যগণ! এই জাতি প্রায় তিন শত বৎসরকাল পূর্ব্বোক্ত সংস্কারমূলক ধর্ম্মের উপযোগিতা ভোগ করিতেছে; এবং আমরা তজ্জন্য যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কেন, তাহা পর্য্যাপ্ত হইবে না; যেহেতু খৃষ্টান যাজকগণ কেবলমাত্র খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন, এমত নহে, তাঁহারা আমাদিগের প্রত্যেক সভা ও সমিতিতে উপস্থিত হইয়া খৃষ্টান স্বামী, খৃষ্টান পিতা ও খৃষ্টান গৃহকর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যতাসাধনের উদাহরণ প্রদান করিতেছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা স্বয়ং মানবীয় হৃদয়ের ভাব, আকাঙ্ক্ষা ও বিপদ অববোধ করিতে সক্ষম।” এই বক্তৃতার পরিণাম এই হইয়াছিল যে, সেই দিবসই সভামণ্ডলে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ সহস্র মুদ্রাদান স্বাক্ষরিত হইল।

তিন দিবস অতীত হইলে ১৩ ই মে রাজ্ঞী অভিনব নির্ম্মিত এক সুন্দর রণতরিতে কুমারের নাম প্রদান করিলেন। রাজ্ঞী তদীয় মাতুল রাজা লিওপোল্ডের সমীপে লিখিলেন, "শনিবার প্রাতে আমরা উলূউইচে গমন করিয়াছিলাম, তথায় আমরা সহস্র সহস্র দর্শকমণ্ডলী সমভিব্যাহারে 'রয়াল আলূবার্ট নামক' রণতরি সমুদ্রোপরি ভাসমান প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহা সুবিখ্যাত 'ডিউক অব্ ওয়েলিংটন' নামক রণতরির সর্ব্বাংশে অনুরূপ। ইহাতে ১২০ টি কামান আছে; দীর্ঘে ২৭২ ফিট। আমি ইহার নামকরণ করিলাম; প্রিয়তম আলূবার্টের নামাঙ্কিত অর্ণবপোত সমুদ্রে চলিতে আরম্ভ করিলে দর্শকমণ্ডলী উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করতঃ শ্রবণবিবর বধিরীকৃত করিল। এইরূপে এই দৃশ্য অতিশয় প্রীতিপ্রদ হইল।" এই রণতরি প্রথমতঃ ক্রিমিয়ায় সৈন্য লইয়া যাইতে নিয়োজিত হইল।

নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠে কুমারের মহা অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। যে দিবস তিনি পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতা প্রদান করেন সেই দিবস তিনি লর্ড হার্ডিঞ্জ ও সার্ জন বার্গয়েনের সহিত রেলযোগে গিল্‌ফোর্ডে গমন করেন; তথা হইতে অল্ডার্‌সটে গমন করিয়া প্রায় তিন ঘণ্টা কাল তাঁহারা অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করেন। কতিপয় দিবস পরে, এক দিবস প্রাতঃকালে তিনি লর্ড ডর্বি ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তির সহিত গমন করিয়া ওয়েলিংটন কলেজের নিমিত্ত স্থান নিরূপণ করিতে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিলেন; অপরাহ্ণে শিল্পাদি বিষয়ক অনুসন্ধান সমিতির অধিবেশনে বক্তৃতা প্রদান করিলেন; এবং সায়ংকালে জার্ম্মাণীর অন্তঃপাতী কলোন ধর্ম্মমন্দির হইতে সমাগত সঙ্গীতসম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিষয়ক গীতি শ্রবণ করিলেন।

শ্রমশীল ব্যক্তিগণের ন্যায় কুমার নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিগণ অপেক্ষা বিবিধ বিষয় পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করিতে প্রভূত অবসর প্রাপ্ত হইতেন। সম্প্রতি যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে প্রধান প্রধান বিষয়ে তাঁহাকে অভিনিবেশ প্রদান করিতে হইল। জল ও স্থল উভয়বিধ যোদ্ধৃবর্গের প্রতিদিন যাহা যাহা ঘটিত তাহা তিনি সবিস্তারে পরিজ্ঞাত ছিলেন। তিনি জল ও স্থলযোদ্ধৃবর্গের প্রকৃত সংখ্যা, তাহাদিগের অবস্থিতি স্থান, তাহারা কার্য্যোপযোগী দ্রব্যসমূহ প্রাপ্ত হইতেছে কি না, সংগ্রহ ও কোন কার্য্যে তাহারা বিশেষ উপযুক্ত, এ সকল বিষয় বিশেষরূপে বিদিত ছিলেন। ইংলণ্ডীয় ও বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টের কার্য্যসম্বন্ধীয় কাগজপত্র পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং পত্রাদির সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এক্ষণে একত্রে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াতে জয়লাভে তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ঐক্যমত ও অনুরাগ প্রয়োজনীয়। তদনুসারে ফরাসী সম্রাট স্বভাবতঃ ইংলণ্ডীয় রাজবংশের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনে যত্নবান হইলেন; ইঁহাদ্বারা তাঁহার স্বকীয় উচ্চাভিলাষ পরিপূরণ হইবে ও ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের রাজনৈতিক বিষয়ে ঘনিষ্ঠতা উৎপাদিত হইবে। এই সম্বন্ধ উভয় জাতির লাভের পক্ষে প্রার্থনীয়। প্রথমতঃ ফরাসিগণই এবিষয়ে অগ্রগামী হইলেন। ফরাসী সম্রাট গ্রীষ্মকালে বোলোন ও সেণ্ট ওমারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একলক্ষ সৈন্যের কৃত্রিম যুদ্ধ প্রদর্শিত হইবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। কুমারকে ফরাসী সৈন্য পর্য্যবেক্ষণে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবেন কি না? ইহা সম্রাট জুন মাসের প্রারম্ভে মিত্রভাবে লর্ড কাউলিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। লর্ড কাউলি, লর্ড ক্লারেণ্ডনের সমীপে এই বিষয় বিজ্ঞাপন করিবার সময় লিখিলেন যে, তাঁহার বিবেচনায় ফরাসী সম্রাট এই সাক্ষাৎকারে পরস্পর কথোপকথন দ্বারা তৎপ্রতিকূলে ভ্রম-বিশ্বাস অপনয়ন করিতে অভিলাষী। যাহা হউক সম্রাটের অভিলাষ পূরণ করিলে রাজনৈতিক বিষয়ে যে, যথেষ্ট লাভ হইবে তাহার কোনও সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডের রাজ্ঞীর স্বামী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলে তদীয় সম্মান বৃদ্ধি

হইবে এবং তাঁহার সহিত মিত্রভাবেরও দৃঢ়তা হইবে। লর্ড কাউলি লিখিয়াছিলেন যে, সম্রাটের অভিলাষপূরণে স্বীকৃত হইলে যে সমুদায় লাভ হইবে, তাহা গণনা করিবার সময়, কুমারের সৎবিবেক দ্বারা সম্রাটের অন্তঃকরণে যেরূপ সুসংস্কার উৎপাদন হইবে এবং তাহা হইতে যে সুফল উৎপন্ন হইবে তাহা বিস্মৃত হইতে পারি না। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে ইংলণ্ডের লাভ হইবে বিবেচনা করিয়া কুমার সত্বর তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। রাজ্ঞী ব্যারণ ষ্টকৃমারের সমীপে কুমারের গমন বিষয় বর্ণনা করিয়া লিখিলেন "এক্ষণে মহাশয়ের সমীপে এক গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিব। তাহা এই যে, আল্‌বার্ট সেপ্টেম্বরের প্রথমে দুই তিন দিবসের নিমিত্ত সেণ্ট ওমারের যুদ্ধশিক্ষাক্ষেত্র দর্শনে গমন করিবেন। সম্রাটের এবিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ও ইংলণ্ডে সকলেরও এ বিষয়ে অভিমত আছে। আমাদিগের সৈন্যগণ ফরাসিগণের সহিত একত্রে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিত।"

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১২ ই আগষ্ট, রাজ্ঞী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পার্লিয়মেণ্টের অবকাশ প্রদান করেন। তিনি এই কার্য্যের জন্য অসবরণ হইতে আসিয়াছিলেন এবং ইহার পর সেই দিবসই তথায় প্রত্যাগমন করিলেন। লণ্ডনে বিসূচিকারোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; যুদ্ধস্থল হইতে প্রতিদিন মন্দতর সংবাদ আসিতেছিল; ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্যের মধ্যে ওলাউঠারোগে ভয়ানক অনর্থ উপস্থিত হইতেছে। ২১ শে আগষ্ট তারিখের কুমারের দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিত আছে যে, "আমাদিগের ৫০০ শত ও ফরাসীদিগের প্রায় এক সহস্র ব্যক্তি উক্ত রোগে উপরত হইয়াছে; সৈন্যগণের মধ্যে সুশৃঙ্খলতা লোপ পাইয়াছে।" কতিপয় দিবস পরে সমাচার আসিল যে, রণতরির মধ্যেও

বিসূচিকারোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় ক্রিমিয়ায় যুদ্ধ চলিবে কি না, তাহা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হইয়া উঠিল।

৩রা সেপ্টেম্বর কুমার ফেয়ারি নামক রাজকীয় অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া ফ্রান্সে যাত্রা করিলেন। রাজ্ঞী স্পিট্‌হেড্ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন। ডিউক অব্ নিউকাসল্, লর্ড সিটন জেনেরল গ্রে, প্রভৃতি অনেকে কুমারের সহিত গমন করিলেন। কুমার নিম্নলিখিত পত্রে বোলোনে উপস্থিতি সংবাদ রাজ্ঞীর সমীপে প্রেরণ করেন। "আমরা নিরাপদে এখানে অবতীর্ণ হইয়াছি, একথা পূর্ব্বেই তারযোগে অবগত হইয়া থাকিবেন। সম্রাট অবতরণস্থানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; আমাকে তদীয় শকটে আরোহণ করাইয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী নগরের বহির্ভাগস্থিত পান্থনিবাসে লইয়া গেলেন। এই গৃহটি আমার জন্য ভাড়া করা হইয়াছিল। ইহা দেখিতে পুরাতন ফরাসী দুর্গের অনেকাংশে অনুরূপ; গৃহটি দ্বিতল, অঙ্গন ভূমি প্রস্তরনির্ম্মিত। সম্রাটের সহিত সুপরিচিত তদীয় পার্শ্ববর্ত্তী অনুচরগণের কথায় বিশ্বাস করিলে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার প্রকৃতি সহজেই বিচলিত হইয়া থাকে। তিনি সদয় ও সহৃদয় ভাবে আমার অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার চিত্র দেখিয়া তাঁহার যেরূপ বয়স অনুমিত হয় ও বদনমণ্ডলে যেরূপ বিষণ্ণভাব দেখা যায় সম্মুখে দেখিতে সেরূপ নহে। সচরাচর যেরূপ শুনা যায় তদপেক্ষা বরং প্রফুল্লচেতা। তিনি আমার সহিত সাক্ষাতে অতিমাত্র প্রীত হইয়াছেন। তিনি আমাকে একেবারে ৯ই পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করিতে পারিব কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন; কারণ ঐ দিবসের পূর্ব্বে তিনি মহারণ-কৌশল প্রদর্শনের জন্য সৈনিকদিগকে একত্রিত করিতে পারিবেন না। আমি বলিলাম যে, আমাকে ৮ই সায়ংকালে

এখান হইতে যাত্রা করিতে হইবে। অতএব ইহাপেক্ষা অল্প দিবস এখানে অবস্থানের বন্দোবস্ত করিলে ভ্রম ঘটিত।”

অপর এক পত্রে কুমার রাজ্ঞীর সমীপে লিখিয়াছেন, “আমি পত্রিকায় আপনার নিকট হইতে রাত্রির নিমিত্ত বিদায় লইলাম বটে, কিন্তু ইহা অনেক পরে আপনার হস্তে পতিত হইবে। আমি কল্য প্রত্যুষে ৬ ঘটিকার সময় বহির্গমন করিব, তজ্জন্ত আপনার সমীপে পত্রাদি লিখিবার সাবকাশ হইবে না। আমরা ক্রমে ক্রমে যেরূপ পরিচিত হইতেছি, সম্রাট আমার প্রতি তদ্রূপ সবিশেষ মৈত্রী প্রদর্শন করিতেছেন। অদ্য সায়ংকালে আহারের পর অর্দ্ধ ঘটিকার নিমিত্ত তাঁহার সহিত একত্রে উপবেশন গৃহে গমন করিলাম। তিনি অভ্যাগত ব্যক্তিগণের সহিত যোগদান করিবার পূর্ব্বে ধূমপানের নিমিত্ত এই অবসর লইয়াছিলেন। আমি ধূমপানের সময় তাঁহার সহিত একত্রে উপবেশন করিতে অস্বীকার করিলে তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি কহিলেন যে, তিনি, তদীয় জননীর সাংঘাতিক পীড়ার জনরব শ্রবণ করিয়া আমেরিকা হইতে ইউরোপে প্রত্যাগমনকালে চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়েন। তৎকালে তিনি আপনাকে প্রথম পার্লিয়মেণ্টে গমন করিতে যে দেখিয়াছিলেন, সেই দৃশ্য অদ্যাপি তাঁহার অন্তঃকরণে প্রধানতমরূপে জাগরূক রহিয়াছে। তৎকালে আপনার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র।”

কুমার স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, তিনি সম্রাটের সহিত সংলাপ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন। তিনি অসবরণে প্রত্যাগমন করিয়া সম্রাটের নিকট বোলোনে তদীয় সদয় সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখেন। তিনি তদীয় পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, “আমি মহা-

শয়ের সহিত একত্রে অতিবাহিত দিবসের কথা ও মৎপ্রতি আপনার অকপট সহৃদয়তা ও সম্মান প্রদর্শন কখনও বিস্মৃত হইব না। আমি রাজ্ঞী ও তদীয় সন্তানবর্গকে সুস্থ দেখিলাম এবং রাজ্ঞী মহাশয়ের সমীপে তদীয় সাদর অভিনন্দন সংবাদ প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিলেন।"

কুমার বোলোন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কতিপয় দিবস পরে ফরাসী সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের বিষয়ে এক মন্তব্য লিখেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত অংশ প্রীতিকর ও প্রয়োজনীয়। "সম্রাটের শারীরিক গঠন হইতে ধীর ও পরিশ্রম বিমুখ বলিয়া প্রতীতি হয়। তিনি সহজে ক্রুদ্ধ হয়েন না; সময় সময় প্রফুল্ল ও কৌতুকপ্রিয়। তিনি অল্পমাত্র জার্ম্মাণদিগের স্বরে ন্যায় ফরাসী ভাষা উচ্চারণ করেন। তাঁহার ইংরেজী ভাষা অপেক্ষা জার্ম্মাণ ভাষার উচ্চারণ সুন্দর। যাহা হউক, আমি তাঁহার জার্ম্মাণীর অন্তঃপাতী বেভেরিয়া রাজ্যের অগ্‌স্‌বর্গ নগরে শিক্ষাজনিত বিবিধ মনোভাব প্রত্যক্ষ করিলাম। তিনি আমাকে কহিলেন যে, তিনি উক্ত নগরে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন। তাঁহার সভা ও গৃহ, ফরাসীরুচি অপেক্ষা ইংরেজরীতিতে সজ্জিত। তদীয় সভাসদ্‌গণ আভিজাত্য, কুল, শীল ও বিদ্যার নিমিত্ত বিখ্যাত নহেন। তিনি তাঁহাদিগের সহিত তুল্যব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে ভয় করেন। তথায় ধূমপান প্রথা প্রচলিত আছে; সম্রাট ধূমপান করেন। আমি কিজন্য তাঁহার সহিত তৎকালে যোগদান করি না, তাহা তিনি সম্যক্ অববোধ করিতে সক্ষম নহেন। প্রায় সর্ব্বদা তাঁহার সর্দ্দি অনুভব হইয়া থাকে; তিনি কহেন যে তাহার বাতরোগও আছে; রাত্রের প্রথম ভাগেই শয়ন করেন। তিনি সঙ্গীতে আনন্দ-

লাভ করেন না; স্বকীয় অশ্বারোহণ ক্ষমতায় গর্ব্বিত, কিন্তু আমি তাঁহার অশ্বারোহণে বিশেষ নিপুণতা দেখিলাম না।”

“তদীয় শিক্ষা অসম্পূর্ণ বলিয়া অনুমিত হয়; এমন কি অতিশয় প্রয়োজনীয় বিষয়, অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের রাজনৈতিক ইতিহাস ও সাধারণ রাজনৈতিক বিজ্ঞান শিক্ষায়ও দোষ আছে। তিনি স্বকীয় দোষ স্বীকারে অসাধারণ নম্রতা প্রকাশ করিলেন; অজ্ঞাত বিষয় স্বীকার করিয়া স্বকীয় সরলচিত্ততার পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি ইংরেজদিগের শিক্ষাপ্রণালীর প্রশংসা করিলেন এবং ফ্রান্সে কোনও প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশ না থাকতে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আভ্যন্তরিক কার্য্যবিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইংলণ্ডে রাজ্ঞী স্বয়ং প্রিভিকাউন্সিলের সভাপতির কার্য্য সম্পাদন করেন কি না? আমি তাঁহাকে বলিলাম যে তিনি স্বয়ং সে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; পূর্ব্বস্থিরীকৃত বিষয় বাদানুবাদ না করিয়া প্রিভিকাউন্সিলে কেবলমাত্র অনুমোদিত হয়; কিন্তু প্রধান মন্ত্রী সভার উদ্দেশ্য ও বাদানুবাদের পরিণাম রাজ্ঞীকে পূর্ব্বেই বিদিত করেন। তিনি বলিলেন যে তিনি মন্ত্রিগণকে একত্রিত হইয়া কোন বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে অনুমতি প্রদান করেন না। তাঁহারা কেবল তাঁহার সহিত বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়ে পৃথগ্‌ভাবে কথোপকথন করেন মাত্র। এক জনের সহিত যাহা স্থির করিতেন তাহা তিনি অন্য মন্ত্রীর নিকট প্রকাশ করেন না। ইংলণ্ডের সমুদায় কাগজপত্র রাজ্ঞীর হস্ত দিয়া যায় ও তিনি তৎসমুদায় পাঠ করেন; ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি প্রত্যুত্তরে কহিলেন যে তিনি কেবলমাত্র পত্রাদি হইতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র পাঠ করেন; সমগ্র পাঠ করিবার

তাঁহার অবসর নাই ও ইচ্ছাও নাই। আমি পুনরায় বলিলাম যে, রাজন্যবর্গের সমীপে যে সমুদায় রাজকীয় পত্রাদি প্রেরিত হয়, রাজ্ঞী তৎসমুদায় অবগত না হইলে সন্তুষ্ট হয়েন না। তিনি কহিলেন যে, তিনি বিভিন্ন বিভিন্ন গুরুতর বিভাগে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন; তাঁহারা তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করেন; তাহাতেই যথেষ্ট হয়। আমি এইরূপ বন্দোবস্তের দোষ উল্লেখ করিতে বিরত হইতে পারিলাম না। আমি কহিলাম যে ইংলণ্ডের কোনও রাজনীতিকুশল ব্যক্তি এরূপ রীতিতে স্বীকৃত হইবেন না; কারণ এই নীতি অবলম্বিত হইলে ও পররাষ্ট্রীয় সচিবগণ প্রভুকে প্রতারণা করিতে অভিলাষ করিলে, তাঁহারা বৈদেশিকদিগের নিকট কিরূপ নীতি অবলম্বিত হইবে তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা অজ্ঞতার ভাণ করিতে পারেন; কিংবা কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে এইরূপ গুপ্ত উপদেশের উপর সমুদায় দোষ অর্পণ করিবেন। সম্রাট এই সমুদায় প্রতিবাদের যাথার্থতা স্বীকার করিলেন; কিন্তু তিনি কহিলেন যে তিনি নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকাতে পূর্ব্বোক্ত নীতি অবলম্বন তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। সম্রাট বদান্য ও প্রজাগণের মঙ্গলসাধনে যত্নশীল; কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণের ন্যায় প্রজাগণের রাজনৈতিক জ্ঞানের উপর তাঁহার কুসংস্কার আছে। তিনি যথেচ্ছাচারী রাজগণের ন্যায় একাকী শাসন করিবার চেষ্টা করায় বিপদাপন্ন হইবেন; অর্থাৎ তিনি নানাবিধ অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে ব্যস্ত থাকিবেন; ও তদীয় সচিবগণের উপর কোনও বিষয়ের ভার নাই, তাঁহারা তৎসমীপে প্রকৃত বিষয় গোপন করিতে পারিবেন।”

কুমার প্রথম হইতেই সম্রাটের অন্তঃকরণে গৌরবজনক সংস্কার উৎপাদন করিয়াছিলেন। লর্ড কাউলি, লর্ড ক্লারে-

গুনের সমীপে লিখিলেন যে, "কুমারের প্রত্যাগমনের পর সম্রাট গত রাত্রে আমাকে বলিলেন যে, তিনি কুমারের নিকট যে সমুদায় বিষয় শ্রবণ করিয়াছেন তজ্জন্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছেন। সাধারণে পরিচিত হওয়ার ন্যায় অন্য কিছুই দুরূহ ব্যাপার নহে, কিন্তু কুমার তাহার সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াদিয়াছেন।"

ফরাসী সম্রাট রাজ্ঞীর সমীপে কুমারের ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, "ভবদীয় গৌরবভাজন স্বামীর ফরাসী যুদ্ধ প্রদর্শনীতে উপস্থিতি, রাজনৈতিক এক প্রধান ব্যাপার; যেহেতু ইহাতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দেশের মধ্যে সমধিক সদ্ভাব ব্যক্ত হইতেছে। কিন্তু আমি অদ্য এই ভ্রমণের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না; আপনাকে যথার্থতঃ কহিতেছি যে, এরূপ সুশিক্ষিত, মনোরমগুণাবলীভূষিত ও গভীর জ্ঞানশালী রাজকুমারের সহিত একত্রে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। তিনি নিশ্চয় জানিবেন যে, তিনি আমার সমধিক গৌরব ও মৈত্রীলাভ করিয়াছেন। যতই আমি কুমারের গুণ অববোধ করিতেছি, ততই আমি এরূপ অধিক দিবসের নিমিত্ত তাঁহাকে ফ্রান্সে আগমন করিতে স্বীকার করিয়া আপনার দয়াপ্রকাশের বিষয় অনুভব করিতে সক্ষম হইতেছি।"

কতিপয় দিবস পরে কাউণ্ট ওয়ালিউস্কি লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া লর্ড ক্লারেণ্ডনের সমীপে কহিলেন যে, "সম্রাট আগ্রহসহকারে কুমারের বিষয়ে কথোপকথন করিয়া কহিয়াছেন যে, তাঁহার জ্ঞানে কখন কুমারের সদৃশ জ্ঞানী, বহুদর্শী ও সরলভাবে স্বকীয় অভিজ্ঞতা প্রকাশে সক্ষম ব্যক্তির সহিত আলাপ হয় নাই। তিনি কহেন যে, তিনি এরূপ অল্পকালের

মধ্যে কখন এরূপ অধিক বিষয় শিক্ষা করেন নাই; তজ্জন্য তিনি কুমারের নিকট কৃতজ্ঞ।”

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর রাজ্ঞী সপরিবারে বাল্‌মোরালে উপনীত হইলেন। তথায় নূতন গৃহের ছাদ প্রস্তুত হইয়াছিল; কুমার গৃহের আকার দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। সেই দিবস রাজ্ঞীর নিকট সংবাদ আসিল যে, ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্য ৭ই সেপ্টেম্বর ক্রিমিয়াভিমুখে যাত্রা করিবে। ২১শে সেপ্টেম্বর ডিউক অব্‌ নিউ কাস্‌লের নিকট হইতে তারযোগে পূর্ব্বদিবসের ৯ ঘটিকার সময় প্রেরিত এক সংবাদ আসিল যে, ২৫০০০ ইংরেজ, ২৫০০০ ফরাসী এবং ৮০০০ তুরুস্ক সৈন্য ইউপেটোরিয়ায় নিরাপদে অবতীর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ সিবাষ্টপোলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

বাল্‌মোরালে অবস্থানকালে রাজ্ঞী লর্ড ক্লারেণ্ডনের নিকট হইতে সমাচার প্রাপ্ত হইলেন যে, ইংরেজ ও ফরাসী সেনা একত্রে ২০শে সেপ্টেম্বর আল্‌মার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। ইতিমধ্যে সিবাষ্টপোল অধিকৃত হইলে কি করা হইবে তাহা লইয়া মন্ত্রিদল বিশেষ ব্যগ্র হইলেন। লর্ড আবার্ডিন বিবেচনা করিলেন যে, এই নগর এককালে ধ্বংস করা উচিত; এবং তাহা না করিলে ইহা পুনরায় বিবাদের কারণীভূত হইবে। কেবল সমুদ্রতীরবর্ত্তী দুর্গসমূহ ধ্বংস করাই লর্ড জন রসেলের অভিমত। কিন্তু এই স্থান যে তুরুস্কের হস্তে প্রদত্ত হইবে না, ইহা উভয়েরই অভিমত। লর্ড পামারষ্টোনের মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁহার অভিমত এই যে, সিবাষ্টপোল বিনষ্ট হইবে না, ক্রিমিয়া তুরুস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে। রাজ্ঞী লর্ড আবার্ডিনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন। যাহা হউক এই বিষয়ে বিভিন্ন মতের নিমিত্ত কিয়ৎকালের

জন্য প্রধান মন্ত্রী লর্ড আবার্ডিন বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন। বল্টিক সাগরে সমধিক জয়লাভের আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইয়াছিল। রুশিয়ার রণতরি সমূহ যদিও প্রতিরুদ্ধ ছিল কিন্তু তাহাদিগের কোনওরূপ অনিষ্ট হয় নাই; বোধ হইল যেন ক্রন্‌টাডস্থ রুশদুর্গ স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক নিম্নস্থিত ইংরেজ রণতরির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে অনেকে অন্যায় পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, রণতরির অধ্যক্ষ সার্ চার্লস নেপিয়ারের সমধিক উত্তমাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তিনি এক্ষণে রণতরির প্রথম লর্ড, সার্ জেম্‌স গ্রেহামের সহিত বিপক্ষভাবে বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সার্ চার্লস নেপিয়ার ভোজনস্থানে বক্তৃতার সময় স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, "আমি সাধারণে বলিয়াছি ও আমি তাহাদিগকে বিদিত করিতে ইচ্ছা করি যে, যদ্যপি আমি সার্ জেমস্ গ্রেহামের উপদেশ অনুসরণ করিতাম, তাহা হইলে আমি সমুদায় ইংরেজ রণতরি বল্টিক সাগরে নিশ্চই বিনষ্ট করিতাম।" কতিপয় মাস পরে রণতরির অধ্যক্ষ সার্ চার্লস্ নেপিয়ারকে বাথ সম্প্রদায়ের প্রধানতম গৌরবস্বরূপ নাইট গ্রাণ্ড ক্রস্ উপাধি প্রদত্ত হইবার প্রস্তাব হয়; কিন্তু তিনি এই সম্মান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি তদীয় অস্বীকারের কারণ সমূহ বিবৃত করিয়া কুমারের সমীপে এক পত্র লিখিলেন যে, সার্ জেমস্ গ্রেহাম তদীয় আচরণের নিমিত্ত বিচার প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে; অতএব তাঁহার চরিত্র, বিচারে নির্দ্দোষ বলিয়া সপ্রমাণ না হইলে তিনি এই সম্মানসূচক উপাধি গ্রহণ করিতে পারেন না। ক্রিমিয়ার ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ লর্ড রেগ্লানও সংবাদপত্রে ভয়ানকরূপে অন্যায় পূর্ব্বক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কারণ যাঁহারা সৈনিক বিচারালয়ে তাঁহার কার্য্যানুসন্ধানের নিমিত্ত

উৎসুক হইয়াছিলেন, তাঁহারাই এক সপ্তাহ পরে আল্‌মার যুদ্ধে জয়লাভ সমাচার ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে গার্টার নামক সম্ভ্রান্ত বংশীয় দিগের উচ্চতম উপাধি প্রদানে ব্যগ্র হইলেন।

ইতিমধ্যে প্রতিদিবস সুপ্রসিদ্ধ আল্‌মা যুদ্ধের নূতন নূতন সমাচার আসিতে লাগিল। এই যুদ্ধে কতিপয় ঘটিকামধ্যে প্রভূত রুশ্‌সৈন্য ইংরেজ ও ফরাসিগণ কর্ত্তৃক এক সুদৃঢ় স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। এই স্থান রুশিয়ার প্রিন্স মেন্স-চিকফ, তিন সপ্তাহ ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্যের প্রতিকূলে রক্ষা করিতে রুশ্‌সম্রাটের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ৮ই লর্ড বুর্গার্স, লর্ড রেগ্‌লানের নিকট হইতে আল্‌মা যুদ্ধের বিস্তারিত সংবাদ লইয়া লণ্ডনে উপনীত হইলেন। ডিউক অব্ নিউ কাসল রাজ্ঞীর সমীপে এক পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, "লর্ড বুর্গার্স লর্ড রেগ্‌লানের বিষয় বর্ণনা করিয়া কহিয়া-ছেন যে, লর্ড রেগ্‌লান সচরাচর যেরূপ আগ্রহ প্রদর্শন করিতেন, তদপেক্ষা এই যুদ্ধে অধিকতর উৎসাহ ও আগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের পর সৈন্যগণ তাঁহার ন্যায় অপর কোন সেনাপতির প্রতি বিশ্বস্ততা ও অনুরাগ প্রদর্শন করে নাই; এবং কোনও সৈন্যাধ্যক্ষ তদীয় সহযোগী মিত্রগণের উপর এরূপ প্রভুত্ব স্থাপনে সক্ষম হয়েন নাই।" ভারতে সৈনিক বিপ্লবের সময় সার্ হিউরোজ নামে বিখ্যাত বিগ্রেডিয়র রোজও ডিউক অব্ নিউ কাসলের সমীপে লর্ড বুর্গা-র্সের ন্যায় লিখিলেন, "প্রকৃত ঘটনা আপনার নিকট বর্ণনা করা আমার কর্ত্তব্য; অতএব জয়লাভের মূলীভুত এক মহা ব্যাপার বর্ণনা করিতে বিস্মৃত হইব না। তাহা এই যে, ভয়ানক গোলাবর্ষণ কালেও লর্ড রেগ্‌লান অবিচলিতভাবে রহিলেন;

এবং সম্মুখভাগের দুরূহ পদ রক্ষা করিতে মনস্থ করিয়া এরূপ অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিলেন যে, ফরাসী সৈন্যগণ একবাক্যে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।”

রাজপ্রাসাদ মধ্যে এই জয়লাভ সমাচার পরম প্রীতিসহকারে গৃহীত হইল বটে, কিন্তু যেরূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়া এই জয়লাভ হয়, তাহা চিন্তা করিয়া এই জয়োল্লাস বিষাদপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজ্ঞী ১০ ই অক্টোবর, লর্ড ক্লারেণ্ডনের সমীপে লিখিলেন যে, “আল্‌মার সুবিখ্যাত জয়লাভের নিমিত্ত গৌরব ও আমোদে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, কিন্তু এই যুদ্ধে আমাদিগের যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে এবং প্রিয়তম ব্যক্তিগণের বিনাশে সকল শ্রেণীর অধিকাংশ ব্যক্তিগণ যেরূপ শোকাকুল হইয়াছেন তাহা চিন্তা করিয়া বিমর্ষ হইতেছি।”

কুমার ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় যাহা ঘটিতেছিল তাহা সবিস্তারে পরমাগ্রহসহকারে পাঠ করিতেন; এবং যে সমুদায় পত্রাদি হইতে প্রধান প্রধান ঘটনা অবগত হওয়া যাইতে পারা যায়, তাহা তিনি সাবধানে সংগ্রহ করিতেন। ইহার মধ্যে অনেক পত্র যুদ্ধস্থলে প্রত্যক্ষদর্শনকারী সৈন্যাধ্যক্ষদিগের নিকট হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। কুমার তাঁহার প্রথম গ্রেনাডিয়র গার্ড নামক সৈন্যবিভাগের কার্য্যের নিমিত্ত অহঙ্কৃত হইলেন ও তিনি উক্ত সৈন্যদলের অধ্যক্ষের নিকট আল্‌মার যুদ্ধে ঐ সৈন্যদিগের কার্য্যের নিমিত্ত প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিলেন।

১১ ই অক্টোবর, রাজ্ঞী বাল্‌মোরাল হইতে যাত্রা করিয়া ১৪ ই উইণ্ডসরে উপস্থিত হইলেন। ৩১ শে অক্টোবর রুশ্‌দিগের নিকট হইতে সমাচার আসিল যে, ২৫ শে অক্টোবর রুশ্ জেনেরল লিপ্রাণ্ডি বালাক্লাভাতে ইংরেজ শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগের কতিপয় কামান হস্তগত ও লর্ড কার্ডি-

গানের অধিনস্থ অশ্বারোহী সৈন্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ বিনষ্ট করিয়াছেন। রুশ্‌দিগের নিকট হইতে এই সংবাদ আসাতে অনেকে ইহা রঞ্জিত বলিয়া আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু কতিপয় দিবস চিন্তাকুলিতভাবে অবস্থিতির পর, ৪ ঠা নবেম্বর, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট সমাচার উপস্থিত হইলে সে আশা সমূলে উন্মূলিত হইল। যাহা হউক, আরও কিয়দ্দিবস গত হইলে বালাক্লাভা যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ ইংলণ্ডে উপস্থিত হইল। ৬৭৫ জন অশ্বারোহী সৈন্যের মধ্যে ১৯৫ জন মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে সকলেই চিন্তিত রহিয়াছিলেন; যেহেতু রুশ্‌দিগের বৈদ্যুতিক সমাচার হইতে যদিও ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইয়াছিল যে, সেই দিবস ইংরেজগণই গৌরবলাভ করিয়াছেন; কিন্তু সেই গৌরব; অশ্বারোহী সৈন্যের ভয়ানক ক্ষতি স্বীকার করিয়া মহামূল্যে লাভ হইয়াছিল। ইংরেজ সৈন্যের অশ্বারোহী ভাগ প্রথম হইতেই অতিশয় দুর্ব্বল ছিল।

১৩ই নবেম্বর তারযোগে সমাচার আসিল যে ৫ই নবেম্বর ইংরেজ ও ফরাসিগণের মিলিত সৈন্য রুশ্‌দিগের সহিত ইনুকারমানের ঘোরতর সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছে। রুশ্‌গণ বহুসংখ্যায় ইংরেজগণের অধিনিবেশের স্থান আক্রমণ করে। অতি প্রত্যুষ হইতে আরম্ভ হইয়া অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিয়াছিল। কতিপয় দিবস পরে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড রেগ্‌লানের নিকট হইতে সমাচার আসিলে, কিরূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়া জয়লাভ হইয়াছিল সেই সমাচার উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে ২৫৭৩ জন ও ফরাসী পক্ষে ১৮০০ জন হত ও আহত হয়। ইংরেজগণ কহেন যে শত্রুপক্ষে প্রায় ১৫ অথবা ২০ হাজার সৈন্য বিনষ্ট হয়; কিন্তু রুশ্‌গণ কহেন যে ১১৯৫৯ জন

মাত্র হত, আহত ও বন্দীকৃত হইয়াছিল। ইংরেজ পক্ষে তিন জন জেনেরল হত ও এক জন সাংঘাতিকরূপে আহত হয়েন। যাঁহারা হত হয়েন, তাঁহাদিগের নাম সার্ জর্জ ক্যাথ্‌কার্ট, জেনেরল ষ্ট্রেঞ্জওয়েস্ ও জেনেরল গোল্ডী; এবং আহত জেনেরলের নাম জেনেরল টরেন্স। ইঁহারা সকলেই সৈন্যাধ্যক্ষ সুবিখ্যাত রণকুশল ছিলেন; তাঁহাদিগের বিনাশে ইংরেজগণের মহা ক্ষতি হইয়াছিল। কিন্তু এই জয়লাভ যে অসাধারণ ব্যাপার, তাহাতে কেহ সন্দেহ করিল না। সিবাষ্টপোল সত্বর অধিকৃত হইবে ও তৎকালে লর্ড রেগ্‌লানকে ফিল্ড মার্শাল নামক ব্রিটীশ সৈন্যের প্রধানতম সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিবেন, গবর্ণমেন্ট এরূপ আশা করিয়া তাঁহাকে ঐ উপাধি প্রদান করিতে বিলম্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল যে ইনৃকারমানের যুদ্ধে তদীয় কার্য্যদক্ষতার জন্য তাঁহাকে এই সম্মান প্রদান করিয়া ইংরেজজাতির কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত অবসর। লর্ড আবার্ডিন ১৭ ই নবেম্বর এই অভিপ্রায় রাজ্ঞীর সমীপে বিদিত করিলেন; এবং তৎপরদিবস রাজ্ঞী তদীয় অভিলাষে সম্মতিপ্রকাশ করিলেন।

১৮ ই নবেম্বর রাজ্ঞী স্বয়ং লর্ড রেগ্‌লানের সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিলেন। "রাজ্ঞী, ৫ ই নবেম্বরের গৌরবজনক ভয়ঙ্কর জয়লাভ সমাচার তারযোগে প্রাপ্ত হইয়া যুগপৎ গর্ব্ব ও আহ্লাদের সহিত পাঠ করিলেন। যাহা হউক কিন্তু ক্ষতির বিষয় চিন্তা করিতে গেলে সেই দর্প ও আহ্লাদ, বিষাদময়রূপে পরিণত হয়। বিশেষতঃ সুবিখ্যাত সৈনিকপুরুষ সার্ জর্জ কাথ্‌কার্টের নিধনসমাচারে তিনি সাতিশয় দুঃখিতা ও শোকাভিভূতা হইয়াছেন। লর্ড রেগ্‌লানের মহামূল্য জীবনের কোনওরূপ ক্ষতি না হওয়াতে আমরা ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা-

পাশে বদ্ধ রহিলাম; এবং রাজ্ঞীর অভিলাষ যে, অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ভিন্ন অন্য কোনরূপে যেন তিনি আপনাকে বিপদ্‌সাগরে নিঃক্ষিপ্ত না করেন। তিনি যেরূপ দক্ষতার সহিত তদীয় রাজ্ঞীর ও সমগ্র দেশের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন; যাহা-দিগকে তিনি স্বকীয় সৈন্য বলিয়া গৌরব করেন সেই সাহসিক সৈন্যগণকে যেরূপভাবে পরিচালিত করিতেছেন; তজ্জন্য রাজ্ঞী যতই কেন সাধুবাদ প্রদান করুন না, কোন ক্রমে তাহার পর্য্যাপ্ত হইবে না। রাজ্ঞীর সন্তোষের যৎসামান্য নিদর্শন স্বরূপ তিনি লর্ড রেগ্‌লানকে ফিল্ড মার্শাল উপাধি প্রদানে অভিলাষিণী। যিনি চিরস্মরণীয় মৃত বীর ডিউক অব্ ওয়েলিং-টনের অধীনস্থ সৈনিকগণ সহ এতকাল দক্ষতা সহকারে কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাকে এই উচ্চ সম্মানলাভ করিতে দেখিয়া রাজ্ঞী পরম প্রীত হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ডিউক মহোদয় বর্ত্তমান থাকিয়া তদীয় গৌরবভাজন মিত্রের উন্নতি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইলেন না। কুমার ও রাজ্ঞী উভয়ে লর্ড রেগ্‌লানের সমীপে সৈন্যগণের বীরত্বের নিমিত্ত অপরিসীম আনন্দ ও সৈন্যগণের শারীরিক ও আহারাদির ক্লেশের নিমিত্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আগ্রহবান জানিবেন।”

রাজ্ঞী সার্ জর্জ কাথ্‌কার্টের বিধবা পত্নীকে সান্ত্বনা-প্রদান করিয়া ১৮ই নবেম্বর এক পত্র লিখিলেন, “আমি স্বয়ং আপনার নিকট তদীয় প্রিয়তম স্বামীর মৃত্যুজনিত শোকে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার মৃত্যুতে আপনি স্বামীহীনা এবং আমিও সমগ্র রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ, দক্ষ সৈনাধ্যক্ষহীন হইলাম। আমি আপনার দুস্তর শোকসাগরে সান্ত্বনাপ্রদানে সক্ষম নহি; ‘ঈশ্বর একমাত্র বিপন্ন ব্যক্তিকে

পরিত্যাগ করেন না,' এই বিশ্বাস ভিন্ন অন্য কিছুই এক্ষণে প্রবোধদানে সমর্থ নহে। আমি আপনার শোচনীয় স্বামীর প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতাম, তাঁহাকে কিরূপ বিশ্বাস করিতাম এবং তাঁহার বিনাশে কিরূপ মহৎ ক্ষতিগ্রস্ত ও শোকাতুরা হইয়াছি তাহা অবগত হইলে আপনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন।"

আধুনিক রণপ্রথা অগ্রাহ্য করিয়া আহত শত্রুগণের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার প্রদর্শনের নিমিত্ত রূশ্‌গণের প্রতিকূলে নানাবিধ অভিযোগ উপস্থাপিত হইল। ইন্‌কার্ম্মানের যুদ্ধের দিবস এই নির্দ্দয় আচরণের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই বিষয়ে যে সকল সমাচার ইংলণ্ডে আসিয়াছিল, রাজ্ঞী তাহার নিমিত্ত আন্তরিক ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া রাজা লিওপোল্ডের সমীপে এক পত্র লিখিলেন; "আপনার নিকট পত্র প্রেরণের পর আমি ইন্‌-কার্ম্মানের যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ অবগত হইলাম। ৬০,০০০ রূশ্‌-সৈন্য, ৮,০০০ ইংরেজ ও ৬,০০০ ফরাসিসৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত ও পরাস্ত হইয়াছে ইহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার। রূশ্‌পক্ষে প্রায় ১৫,০০০ সৈন্য বিনষ্ট হয়। তাঁহারা অতি অসভ্যের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন; আমাদিগের যে সৈন্যাধ্যক্ষ সামান্য মাত্র আহত হইয়াছিল, তাঁহাকে তাঁহারা পশুবৎ হত্যা করিয়াছে। তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি এইরূপ পাশব আচরণ বর্ণনা করিতে মাত্র জীবিত ছিল। যৎকালে সার্‌ জর্জ কাথকার্ট সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া অশ্ব হইতে পতিত হয়েন, তৎকালে তদীয় বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত সৈনিক বিভাগের সেক্রেটরি কর্ণেল চার্লস সিমোর স্বকীয় অশ্ব হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া, এক হস্ত আহত থাকাতে অপর হস্তে মুমূর্ষু প্রভুকে ধারণ করিলেন; তিনজন পাশবাচারী রূশ্‌সৈন্য তাঁহাকে সঙ্গীনদ্বারা

বিদ্ধ করিল। কি নৃশংসের কার্য্য! ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ রুশ্‌সেনাপতি প্রিন্স মেন্‌চিকফের সমীপে এইরূপ আচরণ প্রশমিত করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন।” প্রিন্স মেন্‌চিকফ প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, এরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটে না; যুদ্ধকালীন রণমদে উৎসাহিত হইলে যে দুই একটি নৃশংস ঘটনা ঘটে তাহা নিবারণ করা দুঃসাধ্য।

রুশ্‌যুদ্ধে যে সমস্ত ইংরেজ সৈনিকপুরুষ আহত হইয়াছিলেন তাহাদিগের শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত একদল শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইবার বিষয়ে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র স্ত্রীলোকগণ যুগপৎ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। শুশ্রূষাকারিণীগণ কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের অধীনে নিযুক্ত হইলেন। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক অসাধারণ ক্ষমতাগুণে এবং প্রূশিয়া ও অন্যান্য স্থলে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া এই কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ৩৭ জন শুশ্রূষাকারিণীর সহিত কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ হাঁসপাতালে শিক্ষিত হইয়াছিলেন; এবং অনেকে হাঁসপাতাল কার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাঁহারা বালাক্লাভার যুদ্ধে আহত সৈনিকগণের শুশ্রূষা করিবার উপযুক্ত সময়ে স্কিউটেরিতে উপনীত হইলেন। পূর্ব্বে সাধারণ হাঁসপাতালে ভয়ানক বিশৃঙ্খলতা ছিল, এক্ষণে তথাকার অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলতা দূরীভূত হইল। রেভারেণ্ড ডাক্তার ষ্টান্‌লি নামক ওয়েষ্ট-মিনিষ্টারের ডিনের ভগিনী, কুমারী ষ্টান্‌লির তত্ত্বাবধারণে পুনরায় ৫০ জন শুশ্রূষাকারিণী কুমারী নাইটিঙ্গেলের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইলেন। যুদ্ধের ইতিহাসে এই সকল উদার-স্বভাবা স্ত্রীলোকগণের কার্য্যকলাপ বর্ণিত হইয়া ইংলণ্ডের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে।

রাজ্ঞী, জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী এবং রাজসংসারের অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ পশুলোমজাত হস্তাবরণ, গলাবন্ধনী, ও অন্যান্য উষ্ণ শীতবস্ত্র স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া সৈনিকগণের মধ্যে বিতরিত হইতে প্রেরণ করিলেন। ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র সহস্র সহস্র বিলাসিনী দিবসের মধ্যে অধিকাংশ সময় এই প্রশংসাজনক কার্য্যে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কুমার স্বকীয় সৈন্যদলের অধ্যক্ষগণের নিমিত্ত পশুলোমজাত অঙ্গবস্ত্র (জামা) এবং সৈন্যগণের নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে তামাক প্রেরণ করিলেন। ক্রিমিয়ায় সৈন্যগণের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল। শিবির সমুদায় বৃষ্টিতে আর্দ্র হইয়াছিল; সৈন্যগণের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছিল; যাহারা জীবিত রহিল তাহারা খাদ্যদ্রব্য, বিশ্রাম ও আশ্রয়স্থানাভাবে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিল। সৈন্যগণের খাদ্য সংগ্রহে নিযুক্ত রাজকর্ম্মচারিগণ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে খাদ্য দ্রব্য প্রেরণের যানাভাবে স্বকীয় কর্ত্তব্যসাধনে অসমর্থ হইয়াছিলেন। অল্পদূরে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য থাকিলেও মনুষ্য ও অশ্ব খাদ্যাভাবে উপরত হইতেছিল। এই সমস্ত বিশৃঙ্খলতার নিমিত্ত কোন ব্যক্তি দোষভাগী, ইহা নির্ণয় করিতে সকলেই ব্যগ্র হইলেন। এই প্রশ্নের উত্তর নিরাকরণ করা অতিশয় দুরূহ।

রাজ্ঞী ও কুমার সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিবিধানে যত্নবান হইলেন। ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ লর্ড রেগ্‌লানের পত্রে এবিষয়ের কিছুই অবগত হইতে পারা যায় না। তদীয় পত্রে এবিষয়ের কোনও উল্লেখ না থাকিলেও, অন্যান্য পত্র ও সংবাদপত্রসমূহ এবিষয়ের আলোচনায় পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু এই সমুদায় উপায় হইতে সৈন্যগণের সুখ ও সাহায্যার্থ আবশ্যকীয় বিষয় অবগত হওয়া অসম্ভব। গবর্ণমেণ্ট

যখন যেরূপ আবশ্যক বোধ করিতে লাগিলেন, তখন তদনুরূপ দ্রব্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত যে সমুদায় পত্রাদি গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইত, তাহাতে কার্য্যক্ষম অথবা অক্ষম সৈন্যসংখ্যা, তাহাদিগের আশ্রয় স্থান, বস্ত্র ও খাদ্য এবং অশ্ব সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ের প্রয়োজনীয় সমাচারের কোনও উল্লেখ ছিল না।

কুমার বিবেচনা করিলেন যে, যতদিন এই দোষ সংশোধিত না হয়, ততকাল যুদ্ধপ্রণালীর বিঘ্নকর দোষ সমুদায় প্রশমিত করা দুঃসাধ্য। তনি ডিউক অব্ নিউকাসলের সমীপে লিখিলেন যে, সিবাষ্টপোলের সম্মুখে সৈন্যগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলতার সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তিনি অতিশয় চিন্তিত হইয়াছেন। তিনি বিবেচনা করেন যে, সমুদায় ব্যাপার সবিস্তারে বর্ণন করিয়া ইংলণ্ডে কর্ত্তৃপক্ষগণের বিদিতার্থে প্রেরণ করাই এ সকল প্রতিবিধানের একমাত্র উপায়। কুমার তদীয় পত্রের সহিত কিরূপভাবে প্রত্যুত্তর প্রেরণ করিতে হইবে তাহার এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাতে সমুদায় প্রধান প্রধান বিষয়ের যাথার্থতা অবধারণের উপায় প্রদর্শিত হইল। তিনি ডিউক অব্ নিউকাসলের সমীপে লিখিলেন যে, তিনি যাঁহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, তাঁহাকে সমুদায় উপদেশ যেন সম্যক্ রূপে বুঝাইয়া দেন। তদীয় উপদেশ সমুদায় কার্য্যে পরিণত হইল; এবং তৎকাল হইতে সামরিক বিভাগের অধ্যক্ষের সমীপে কুমারের উপদেশানুরূপ তালিকা প্রস্তুত করিয়া সমাচার আসিতে লাগিল ও তিনি সেই সমুদায় রাজ্ঞীর সমীপে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ সহজে সিবাষ্টপোলের যোদ্ধৃবর্গের সংখ্যা ও কিরূপ সৈন্য পুনঃ প্রেরণের প্রয়োজন,

কামানের সংখ্যা, রসদের অবস্থা, বস্ত্রাদি যাহা ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হইয়াছিল তাহা পঁহুছিয়াছে কি না এ সমুদায় বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে সমর্থ হইলেন। যে সমস্ত দোষবশতঃ ১৮৫৪ ও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের শীতকালে এরূপ প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল ও ইংরেজ সৈন্যবর্গের নিদারুণ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা নিবারণের নিমিত্ত এই কার্য্যকর প্রথম উপায় সমূহ পরিগৃহীত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যুদ্ধ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই সংশোধন কার্য্য আবিষ্কৃত হইল।

রাজ্ঞী স্বকীয় সৈন্যগণের কষ্টে অতিশয় চিন্তিত হইলেন; এবং তিনি লর্ড রেগ্‌লানের সমীপে লিখিলেন যে, "দারুণ শীত, সৈন্যগণের শোচনীয় খাদ্যাভাব ও পীড়ার নিমিত্ত রাজ্ঞী ও কুমার অতিশয় চিন্তিত হইয়াছেন। সাহসিক সৈন্যগণ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অসাধারণ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতঃ সমুদায় ক্লেশ সহ্য করিয়া স্ব স্ব বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিবে বটে, কিন্তু তাহাদিগের দীর্ঘকাল কষ্টে আমরা সাতিশয় ব্যথিত হইব। রাজ্ঞী বিশ্বাস করেন যে, রসদসংগ্রাহকগণের অসাবধানতায় যেন কেহ বৃথা আহারের ক্লেশভোগ করে না, ইহা লর্ড রেগ্‌লান অতি সাবধান পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। রাজ্ঞী শুনিয়াছেন যে সৈন্যদিগকে কফি ভাজিয়া দেওয়া হয় না, এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন; কারণ সৈন্যগণকে যথাসাধ্য সুখে রাখা তদীয় একান্ত অভিলাষ। রাজ্ঞী আরও বিশ্বাস করেন যে, পূর্ব্বপ্রেরিত পশুলোমজাত বস্ত্র সকল এত দিনে বালাক্লাভাতে পঁহুছিয়াছে এবং সৈন্যগণকে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; লর্ড রেগ্‌লান এতদিনে সৈন্যগণের বাসার্থ কুটীর প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

আমরা সৈন্যগণের নিমিত্ত কিরূপ চিন্তিত, ও তাহাদিগের কষ্ট দূর হইতেছে কি না এই সংবাদ শ্রবণ করিবার জন্য কিরূপ উৎসুক, তাহা লর্ড রেগ্‌লান অনুভব করিতে সক্ষম নহেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে জানুয়ারি পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশন হইল। শরৎকালীন অল্পকাল অধিবেশনের পর, যে মাস গত হইয়াছিল, সেই মাসে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণের নূতন নূতন দুর্দ্দশা শ্রবণ করিয়া সাধারণের ঘৃণা ও সহানুভূতি উদ্দীপিত হইয়াছিল। পথে সাধারণের কথোপকথনে ও সংবাদপত্রের প্রধান প্রধান প্রবন্ধে মন্ত্রিদলের বিরুদ্ধ উত্থাপনের কথা চলিতে লাগিল। মন্ত্রিগণ যথাসাধ্য সৈন্যগণের কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত আবশ্যকীয় উপায়সমূহ অবলম্বনে ক্রটি করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা সম্যক্‌-রূপে অবগত ছিলেন যে, পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশন হইলে পর, তাঁহাদিগের কার্য্যে দোষারোপিত হইবে এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের সমরপরিচালনাকার্য্যের প্রতিকূলে যথারীতি পার্লিয়-মেণ্টে এক অভিযোগ উপস্থিত হইবে। ইতিমধ্যে লর্ড জন রসেল মন্ত্রিদলেই রহিলেন এবং তদীয় সহযোগিগণ তাঁহার মুখে অসন্তোষ অথবা উপস্থিত ব্যাপারের প্রতিকূলে কোন কথা শ্রবণ করিলেন না। কমন্সসভার অধিবেশনের দিবস মিঃ রোবক্‌ এক বিজ্ঞাপন প্রদান করিলেন যে, সিবাষ্টপোলে ইংরেজ সৈন্যগণের অবস্থা এবং সৈন্যগণের অভাব পরিপূরণে নিযুক্ত গবর্ণমেণ্টের বিভাগসমূহের কার্য্যানুসন্ধান নিমিত্ত এক কমিটী (সভা) গঠিত হওয়া উচিত। এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রদান করিলে পর, মন্ত্রিদলের একত্রিত হইয়া সমরনির্ব্বাহক সভ্যগণের কার্য্য সমর্থন করা উচিত; অতএব তৎপরদিবসে রাজ্ঞী ও মন্ত্রিদল, লর্ড জন রসেল পদপরিত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত

হইলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে এই বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ করিতে হইবে, তাহা তিনি অবগত নহেন। যদিও মিঃ রোবকের প্রস্তাবের প্রতিকূলে মন্ত্রিদলের জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এক্ষণে লর্ড জন রসেলের ন্যায় এক জন প্রধানতম সভ্য পদপরিত্যাগ করাতে সে আশা একেবারে উন্মূলিত হইল। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে বাদানুবাদের পূর্ব্ব দিবসেই তিনি পদপরিত্যাগ করাতে মন্ত্রিপক্ষের প্রতিকূলে যে সমস্ত দোষারোপিত হইয়াছিল তৎসমুদায় সপ্রমাণিত হইল। কমন্স সভায় দুই দিবসকাল বাদানুবাদ হইয়া প্রায় ১৫৭ জন সভ্যের মত অধিক হওয়াতে কমিটী গঠনই স্থিরীকৃত হইল। এই জয়লাভে কমন্সসভা বিস্মিত হইলেন।

পরদিবস ৩০ শে জানুয়ারি লর্ড আবার্ডিন মন্ত্রিদলের পদ-পরিত্যাগ-পত্রিকা রাজ্ঞীর হস্তে অর্পণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ লর্ড ডর্বি রাজপ্রাসাদে আহূত হইলেন। তৎপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকাংশ সভ্য ছিলেন এবং তাঁহাদিগেরই সাহায্যে মিঃ রোবক্ জয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি পরদিবস রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অতীত কার্য্যে স্বকীয় দোষক্ষালন করিলেন। তিনি কহিলেন যে, মিঃ রোবকের সহিত তাঁহার কোনও ষড়যন্ত্র ছিল না; কিন্তু লর্ড জন রসেল, অনুসন্ধানের প্রচুর কারণ আছে, এইরূপ কহাতে তদীয় সহযোগিগণ প্রস্তা-বিত কমিটীগঠনের অনুকূলে সম্মতিপ্রদান করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিলেন যে তৎপক্ষীয় সভ্যগণের মতৈক্য আছে বটে, কিন্তু কেহই কমন্সসভা শাসনক্ষম নহেন। অতএব অন্য কোনও পক্ষের সহিত তৎপক্ষের সংযোগ না হইলে, ইংলণ্ডবাসিগণ তদীয় মন্ত্রিত্ব গ্রহণে সন্তুষ্ট হইবেন না। তিনি সম্যক্ বিদিত ছিলেন যে সমগ্র দেশ লর্ড পামারষ্টোনকে সমর পরিচালনার

উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। রাজ্ঞী অন্যান্য ব্যক্তিকে মন্ত্রিদল গঠনানুরোধে ব্যর্থ মনোরথ হইলে পর, লর্ড পামার ষ্টোন, ৬ই ফেব্রুয়ারি, মন্ত্রিদল গঠনে স্বীকৃত হইলেন; এবং ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নূতন মন্ত্রিদলে পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত সভ্যই রহিলেন কেবল লর্ড আবার্ডিন, ডিউক অব্ নিউকাসল এবং লর্ড জন রসেল ছিলেন না। লর্ড পান্-মিউর সমর-সচিবপদে নিযুক্ত হইলেন। কিয়ৎ দিবস পরে লর্ড জন রসেলও এই মন্ত্রিদলে যোগদান করিয়াছিলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ, মৃগীরোগে রুশ্ সম্রাটের অতর্কিত মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ডের সকলেই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। পূর্ব্বে তদীয় পীড়ার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। রুশ্‌গণের যে সমর লিপ্সার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া ইংলণ্ডের অনেক গৃহ শূন্য হইয়াছিল, সেই সমরাভিলাষে তাঁহারা এক্ষণে কোনওরূপ আদেশ অথবা ভয়প্রদর্শন করিতে সক্ষম নহেন এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া ইংরেজগণ আনন্দিত না হইয়া বরং ভীত হইলেন। উপরত রুশ্‌সম্রাট নিকোলাস্ ইউপেটো-রিয়ার যুদ্ধে, ১৮ই ফেব্রুয়ারি তদীয় ঘৃণিত তুরুস্ক কর্ত্তৃক স্বকীয় সৈন্যগণের পরাভব নিবন্ধন অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। ১লা মার্চ্চ সম্রাটের সমীপে সমাচার আসিল যে, জেনারল লিপ্-রাণ্ডির অধীনে প্রায় ৪০ সহস্র রুশ্‌সৈন্য, তুরুস্ক সেনাপতি ওমার পাশার অধীনে তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত প্রলাপ কহিতে লাগিলেন ও সাংঘাতিক চিহ্ন সমুদায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তদীয় চিন্তা সিবাষ্টপোলের সৈন্যগণের প্রতি নিহিত ছিল; এবং বীরত্বের সহিত এইস্থান রক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

রুশিয়ার পক্ষে হিতকর প্রুশিয়ার সাহায্য যাহাতে বরাবর থাকে তন্নিমিত্ত তিনি সমধিক ব্যগ্রতাপ্রকাশ করেন। তিনি মৃত্যুকালেও তদীয় পত্নীকে কহিয়াছিলেন যে, "প্রুশিয়ার রাজা প্রিয়তম ফ্রিট্‌জ্‌কে কহিবেন, যেন তিনি বরাবর রুশিয়ার মিত্র থাকেন।" অভিনব সম্রাট আলেক্‌জাণ্ডার ২রা মার্চ্চ সিংহাসনাধিরোহণ করেন; এবং তদীয় ঘোষণাপত্র দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হইল যে তিনি রাজমুকুটের সহিত পৈত্রিক নীতিরও উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। সেই ঘোষণাপত্রে তিনি কহিয়াছিলেন যে "আমি যেন পরমেশ্বরের সাহায্য ও শরণ লইয়া রুশিয়াকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্ষমতাশালী ও গৌরবভাজন করিতে সমর্থ হই, ও আমাদ্বারা যেন সম্রাট পিতর, সম্রাট কাথেরাইন, সর্ব্বজন-প্রিয় সম্রাট আলেক্‌জাণ্ডার ও চিরস্মরণীয় মদীয় পিতা সম্রাট নিকোলাস্‌ প্রভৃতি আমাদিগের সুবিখ্যাত পূর্ব্বপুরুষগণের অভিলাষ ও উদ্দেশ্য সম্পাদিত হয়।"

নবম পরিচ্ছেদ।

যৎকালে কুমার বোলোনে ফরাসী সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি সম্রাট ও সম্রাট-পত্নীর সমীপে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে রাজ্ঞী তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডে দর্শন করিতে অভিলাষ করেন। সম্রাট, ইংলণ্ডে ১৬ই এপ্রেল উপস্থিতি হইবার দিবস ধার্য্য করিয়াছিলেন। রাজগৃহ সচরাচর আড়ম্বরশীল হওয়াতে রাজকীয় অতিথিদিগের সমুচিত অভ্যর্থনা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সমধিক প্রযত্নের আবশ্যক হইল না। সম্রাট ও তদীয় পত্নীর নিমিত্ত উইণ্ডসর দুর্গের একভাগ সুসজ্জিত হইল এবং রুশ্‌সম্রাট নিকো-লাস্‌ ও ফরাসিরাজ লুই ফিলিপ যে কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন সেই গৃহটি সম্রাটের শয়নকক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল।

১৬ই এপ্রেল প্রাতঃকালে ফরাসী সম্রাট ও তৎপত্নীর ডোভরে উপস্থিত হইবার সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কুমার তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব দিবস সায়ংকালে ডোভরে যাত্রা করেন। তথায় একদল ইংরেজ রণতরি সমবেত হইয়াছিল; সম্রাট ও তৎপত্নীর ইংলণ্ডের উপকূলে অবতরণ পরম সমারোহে সম্পাদিত হইল। সম্রাট কিরূপ সমারোহে উইণ্ডসরে অভ্যর্থিত হয়েন তাহা রাজ্ঞীর দৈনন্দিন বিবরণী হইতে অবগত হওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন;—"সংবাদ আসিল যে, ৫ টা বাজিতে ১০ মিনিট থাকিতে সম্রাট লণ্ডনে

উপস্থিত হইয়াছেন; আমি বেশবিন্যাস করিয়া প্রস্তুত হইতে সত্বর হইলাম ও দুর্গের অপর পার্শ্বে যাইয়া রক্ষিবর্গের আবাস স্থানের সমীপবর্ত্তী এক কক্ষে তদীয় আগমন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অবশেষে ৭টা বাজিবার ১৫ মিনিট থাকিতে শুনিলাম যে রেলগাড়ী পাডিংটন ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়াছে। ক্রমশঃই মনে আগ্রহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সায়ংকালে আকাশমণ্ডল পরিষ্কার ও নক্ষত্রপুঞ্জে পরিশোভিত। অবশেষে উৎসুকদর্শকমণ্ডলী দর্শনার্থ ইতস্ততঃ বিচলিত হইতে দৃষ্ট হইল, তৎপরে একজন অশ্বপরিচারক আগমন করিল; এক কামানধ্বনি শুনিতে পাইলাম; আমরা সোপানাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। অপর একজন অশ্বপরিচারক আসিল। তাহার পর আমরা অগ্রগামী সশস্ত্র সমভিব্যাহারী রক্ষিবর্গ দেখিতে পাইলাম; জনমধ্যে হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। ক্রমশঃ সম্রাটের শকটের পুরোবর্ত্তী অশ্বারোহী সৈন্যগণ লক্ষিত হইল; দুর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; আমি বহির্গত হইলাম, রাজকুমারগণ ও আমার পুত্রকন্যাগণ আমার পশ্চাতে রহিল। সঙ্গীত আরম্ভ হইল, দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। অনাবৃত শকটে সম্রাট সস্ত্রীক আরূঢ়; তাঁহাদিগের সম্মুখে আলবার্ট উপবিষ্ট। তাঁহারা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তৎকালে আমার অন্তঃকরণে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। সমুদায় যেন স্বপ্নদর্শনের ন্যায় অনুভব হইতে লাগিল। রাজগণের সহিত সাক্ষাতের সময় আমার অন্তঃকরণ সাতিশয় বিচলিত হয়। আমি অগ্রগামিনী হইয়া সম্রাটকে আলিঙ্গন করিলাম। তিনি আমার হস্তচুম্বন করিলেন; আমিও তাঁহার উভয় গণ্ডস্থলে চুম্বন করিলাম। তদনন্তর ধীর, সুন্দরী, কৃশাঙ্গী তৎপত্নীকে

সাদরে আলিঙ্গন করিলাম। আমরা সম্রাটের সমক্ষে ডিউক অব্ কেম্ব্রিজ ও মদীয় ভ্রাতা লিনিঞ্জেনের রাজকুমার এবং আমার পুত্রকন্যাগণের পরিচয় প্রদান করিলাম। সম্রাট প্রিন্স অব্ ওয়েলস্‌কে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। পরে আমরা উপরে চলিলাম। আলবার্ট সম্রাটপত্নীকে লইয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলে তিনি অতিশয় নম্রভাবে প্রথমতঃ অস্বীকার করিলেন; কিন্তু অবশেষে অনিচ্ছা পূর্ব্বক সম্মত হইলেন। সম্রাট আমার হস্তধারণ করিয়া উপরে চলিলেন। তিনি এখানে আগমন ও আমাকে দর্শনজনিত সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি ভূয়োভূয়ঃ উইণ্ডসর দুর্গের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজসভাপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া সম্রাট ও তদীয় পত্নীর সমীপে সমবেত অন্যান্য ব্যক্তির পরিচয় প্রদান করিলাম। অবশেষে তাঁহাদিগকে আবাসার্থ সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া চলিলাম।"

সায়ংকালে আহারের সময় সম্রাটের আচরণ দেখিয়া রাজ্ঞী সত্বর আশ্বস্ত হইলেন। রাজ্ঞী তদীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, "সম্রাট অতিশয় ধীর, তাঁহার স্বর মৃদু ও কোমল।" পরদিবস রাজ্ঞীর স্থির বিশ্বাস হইল যে, সম্রাট ধীর ও নম্রপ্রকৃতি, এবং সহজে তাঁহার সহিত ব্যবহার করা যায়। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন যে, "প্রাতর্ভোজনের পর আমরা ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। তৎকালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও তাহার ভবিষ্যৎ পরিণামবিষয়ে প্রধানতমরূপে কথোপকথন চলিল; এইরূপে সম্রাটের যুদ্ধবিষয়ক অভিমত পরিজ্ঞাত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। আলবার্টকে সম্রাটের সহিত এই বিষয়ে কথোপকথন করিতে দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। সম্রাট ও তদীয় পত্নী উভয়ে সম্রাটের ক্রিমিয়া গমনে আগ্রহ প্রকাশ

করিলেন। সম্রাটপত্নী যুদ্ধে সাতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিয়া তথায় সম্রাটের গমনের প্রতি পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার বিবেচনায় সম্রাট অন্য স্থানের ন্যায় যুদ্ধস্থলেও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। তিনি পারিশে বাসাপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে অধিকতর বিপদের সম্ভাবনা করেন না। তিনি কহিলেন যে প্রাতঃকালে একাকী ভ্রমণে বহির্গমনের সময় ব্যতীত অন্য কখনও তিনি সম্রাটের নিমিত্ত ভীত হয়েন না। তিনি অতিশয় সাহসবতী ও তেজস্বিনী, তথাপি তিনি অতিশয় ধীরা ও সরলা।" রাত্রি চারি ঘটিকার সময় রাজ্ঞী ও সম্রাট সদলে উইণ্ডসরের উদ্যানে সৈন্যগণের মনোহর কৃত্রিমযুদ্ধ পরিদর্শন করিতে গমন করিলেন। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দের হৃদয় রণমদে উৎসাহিত হইয়াছিল। লর্ড কার্ডিগান বালাক্লাভার যুদ্ধে যে অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহাতে আরোহণ করিয়া এই কৃত্রিমযুদ্ধে সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনি অতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিলেন।

১৭ই এপ্রেল সায়ংকালে উইণ্ডসর দুর্গে ওয়াটারলু গৃহে সম্রাট ও তৎপত্নীর সম্মানার্থে নৃত্য প্রদত্ত হইল। রাজ্ঞী সম্রাটের সহিত নৃত্য করিলেন। রাজ্ঞী কহিয়াছেন, "আমি ইংলণ্ডের তৃতীয় জর্জের পৌত্রী হইয়া ওয়াটরলু গৃহে ইংলণ্ডের প্রধানতম শত্রুর ভ্রাতুষ্পুত্র সম্রাট নেপোলিয়নের সহিত নৃত্য করিতেছি, ইহা চিন্তা করিয়া অতিমাত্র মুগ্ধ হইলাম। ইনি এক্ষণে আমার প্রধানতম ও আসন্নতর সহযোগী। ইনি ছয় বৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বাসিত হইয়া যখন ইংলণ্ডে বাস করিতেন, তখন কেহ ইহাঁকে গ্রাহ্য করিত না।"

১৮ই এপ্রেল অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় রাজ্ঞী সম্রাটকে স্বরাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীরত্বের সম্মানসূচক গার্টার উপাধিদ্বারা

ভূষিত করিলেন। উপাধিপ্রদানানুষ্ঠান উইণ্ডসর দুর্গের রাজ-সভাগৃহে পরম সমারোহে সম্পাদিত হয়।

তৎপরদিবস বেলা ১১ টার সময়, রাজ্ঞী ও কুমার, সম্রাট ও তৎপত্নী সমভিব্যাহারে লণ্ডনযাত্রা করিলেন। রাজ্ঞী স্বকীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন, "তাঁহাদিগের গমনে আমি দুঃখিতা ও বিষণ্ণা হইলাম বটে, কিন্তু তাহার কোনও কারণ নির্ণয় করিতে পারিলাম না; আমি শুনিলাম যে সম্রাটপত্নীও উইণ্ডসর পরিত্যাগকালে আমার ন্যায় বিষণ্ণা হইয়াছিলেন। আমি আলবার্টকে সম্রাটপত্নীর প্রতি প্রীতি ও গৌরব প্রদর্শন করিতে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম; কারণ তিনি কদাচিৎ অপর স্ত্রীলোকের প্রতি এরূপ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতেন।" সেই দিবস সায়ংকালে তাঁহারা সকলে রাজকীয় রঙ্গালয়ে গমন করিলেন। মর্ণিংপোষ্টনামক সংবাদপত্রে এই গীতাভিনয় দর্শন ব্যাপার বর্ণনা করিয়া লিখিত আছে যে, "রাজ্ঞী সম্রাটের হস্ত ধারণ করিয়া অগ্রগামিনী হইলেন; দর্শক-মণ্ডলীর প্রতি অনির্ব্বচনীয় সরলতা ও নম্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট সম্রাটের পরিচয় প্রদান করিলেন। তৎপরে কুমার সম্রাটপত্নী সুন্দরী ইউজিনীকে লইয়া অগ্রসর হইলেন।" রাজ্ঞী পরম আগ্রহসহকারে দর্শক-মণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন যে অদ্য সম্রাটই প্রধানতম ব্যক্তি; এবং তদনুসারে সকলে সম্রাটের প্রতি সমধিক হর্ষ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

২০ শে এপ্রেল সম্রাটের সপ্তচত্বারিংশত্তম জন্মদিবস। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন:—"যদিও আমরা প্রকাশ্যতঃ কোনওরূপ সমাচার প্রাপ্ত হই নাই তথাপি আমরা গুপ্তভাবে সমাচার লইয়াছিলাম; অতএব দুর্গের পথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি তাঁহার

কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কিয়ৎক্ষণ আমার কথার অর্থ অবগত হইতে সক্ষম হইলেন না। পরে অববোধে সমর্থ হইয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক আমার হস্তচুম্বন করিলেন ও আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। আমি তাঁহাকে একটি পেন্সিলাধার প্রদান করিলাম। রাজকুমার আর্থার (বর্ত্তমান ডিউক্ অব্ কনট্) সম্রাটকে দুইটি ভায়লেট পুষ্প প্রদান করায় তিনি তৎপ্রতি সাতিশয় স্নেহ প্রদর্শন করিলেন। সম্রাট বোনাপার্ট বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এই পুষ্প সেই বংশের অতিশয় প্রীতিভাজন পুষ্প।"

২১ শে এপ্রেল সম্রাটের ও তৎপত্নীর প্রস্থানের দিবস। সম্রাট ও তৎপত্নী, রাজ্ঞীর ও কুমারের সহিত এই সুদীর্ঘকাল বিশ্বস্তভাবে অবস্থান করায় তাঁহারা পরস্পরের প্রতি এরূপ আসক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা বিদায়গ্রহণকালে প্রাচীন মিত্রগণের ন্যায় পরস্পরেই সাতিশয় শোকাকুলিত হইলেন; এবং সকলেই অতিমাত্র বিষণ্ন হইলেন। পরিশেষে সম্রাট রাজ্ঞীর চিত্রসংগ্রহ পুস্তিকায় স্বনাম স্বাক্ষর করিলেন। বিদায়কালে সকলের হৃদয় শোকভারাক্রান্ত ও চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল।

ইংলণ্ডে সম্রাট পরম সমারোহে সংবর্দ্ধিত হওয়াতে স্বকীয় রাজ্যমধ্যে সকলের প্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলে তিনি বোলোন ও পারিশ নগরে যেরূপ সহৃদয়ভাবে অভ্যর্থিত হয়েন তাহাই ইহার প্রধান নিদর্শন।

সম্রাট ফ্রান্সে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই রাজ্ঞীর সমীপে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন:—"যদিও আমি আজ তিন দিন পারিশে আসিয়া পঁহুছিয়াছি তথাপি আমি মনে মনে আপনার নিকটেই বর্ত্তমান রহিয়াছি। আমি বিবেচনা করি যে,

আপনার সদয় ও সস্নেহ সংবর্দ্ধনায় আমি যে কি পর্য্যন্ত প্রীত হইয়াছি তাহা আপনাকে পুনরায় অবগত করাই আমার প্রধানতম কর্ত্তব্যকার্য্য। রাজনৈতিক লাভ বশতঃই আমরা পরস্পরের নিকট পরিচিত হই; কিন্তু ক্রমে ক্রমে আপনার নিকট স্বয়ং পরিচিত হইয়াছি এবং এক্ষণে আমি আপনার প্রতি অকপট ও সগৌরব সহৃদয়তায় অনুরক্ত। প্রকৃত কথা বলিতে কি আপনার গৃহে কতিপয় দিবস বাস করিয়া সংশ্লিষ্ট পরিবারের প্রীতি, সুখ ও সমৃদ্ধি অবগত না হওয়া কাহারও পক্ষে অসম্ভব। মদীয় পত্নীর প্রতি সদয় ব্যবহার প্রদর্শনে আপনি আমার চিত্তে সুদৃঢ় সৎসংস্কার উৎপাদন করিয়াছেন; কারণ লোকে স্বকীয় স্নেহভাজনকে আদৃত হইতে দেখিয়া যেরূপ প্রীত হয় অন্য কিছুতেই সেরূপ প্রীত হইতে পারে না।”

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে রাজ্ঞী আলমা, বালাক্লাভা ও ইনুকার যুদ্ধে নিযুক্ত সৈনিক ও সৈন্যাধ্যক্ষ পুরুষগণকে ক্রিমিয়া পদক প্রদান করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্ব্বে সভাস্থলের সর্ব্বত্র লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বেলা ১০ ঘটিকার পর রাজ্ঞী ও কুমার, প্রধান সেনাপতির কার্য্যস্থান, লণ্ডনের সেণ্টজেমস পার্ক নামক উদ্যানের মধ্যবর্ত্তী যুদ্ধশিক্ষা ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। পদক প্রাপ্তোপযোগী সৈনিক ও সৈন্যাধ্যক্ষগণের নাম উচ্চৈঃস্বরে আহূত হইলে তাঁহারা একে একে রাজ্ঞীর সমীপে উপস্থিত হইতে লাগিলেন; এবং রাজ্ঞী স্বহস্তে তাঁহাদিগকে পদক প্রদান করিলে, তাঁহারা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া যাইতে লাগিলেন। পদক প্রদানের পূর্ব্বে রাজ্ঞী লর্ড ক্লারেণ্ডনকে কহিয়াছিলেন যে তিনি স্বহস্তে পদক প্রদান করিবেন; কারণ তাঁহার হস্ত হইতে পদক প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যগণ আপনাদিগকে

সমধিক গৌরবভাজন বিবেচনা করিবেন। রাজ্ঞী রাজা লিও-পোল্ডের সমীপে পদকপ্রাপ্ত সৈনিকবর্গের বিষয় বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন, "ইহাদিগের অন্তঃকরণ মহৎ! আমি ইহাদিগকে স্বকীয় সন্তানের ন্যায় বিবেচনা করি। আসন্নতর আত্মীয়গণের ন্যায় ইহাদিগের জন্যও আমার হৃদয় সমদুঃখসুখ অনুভব করে। তাহারা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল এবং শুনিলাম তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আহ্লাদে অশ্রুমোচন করিয়াছিল। আমার হস্ত হইতে যে পদকটি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা মিশাইয়া যাইবার ভয়ে তাহারা স্ব স্ব নাম অঙ্কিত করিবার নিমিত্ত পদক প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হইল না। কাহার এক হস্ত নাই, কাহার এক পদ নাই; এইরূপে, অতি শোচনীয়ভাবে অনেকে পদকগ্রহণ করিতে আগমন করিয়া ছিল। কিন্তু যুবক বীর সার্ টমাস্ ট্রাউব্রিজের ন্যায় কাহারও দুরবস্থা নহে; তাঁহাকে অবলোকন করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইন্‌কারমান যুদ্ধে তাঁহার এক পদ ও অপর পদের তলভাগ কামানের গোলায় উড়িয়া গিয়াছিল; কিন্তু তথাপি তিনি যুদ্ধে জয়লাভ পর্য্যন্ত স্বকীয় সৈন্যগণের পরিচালনা কর্য্য হইতে বিরত হয়েন নাই ও আপ-নাকে চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইতে অনুমতি প্রদান করেন নাই। তিনি দুই চক্রবিশিষ্ট মনুষ্যবাহ্য ক্ষুদ্র শকটে করিয়া আমার সম্মুখে নীত হইলেন। আমি তাঁহাকে পদক প্রদান করিয়া বলিলাম যে তদীয় বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ স্বকীয় অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিব। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন যে, 'আমি পর্য্যাপ্তপরিমাণে পুরস্কৃত হইলাম।' এইরূপ বীর সেনানীগণের প্রতি সকলের অবশ্য সম্মান ও প্রীতি প্রদর্শন করা উচিত।"

ক্রিমিয়া যুদ্ধের সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল লর্ড রেগ্‌লান ২৪শে

জুন পীড়িত হইয়া, ২৯শে জুন কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন। তদীয় মৃত্যুদিবসেই তারযোগে এই সংবাদ রাজ্ঞীর সমীপে উপস্থিত হইল। এই সংবাদে রাজপ্রাসাদের সকলে কিরূপ শোকাকুল হইয়াছিলেন, তাহা রাজ্ঞী রেগ্‌লানের পত্নীকে যে পত্র লিখেন তাহাতে প্রকাশিত রহিয়াছে। "প্রিয়তমে লেডি রেগ্‌লান্! স্বদেশ ও তদীয় রাজ্ঞীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত, সদাশয়, বীর, আপনার প্রিয়তম স্বামীর শোচনীয় মৃত্যুতে আপনি আমি ও সমগ্র দেশ সকলেই যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে একান্ত অসমর্থ। কুমার ও আমি আপনার ও ভবদীয় কন্যার এই ভয়ানক ও আকস্মিক শোকের নিমিত্ত অতিশয় দুঃখিত ও ব্যথিত হইয়াছি। তিনি যেরূপ বলিষ্ঠ ছিলেন, ক্রিমিয়ার দুষিত জল বায়ু যেরূপ সহ্য করিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ড পরিত্যাগের পর যেরূপ মহৎ পরিশ্রম ও চিন্তায় ক্লেশভোগ করিতেছিলেন, তাহাতে তদীয় পীড়ার সংবাদে আমরা ভীত হইয়াছিলাম বটে কিন্তু সত্বর তাঁহার আরোগ্যের আশা করিয়াছিলাম। আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। কিন্তু তদীয় সমুদায় পরিশ্রম, ক্লেশও চিন্তার ফলোন্মুখ অবসরে যে তিনি এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়। আমরা তদীয় গৌরবভাজন সাহসী সৈন্যগণের নিমিত্ত অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তাহারা তাহাদিগের গৌরব ও বিজয় প্রাপয়িতা অধিনায়ক হীন হইয়া সান্ত্বনা মানিতেছে না। যদ্যপি সহানুভূতিতে আপনার সান্ত্বনার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আপনার সান্ত্বনার যথেষ্ট কারণ আছে; আমরা সকলে তাঁহার নিমিত্ত শোকাকুল। আমি অনুরক্ত, বিশ্বাসভাজন ভৃত্যহীন হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা বিষাদিত হইয়াছি।"

১৪ই আগষ্ট পার্লিয়মেণ্ট বন্ধ হইল এবং রাজ্ঞীর বক্তৃতায়

ফ্রান্সের সহিত সম্মিলনের বিষয় প্রধানতমরূপে পর্য্যালোচিত হয়। কতিপয় দিবস মধ্যে রাজ্ঞী ও কুমার পারিশে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে ফরাসী সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন; অতএব তৎকালে এই বিষয় পর্য্যালোচনা হওয়া যুক্তিসঙ্গত হইয়াছিল।

১৮ই আগষ্ট রাজ্ঞী ও কুমার ফ্রান্সে গমন করেন ও ২৭শে তারিখে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহারা সম্রাট ও তদীয় পত্নী কর্ত্তৃক মিত্রের ন্যায় পরম সমাদরে সংবর্দ্ধিত হইলেন ও ফরাসিগণ তাঁহাদিগকে সাতিশয় আগ্রহসহকারে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন, "নেত্রতৃপ্তিকর পরম মনোহর স্বভাবের শোভা প্রচুর পদার্থসমূহ দর্শন ও উপভোগাপেক্ষা সম্রাটের সহিত যেরূপ আমোদ আহ্লাদে কালাতিবাহিত হইয়াছে তজ্জন্য আমি এই ফ্রান্স ভ্রমণ বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ করিব। সম্রাটপত্নীর আচরণ অতীব মনোহর, আমরা তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসি।"

রাজ্ঞী ও কুমার ফ্রান্স হইতে অসবরণে প্রত্যাগমন করিয়া বাল্‌মোরালাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় অবস্থান কালে যুদ্ধক্ষেত্রের মঙ্গলসংবাদ শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। ৮ই সেপ্টেম্বর তারযোগে সংবাদ আসিল যে, সিবাষ্টপোলের উপর পুনরায় গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে; তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা; ফরাসিগণ বন্দরস্থিত একখানি রূশ্‌রণতরি বিনষ্ট করিয়াছেন। পরদিবস ৯ই সেপ্টেম্বর, সমাচার আসিল যে অপর একখানি রূশ্‌রণতরি বিনষ্ট হইয়াছে ও নগরের অধিকাংশভাগে অগ্নি প্রদত্ত হইয়াছে। ১০ই সেপ্টেম্বর উপর্য্যুপরি সংবাদ আসিতে লাগিল, এতদিন উভয়পক্ষে অলৌকিক অধ্যবসায় ও সাহসিকতার সহিত যে যুদ্ধ চালাইতে

ছিলেন তাহার পরিণামকাল উপস্থিত। প্রথমতঃ তারযোগে লর্ড রেগ্‌লানের পরবর্ত্তী ইংরেজ সেনাপতি জেনেরল সিম্‌সনের নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে, মালাকফ্‌ দুর্গ ফরাসিগণ অধিকার করিয়াছেন; কিন্তু ইংরেজগণ অপর এক দুর্গ আক্রমণ করিয়া বিফলপ্রয়াস হইয়াছেন। সেনাপতি এই সংবাদ ৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় প্রেরণ করেন। তৎপরে ৯ই প্রাতঃকালের প্রেরিত অপর এক সংবাদ আসিল যে, সিবাষ্ট-পোল ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে; এবং রুশ্‌গণ বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধদ্রব্যে ও নগরে অগ্নিপ্রদান করিয়া নগরের দক্ষিণভাগ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ইহার সমকালে লর্ড ক্লারেণ্ডনের নিকট হইতে অপর এক সমাচার আসিল যে, রুশ্‌গণ তাহাদিগের জাহাজ সমুদয় জলমগ্ন করিয়াছেন ও নগরের সর্ব্বত্র অগ্নি প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশেষে এক সংবাদ আসিল যে, রুশ্‌রাজকুমার গর্টস্‌চাকফ, আহত সৈন্যগণের অপসারণ করিবার নিমিত্ত কিয়ৎক্ষণ বৈরভাব স্থগিতের প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছেন।

রাজ্ঞী সেই দিবস সায়ন্তন আহারান্তে স্বকীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, "সকলে আরও সংবাদের নিমিত্ত উৎসুক। সার্দ্ধ দশ ঘটিকার সময় তারযোগে দুইটি সংবাদ আসিল তন্মধ্যে একটি আমার ও অপরটি লর্ড গ্রেন্‌ভিলের নামীয়। আমার সংবাদটি লর্ড ক্লারেণ্ডন প্রেরণ করিয়া ছিলেন। তাহাতে ফরাসী সেনাপতি মার্শাল পেলিসিয়ার, আরও কতিপয় রুশ্‌জাহাজ ধ্বংসের বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। লর্ড গ্রেন্‌ভিল্‌ কহিলেন যে, তাঁহার সংবাদটি জেনেরল সিম্‌সনের নিকট হইতে আসিয়াছে। ইহাতে সিবাষ্টপোল ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্যের হস্তগত হইয়াছে এই

সংবাদ আছে। পরমেশ্বর ইহার নিমিত্ত ধন্যবাদার্হ! আমরা এই সুসমাচার প্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলাম বটে, কিন্তু সহজে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। বহুদিবস সোৎসুকে এই বিষয়ের আশা করিয়া এক্ষণে প্রকৃত ব্যাপারে বিশ্বাস করিতে অসমর্থ হইলাম। আলবার্ট কহিলেন যে, তাঁহারা এক্ষণে যাইয়া সুসমাচারের আনন্দচিহ্নস্বরূপ ময়দানে প্রকাণ্ড অগ্নি প্রদীপ্ত করিবেন। গত বৎসর সিবাষ্টপোল ধ্বংসের অলীক সমাচার উপস্থিত হইলে পর অগ্নির জন্য কাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়াছিল ও প্রকৃত সংবাদ উপস্থিত হইলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার নিমিত্তই যেন সেই ভাবে সঞ্চিত রহিয়া ছিল। কি আশ্চর্য্যের বিষয়! গত বৎসর ৫ই নবেম্বর ইনুকার্ম্মানের যুদ্ধের দিবস ভয়ানক বাত্যা উত্থিত হইয়া ইহা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। এক্ষণে সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই কাষ্ঠ-রাশি প্রজ্জ্বলিত হইবার নিমিত্ত পুনরায় আমাদিগের বাল্‌মোরাল আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। বাল্‌মোরালের নূতন গৃহটি বাস্তবিক সৌভাগ্যশালী। কারণ আমরা এখানে আগমনাবধি প্রতিদিন সুসমাচার প্রাপ্ত হইতেছি। কতিপয় মুহূর্ত্ত মধ্যে আলবার্ট ও অন্যান্য ভদ্রলোকগণ, ভৃত্যবর্গ ও গ্রামস্থ জনগণ সমভিব্যাহারে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন; সকলেই আনন্দে হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন। অগ্নি উজ্জ্বলরূপে প্রজ্জ্বলিত হইল। আমরা অগ্নির চতুর্দ্দিকস্থ জনগণকে দেখিতে পাইলাম; কেহ কেহ আনন্দে নৃত্য করিতেছিল। সকলেই হর্ষধ্বনি করিতেছে এবং গ্রাণ্ট ও ম্যাক্‌ডোনাল্ড ক্রমাগত বন্দুকের ধ্বনি করিতেছিল। প্রায় চতুর্থাংশ হীন এক ঘটিকার পর আলবার্ট প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন যে, তথাকার দৃশ্যটি অতিশয় মনোরম হইয়াছিল। সাধারণ জনগণ স্বাস্থ্য উদ্দেশে

হুইস্কি মদ্যপান করতঃ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল। আমরা প্রায় দুই প্রহর পর্য্যন্ত একত্রে বসিয়া গল্প করিলাম; পরে যখন আমি শয়নার্থ বেশপরিবর্ত্তন করিতেছিলাম তখন জনগণ সিবাষ্টপোল অধিকারের নিমিত্ত গান, বাদ্য, বন্দুকধ্বনি করতঃ, আমার, আলবার্ট, ও ফরাসিরাজের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক জয়ধ্বনি করিতে করিতে আমার গবাক্ষের নিম্ন প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।"

রাজ্ঞী প্রথমতঃ নিম্নলিখিত কথাগুলি ফরাসী সম্রাটের সমীপে তারযোগে প্রেরণ করিলেন। "আমরা সম্রাটের সমীপে সিবাষ্টপোল অধিকারের শুভ সংবাদের নিমিত্ত আন্তরিক আনন্দপ্রকাশ করিতেছি; আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি যে, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনিও আমাদিগের ন্যায় আনন্দিত হইবেন। এত দিবসের পর আমরা আমাদিগের পরিশ্রম ও ক্লেশস্বীকারের সুপরিণাম দর্শন করিলাম।" তৎকালে রাজ্ঞী ইংরেজ সেনাপতি জেনেরল সিমসন ও ফরাসী সেনাপতি জেনেরল পেলিসিয়ারের সমীপে তদীয় হর্ষ অবগত করিবার নিমিত্ত লর্ড পান্‌মিউরকে আদেশপ্রদান করিলেন।

সিবাষ্টপোল অধিকারের অব্যবহিত পরে রাজভবনে এক গুরুতর, প্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়াছিল। রাজ্ঞীর প্রথম দুহিতা রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া তদানীন্তন প্রূশিয়ারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজকুমার ফ্রেডারিক উইলিয়মকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইনিই পরে জার্ম্মাণীর সম্রাট হয়েন। রাজকুমার ও রাজকুমারী পূর্ব্ব হইতেই পরস্পরের নিকট পরিচিত ছিলেন; রাজকুমারের চিত্ত রাজকুমারীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এক্ষণে রাজকুমার স্বীয় পিতা, মাতা ও পিতৃব্য প্রূশিয়ারাজের অনুমতি গ্রহণ করিয়া রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিতে আগমন

করিলেন। কুমার ব্যারণ ষ্টকমারের সমীপে এই বিষয় বর্ণনা করিয়া লিখিলেন, "অদ্য প্রাতে যুবক স্বীয় পিতা, মাতা ও পিতৃব্য প্রূশিয়ারাজের অনুমতিগ্রহণ পূর্ব্বক আমার ও রাজ্ঞীর সমীপে রাজকুমারীর পাণিগ্রহণাভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। আমরা তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলাম, কিন্তু এক্ষণে রাজকুমারী অতিশয় বালিকা, তাহার সমীপে এ সমুদায় বিষয় আন্দোলন করা এক্ষণে অবিধেয়, এই বিবেচনায় তাহার সমীপে এই বিষয় প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলাম। ২৮ শে সেপ্টেম্বর তিনি আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইবেন। আমি তদীয় আচরণে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তিনি সরল, অকপট ও সৎস্বভাবসম্পন্ন। তাঁহার কোনও প্রকার ভ্রমমূলক সংস্কার নাই; তদীয় অন্তঃকরণ সদভিপ্রায়সমূহে পরিপূর্ণ; তিনি রাজকুমারীর প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি প্রকাশ করিলেন।"

রাজকুমারীর সমীপে এই বিষয় গোপন রাখিবার অভিপ্রায় ক্রমে ক্রমে রাজ্ঞী ও কুমারের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তৎপরে যাহা ঘটিল তাহা রাজ্ঞীর দৈনন্দিন বিবরণীতে বিবৃত রহিয়াছে। "আমাদিগের প্রিয়তমা কন্যা ভিক্টোরিয়া, অদ্য প্রূশিয়ার রাজকুমার ফ্রেডারিক উইলিয়মের সহিত পরিণীতা হইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। রাজকুমার ১৪ ই সেপ্টেম্বর এখানে পরিভ্রমণ করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ঐ মাসের বিংশতি দিবসে তদীয় পরিণয়েচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কুমারীর বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র এবং বিবাহের কথা তাহার নিকট প্রকাশ করা অনুচিত; অতএব তিনি এক্ষণে আমাদিগের কন্যার নিকট এ বিষয় প্রস্তাব করিবেন অথবা পুনরায় যখন এখানে আগমন করিবেন ততদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন এই বিষয়ে আমরা ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। অবশেষে

আমরা বিবেচনা করিলাম যে আর কালবিলম্বকরা উচিত নহে। অদ্য সায়ংকালে আমরা ভ্রমণে বহির্গত হইলে রাজকুমার তাহার সমীপে স্বকীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন; এইরূপে তাহারা পরস্পরে শুভ পরিণয়প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছে।”

নবেম্বর মাসের প্রারম্ভে রাজ্ঞী ও কুমার, রাজ্ঞীর ভ্রাতা রাজকুমার লিনিঞ্জেনের মৃগীরোগের সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। ৩০ শে নবেম্বর সার্ডিনিয়ার রাজা ইংলণ্ড পরিদর্শনার্থ লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন। কুমার রেলওয়ের ষ্টেশনগৃহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন; লণ্ডন দিয়া উইণ্ডসর দুর্গে গমনকালে, ক্রিমিয়া যুদ্ধে তদীয় সৈন্য প্রেরণ পূর্ব্বক ইংলণ্ড ও ফরাসী সৈন্যের সাহায্য করার নিমিত্ত ইংরেজগণ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার অভিনন্দন করিতে লাগিল। তিনি অল্প দিবসই ইংলণ্ডে ছিলেন। ৫ ই ডিসেম্বর রাজ্ঞী তাঁহাকে গার্টার উপাধি প্রদানে ভূষিত করিলেন। সেইদিন সায়ংকালে তদীয় সম্মানার্থ এক মহৎ নিমন্ত্রণের আয়োজন হইল। এইরূপে তদীয় পরিভ্রমণকার্য্য শেষ হইল। তিনি পরদিবস প্রাতে ৫ ঘটিকার সময় উইণ্ডসর হইতে যাত্রা করিলেন; এইরূপ প্রত্যূষেও রাজ্ঞী তাঁহাকে বিদায় প্রদানের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ ই জানুয়ারি, গবর্ণমেণ্টের অধ্যবসায়ে অভীপ্সিত অর্থ সফল হইয়াছে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজ্ঞী ও কুমার পরম পরিতুষ্ট হইলেন। প্রুশিয়ারাজ সুগোপন রাখিবার অনুরোধ করিয়া সেই দিবস বার্লিন হইতে তারযোগে রাজ্ঞীর সমীপে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, রুশসম্রাট সন্ধির প্রধানতম নিয়মে সম্মত হইয়াছেন। এই সংবাদ রাত্রি ১২ টার

সময় রাজ্ঞীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। পরদিবস লর্ড পামারষ্টোন সন্ধিপত্রে রুশ্‌সম্রাটের সম্মতিপ্রদান নিমিত্ত হর্ষ-প্রকাশ করিয়া রাজ্ঞীর সমীপে এক পত্র লিখিলেন।

৩০ শে জানুয়ারি রাজ্ঞী স্বয়ং পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশনে উপস্থিত হইলেন। পার্লিয়মেণ্টে গমন ও তথা হইতে প্রত্যা-গমনকালে সহস্র সহস্র ব্যক্তি পথের উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া রাজ্ঞীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহাদিগের উৎসাহ দেখিয়া বোধ হইল যে যুদ্ধ বা সন্ধিতে ইংরেজজাতির সহানুভূতি সমভাবেই আছে।

মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগে ফরাসিরাজের এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল; পুত্রজন্মকালে সম্রাটপত্নীর জীবন কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিপদা-পন্ন হইয়াছিল। লর্ড ক্লারেণ্ডন্ রাজ্ঞীর সমীপে লিখিলেন. "সম্রাটপত্নীর কষ্ট ও তদানীন্তন স্বকীয় মনোভাব বর্ণনা করিবার সময় সম্রাটের চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি বলি-লেন যে, আপনি তদীয় পত্নীর নিমিত্ত যে অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং আপনার ও কুমারের নিকট হইতে যে সমুদায় সদয়ভাবের পত্রিকা প্রাপ্ত হয়েন তজ্জন্য তিনি কিরূপ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে অক্ষম।"

২০ শে মার্চ্চ সম্রাট কুমারের সমীপে লিখিলেন যে, "আমার পুত্রজনন বিষয়ে মহাশয়ের আনন্দ প্রকাশের নিমিত্ত মহাশয় ধন্যবাদার্হ। রাজ্ঞীর সমীপে পত্র লিখিবার এক ঘটিকা পরে আমি আপনার ও রাজ্ঞীর পত্রিকা প্রাপ্ত হইলাম; অতএব তাঁহাকে পুনরায় বিরক্ত করিতে সাহসী হইলাম না। কিন্তু আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে মদীয় পুত্রের জন্মবিষয়ে তাঁহার হর্ষপ্রকাশের নিমিত্ত তাঁহার সমীপে আমার

কৃতজ্ঞতা বিদিত করিবেন। মহাশয়ের পরিবারবর্গ আমার এই আনন্দজনক বিষয়ে সহানুভূতিপ্রকাশ করিয়াছেন, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম। আমি আশা করি যে, আমার পুত্র, আপনার কনিষ্ঠ পুত্র রাজকুমার আর্থরের (ডিউক অব্ কন্টের) ন্যায় হইবে ও আপনার পুত্রগণের ন্যায় গুণবান হইবে। ইংরেজগণের সহানুভূতি প্রদর্শনে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে সখ্যতাবন্ধন দৃঢ়ীভূত হইল। আমি আশা করি যে আমার পুত্র আমার ন্যায় ইংরেজ রাজপরিবারবর্গের প্রতি সখ্যতা ও ইংরেজজাতির প্রতি প্রীতি ও গৌরবভাব প্রকাশ করিতে কখনও বিমুখ হইবে না।”

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে মার্চ্চ রবিবার, নির্দ্দিষ্ট দিবসের এক দিবস পূর্ব্বে, রুশিয়ার সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। এই উপলক্ষে পারিশে ১০১ কামান ধ্বনি হয়। সেই দিবস লর্ড ক্লারেণ্ডন এই বিষয় বর্ণনা করিয়া রাজ্ঞীর সমীপে পত্র প্রেরণ করেন, “আমি ভবদীয় সকাশে স্বকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনের বিষয় নিবেদন করিতেছি ও অদ্য সায়ংকালে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হওয়ায় আপনার নিকট হর্ষ বিজ্ঞাপন করিতেছি। যুদ্ধ চলিলে আপনার সৈন্যগণ অভিনব গৌরবলাভ করিতে সমর্থ হইত; রুশের নিকট এতদপেক্ষা স্বপক্ষের সুবিধাকর নিয়মাবলি প্রাপ্ত হইতেন বটে কিন্তু এরূপ যুদ্ধে যে ব্যয় হইবে ও ভয়ানক ক্ষতি হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে সে লাভ অতিশয় মহার্ঘ ও দুর্লভ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইংলণ্ড স্থিরপ্রতিজ্ঞ না হইলে সন্ধির নিয়মাবলি কিরূপ বিভিন্ন হইত, তাহা সকলে বিশেষরূপে অবগত আছেন। এই সন্ধিতে ফ্রান্সের গৌরবের কোনও হানি না হওয়ায় সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত পত্রের প্রত্যুত্তরে রাজ্ঞী লিখিলেন, “রাজ্ঞী লর্ড

ক্লারেণ্ডনের পত্র সাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং সন্ধিস্থাপন বিষয়ে তদীয় যত্নে সফলপ্রয়াস হওয়াতে তিনি হর্ষ প্রকাশ করিতে-ছেন ; কেবল তাঁহারই যত্নে এই তুরূহ কার্য্য সম্পাদিত হইল ; তাঁহারই যত্নে রাজ্ঞীর প্রেমাস্পদ দেশের গৌরব লাভ হইল ; তদীয় অকপট অধ্যবসায় শীল এবং অস্বার্থপর নীতিদ্বারা এই সমুদায় তুরূহ ব্যাপার সম্পাদিত হইল।”

সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরিত হইলে রাজ্ঞী, লর্ড পামারষ্টোন দ্বারা লর্ড ক্লারেণ্ডন ও লর্ড কাউলির নিকট তাঁহাদিগকে লর্ড শ্রেণীর অন্যতম বিভাগে পুনরায় উন্নীত করিবার অভিলাষ বিজ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়ে কোনও বিশেষ কারণে এই সম্মান গ্রহণে অস্বীকার করিলেন। লর্ড ক্লারেণ্ডন পামারষ্টোনের নিকট লিখিলেন, “রাজ্ঞীর সদয় অভিলাষ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে কাউলি ও আমি উভয়েই শুভাদৃষ্ট বশতঃ রাজ্ঞীর প্রসন্নতালাভে সক্ষম হইয়াছি। ইহাই আমরা যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া বিবেচনা করি।” রাজ্ঞীর নিকট লর্ড ক্লারেণ্ডন লিখিলেন, “আমাদিগের কার্য্যসম্পাদনে আপনি যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহাই আমাদিগের যথেষ্ট পারিতোষিক। আমি আশা করি, ভবদীয় সন্তোষ প্রকাশক পত্রিকার সহিত ভবৎপ্রদত্ত সাধারণ অনুগ্রহ চিহ্নের বিনিময় করিতে আমি অভিলাষী নহি, একথা বলিলে বোধ হয় আমার ধৃষ্টতা প্রকাশ হইবে না।”

কতিপয় দিবস পরে লর্ড পামারষ্টোন রাজ্ঞীর নিকট হইতে এক সংবাদ পাইলেন যে, দক্ষতার সহিত তদীয় কার্য্যসম্পাদন করার নিমিত্ত তিনি তাঁহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্মানের চিহ্ন গার্টার উপাধি প্রদানে অভিলাষবতী হইয়াছেন। লর্ড পামারষ্টোন তৎপ্রত্যুত্তরে রাজ্ঞীর সমীপে লিখিলেন যে, “ভাই কাউণ্ট

পামারষ্টোন, রাজ্ঞীর সদয় সন্তোষের সাধারণ চিহ্নস্বরূপ এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রধানতম সম্মান সগৌরবে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার নিবেদন এই যে, সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যাপারে আপনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিমত থাকাতে ও প্রধান প্রধান কার্য্যে ভবদীয় অবিচলিত সহানুভূতি প্রাপ্ত হওয়াতে তিনি ও তদীয় সহযোগিগণ অনায়াসে স্ব স্ব কর্ত্তব্যসাধনে সক্ষম হইয়াছেন।”

বিগত কয়েক মাসের এই সমুদায় রাজনৈতিক গোলযোগের মধ্যে রাজ্ঞী ও কুমার উভয়ে দ্বিতীয় রাজকুমার আল্‌ফ্রেডের (ডিউক অব্‌ এডিন্‌বরার) শিক্ষাপ্রণালী স্থিরীকরণে ব্যাপৃত হইলেন। ইঁহাকে প্রথম হইতে রণতরির প্রতি আদরবান দেখা যায়। নির্ব্বিঘ্নে পাঠকার্য্যে রত থাকিবার নিমিত্ত তাঁহার আবাসার্থ বিভিন্ন স্থান প্রদান করিতে রাজ্ঞী মনস্থ করিলেন। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকনির্ব্বাচনের উপর সমুদায় নির্ভর করে। কুমার লেফ্‌টেনাণ্ট কাউয়েল (সার্‌ জন কাউয়েল কে, সি, বি,) নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষকে উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ইনি ক্রিমিয়াযুদ্ধে সার্‌ হারি জোন্সের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। কুমার তাঁহার নিকট হইতে লেফ্‌টেনাণ্ট কাউয়েলের বিষয় যাহা শ্রবণ করেন, তাহাতে তিনি তাঁহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিলেন। তদীয় এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তিনি ব্যারণ ষ্টকুমারকে লিখেন; “আমাদিগের সম্বন্ধে অভিনব সংবাদ এই যে, আমি একজন সুবিখ্যাত বিনীত যুবক সৈন্যাধ্যক্ষকে আল্‌ফ্রেডের শিক্ষকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার নাম লেফ্‌টেনাণ্ট কাউয়েল; ইনি সিবাষ্টপোল অবরোধের সময় সার্‌ হারি জোন্সের অধীনে কার্য্য করিয়াছেন। সকলেই ইঁহার সুখ্যাতি করিল। ইঁহার বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর মাত্র; ইনি যুদ্ধবিদ্যায় যথানিয়মে সুশিক্ষিত। এই

কার্য্যসম্পাদনে আমার অন্তঃকরণ হইতে এক গুরুতর ভার অপনীত হইল। কি প্রণালীতে কার্য্য করিতে হইবে তাহা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত কাউয়েল আমাদিগের নিকট আগমন করিয়াছেন; অতঃপর তিনি আল্‌ফ্রেডের সহিত উইণ্ডসরের রাজভবনে অবস্থান করিবেন।"

রাজ্ঞী ও কুমার ইংলণ্ডের আহত সৈনিকবর্গের নিমিত্ত সর্ব্বদা আগ্রহপ্রকাশ করিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা চেটাম ও অন্যান্য স্থানের চিকিৎসালয়ের কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শনার্থ ভ্রমণ করিতেন। ১৬ ই এপ্রেল তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে চাটামে গমন করেন। রাজ্ঞী ও কুমার পীড়িতব্যক্তিদিগকে সদয় দৃষ্টিপাত ও মনোরম বাক্য দ্বরা পরিতুপ্ত করিয়া চিকিৎসালয়ে প্রবেশ করিলেন। তথায় উত্থানসমর্থ সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল। অধিকাংশ পীড়িত ব্যক্তিগণের গলদেশে পদক ছিল। অনেকের তখনও ভয়ানক ক্ষত রহিয়াছে। সাতিশয় আহত ব্যক্তিগণ রাজ্ঞীর বিশেষ লক্ষ্যের পাত্র হইল। তিনি সদয় বাক্যদ্বারা ও তাহাদিগের সুখবিধানে কার্য্যতঃ যত্নপ্রদর্শন করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১২ ই মে, কুমার ক্রিমিয়া হইতে পোর্টস্মাউথে অভিনব প্রত্যাগত অষ্টম সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যপর্য্যবেক্ষণ করিতে গমন করিলেন। পথে ভূতপূর্ব্ব ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডাল্‌হাউসির অর্ণবযানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরলের সহিত নমস্কার বিনিময়ের নিমিত্ত সেই জাহাজকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু লর্ড ডাল্‌হাউসি তৎকালে স্বকীয় প্রকোষ্ঠে ছিলেন; এবং তিনি জাহাজের উপরিভাগে উত্থিত হইবার পূর্ব্বেই রাজকীয় অর্ণবপোত তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু কুমার

অসবরণে উপস্থিত হইলে রাজ্ঞী, সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিকুশল লর্ড ডালূহাউসির নিকট বিশেষ দক্ষতাসহকারে স্বকার্য্য সম্পাদন করার নিমিত্ত স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া এক পত্র লিখিলেন। রাজ্ঞী কিরূপ সদয়ভাবে পত্রিকা প্রেরণ করেন, তাহা পরদিবসের লর্ড ডালূহাউসির প্রত্যুত্তর পত্রিকাদর্শনে অনুমান করা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আপনি যেরূপ সদয়ভাবে আমাকে স্বাগতপ্রশ্ন করিয়াছেন, এরূপভাবে কোন রাজা তদীয় প্রজাকে পত্র লিখিলে, সে ব্যক্তি স্বীয় গভীর ও প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতাভাব সরল ভিন্ন অন্য ভাষায় প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে। অতএব লর্ড ডালূহাউসি স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলে, আপনার নিকট হইতে যেরূপ স্নেহসূচক ও সন্তোষজনক স্বাগতপ্রশ্ন লাভ করিয়াছেন তজ্জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে ধন্যবাদ প্রদানের নিমিত্ত বিনীতভাবে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন; এবং এইরূপ স্বাগতপ্রশ্নই তদীয় জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্মান বলিয়া গণনা করেন। আপনার প্রশ্নের উত্তরে লর্ড ডালূহাউসি বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে, এক্ষণে তাঁহার ভয়ানক দুর্ব্বলতা ভিন্ন অন্য কোন পীড়া নাই, কিন্তু কতিপয় বৎসর হইল যে একখানি পদে পীড়া হওয়ায় কষ্ট পাইতেছেন এক্ষণে তাহা অকর্ম্মণ্য হওয়াতে তিনি দণ্ডায়মান ও গমনে অক্ষম। ইহার পরিণাম যে কি হইবে তাহা লর্ড ডালূহাউসি বলিতে পারেন না; কিন্তু যাহা হউক ভবদীয় বর্ত্তমান সদয় বাক্যাবলী তদীয় সমুদায় ক্লেশ অপনয়ন করিবে।" সেই বৎসর ১৫ ই অক্টোবর রাজ্ঞী ও কুমার বাল্‌মোরাল হইতে প্রত্যাগমনকালে এডিনূবরায় লর্ড ডালূহাউসির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কুমারের দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিত আছে যে, তাঁহারা তাঁহাকে যেরূপ মনে করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অল্পতর পরিবর্ত্তিত ও অকর্ম্মণ্য

দেখেন। যাহা হউক ভারতবর্ষে ক্রমাগত ৮ বৎসর বাস করিয়া তদীয় স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে ডিসেম্বর ৫৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

৮ই জুলাই ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি, চেল্‌সির সৈনিক কার্য্যানুসন্ধান সমিতিকর্ত্তৃক প্রদত্ত মন্তব্য রাজ্ঞীর বিদিতার্থ অর্পণ করিলেন। সার্ জন মাক্‌নিল ও কর্ণেল টলকের বিবরণী অনুসারে নিন্দিত সৈনিক কর্ম্মচারীদিগকে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করাই এই অনুসন্ধানের পরিণাম। লর্ড হার্ডিঞ্জ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলেও এই বিবরণী লইয়া রাজ্ঞীও কুমারের সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। কুমার ১০ই জুলাই ব্যারণ ষ্টক্‌মারের সমীপে লিখিয়াছেন যে, "লর্ড হার্ডিঞ্জ ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলে তাঁহাকে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তিনি সম্মুখীন টেবিলের উপর পতিত হইলেন; আমি তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলে, তিনি এই গোলযোগের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তৎক্ষণাৎ আরব্ধ বিষয় অধিকতর বিশদরূপে ও প্রশান্তভাবে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইতেছে, এই কথা বলিলে তিনি তাহা স্বীকার করিলেন। আমরা তাঁহাকে গৃহগমনের নিমিত্ত উত্থাপিত করিলে দেখিলাম যে, তাঁহার সমুদায় দক্ষিণাঙ্গ অবশ হইয়াছে। তিনি এক্ষণে নগরে নিরুপদ্রবে বাস করিতেছেন; তাঁহার সাহসিকতা ও ধৈর্য্যশীলতার কোনও বৈলক্ষণ্য হয় নাই; কিন্তু তিনি এখনও অকর্ম্মণ্য। আমরা একজন প্রধানতম কর্ম্মচারী হীন হইলাম, তৎপদে কাহাকে নিযুক্ত করিব তাহা স্থির করা দুরূহ।"

৯ই জুলাই লর্ড পান্‌মিউরের নিকট হইতে এক অশুভ-সংবাদ আসিল যে, লর্ড হার্ডিঞ্জের গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের আশঙ্কা করা যায়। পরদিবস লর্ড হার্ডিঞ্জ স্বয়ং পদত্যাগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া রাজ্ঞীর সমীপে এক পত্র লিখেন। সেই পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, "লর্ড হার্ডিঞ্জ ভয়ানক বিপদের সময় আপনার নিকট হইতে সর্ব্বদা যেরূপ সাহায্য, সুবিচার লাভ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জ অবসর-গ্রহণ করিতে পারেন না। সেই সমুদায় বিষয়ের নিমিত্ত তিনি আজীবন আপনার সকাশে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলেন।" লর্ড হার্ডিঞ্জের সদৃশ পুরাতন, দক্ষ ভৃত্যকে যেরূপ ভাবে বিদায়প্রদান করা উচিত, তদনুযায়ী ভাষায় রাজ্ঞী তদীয় অবসরগ্রহণপত্রিকা গ্রহণ করিলেন। তিনি লিখিলেন যে, "লর্ড হার্ডিঞ্জ কার্য্য হইতে অবসরগ্রহণ করাতে রাজ্ঞী, দেশ ও সৈন্যগণ অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন; তাঁহার বিশ্বাস, তিনি তদীয় কার্য্যের যে প্রশংসা করেন ইহা লর্ড হার্ডিঞ্জ সুবিদিত আছেন। যাহা হউক, যদিও তিনি আর তদীয় সৈন্যগণের পরিচালনে আদেশ প্রদানে সমর্থ নহেন, তথাপি রাজ্ঞী এখনও গুরুতর বিষয়ে তদীয় উপদেশ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবার আশা করিতে পারেন। তিনি ও কুমার উভয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন যে, তিনি সত্বর আরোগ্য হইয়া তদীয় মিত্রগণের মধ্যে দীর্ঘকাল জীবন ধারণে সমর্থ হউন; তাঁহারাও তদীয় মিত্রমধ্যে পরিগণিত হইতে অভিলাষ করেন।" কিন্তু এই সমুদায় প্রার্থনা সফল হয় নাই। লর্ড হার্ডিঞ্জ আরোগ্যলাভ করিতে পারিলেন না; তিনি ২৪শে সেপ্টেম্বর মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

১২ই জুলাই লর্ড পামারষ্টোন রাজ্ঞীর নিকট সমাচার প্রদান করিলেন যে, লর্ড হার্ডিঞ্জের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনে রাজ্ঞী, ডিউক অব্ কেম্ব্রিজ ভিন্ন অন্য কোনও জেনেরলকে এই গুরুতর পদের উপযুক্ত বিবেচনা করিতে পারিবেন না, ইহা গবর্ণমেণ্টের স্থির বিশ্বাস। রাজ্ঞী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে ডিউক অব্ কেম্ব্রিজ এই পদে উন্নীত হইলেন; এবং সাধারণে এই নিয়োজনে অতিশয় হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিল। বর্ত্তমান সময়েও রাজ্ঞীর পিতৃব্যপুত্র ডিউক অব্ কেম্ব্রিজ ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতিপদে নিয়োজিত রহিয়াছেন ও দক্ষতা সহকারে স্বকার্য্য সম্পাদন করিয়া সাধারণের সন্তোষ প্রদান করিতেছেন।

বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সম্রাটের পিতামহ ও পিতামহী, তদানীন্তন প্রুশিয়ার রাজকুমার ও তদীয় পত্নী ইংলণ্ডে পরিভ্রমণ করিতে আগমন করিয়া তথায় দশ দিন অবস্থিতি করেন। এই পরিদর্শনে ইংরেজ রাজবংশের সহিত তদীয় সখ্যতা দৃঢ়তররূপে সংস্থাপিত হইল। তাঁহাদিগের পুত্রের সহিত রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার বিবাহ সম্বন্ধ হওয়ায় আত্মীয়তার আরও বৃদ্ধি হইল। ইতিপূর্ব্বে এই বিবাহের কথা ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীতে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রুশিয়ার রাজকুমার সৈনিককার্য্যে দক্ষ ছিলেন। তিনি সৈনিকগণের রণকৌশল পরিদর্শনার্থে উল্‌উইচ ও অল্‌ডার্সটে গমন করিয়া ইংরেজ সৈন্যগণের বল ও কার্য্যকুশলতা পর্য্যবেক্ষণ করেন।

২৭শে আগষ্ট পর্য্যন্ত রাজ্ঞী অসবরণে বাস করিলেন ও তৎপরে পথে দুই দিবস এডিনবরায় অতিবাহিত করিয়া ৩০শে বাল্‌মোরালে উপস্থিত হয়েন। সন্ধ্যাকালে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজ্ঞী স্বকীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন, "নূতন

গৃহের প্রাসাদশিখর প্রস্তুত হইয়াছে এবং পুরাতন গৃহটি ধ্বংসাবশেষ হইয়াছে। সমস্ত দৃশ্য দেখিতে অতিশয় মনোহর।” এই বৎসর শরৎকালে কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল বালমোরাল পরিদর্শনে আগমন করেন; তিনিই দক্ষতা ও আগ্রহ সহকারে স্কুটারির পীড়িত ও আহত সৈন্যগণের শুশ্রূষায় নিযুক্তা স্ত্রীলোকগণের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছিলেন। তিনি ২১ শে সেপ্টেম্বর, রাজবৈদ্য সার্ জেমস্ ক্লার্ক কর্ত্তৃক কুমার ও রাজ্ঞীর সমীপে পরিচিত হইলেন। তিনি তৎকালে সার্ জেম্‌সের সহিত বাল্‌মোরালের নিকটবর্ত্তী বার্কহলে অবস্থান করিতেছিলেন। কুমার স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন, “তিনি বর্ত্তমান সৈনিক চিকিৎসালয়ের দোষ ও তৎসমুদায় সংশোধনের উপায়সমূহ আমাদিগের সমীপে বর্ণনা করিলেন; এবং আমরা তদীয় আচরণে পরম প্রীত হইয়াছি। তিনি সাতিশয় বিনীতা।” প্রায় একপক্ষ পরে কুমারী নাইটিঙ্গেলকে রাজ্ঞী নিমন্ত্রণ করেন। লর্ড পান্‌মিউর তৎকালে বাল্‌মোরালে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এরূপভাবে সাক্ষাতের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে, লর্ড পান্‌মিউর কুমারীর মুখ হইতে, তিনি ক্রিমিয়ায় যাহা দেখিয়াছেন ও তদীয় সেই অভিজ্ঞতা হইতে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছিলেন, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে সক্ষম হইলেন।

১৫ ই অক্টোবর রাজ্ঞী বাল্‌মোরাল পরিত্যাগ করিয়া পরদিবস উইণ্ডসরে উপস্থিত হইলেন। ১৯ শে অক্টোবর কুমার, ব্যারণ ষ্টকমারের সমীপে উপস্থিতি সংবাদ প্রেরণ করিলেন। “আমরা এখানে নিরাপদে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা বাল্‌মোরালের উপত্যকাবাসের সুখে বঞ্চিত হইয়াছি বটে কিন্তু আমরা বার্টি (প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স) এবং অপর দুই

বালককে (ডিউক অব্ কণ্ট ও মৃত ডিউক অব্ আল্‌বানি) দর্শন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলাম। বার্টি দেশ ভ্রমণ করিয়া উপকার লাভ করিয়াছে। চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে আফি (ডিউক অব্ এডিন্‌বরা) সুইট্‌জর্লণ্ডের অন্তর্গত জেনিভা নগর পরিদর্শনে যাত্রা করিবেন।”

১৭ই নবেম্বর ব্যারণ ষ্টক্‌মার উইণ্ডসর দুর্গে উপস্থিত হইলেন। ইহাই তাঁহার ইংলণ্ডে শেষভ্রমণ। তিনি আগমন করিয়া রাজ্ঞী ও কুমারকে শোকাতুর দেখিলেন। ১৩ই নবেম্বর ওয়াল্ড-লিনিঞ্জেনে রাজ্ঞীর বৈপিতৃক ভ্রাতা রাজকুমার লিনিঞ্জেন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার পক্ষাঘাতের আক্রমণে তিনি শয্যাগত হইয়াছিলেন। তদীয় ভগিনী রাজকুমারী হোহোন্‌লো সত্বর তৎপার্শ্বে আগমন করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার শুশ্রূষা করেন। ১৪ই তারিখে তিনি রাজ্ঞীর সমীপে যে পত্র লিখেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, “তিনি পীড়িত হইবার কতিপয় দিবস পূর্ব্বে আমাকে পত্র লিখিয়া কতিপয় দিবসের জন্য এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কি পরিতাপের বিষয়, আমি তাঁহাকে মানবলীলা সম্বরণ করিতে দেখিতে আসিয়াছিলাম! প্রিয়তমে ভিক্টোরিয়া! এরূপ মহার্ঘ জীবন ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা কি কষ্টকর! মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে তাঁহার মুখের এক মনোহর ভাব হইয়াছিল।”

কতিপয় দিবস পরে পুনরায় এক সুন্দর পত্র লিখেন ঃ—“প্রিয়তমে ভগিনি! আপনার তথায় উপস্থিতি কতই আগ্রহ সহকারে অভিলাষ করিতাম। আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাঁহার হস্তগ্রহণ ও তাঁহার নিশ্বাস পরিত্যাগ শ্রবণ করিয়া কতই আনন্দ অনুভব করিতাম।

তথাপি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিতাম না, ইহা অতিশয় কষ্টকর ও সে কথা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমরা তাঁহার সহিত সংলাপ করিতে ভীত হইতাম কারণ তিনি কখন কখন কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন বটে কিন্তু বাক্য নিঃসরণ হইত না। তিনি নিদ্রিত হইলে আমরা সুখী হইতাম; কি ভয়ানক দিবসই গিয়াছিল।"

এই কালে রাজ্ঞী রাজা লিওপোল্ডকে যে পত্র লিখেন তাহাতে তিনি ভগিনীর দুঃখে কিরূপ দুঃখিত হইয়াছিলেন তাহা অবগত হওয়া যায়। তিনি লিখিলেন, "ষ্টকুমারের প্রমুখাৎ আপনার সদয় আশীর্ব্বাদ নিমিত্ত মহাশয় ধন্যবাদার্হ। প্রিয় মাতুল মহাশয়! এই শোক অতিশয় ভয়ানক। আমি অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়াছি। আমি মদীয় একমাত্র ভ্রাতার প্রতি অতিশয় স্নেহ প্রদর্শন করিতাম। আপনিও তাঁহাকে স্নেহ করিতেন ও আপনি বিশেষ অবগত আছেন যে, তাঁহার সহিত একত্রে বাস করা কিরূপ প্রীতিপ্রদ। জননী অতিশয় শোকাতুরা হইয়াও প্রশান্তভাবে ও ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন; তদীয় প্রিয়তম চার্লসের অধিকতর কষ্টভোগ নিবারণ করিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহ ও অনুকম্পা প্রদর্শন করাতে ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।" পুনরায় দুই সপ্তাহ পরে তিনি লিখিয়াছেন। "আমি এই বিপদে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। সুখ ও আনন্দের সময় এই বিষাদের চিন্তা আমার হৃদয়ে উপস্থিত হয়। আমরা তিন জনে পরস্পরকে অতিশয় স্নেহ করিতাম। আমরা যে বিভিন্ন পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ইহা আমরা কখনও মনে করিতাম না। আমরা একমাত্র মাতাকে চিনিতাম; অতএব আমরা পরস্পরের প্রতি সাতিশয় সৌভ্রাত্রভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম ও এইরূপেই

ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াছি। বয়োভিন্নতানিবন্ধন আমাদিগের কোনও পৃথক্‌ভাব ছিল না। যাহা হউক ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।"

এই কালে কুমার সৈনিক কর্ম্মচারিগণের শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি অভিনিবেশ প্রদান করিলেন। নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে রাজ্ঞী ও কুমার এই বিষয়ে ডিউক অব্ কেম্ব্রিজ ও লর্ড পান্‌মিউরের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কুমার প্রস্তাব করিলেন যে, "ভদ্রলোকদিগকে ভদ্রলোকদিগের ন্যায় সাধারণ শিক্ষার বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদান করা হউক। তাহাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত সৈনিক বিদ্যালয়ের কোনও প্রয়োজন নাই। দুই মাস কোন কার্য্যে নিয়োগ করিয়া তাহাদিগের গুণ পরীক্ষা করিয়া, অনন্তর কোনও সৈনিকবিভাগে নিয়োজন করা হউক। তাঁহারা সৈনিকবিভাগে নিযুক্ত হইলে পর সৈনিক-বিদ্যালয়ে দুই বৎসর যুদ্ধ শিক্ষা করিয়া যুদ্ধক্ষম হইবে। যতদিন পরীক্ষায় তাহাদিগের আবশ্যকীয় গুণ পরীক্ষা না হইবে, ততদিন তাহাদিগের কোনওরূপ পদোন্নতি হইবে না।" এই কতিপয় সামান্য কথায় বর্ত্তমান সৈন্যশিক্ষার প্রণালীর মূল ভিত্তি দেখা যায়।

২১ শে ডিসেম্বর ফরাসী সম্রাট প্রুশিয়ার রাজকুমারের হস্তে রাজ্ঞী কর্ত্তৃক প্রেরিত পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিলেন, "আর্য্যে ও প্রিয়তমে ভগিনি! রাজকুমার ফ্রেডারিক উইলিয়ম আপনার প্রেরিত পত্রিকা প্রদান করিয়াছেন। তিনি আমাদিগের অতিশয় প্রিয়পাত্র; তিনি নিশ্চয়ই প্রিন্সেস্ রয়েল্‌কে সুখিনী করিতে সক্ষম হইবেন; তদীয় বয়ঃক্রমোপযোগী তাঁহাতে সমুদায় গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা তদীয় পারিশ পরিদর্শনের সুখবিধানে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু

তাঁহার চিত্ত অস্‌বরণ উইণ্ডসরে থাকাতে কোন বস্তুই তাঁহার প্রীতিসম্পাদনে সক্ষম হইল না। আমার প্রার্থনা, আমার সসম্মান নমস্কার আপনার জননী ডচেস্‌ অব্‌ কেণ্টের সমীপে বিজ্ঞাপন করিবেন। কুমারকে আমার মিত্রতা বিদিত করিবেন। ভবদীয় অকপট ভ্রাতা ও মিত্র, নেপোলিয়ন।” রাজ্ঞী ইহার প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে, “আর্য্য ও প্রিয়তম ভ্রাতঃ! আমি নববর্ষ পর্ব্বোপলক্ষে আপনার সদয় পত্রের নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদানের অবসর প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। আপনার ভবদীয় পত্নীর ও আপনার পুত্রের সুখ আমাদিগের একান্ত বাঞ্ছনীয়। আপনি আমাদিগের ভবিষ্যৎ জামাতার প্রতি স্নেহপ্রদর্শন করিয়াছেন এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীত, হইলাম। তিনি আপনার সদয় অভ্যর্থনার নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা-প্রকাশপূর্ব্বক ও পারিশের দর্শনীয় মনোহর পদার্থ সমূহের প্রশংসা করিয়া এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। জননী নিদারুণ-শোক হইতে ক্রমে ক্রমে শান্তিলাভ করিতেছেন। তিনি ও কুমার উভয়ে মহাশয়ের সমীপে নববর্ষোপলক্ষে হর্ষপ্রকাশ করিতে কহিলেন। আমার সাদর আলিঙ্গন ভবদীয় পত্নীকে বিদিত করিবেন। মহাশয় ও প্রিয় ভ্রাতঃ! ভবদীয় স্নেহশীলা ভগিনী ও বিশ্বস্তা মিত্র, ভিক্টোরিয়া রাজ্ঞী।”

সেই দিবস ৩১ শে ডিসেম্বর তারযোগে সংবাদ আসিল যে, রুশিয়ার সহিত সন্ধিপত্রে যেরূপে অভিনব সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার মানচিত্র পারিশে সেই দিবস বিভিন্ন জাতি-বর্গের বিশেষ প্রতিনিধি দ্বারা স্বাক্ষরিত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

কুমার স্বকীয় উচ্চপদনিবন্ধন বিবেচনা করিতেন যে, তাঁহার সাধারণ জনগণ অপেক্ষা সৎকার্য্যে উদাহরণ প্রদর্শন করা প্রয়োজনীয়। তদনুসারে তিনি উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপনের নিমিত্ত সর্ব্বদা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। একদা তাঁহার কোনও কার্য্যে দোষারোপিত হইলে তিনি লিখিয়াছিলেন, "সর্ব্বান্তঃকরণে সকলের উপকার করাই আমার অভিপ্রেত; ইহা বিবেচনা করিয়া আমি সুখী হইব। আমি কখন কাহারও উপকার ভিন্ন অনুপকার করি নাই; আমি সত্য ও ন্যায়পরতার উপর নির্ভর করি।" তদীয় জীবনের সমুদায় কার্য্য পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যে সম্পাদন করিতে চেষ্টা করায় তিনি মনুষ্যগণের সুখ ও মঙ্গলজনক, কি সামান্য, কি মহৎ সমুদয় বিষয়েই লিপ্ত হইতেন। তিনি ইউরোপের প্রচলিত দুরূহনীতির অনুশীলন করিতেন না; কারণ সে সময় তিনি স্বকীয় ক্লেশ দূরীকরণ অথবা রাজ্ঞীর প্রজাপুঞ্জের মধ্যে কোনও শ্রেণীর কষ্ট নিবারণ অথবা তাহাদিগের উন্নতিবিধানে অতিবাহিত করিতে পারি-বেন। কুমার অসাধারণ ধীশক্তি বলে কোনও কার্য্যের অগ্র পশ্চাৎ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা, সেই কার্য্যের ভবিষ্যৎ পরিণাম ও সে বিষয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং তদ্বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অলক্ষিতরূপে আনুসঙ্গিক বিষয় পরিদর্শন করিতে সক্ষম হইতেন। অনেকে কুমারের অন্তঃকরণ ইংরেজগণের

ন্যায় ছিল না বলিত বটে, কিন্তু কার্য্যজ্ঞতারূপ ইংরেজগণের বিশেষগুণ তাঁহাতে সমধিকভাবে পরিলক্ষিত হইত। কোনও সংশোধনকার্য্য উপযুক্তসময়ে আরব্ধ হইল কি না এবং তাহাতে সুফল দর্শিবে কি না ইহাই তিনি সর্ব্বদা বিবেচনা করিতেন; ও তৎ সম্পাদনের উপায় পরিগ্রহকালে তিনি ইংরেজ রীতি ও তদ্বিষয়ক ইংরেজগণের ভ্রমবিশ্বাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত কোনও বিষয়ে পরামর্শ করিতে আগমন করিবে, তাঁহারা তদীয় অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইতেন ও তিনি প্রস্তাবিত বিষয়ের ভবিষ্যৎ বিঘ্ন ও বিপদরাশি উদ্ভাবন করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে, সক্ষম ইহা সকলেই স্বীকার করিতেন। এইরূপ ভাবিয়া কার্য্য না করিলে সমুদায় বিনষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। কুমার এইরূপে বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করাতে দরিদ্র-ব্যক্তিগণ অদ্যাপি তাঁহার সুযশগান করিতেছে। এ বিষয়ের উদাহরণ স্বরূপ সমুদ্রে অর্ণবপোতের স্থিরতা সম্পাদনের নিমিত্ত পরিপূরিত প্রস্তর ও লৌহখণ্ড অপনয়নে নিযুক্ত লণ্ডন বন্দরের শ্রমজীবিগণের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কুমারের মৃত্যুর পর তাহারা রাজ্ঞীর সমীপে যে নিবেদনপত্র প্রদান করে, তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল ঃ—"কুমার আমাদিগের দুর্দ্দশাপনয়নে অভিনিবেশ প্রদান করিবার পূর্ব্বে আমরা নদীতীরস্থ মদ্যবিক্রেতাদিগের দ্বারা নিয়োজিত হইতাম। তাহারা আমাদিগকে নিয়োজন করিবার পূর্ব্বে মদ্যপান করাইত; যখন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতাম তখনও মদ্যপান করিতে দিত; আমাদিগের বেতনপ্রদান করিতে বিলম্ব করিত; কার্য্য শেষ হইলেও মদ্যপান করাইত। অতএব আমাদিগের বেতনের অর্দ্ধাংশ মাত্র গৃহে লইয়া যাইতে সক্ষম

হইতাম; তাহাও মদ্যপানরত আমাদিগের হস্ত দিয়া পরিবার-বর্গ প্রাপ্ত হইত। এইরূপে আমাদিগের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়াছিল। এই মদ্যপানপ্রণালী আমাদিগের শরীরের অন্তঃস্থল জীর্ণ করিয়া আমাদিগের পরিবার বর্গেরও বিনাশ উপস্থিত করিল। আমরা এই ভয়ানক পদ্ধতি হইতে মুক্তিলাভ পাইতে চেষ্টা করিলাম, আমরা সমুদায় শ্রেণীর লোকের নিকট এবিষয়ের অভিযোগ করি; আমরা স্বয়ং এক কার্য্যালয় উদ্ঘাটন করিলাম; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল প্রাপ্ত হইলাম নাই। ভবদীয় উপরত স্বামী ত্রিনিটী হাউসের অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত হইলে আমরা তৎসকাশে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলাম। তিনি আমাদিগের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন। তিনি স্বকীয় স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিগণকে স্নেহ করিতেন; অতএব তিনি উচ্চপদস্থ হইলেও দরিদ্রব্যক্তিগণের বিষয় আগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন; প্রচলিত ভয়ানক মদ্যপান রীতি দ্বারা কিরূপ অনিষ্ট হইতেছে, ও তজ্জন্য আমাদিগের স্ত্রীপুত্র-গণ কিরূপ ক্লেশভোগ করিতেছে তাহা অনুভব করিতে সক্ষম হইলেন। তিনি স্বয়ং আমাদিগের দুরবস্থার অনুসন্ধান করিয়া এই দাসত্ব প্রথা হইতে মুক্ত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি আমাদিগের জন্য বণিক্‌সমিতির সভাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; কুমারের উপদেশমত বণিক্‌গণের জাহাজীয় দ্রব্য-বিষয়ক বিধিতে এক ধারা সংযোজিত হইল, তদ্দ্বারা আমরা সেই সময় হইতে ত্রিনিটী হাউসের সভার অধীনে আসিলাম। এই বিধি দ্বারা আমাদিগের কষ্ট নিবারিত হইল, আমাদিগের বিনাশসাধনকারী রীতিও অপনীত হইল। মহাত্মা কুমার আমাদিগের নিয়োজন বিষয়ে এক নিয়ম করিলেন; তদ্দ্বারা আমাদিগের নিদারুণ পরিশ্রমের বেতন সুরক্ষিত হইল;

তদবধি আমরা সমগ্র বেতন গৃহে লইয়া যাইতে সক্ষম হইলাম। কার্য্য পাইবার জন্য অপেক্ষা করিবার নিমিত্ত এক গৃহ প্রস্তুত হইল; তথায় পাঠের নিমিত্ত সংবাদপত্র ও পুস্তক সংগৃহীত হইল। আমাদিগের মধ্যে পীড়িতব্যক্তিগণের সাহায্যের নিমিত্ত এক সমিতি সংস্থাপনে উৎসাহিত হইলাম; আমাদিগের মঙ্গল-বিধানের নিমিত্ত বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইল। পূর্ব্বে মদ্য-বিক্রেতাগণ আমাদিগের জীবনের সহিত উপার্জ্জিত অর্থ অপ-হরণ করিত, কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের অবস্থার কিরূপ পরি-বর্ত্তন সাধিত হইল তাহা আপনি সহজেই অনুভব করিতে সক্ষম। দরিদ্রগণের মঙ্গলসাধনে তৎপর মহাত্মা আলবার্ট কর্ত্তৃক আমাদিগের এই উন্নতি, সংসাধিত হইয়াছে। তিনি আমা-দিগের মদ্যপান ও তন্নিবন্ধন দুরবস্থা দূরীকৃত করিয়া আমা-দিগকে পরিশ্রমশীল ইংরেজ শ্রমজীবীর সুখ ও সম্মান সম্ভোগ করিতে সক্ষম করিয়াছেন।”

পরিশেষে নিবেদন পত্র লেখকগণ তাহাদিগের দারিদ্রজীবনে কুমারের ন্যায় উৎকৃষ্ট স্বামী, সৎপিতা ও সৎলোক হইতে চেষ্টা করিবার উদ্দেশে তাহাদিগের মঙ্গল সাধয়িতার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ কুমারের একখানি প্রতিমূর্ত্তি প্রার্থনা করিয়াছিল। রাজ্ঞী তাহাদিগের এই অভিলাষ পরিপূরণ করিলেন ও কুমারের একখানি প্রতিমূর্ত্তি প্রদান করেন। ইহার সহিত যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা এই প্রতিমূর্ত্তি প্রদানক্রিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছে। তাহাতে রাজ্ঞী লিখিয়াছিলেন যে, রাজ্ঞীর এই গুরুতর শোকে তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের নিমিত্ত যে সমুদায় চিহ্ন তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই সরলপ্রকৃতি শ্রমজীবী ব্যক্তিগণের সরল ও অকপট ভক্ত্যুপহার সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়ঙ্গম।”

প্রথমতঃ কুমারই শ্রমজীবিগণের বাসস্থানের উন্নতি বিধানের উপায় প্রদর্শন করেন। তিনি কেবল মাত্র অস্‌বরণে ও বাল্‌মোরালের জমীদারিতে উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন তাহা নহে, সাধারণের অভিনিবেশ আকর্ষণ নিমিত্ত লণ্ডন নগরেও আদর্শ শ্রমজীবি-নিবাসরচনা করিয়াছিলেন। কুমারের বিশ্বাস এই যে যদ্যপি দয়াবান ব্যবসায়জীবিগণ শ্রমজীবিগণের পারিবারিক সুখকর আবাসনির্ম্মাণে অর্থক্ষেপ করেন ও তাহার জন্য উচিত মত ভাড়া লয়েন তাহা হইলে মহৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। এক্ষণে এই সিদ্ধান্তের যাথার্থতা অনুভূত হইতেছে। ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র প্রধান প্রধান শ্রমজীবিনিয়োগকারিগণ কুমারের অভিমতের সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন। লণ্ডন ও অন্যান্য প্রধানতম নগরের সমস্ত শ্রমজীবিগণের গৃহনির্ম্মাণদ্বারা কিয়ৎপরিমাণে জনতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার সুশৃঙ্খলতাবিষয়ে অভাবসমূহ বিদূরিত হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলতা সংস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা।

সাধারণজনগণের দৈনিক আমোদ প্রমোদে তিনি অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। ইংলণ্ডে এই সমুদায় আমোদ অতিশয় নীচ ও অযশস্কর ছিল। এ বিষয়ে সাধারণ জনগণের কোনও দোষ ছিল না যেহেতু তাহারা অন্যত্র আমোদ প্রমোদের স্থান প্রাপ্ত না হওয়াতে সুরাবিপণিতে আশ্রয় লইত। শ্রমজীবিগণ কিরূপে তাহাদিগের অবকাশকাল আমোদে ও নির্দোষভাবে অতিবাহিত করিবে অদ্যাপিও তদুপায় উদ্ভাবনের প্রারম্ভ মাত্র। পাঠাগার কিংবা সাধারণ পুস্তকালয় এ বিষয়ে অতি অল্প মাত্রই উপযোগী। কুমার বিবেচনা করিয়াছিলেন যে ইহাপেক্ষা কোন সহজ উপায় অবলম্বন করা উচিত। তিনি বিবেচনা করিলেন যে শ্রমজীবিগণের বিশ্রামস্থানে মদের দোকানের মত প্রফুল্লতা

থাকিবে কিন্তু দোষশূন্য হওয়া উচিত। কুমারের অভিপ্রায়ানুরূপ বর্ত্তমান শ্রমজীবিগণের সমিতি ও কফিগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে প্রভূত সুফল দর্শিয়াছে।

কুমার কোন বিষয়ে উপেক্ষার সহিত কিংবা অসম্পূর্ণভাবে আলোচনা করিতেন না। তিনি যে কোন বিষয় গ্রহণ করিতেন তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইতেন। কোন বিষয় অথবা কোনও উদ্দেশ্য তদীয় অন্তঃকরণে একবার অঙ্কিত হইলে কদাপি তাহা অপনীত হইত না। তদীয় এই অভ্যাস বিবিধ বিষয়ে দৃষ্টিগোচর হইত। এই কারণে তদীয় মিত্রবর্গ তাঁহার সহিত সংলাপ করিয়া পরিতুষ্ট ও উপদেশ প্রাপ্ত হইতেন। দৈবযোগে কাহারও সহিত আলাপ হইলে তাহাদিগের অন্তঃকরণে কোনওরূপ সুসংস্কার উৎপাদনে সমর্থ হইতেন। সার্ চার্লস, ফিপ্স লিখিয়াছেন, "যখনই তিনি কোনও চিত্রকর, ভাস্কর, স্থপতি বিদ্যাকুশল, বিজ্ঞানবিৎ অথবা সামান্য পণ্য-বিক্রেতার সহিত সংলাপ করিতেন, তাঁহারা প্রত্যেকে বিবেচনা করিতেন যে কুমার তাঁহার ব্যবসায়ে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত। আমার স্মরণ হয় যে, এক দিবস কোনও প্রসিদ্ধ কাচনির্ম্মাতা রাজপ্রাসাদের ঝাড়ের বিষয় লইয়া কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করে, প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল কথোপকথন হইল। কুমার সে গৃহ পরিত্যাগ করিলে সে ব্যক্তি আমাকে বলিল যে, কি আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি আমাপেক্ষাও কাচে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। তাঁহার প্রতি সকলে কেবল মাত্র প্রীতি-প্রদর্শন করিবে তাহা নহে সকলেই তাঁহার প্রতি ভক্তি করিবে।"

সার্ চার্লস ফিপ্স পুনরায় কুমারের বিষয়ে কহিয়াছেন যে, "তিনি সমুদায় বিষয় সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন বটে কিন্তু

তাঁহার অন্তঃকরণের অলৌকিক স্বভাব এই যে কোন সামান্য বিষয় তাঁহার চিত্তে বিদ্যমান থাকে না। এই সমুদায় সামান্য বিষয় তৎচিত্তে সর্ব্বদা জাগরূক প্রধানতম বিষয়ের কেবল অংশ মাত্র। তদীয় চিত্তের এই অসাধারণ ক্ষমতা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল; তথাপি তাঁহার ন্যায় কেহ পরম আগ্রহসহকারে অপরের অভিমত শ্রবণ করিতেন না; কেহ মতবিভিন্নতা হইলেও তদপেক্ষা সরলভাবে বাদানুবাদ করিতে পারিতেন না, অথবা বক্তার অভিমত অকপটভাবে বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃবর্গের সন্তোষসাধনে সক্ষম হইতেন না।

তিনি রাজনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য কিংবা শিল্পবিষয়ে সন্তোষসহকারে শিক্ষাপ্রদান ও শিক্ষালাভের উদাহরণ সংস্থাপন করিয়াছেন। কুমার বৃহৎ সংসারের কর্তৃত্বের কর্ত্তব্যসাধনে সর্ব্বদা বিবিধ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইতেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহার চিত্তের পূর্ব্বোক্ত গুণাবলী সর্ব্বদা পরীক্ষিত হইত। তাঁহার কোনও বিষয় পৃথক্‌ভাবে পর্য্যালোচনা করিবার অসাধারণ গুণ থাকাতে, কোন কার্য্যে বিঘ্নিত হইলে তিনি অপর ব্যক্তির ন্যায় বিরক্ত হইতেন না। তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত কোনও বিষয় দুরূহ মন্তব্য, আবশ্যকীয় সংবাদপূর্ণ রাজকীয় বিবরণী পাঠ অথবা সুযুক্তিপূর্ণ স্মারকলিপি প্রস্তুত করিতে ব্যাপৃত থাকিলে, যদি রাজভবনের কোনও প্রধানতম কর্ম্মচারী কোন কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিতেন; তিনি তাহার প্রতি ঈষৎ হাস্য করতঃ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিতেন। তদীয় আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিয়া তদ্বিষয়ে সংলাপ করিতেন, কখন কখন তদানীন্তন অন্যান্য বিষয়েও কথোপকথন করিতেন। তৎপরে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করতঃ বিদায়প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ

পূর্ব্বপ্রবর্ত্তিত বিষয়ে এরূপভাবে মনোনিবেশ করিতেন, যেন কোনওরূপ বিঘ্ন ঘটে নাই।”

রাজ্ঞীর গৃহের প্রধানতম ভৃত্য সার্ টমাস্ বিডল্ফ কুমারের বিষয়ে লিখিয়াছেন যে, “তদীয় সদয় অন্তঃকরণ, শিষ্টাচার ও সমুদায় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিজ্ঞাত থাকার নিমিত্ত তিনি সাধারণের স্নেহ ও গৌরবভাজন হইয়াছেন। এই নিমিত্তই তদীয় অভিমত কার্য্যে পরিণত করিতে সকলে আগ্রহ প্রকাশ করিত; কুমারের উপদিষ্ট বিষয় সত্য বলিয়া সকলের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কোনও বিষয়ে কাহারও সহিত মতের অনৈক্য হইলেও তিনি এরূপ ধীরভাবে তৎকর্ত্তৃক প্রতিবাদ শ্রবণ করিয়া মতের অনৈক্যতার কারণসমূহ বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন যে, সে ব্যক্তি তাহা সম্পূর্ণ অববোধে সক্ষম না হইলেও এরূপ যুক্তিপূর্ণ ও প্রীতিকরভাবে প্রস্তাবিত বিষয় সম্পাদনে অনভিমত করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত।”

নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের কল্যাণসাধনে জাগরূকতারূপ কুমারের স্বভাব এরূপ বিস্পষ্ট ও প্রীতিকর যে তাহা বর্ণনা করিবার জন্য সার্ চার্লস ফিপ্সের বাক্য উল্লেখ করা আবশ্যক। “তিনি দরিদ্রব্যক্তিগণকে পুত্রের ন্যায় বিবেচনা করিতেন। নিম্নশ্রেণীর জনগণের প্রতি সরল ব্যবহার করিতেন, কারণ তিনি স্বভাবতঃ লজ্জাশীল; তথাপি তাঁহাতে গর্ব্বের কোনও চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। অন্য বিষয়ের ন্যায় কর্ত্তব্যানুরোধে তিনি স্বকীয় উচ্চ পদের বিষয় নির্দ্দেশ করিতেন; কিন্তু কখনও গর্ব্ব প্রকাশের নিমিত্ত এরূপ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় অন্য কেহ স্বকীয় উচ্চ পদের অসুবিধা অনুভব করিতে পারিবে না। কোনও সামান্য ব্যবসায়ী অথবা সামান্য শ্রমজীবীর সরলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, কুমার তাহার সহিত উচ্চ

পদবীর লোকের ন্যায় আলাপ করিতেন। আমি বিশেষ অবগত আছি যে তিনি গুরুতর কার্য্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক মহামূল্য সময় নষ্ট করিয়া উইণ্ডসরের শ্রমজীবিগণের হস্তলিপির আদর্শ দর্শন ও তাহাদিগের হস্তলিপির সামান্য উন্নতি পর্য্যবেক্ষণ ও প্রশংসা করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন।”

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কুমার তদীয় প্রাইভেট সেক্রেটরিকে জাতীয় চিত্রসমাজের সভাপতির নিকট এক পত্র প্রেরণের আদেশ প্রদান করিলেন। তাহাতে চিত্র বিদ্যাবিষয়ক ইতিহাসের ব্যাখ্যার উপযোগীরূপে চিত্রসংগ্রহের উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি এরূপভাবে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন যে, যাহারা যথানিয়মে চিত্রবিদ্যা বিষয়ক ইতিহাস ও উন্নতির বিষয় অবগত হইতে অভিলাষী তাহাদিগের নিমিত্ত উপদেশ ও শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় সমূহ প্রদর্শিত হইল। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রথমতঃ সার্ চার্লস ইষ্টলেক্ ইটালীর চিত্রসমূহ এবং পরে ওয়ারনম্ জার্ম্মাণ ও অন্যান্য জাতীর চিত্রাবলী সংস্থাপিত করেন। তদবধি এই নিয়মানুসারে জাতীয় চিত্রশালা ও হাম্পটন্‌কোর্টের রাজভবনের চিত্রসমূহ সংস্থাপিত হইতেছে। হাম্পটন্‌কোর্টে কুমারের আদেশানুসারে প্রত্যেক চিত্রের নিম্নভাগে সুস্পষ্টাক্ষরে চিত্রকরের জন্ম ও মৃত্যুদিবস লিখিত হইয়াছে। কুমার সাধারণ চিত্রশালায় চিত্রশিক্ষার যে সহজ উপায় প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা জর্জ স্কর্ফ তদীয় রাজকীয় চিত্রশালা বিষয়ক প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রধানতম চিত্রবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি কহিয়াছেন যে, “মৃত মহাত্মা কুমার আলবার্ট কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সুবিবেচিত নির্দোষ প্রণালী অবলম্বন করায় এই সমুদায় পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এবং বর্ত্তমান জাতীয় চিত্রসংগ্রহের

উন্নতি কেবলমাত্র তদীয় সুবিজ্ঞ, উপকারক, মহৎ অভিসন্ধির যে পরিণাম, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।”

যে সকল বর্ত্তমান অশিক্ষিত চিত্রকরগণ স্বকীয় শিক্ষা মহা আড়ম্বরসহকারে সাধারণে প্রচারকরণাভিলাষী ও বহু বৎসরকাল চিত্রবিদ্যা অভ্যাস করিয়া সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রণীত চিত্রের সহিত অহঙ্কৃতভাবে স্বকীয় অসম্পূর্ণ চিত্রের তুলনা করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা কুমারের অবলম্বিত নিয়ম পাঠ করিলে লাভবান হইতে পারেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর উইণ্ডর দুর্গে আহারের সময় কুমার লেডি ব্লুম্‌ফিল্ডের নিকট যাহা কহেন তাহা হইতে তদীয় নিয়ম অবগত হইতে পারা যায়। তিনি তৎকালে কহিয়াছিলেন যে, “আমি বিবেচনা করি আমাদিগের ন্যায় পদস্থ ব্যক্তিগণ কখন সুবিখ্যাত শিল্পবিদ্যাবিশারদ হইতে পারে না। পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে যাবজ্জীবন এই বিষয় শিক্ষায় অতিবাহিত করিতে হয়। আমাদিগকে নানাবিধ কর্ত্তব্যকার্য্য প্রতিপালন করিতে হয়, অতএব আমরা কোনও এক বিষয়ে দক্ষতালাভের নিমিত্ত আবশ্যকীয় সময়ক্ষেপণে সমর্থ নহি। চিত্রাদিরচনা আমাদিগের কার্য্য নহে বরং অন্যের কার্য্য অববোধ করিয়া ভাল মন্দ বিচার করাই আমাদিগের কার্য্য। তজ্জন্য যে সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে তাহা সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত না হইলে এ কার্য্য সুনিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। এই নিয়ম অনুসারে আমি যথাসম্ভব চিত্র ও সঙ্গীতবিদ্যার মূল সূত্রমাত্র অধ্যয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি এইরূপে আলেখ্যরচনা, জলের বর্ণের চিত্র, প্রস্তরের উপর মুদ্রাঙ্কণ প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা করিয়াছি; আমি পায়নোফোর্ট ও অর্‌গাণযন্ত্র বাদন ও গীত শিক্ষা করিয়াছি; ইহা দর্শনীয় অথবা শ্রবণীয় না হইলেও এই

সামান্য জ্ঞান দ্বারা আমি অন্যের কার্য্যের দোষ গুণ বিচারে সক্ষম হইতে পারিব।"

আমরা ইংলণ্ডের উন্নতি ও মঙ্গলের বিষয় বর্ণনা করিবার নিমিত্ত এই সমুদায় বিষয় বর্ণনা করিতে বিরত হইব। ইংলণ্ডের প্রতি কুমার সাতিশয় অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন ও তদীয় জীবনীর সহিত এই দেশের উন্নতি দৃঢ় সংশ্লিষ্ট।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশন হইল। ক্রিমিয়া যুদ্ধের এইরূপ গৌরবজনক সুপরিণাম হওয়াতে মন্ত্রিদল সাধারণের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উপায়ে বিপদরাশি অতিক্রম করিয়াছিলেন তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন। ব্যবসা ও বাণিজ্যের পুনরুত্থান হইল, অতএব রাজ্ঞী বক্তৃতা প্রদানকালে কহিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের নিমিত্ত বহুতর ক্ষতি হইলেও দেশের মূলধনের হ্রাস হয় নাই। মন্ত্রিদল জানুয়ারি মাসে, স্থলযোদ্ধা ও নৌসেনার সংখ্যা, ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় যাহা বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহা হ্রাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এইকালে গবর্ণমেণ্ট দুইস্থানে যুদ্ধে সংলিপ্ত ছিলেন কিন্তু এই যুদ্ধে সচরাচর যেরূপ সৈন্য থাকে তাহাতেই চলিতে পারে তন্মধ্যে প্রথমটি পারস্যে ও অপরটি চীনের সহিত চলিতেছিল। গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি কোনওরূপে বিদিত হইতেন যে সত্বর ভারতবর্ষে সেনাবিপ্লব ঘটিবে, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই সৈন্যহ্রাসের প্রস্তাব করিতেন না। কিন্তু তাঁহারা তৎকালে ভারতবর্ষে কোনওরূপ ভয়ের আশঙ্কা করেন নাই; বরং ভারতবর্ষে এরূপ শান্তি বিরাজমান ছিল যে, এক বৎসর পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডাল্‌হাউসি স্বকীয় পদ পরিত্যাগ করিবার পর, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ফেব্রুয়ারি, রাজ্ঞীর সমীপে

লিখিয়াছিলেন যে, "লর্ড ডাল্‌হাউসি অকপটে বলিতে পারেন, ভারতের এমন স্থান নাই যে তথা হইতে বিপদের সম্ভাবনা আছে।" তৎপরবর্ত্তী ভারতের গবর্ণর জেনেরল লর্ড ক্যানিং কর্ত্তৃক প্রেরিত বিবরণী দ্বারা তদীয় বাক্য দৃঢ়ীভূত হইল। অতএব গবর্ণমেণ্ট ভারতের জন্য ব্রিটীশ সৈন্য রক্ষার আবশ্যক বোধ করিলেন না।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ ই এপ্রেল, কুমার তদীয় বিমাতার নিকট অপর এক কন্যোৎপত্তি সংবাদ প্রদান করিয়া এক পত্র লিখিলেন। রাজ্ঞী অভূতপূর্ব্ব সত্বর আরোগ্যলাভ করিলেন। ১৯ শে এপ্রেল কুমার পুনরায় তদীয় বিমাতার সমীপে লিখিলেন যে, "আপনার স্বকীয় পৌত্রীর জন্মগ্রহণে কল্যাণ কামনার নিমিত্ত আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপন করিতেছি। বালিকা অন্যান্য বালিকা অপেক্ষা সুন্দরী ও সত্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ভিক্টোরিয়া সোফার উপর উপবেশনে সমর্থা, ও সুস্থ আছেন। তিনি আমাকে আপনার সমীপে সহৃদয় অভিবাদন বিজ্ঞাপন করিতে কহিলেন। আমার পিতৃষসা, ডচেস্ অব্ কেণ্ট, ভিকি (জ্যেষ্ঠা কন্যা) এবং তদীয় ভাবী স্বামী এই বালিকার ধর্ম্মপিতা ও ধর্ম্মমাতা হইবে। তাহার ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক, সুখোচ্চারণযোগ্য এবং সুশ্রাব্য বিট্রেস্, মেরি ভিক্টোরিয়া ফিওডোরা নাম রক্ষিত হইবে।" কিন্তু এই রাজকুমারীর জন্মের দুই দিবস পরে রাজ্ঞীর পিতৃব্যপত্নী ডচেস্ অব্ গ্লষ্টার অকস্মাৎ পীড়িত হওয়াতে জন্মোৎসব বিষাদময় হইল। তিনি ৮১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ৩০ শে এপ্রেল মানবলীলা সংবরণ করিলেন। তৃতীয় জর্জের সন্তানগণের মধ্যে কেবলমাত্র তিনিই জীবিত ছিলেন। রাজ্ঞী রাজা লিওপোল্ডের সমীপে তদ্বিষয়ে লিখিলেন, "তাঁহার বয়স, সদয় ব্যবহার, সর্ব্ব-

জন প্রিয়তা ও অস্বার্থপরতা নিবন্ধন আমরা তৎপ্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিলাম; আমারা সকলে তাঁহাকে স্বকীয় পিতা-মহীর তুল্য বিবেচনা করিতাম। মৃত্যুকালে তাঁহার কোন কষ্ট হয় নাই।

৭ ই মে রাজ্ঞী সপরিবারে অস্‌বরণে যাত্রা করিলেন। কুমার পরদিবস তথা হইতে উইণ্ডসরের সেণ্টজর্জ উপাসনালয়ে ডচেস্ অব্ গ্লষ্টরের সমাধিপ্রদানে যোগদান করিতে আগমন করিলেন।

৭ ই মে পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশন হইল। তৎকালে লর্ড চ্যান্সেলর রাজ্ঞীর বক্তৃতা পাঠ করেন। এই বক্তৃতায় ঘোষিত হইয়াছিল যে, পারস্যের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছে; চীনদেশে একজন বিশেষ দূত প্রেরিত হইয়াছেন ও অদ্যাপি তথাকার অনিশ্চিত বিবাদভঞ্জনে তৎসাহায্যার্থ প্রচুর পরিমাণে নৌসেনা ও স্থলযোদ্ধা প্রেরিত হইবেক। ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রধানতম বিষয় ইহাতে উল্লিখিত হয় নাই। ব্যবহার সংশো-ধনের বিষয়ও বক্তৃতায় উল্লিখিত হয়। পার্লিয়মেণ্টের নির্ব্বাচন বিষয়ক সংস্কারের কোন কথাও ইহাতে প্রস্তাবিত হয় নাই; তজ্জন্য পরে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল।

রাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রিন্সেস রয়েলের প্রূশিয়ার রাজকুমার ফ্রেডারিক উইলিয়মের সহিত বিবাহের কথা প্রচারিত হইল। ১৯ শে মে রাজ্ঞী এই সংবাদ পার্লিয়মেণ্টে প্রেরণ করিলেন। তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে তাঁহার গৌরব ও রাজ্যের সম্ভ্রম রক্ষা হয়; তদনুরূপ পার্লিয়মেণ্ট সাহায্য করিবেন এইরূপ বিশ্বাসও প্রকাশ করিয়াছিলেন। কুমারের এইরূপ অভিলাষ ছিল যে, এইকালে একেবারে সমুদায় রাজকুমার ও রাজকুমারী-গণের বৃত্তি নির্দ্ধারিত করা হউক; তাহা হইলে প্রত্যেক

সন্তানের জন্য পার্লিয়মেণ্টে আবেদন করিবার প্রয়োজন হইবে না; যেহেতু পার্লিয়মেণ্ট যতই সদয়ভাবে বৃত্তি প্রদান করুন না কেন, এরূপ বৃত্তিপ্রদান কখনই তাঁহাদিগের প্রীতিকর হইতে পারে না। কিন্তু মন্ত্রিদল এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন; ও এই বিশেষ কার্য্যে পার্লিয়মেণ্ট কিরূপ অভিমত প্রকাশ করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইলেন। তাঁহাদিগের এই সন্দেহ সত্বর অপনীত হইল। কমন্স সভায় অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিতে অনুমোদিত হইল যে, রাজকুমারী বিবাহকালে ৪ লক্ষ টাকা যৌতুক ও তৎপরে বাৎসরিক ৪০ হাজার টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন।

২৫ শে জুন রাজ্ঞী কুমারকে রাজকীয় সনন্দ দ্বারা প্রিন্স কন্সর্ট উপাধি প্রদান করিলেন। রাজ্ঞী এই উপাধি প্রদান করিবার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া, ২৩ শে জুন, রাজা লিওপোল্ডের সমীপে এক পত্র লিখেন; "সত্বর একটি কার্য্য সম্পাদিত হইবে। তদ্বিষয় আপনাকে জ্ঞাত করিতে অভিলাষিণী এবং আমার বিশ্বাস যে আপনি এ বিষয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন। আপনি অবগত আছেন যে, সাধারণে আলবার্টকে প্রিন্স কন্সর্ট বলিয়া সম্বোধন করে; কিন্তু এরূপ উপাধি তাঁহাকে কদাপি প্রদত্ত হয় নাই। অতএব আমি যেরূপ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রাজকীয় কার্য্যে আমার পরবর্ত্তী পদ প্রদান করিয়াছিলাম; সেইরূপ সনন্দ দ্বারা এই উপাধি প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছি। জার্ম্মাণিতে কুমারের বৈদেশিক উপাধি মাত্র থাকাতে কিরূপ অপ্রীতিকর অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা বোধ হয় আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। বিশেষতঃ আমার স্বামীর কোনওরূপ ইংরেজ উপাধি না থাকাও অন্যায়। পার্লিয়মেণ্টের কোনও বিধির দ্বারা এই উপাধি প্রদান করিতে অভিলাষিণী

ছিলাম এবং ভবিষ্যতে সেইরূপ করিয়া লইব; কিন্তু আপাততঃ এই সহজ উপায়ে তাঁহাকে ইংরেজ উপাধি প্রদান করাই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিলাম।" কতিপয় দিবস পরে কুমার তদীয় বিমাতার সমীপে নবোপাধি ও তৎপ্রদানের কারণাবলী নির্দ্দেশ করিয়া এক পত্র লিখেন:—"আমি আপনার নিকট পূর্ব্বে মদীয় উপাধি পরিবর্ত্তনের বিষয় কিছুমাত্র উল্লেখ করি নাই; এক্ষণে আমি প্রিন্স কন্সর্টনামে সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় আপনার সমীপে উপস্থিত হইলাম। আমার সন্ততিগণের বয়োবৃদ্ধির সহিত আমার উপাধি পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। মদীয় তিন পুত্রের নামের প্রথমে আমার নামের ন্যায় এ অক্ষর থাকায়, ইতিমধ্যে নানাবিধ গোলযোগ ঘটিতেছে। তাহারা নিশ্চয় আমাকে অপরিচিতের ন্যায় বিবেচনা করিবে ও কেবল আপনাদিগকে ইংরেজ রাজকুমার ও আমাকে কোবর্গের রাজকুমার বলিয়া বিবেচনা করিবে। এক্ষণে ইংরেজ রাজ্যমধ্যে বিধি অনুসারে আমার পদবী নির্দ্দিষ্ট হইল। সর্ব্বদা বৈদেশিক স্বামীর সহিত জনসমাজে উপস্থিত হওয়া রাজ্ঞীর পক্ষে দুর্ব্বলতার চিহ্ন বলিয়া প্রতীত হয়।"

২৬ শে জুন লণ্ডনের হাইড্পার্কে "ভিক্টোরিয়া ক্রশ" নামক সম্মান পদক প্রদানের প্রথম মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। দীর্ঘকাল হইতে নৌসেনা ও স্থলযোদ্ধৃবর্গের বীরত্বের পরিচায়ক চিহ্নের অভাব সকলেই অনুভব করিতে ছিলেন। ক্রিমিয়া যুদ্ধে সেনাগণের মধ্যে অনেকেই এরূপ বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, সাধারণ সেনা ও নৌসেনাগণ, সচরাচর যে সম্মান পদক প্রদত্ত হইত তদপেক্ষা বীরত্বের ন্যূনাধিকতা অনুসারে অন্য কোন উচ্চতর সম্মান সৃজনের অভিলাষ প্রকাশ করিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্ঞী প্রচার করিলেন যে, তিনি

"ভিক্টোরিয়া ক্রশ" নামক অভিনব পদক রাজকীয় সনন্দদ্বারা প্রদান করিবেন। তদুপরি "বীরত্বের পুরস্কার" এই কথা অঙ্কিত থাকিবে। যাঁহারা শত্রুগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া কোন বিশেষ বীরত্বের কার্য্য কিংবা স্বদেশের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদিগকেই এই সম্মান চিহ্ন প্রদান করা হইবে। এই মহৎ সম্মানপ্রাপ্তোপযোগী ব্যক্তিগণের নামের তালিকা প্রস্তুত করিতে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। ঐ তালিকা প্রস্তুত হইলে রাজ্ঞী স্বহস্তে বীরপুরুষদিগকে অলঙ্কৃত করিয়া এই সম্মান চিহ্ন সৃজনে মনস্থ করিলেন। এইরূপ ব্যাপারে সমধিক দর্শকমণ্ডলীর উপস্থিতির সম্ভাবনা। ঐ উপলক্ষে হাইড্পার্কে প্রায় একলক্ষ পরিদর্শক সমবেত হইয়াছিল। যুদ্ধশিক্ষা স্থানে চারি সহস্র সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। সেই দিবস আকাশমণ্ডল মেঘশূন্য; জনগণ ঔৎসুক্যপূর্ণ হইয়াছিল। সকলের চক্ষু বীরগণের উপর নিপতিত হইল। তাঁহারা সংখ্যায় ৬২ জন মাত্র। তাঁহারা সৈন্যগণ ও রাজকীয় শিবিরের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রাতে ১০ ঘটিকার সময় রাজ্ঞী কৃষ্ণবর্ণের প্রান্তভাগবিশিষ্ট লালরঙের 'জ্যাকেট' পরিধান করিয়া স্বকীয় প্রিয়তম অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক মহোৎসব স্থলে উপনীত হইলেন। প্রিন্স কন্সর্ট, প্রুশিয়ার রাজকুমার ফ্রেডারিক উইলিয়ম ও অন্যান্য উজ্জ্বল বেশভুষাধারী অনুচরবর্গ তাঁহার অনুগমন করিলেন। তিনি অশ্বোপরি অবস্থান পূর্ব্বক একে একে সমীপোপনীত বীরগণের বক্ষঃস্থলে স্বহস্তে "ভিক্টোরিয়া ক্রশ" আল্পিনদ্বারা বিদ্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগের প্রত্যাগমনকালে কুমার তাঁহাদিগকে সম্মান চিহ্নস্বরূপ অভিবাদন করিতে লাগিলেন।

এইকালে যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্স, ভূতপূর্ব্ব প্রধান

মন্ত্রীর পুত্র ডব্লিউ, গ্লাড্‌ষ্টোন, লর্ড হালিফাক্সের পুত্র সি, উড্ এবং ভূতপূর্ব্ব লর্ড ডর্বির পুত্র ফ্রেডারিক ষ্টান্‌লি, প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহিত বিদ্যাশিক্ষার্থ কনিগ্‌স্‌ইন্টায় যাত্রা করিলেন। এতদ্ব্যতীত জেনেরল গ্রে, কর্ণেল পন্সন্‌বি এবং তদীয় শিক্ষকবর্গ তৎসমভিব্যাহারে গমন করেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কতিপয় দিবসাবধি ভারতবর্ষ হইতে সমাচার আসিতেছিল যে, দেশীয় সৈন্যগণের মধ্যে রাজভক্তি-শূন্যতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। সিপাহিগণ এককালীন বিদ্রোহী হইবার অভিসন্ধি করায় এইরূপ রাজভক্তিশূন্যতা ঘটিয়াছিল বলিয়া প্রতীতি হয়। অনেক সৈন্যবিভাগ পদচ্যুত হইল বটে কিন্তু বিদ্রোহ-ভাব ভয়ানকরূপে ক্রমশঃই বিস্তৃত হওয়াতে ইংলণ্ডের সকলেই অতিমাত্র ভীত হইলেন। জুন মাসের শেষভাগে এই আশঙ্কা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। ১০ই মে মিরাটে দেশীয় সৈন্য-গণ বিদ্রোহী হইয়া, ইংরেজ সৈনিক কর্ম্মচারী, ইংরেজ স্ত্রীলোক ও বালকগণকে হত্যা করিয়াছে, এবং তাহারা দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া তথাকার দেশীয় সৈন্যগণের মধ্যে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে; এই সমস্ত সমাচার ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে ইংলণ্ড হইতে সত্বর সৈন্যপ্রেরণের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইল। ২৮শে জুন লর্ড পামারষ্টোন রাজ্ঞীর সমীপে লিখিলেন যে, "পূর্ব্ব-প্রেরিত সৈন্য ব্যতিরেকে আর ৪ দল সৈন্য ভারতে প্রেরণ করি-বার নিমিত্ত তিনি সেনাপতিকে যে আদেশপ্রদান করেন তাহা গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিয়াছেন। ভারতের গবর্ণরজেনেরল লর্ড ক্যানিং সিংহল দ্বীপ হইতে একদল সৈন্য আনয়নার্থে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, এবং চীনে যে সমস্ত সৈন্য গমন করিয়াছিল তাহাদিগের কার্য্যশেষ হইলে ভারতে প্রেরিত হইবে।"

তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে লর্ড এডেনবরা ভারতবর্ষীয় সৈনিকগণের

বিদ্রোহিতার বিষয় লর্ডসভার গোচর করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে সেই বিষয়ে পুনর্ব্বার প্রস্তাব করিয়া গবর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে অধিকপরিমাণে সৈন্যপ্রেরণের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিলেন। লর্ড গ্রেন্‌ভিল লর্ডসভায় বলিলেন যে, জুলাই মাসের মধ্যভাগে ১০ সহস্র ইংরেজ সৈন্য ভারতবর্ষে উপস্থিত হইবে; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ভারতের এই উপস্থিত বিপদের গুরুত্ববিষয়ে আস্থা প্রদর্শন করিলেন না। কতিপয় দিবস গত হইবার পূর্ব্বেই তারযোগে সংবাদ উপস্থিত হইলে সকলে আর অনাস্থা করিতে পারিলেন না। গবর্ণমেণ্ট অবগত হইলেন যে ১১ই জুলাই বাঙ্গালাদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য সর্ব্বত্র বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। এই সংবাদ প্রেরণের পূর্ব্বে, চারিসপ্তাহ মধ্যে প্রায় ৩০ সহস্র সিপাহী ভারতবর্ষের উত্তরভাগের সৈন্যশ্রেণী হইতে অপসরণ করিয়াছে। দিল্লী বিদ্রোহিগণের অধিকারে রহিয়াছে, এবং যদিও বিদ্রোহিগণ বিতাড়িত হইয়া দিল্লীনগরের মধ্যভাগে আশ্রয় লইয়াছিল, তথাপি তথায় তাহারা অসমসাহসিকতার সহিত প্রতিরোধ করিতেছে। এইকালে আরও সমাচার আসিল যে ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি জেনেরল আন্সন্ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া ২৭শে জুন তারিখে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ১১ই জুলাই লর্ড পামারষ্টোন রাজ্ঞীর সমীপে লিখিলেন যে, অদ্য প্রাতে অতিশয় অশুভ সংবাদ উপস্থিত হওয়াতে মন্ত্রিদল ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি ডিউক অব্ কেম্ব্রিজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। সার্ কলিন ক্যাম্বেল শূন্যসেনাপতিপদে নিয়োজিত হইয়া অবিলম্বে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবার নিমিত্ত রাজ্ঞীর অনুমতি প্রার্থনা করেন। সার্ কলিন বলিয়াছিলেন যে তিনি পরদিবস সায়ংকালেই যাত্রা করিতে পারেন।

১৮ই জুলাই রাজ্ঞী ও কুমার অসূবরণে উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা উভয়ে ভারতের বিদ্রোহশান্তির নিমিত্ত সাতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। ১১ই জুলাইয়ের পর হইতে নূতন নূতন বিপদের সমাচার উপস্থিত হইতে লাগিল। রাজ্ঞী বিবেচনা করিলেন যে, মন্ত্রিদল এই বিপদের গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতেছেন না; অথবা যথোপযুক্ত সৈন্যপ্রেরণে তৎপর নহেন। অতএব রাজ্ঞী ১৯শে জুলাই স্বকীয় অভিমত পত্রদ্বারা লর্ড পামারষ্টোনকে বিদিত করিলেন। তিনি লিখিলেন, "গবর্ণমেণ্ট পরিণামে দৃষ্টি না করিয়া বর্ত্তমানকালের উপযোগী কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন; তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যে কোনও-রূপ সম্বন্ধ দেখা যায় না; অতএব এইরূপ কল্পনা-বিরহিত কার্য্যানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া অধুনাতন সৈনিক বিভাগের অবস্থা সমগ্র পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক কার্য্য করা আবশ্যক, ইহা রাজ্ঞী গবর্ণমেণ্টের হৃদয়ে পরম আগ্রহ সহকারে অঙ্কিত করিতে অভিলাষিণী। ক্রিমিয়া যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই রাজ্ঞীর অনভি-মতে সৈন্য সংখ্যা গবর্ণমেণ্টও পার্লিয়মেণ্টের হিসাবের অপেক্ষা হ্রাস করা হইয়াছে। গত ক্রিমিয়া যুদ্ধে শোচনীয় শিক্ষালাভ করিয়াও এবং বর্ত্তমানে পারস্য ও চীনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিলেও এইরূপ করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অল্পীকৃত সৈন্য সংখ্যা হইতে চীনে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে; এক্ষণে ভারতবর্ষে বিদ্রোহশান্তির প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাবলম্বিত কার্য্যপ্রণালী অনুসারে এক্ষণে এই সামান্য সৈন্য হইতে কতি-পয় সৈন্যদল ভারতে প্রেরণ পূর্ব্বক সৈন্যবৃদ্ধির কোনও উপায় অবলম্বন না করিয়া উদাসীনভাবে অবস্থান করিতেছেন।"

রাজ্ঞীর পত্র প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রিদল সৈন্যবৃদ্ধি করিতে অভি-নিবেশ প্রদান করিলেন। ৪ঠা জুলাই ভারতবর্ষের গবর্ণর

জেনেরল লর্ড ক্যানিং রাজ্ঞীর সমীপে যে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা তৎকাল পর্য্যন্তও ইংলণ্ডে উপস্থিত হয় নাই। তাহা পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, রাজ্ঞী কিরূপ যথার্থ ভাবে ভারতবর্ষের অবস্থা অববোধ করিতে সক্ষম হইয়া বিদ্রোহ-দমনের নিমিত্ত প্রচুর সৈন্য প্রেরণের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। লর্ড ক্যানিং সেই পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, "অতীত সময় ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়ের পক্ষে নিষ্ফলরূপে অতিবাহিত হইয়াছে। ভূরি ভূরি মহামূল্য জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, অনেকে হৃদয় বিদীর্ণকর কষ্ট উপভোগ করিয়াছে, তাহার সমুচিত প্রতিশোধ হইতে পারে না। ইংলণ্ডের কীর্ত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। ভারত সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র দীর্ঘকাল সৈন্যবল প্রদর্শন ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে, ইংলণ্ডের প্রতিকূলতা করা নিরাশা-মাত্র এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। ইহার জন্য বহুসংখ্যক ইংরেজ সৈন্য আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে ভারতবাসিগণের হৃদয়ে ইংলণ্ডের ক্ষমতার বিষয়ে পুনর্ব্বিশ্বাস স্থাপনে কৃতকার্য্যলাভ হইবে না।"

কিয়ৎপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এক জন অপরিচিত ব্যক্তি কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "তিনি কেবল মাত্র সকলের মনোনীত নহেন, সকলের প্রীতিভাজন।" কুমার স্বকীয় গৃহে সকলের কিরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তাহা রাজ্ঞী, রাজা লিওপোল্ডের সমীপে যে পত্র লিখেন তাহা পাঠ করিলে সম্পূর্ণ অবগত হওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার প্রিয়তম আলবার্টকে আপনাদিগের সমীপে প্রেরণ ভিন্ন অন্য কোন গুরুতর প্রমাণ দ্বারা আমি আপনাদিগের প্রতি স্নেহ ও সুখবিধানোৎসুক্যের পরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম নহি। আমি উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে তথায় গমনের

নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রদর্শন করিয়াছিলাম। এরূপে তাঁহাকে বিদায় প্রদান করা আমারপক্ষে কিরূপ কষ্টকর, আমি তাঁহার বিরহে কিরূপ কাতরা থাকি ও কিরূপ ভাবে তদীয় প্রত্যাগমনকাল গণনা করি তাহা আপনি বিশেষ অবগত আছেন। তিনি বিদেশে গমন করিলে সমুদায় পুত্র কন্যাগণ আমার প্রীতিবিধান করিতে পারে না, গৃহ জীবনীশক্তি শূন্য হইয়াছে এরূপ প্রতীতি হয়।”

কমন্স সভা রাজ্ঞীর সমীপে গবর্ণমেণ্টকে যথাসাধ্য ভারতবর্ষে বিদ্রোহ দমন ও শান্তিসংস্থাপন প্রয়াসে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; কিন্তু পামারষ্টোনের সমীপে রাজ্ঞী যে পত্র লিখিলেন, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাজ্ঞীও কুমারের অভিমতে, মন্ত্রিসমাজ ভারতবর্ষের বিদ্রোহদমনে প্রচুর পরিমাণে কার্য্যতৎপর নহেন। ঐ পত্রে রাজ্ঞী লিখিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের শেষ বিবরণীপাঠে তথায় যেরূপ বিপদ অবগত হওয়া যায়, তাহাতে তথাকার শান্তিসংস্থাপনোদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা রাজ্ঞী পর্য্যাপ্ত বিবেচনা করেন না। ক্রিমিয়া যুদ্ধের ন্যায় ভারতবর্ষেও প্রায় সমুদায় সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, আমরা ইহাতেই সম্ভবতঃ জয়লাভে সমর্থ হইব। কিন্তু সুদীর্ঘকাল যুদ্ধপরিচালনার অথবা কোনও অতর্কিত প্রয়োজনের নিমিত্ত সংগৃহীত সৈন্য নাই। এ বিষয়ে আমরা সর্ব্বদাই অদূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করি, এবং পরিশেষে তজ্জন্য বলক্ষয়, অযশলাভ অথবা সামান্য লাভের নিমিত্ত অধিক অর্থব্যয় ঘটিয়া থাকে। মন্ত্রিদল রীতিমত এ বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, ইহাই রাজ্ঞীর অভিমত। কমন্স সভা যথাসাধ্য গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন; ইহা ভিন্ন তাঁহারা অপর কি উৎকৃষ্টতর মন্তব্য

প্রকাশ করিবেন? সাধারণতঃ গবর্ণমেণ্টই দীর্ঘসূত্রিতা ও কার্য্য-পরাঙ্মুখতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।”

উপরোক্ত পত্রিকাখানি মন্ত্রিদলের সমীপে পঠিত হইল, এবং দুই দিবস পরে লর্ড ক্লারেণ্ডন রাজ্ঞীর সমীপে যে পত্র লিখেন তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, এই পত্রের মর্ম্মের সহিত তন্মতের ঐক্যতা ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, “আপনি গবর্ণমেণ্টেকে সতর্ক হইবার নিমিত্ত যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমি যুগপৎ দুঃখিত ও পরম সন্তুষ্ট হইলাম। আমরা এক্ষণে নিরাশ্রয় অবস্থাপন্ন, এই অসন্দিগ্ধ বিষয় তদীয় সহযোগিবর্গকে অববোধ করাইতে আমি কোনও-রূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিব না। আমি এই বিষয় লইয়া দিবারাত্র চিন্তিত এবং আমি গবর্ণমেণ্টকে গত অধিবেশনে আগ্রহসহকারে বিজ্ঞাপন করিয়াছি যে, ভারতীয় বিপদবশতঃ বৈদেশিক রাজগণ ইতিমধ্যেই ইংলণ্ডের প্রতি বিভিন্নভাব প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা পূর্ব্বেই সাবধান না হইলে ইউরোপীয় রাজগণ আমাদিগের ন্যায় অথবা আমাদিগের অপেক্ষা সম্যক্‌রূপে এদেশের দুরবস্থা যে অবগত হইয়াছেন, তাহার পরিচয় প্রদর্শন করিবেন।”

কুমার ব্যারণ ষ্টক্‌মারের সমীপে যে পত্র লিখেন তাহা পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, গবর্ণমেণ্ট উপস্থিত বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহেন, ইহা কুমার বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, “ভারতবর্ষের অবস্থা ভয়ানক শোচনীয়, এবং আমাদিগের সৈন্যগণের দুরবস্থা প্রতীয়মান হইতেছে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে যথোচিত উপায় অবলম্বনকরণার্থ অনুরোধ করিতেছি, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন

এক্ষণে সেইরূপ আচরণ করিতেছেন। আমাদিগের সামান্য সৈন্য যে ক্রমশঃই হ্রাস হইতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত নাই; কেবল সুবৃহৎ বক্তৃতা প্রদানেই তৎপর। প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের তৈল শেষ হইতেছে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত নাই, অতএব প্রদীপ দুর্গন্ধ বিস্তার করিয়া স্বয়ং নির্ব্বাপিত হইবে।"

৬ই আগষ্ট, ফরাসী সম্রাট ও তদীয় পত্নী, রাজ্ঞী ও কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্‌বরণে উপস্থিত হইলেন, এবং ঐ মাসের দশম দিবসে ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করেন। ফরাসী সম্রাটের লিপির নিম্নোদ্ধৃতাংশ হইতে, তাঁহারা এই পরিদর্শনে কিরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আর্য্যে ও প্রিয়তমে ভগিনি! আপনি ও কুমার আমাদিগকে যেরূপ সদয়ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছেন তদুপযুক্ত প্রশংসা ও অনুরাগবাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে একান্ত অক্ষম। আমার বিশ্বাস যে, কোন ব্যক্তি ভবদীয় সকাশে কতিপয় দিবস অবস্থান করিলে নিশ্চয়ই স্বকীয় উন্নতিবিধানে সমর্থ হয়; ও কুমারের সহিত বাস করিলে তদীয় বহুদর্শিতা ও উদার বিবেকশক্তি অববোধ করিতে সমর্থ হইয়া স্বকীয় অভিমতসমূহ সংশোধিত ও পরোপকার ব্রতে দীক্ষিত হয়। আমার নিবেদন যে আপনি ভবদীয় উচ্চতম পদের অংশভাগী কুমারকে বিদিত করিবেন যে, আমি তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও তাঁহাকে পরম মিত্র বলিয়া জ্ঞান করি। ঈশ্বরের সমীপে এই মাত্র প্রার্থনা যে পুনরায় আমাদিগের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইতে, যেন দুই বৎসর অতীত না হয়। যেহেতু এই কষ্টকর বিরহে পুনর্দ্দর্শনাশায় প্রবোধিত হইতেছি।" রাজ্ঞী ও কুমার উভয়েই যে এই সাক্ষাৎকারে পরম প্রীত হইয়াছিলেন, তাহা রাজ্ঞী, রাজা লিওপোল্ডের সমীপে যে

পত্রিকা প্রেরণ করেন তাহাতে সম্পূর্ণরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি ফরাসী সম্রাট ও তৎপত্নীর ন্যায় প্রীতিভাজন, সদয় ও সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তি দর্শন করি নাই। তাঁহারা পরম প্রীতিকর পরিদর্শক। সম্রাটপত্নীর প্রতি আমরা সকলে সাতিশয় অনুরক্ত; আপনি তৎসমীপে পরিচিত হউন ইহা আমার অভিলাষ। আলবার্ট স্ত্রীলোক ও রাজকুমারীগণের প্রতি প্রায় অনুরক্ত নহেন; কিন্তু ইঁহার প্রতি সাতিশয় প্রীতি প্রকাশ করেন। উভয়েই পরম সখ্যতা-সূত্রে বদ্ধ।"

২৮ শে আগষ্ট পার্লিয়মেণ্টের অবকাশ হইল, এবং রাজ্ঞী স্বকীয় বক্তৃতায় নির্দ্দেশ করিলেন যে এবার অধিবেশনকাল সংক্ষেপ হইলেও বিবিধ প্রয়োজনীয় বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; তন্মধ্যে পত্নীত্যাগ বিধি অর্থাৎ ব্যবহার শাস্ত্রানুযায়ী স্বামী ও পত্নীর পার্থক্যবিধি প্রধান।

সেই দিবস রাজ্ঞী সপরিবারে বাল্‌মোরালে যাত্রা করিয়া পরদিবস তথায় উপনীত হইলেন। সেখানে সংবাদ উপস্থিত হইল যে, কানপুর দুর্গে জেনেরল হুইলার ও তদধীনস্থ সৈন্যগণ অসামরিক বিভাগস্থ কর্ম্মচারিগণ, স্ত্রীলোক ও বালক, সমুদায় হত্যা হইয়াছে:—জেনেরল হ্যাভলক্ সসৈন্যে নানাসাহেব ও বিদ্রোহিবর্গকে ধৃত করিয়া শাস্তি প্রদান করিতে নিয়োজিত হইয়াছেন; এবং ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে বহুসংখ্যক সৈন্য, ভারতে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে এই ভয়ানক হত্যার সবিশেষ সংবাদ উপস্থিত হইল। নানাসাহেব ও অন্যান্য বিদ্রোহিবর্গ, দুর্গবাসিগণ বশ্যতা স্বীকার করিলে নিরাপদে প্রত্যাগমন করিতে দিবে, এই মিথ্যা অঙ্গীকার করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক নিষ্ঠুরভাবে অসহায় পুরুষ,

নির্দ্দোষী স্ত্রী ও বালকগণকে হত্যা করিয়াছে। তৎপরে লক্ষ্ণৌর বিপদ, দিল্লীতে বিদ্রোহিবর্গের তৎকাল পর্য্যন্ত প্রতিরোধ ও দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ বিস্তারের সমাচার উপস্থিত হইল। ২রা সেপ্টেম্বর রাজ্ঞী তদীয় মাতুল রাজা লিওপোল্ডের সমীপে লিখিলেন যে, "আমরা ভারতবর্ষের নিমিত্ত অতিশয় চিন্তিত হইয়াছি। তথায় প্রচুর পরিমাণে সৈন্য সত্বর একত্রিত করা দুরূহ। সম্ভ্রান্তবংশীয়া স্ত্রী, সাধারণ স্ত্রীলোক ও বালকগণের প্রতি যেরূপ ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছে, এরূপ অত্যাচারের কথা বর্ত্তমানকালে শ্রুতিগোচর হয় না ও ইহা শ্রবণ করিলে উষ্ণরক্ত শীতল হয়। ক্রিমিয়াযুদ্ধ অপেক্ষা এ বিপদ অতিশয় ভয়ানক; তথাকার যুদ্ধে গৌরব ও ন্যায়পরায়ণতা ছিল, এবং স্ত্রীলোক ও বালকগণ নিরাপদে ছিল। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের দূরত্ব ও সমাচার প্রেরণের দুঃসাধ্যতা নিবন্ধন অতিশয় অসুবিধা হইতেছে। আপনি আমাদিগের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইবেন তাহা সম্পূর্ণ অবগত আছি। এখানে সমুদায় শ্রেণীর প্রত্যেক পরিবারবর্গ স্বকীয় পুত্রগণের নিমিত্ত শোকাতুর ও চিন্তাকুলিত; কারণ অনেকে স্বকীয় পুত্রগণকে তথায় কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছেন।

১২ই সেপ্টেম্বর কুমার ব্যারণ ষ্টকমারের সমীপে লিখিলেন যে, "ভারতবর্ষ হইতে প্রতিঘটিকায় তারযোগে সংবাদ আসিবার প্রতীক্ষা করিতেছি। এই সমুদায় সমাচার অশুভজনক।" প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতীক্ষিত তারযোগে যে সংবাদের বিষয় উল্লিখিত হইল তাহাতে সংবাদ আসিল যে, তখনও দিল্লী বিদ্রোহিগণের হস্ত হইতে পুনরুদ্ধৃত হয় নাই; লক্ষ্ণৌ বিদ্রোহিবর্গ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রহিয়াছে ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে সৈন্যগণের মধ্যে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। সেই সঙ্গেই

কাণপুরের ভয়ানক নিষ্ঠুরতার বিবৃতবিবরণ ইংলণ্ডে উপনীত হইল; এবং ইংরেজগণ এই সমাচারে বিমর্ষ ও ক্রোধে প্রদীপ্ত হইলেন।

ইহার পর যে সমাচার আসিল তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সমাচারের ন্যায় অমঙ্গলকর। জেনেরল হ্যাভলক্ লক্ষ্ণৌদুর্গে অবরুদ্ধ ইংরেজগণকে সাহায্য করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া দ্বিতীয়বার প্রত্যাগত হইয়াছেন, এবং দিল্লী হইতে বিদ্রোহিবর্গ বিতাড়িত করিবার প্রযত্নে কোন সন্তোষকর ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিবসে ব্যারণ ষ্টক্‌মারের সমীপে কুমার এইরূপ অনিশ্চয় অবস্থায় স্বকীয় চিন্তাকুলতা বর্ণনা করিয়া এক পত্র লিখিলেন। "আমরা ভারতবর্ষের ব্যাপারে অতিমাত্র চিন্তিত ও প্রকৃতপক্ষে ভীত হইয়াছি। ভারতবর্ষ বহুদূরে অবস্থিত এবং তথায় রাজ্ঞীর ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুত্ব বর্ত্তমান থাকাতে এই বিপদের প্রতীকারোপায় অতিশয় মৃদুভাবে প্রযুক্ত হইতেছে। আমাদিগের প্রথমতঃ প্রেরিত সৈন্যগণ অক্টোবরের মধ্যভাগে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইবে; আমরা অধুনাতন যে সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা আগষ্ট মাসের সেই সময় হইতে এপর্য্যন্ত কি ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না।"

১৪ই অক্টোবর তাঁহারা বাল্‌মোরাল পরিত্যাগ করিয়া ১৬ই উইণ্ডসরে উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে ভারতবর্ষ হইতে সুসমাচার আসিতে আরম্ভ হইল। ২০শে সেপ্টেম্বর জেনেরল উইল্‌সন্ কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকার ও জেনেরল হ্যাভলক্ কর্ত্তৃক অপর অপর জয়লাভের সমাচার উপস্থিত হইল। ২৪শে অক্টোবর কুমার ব্যারণ ষ্টক্‌মারের সমীপে লিখিলেন যে, "ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত সমাচার আসিতেছে তাহা মঙ্গলকর, অর্থাৎ, অনর্থ আর বৃদ্ধি পাইতেছে না; বিদ্রোহনিবারণার্থ প্রেরিত আমাদিগের

সৈন্যগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। আমাদিগের সৈন্যগণ সর্ব্বত্র পুনরায় বিস্ময়কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। জেনেরল হ্যাভলক্ নয়টি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অনেক যুদ্ধে তাঁহার আটশত ও শত্রুপক্ষে প্রায় দশ সহস্র সৈন্য ছিল।”

৩রা ডিসেম্বর রাজ্ঞী স্বয়ং পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশনে উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন যে, ভারতবর্ষের ব্যাপারে পার্লিয়মেণ্টের অভিনিবেশ প্রদান করা প্রয়োজনীয় এবং পার্লিয়মেণ্টকে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করিলেন। এই সম্বন্ধে বাদানুবাদ কালে ডিস্‌রেলি (আর্ল বেকন্‌ফিল্ড) রাজকীয় বক্তৃতায় গবর্ণমেণ্টে যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা সন্দিগ্ধজনক বলিয়া প্রতিবাদ করেন, এবং তাঁহাদিগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিরূপ অভিমত তাহা সরলভাবে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন। লর্ড পামারষ্টোন তদ্বিষয়ে কোনও প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। কিন্তু তিনি কতিপয় দিবস পূর্ব্বে তদীয় গবর্ণমেণ্টের সভ্যগণের সহিত, ডিস্‌রেলি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের সহিত রাজ্ঞীর সম্বন্ধ আসন্নতর করিবার নিমিত্ত উপায় স্থিরীকরণ বিষয়ের পরামর্শ করিতেছিলেন। অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে লর্ড পামারষ্টোন্ রাজ্ঞীর সমীপে লিখিলেন যে, পৃথিবীর অপর পার্শ্বস্থ বৃহৎ সাম্রাজ্যে এক গবর্ণমেণ্ট রাজ্ঞী ও পার্লিয়মেণ্টের নিকট এবং অপরটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট দায়ী এরূপ দুই গবর্ণমেণ্ট থাকায় তথাকার শাসনকার্য্যে প্রভূত অসুবিধা ঘটিয়াছে। রাজকার্য্য যে আর এরূপে চলিতে পারে না, ইহা এই বিদ্রোহব্যাপারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব তিনি আগামী পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশনে বর্ত্তমান প্রণালী রহিত করিয়া, ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের ন্যায় ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য

রাজ্ঞী ও পার্লিয়মেণ্টের হস্তে অর্পণ করিবার উপায় প্রস্তাব করিবেন। এই বিষয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ঘোরতর প্রতিবাদ করিবেন, এবং প্রতিযোগী মন্ত্রিপক্ষ সম্ভবতঃ তাহাতে যোগদান করিতে পারেন। অতএব রাজ্ঞীর নিকট এবিষয় প্রস্তাবিত হইবার পূর্ব্বে ইহা বিশেষরূপে বিবেচিত হওয়া আবশ্যক।

লর্ড পামারষ্টোন এই বিষয়ে অতিশয় আগ্রহসহকারে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কিরূপ প্রণালীতে সেই শাসনবিধি প্রকটিত হইবে তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের যে সমস্ত বিষয় প্রয়োজনীয় তৎসমুদায় সংগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন। নবেম্বর মাসের প্রারম্ভে তিনি স্বয়ং এই বিষয়ে রাজ্ঞী ও কুমারের সহিত বাদানুবাদ করেন বটে, কিন্তু তিনি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সমিতি কর্ত্তৃক অনুমোদিত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনপ্রণালী বিষয়ক স্থূল মর্ম্ম রাজ্ঞীর সম্মুখে ১৭ই ডিসেম্বরের পূর্ব্বে প্রস্তাব করিতে সমর্থ হয়েন না। লর্ড পামারষ্টোন পার্লিয়মেণ্টে এতদ্বিষয়ক যে পাণ্ডুলিপির প্রস্তাব করেন তৎসম্বন্ধীয় অনেক বিষয়ে কুমারের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন; এবং তিনি কুমারের উপদেশে যে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন তাহা নিজে স্বীকার করিয়াছেন।

ইত্যবসরে ভারতবর্ষ হইতে মঙ্গলময় সমাচার আসিতেছিল; তৎসহ সংবাদ আসিল যে, তথাকার ইউরোপীয়গণ তদ্দেশনিবাসিগণের প্রতি প্রতিহিংসা বৃত্তি প্রদর্শন করিতেছেন ও তন্নিবন্ধন ভারতগবর্ণমেণ্ট বিশেষরূপে চিন্তিত হইয়াছেন। ২৫ শে সেপ্টেম্বর গবর্ণর জেনেরল লর্ড ক্যানিং রাজ্ঞীর সমীপে লিখিলেন, "সকলে নির্ব্বিশেষে প্রতিহিংসা লইবার নিমিত্ত উন্মত্ত। যাঁহাদিগের সৎ উদাহরণ প্রদর্শন করা উচিত, তাঁহারাও

এ বিষয়ে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন। স্বজাতীয়গণের এই-রূপ ভাব দেখিয়া লজ্জিত হইতে হয়। শতকরা দশজন ব্যক্তিও বিবেচনা করেন না যে চল্লিশ বা পঞ্চাশ সহস্র অধিবাসিগণকে ফাসি দেওয়া বা গুলি করিয়া হত্যা করা অসম্ভব ও নীতি বিরুদ্ধ। এতদ্বিষয়ে লেখক ও বক্তাগণ একবার ভাবেন না যে, ভারত-বাসীদিগকে কোনও প্রকার সৈনিক ও অসৈনিক বিভাগে নিযুক্ত করিয়া বিশ্বাস না করিলে ভারতরাজ্য রক্ষা ও শাসন করা ইংলণ্ডাধিপতির পক্ষে দুঃসাধ্য। বিদ্রোহিগণ যাঁহাদিগের আত্মীয়গণের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, তাঁহাদিগের প্রতি-হিংসাবৃত্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত দোষারোপ করি না ও কেহই তাঁহাদিগকে দোষ প্রদান করিবে না। কিন্তু যাঁহারা বিদ্রোহের প্রথমাবধি নিশ্চিন্তভাবে গৃহে উপবেশন করিয়া কেবলমাত্র সামান্য ব্যয় ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই এক্ষণে প্রধান-তমরূপে প্রতিহিংসাবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছেন। যাহা হউক প্রধানতম দোষিগণকে শাস্তিপ্রদানের পরও প্রতিহিংসাবৃত্তি বশতঃ পুনরায় শান্তি সংস্থাপন সুকঠিন হইবে, এইরূপ আশঙ্কা করা যায়।”

এই পত্র নবেম্বর মাসে রাজ্ঞীর সমীপে পৌঁছছে। ৯ ই ইহার প্রত্যুত্তরে রাজ্ঞী ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের বিশেষরূপে পরিজ্ঞাতব্য এক পত্রিকা প্রেরণ করেন; “লর্ড ক্যানিং সহজেই অবগত হইবেন যে রাজ্ঞীও তাঁহার ন্যায় ভারতবাসিগণ ও সিপাহিগণের প্রতি নির্ব্বিশেষে এখানেও সাধারণের খৃষ্টান-বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করার নিমিত্ত সাতিশয় দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, সাধারণের এ ভাব চিরস্থায়ী নহে; স্ত্রী ও বালকগণের প্রতি বর্ণনাতীত অত্যাচার নিবন্ধন এই বিদ্বেষভাব উৎপন্ন হইয়াছে। সে অত্যাচার স্মরণ করিলেও

উষ্ণ রক্ত শীতল ও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এই ভয়ানক অত্যাচারের অনুষ্ঠাতাদিগকে যে কোনও প্রকার শাস্তি প্রদান করা হউক না কেন, তাহা গুরুতর হইবে না। অপরাধিগণের প্রতি অবশ্যই ন্যায়দণ্ড প্রযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু যাহারা শান্তিপ্রিয়, যাহারা সদয় ও মিত্রভাবে আমাদিগকে সাহায্য ও পলাতকদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছে, এবং আমাদিগের প্রতি অনুরক্ত, এরূপ ভারতবাসিদিগকে অবগত করিবেন যে তাহাদিগের কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া রাজ্ঞীর তাহাদিগের প্রতি কোনও প্রকার ঘৃণাভাব নাই। তিনি তাহাদিগকে সুখী, সন্তুষ্ট ও সমৃদ্ধ দেখিতে অভিলাষ করেন।"

রাজ্ঞী ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি জেনেরল সার্ কোলিন কেম্বেলের সমীপে নিম্নলিখিত পত্র লিখিলেন, "সার্ কোলিন কেম্বেল ও তদধীনস্থ সাহসিক সৈন্যগণের বিদ্রোহিগণের উপর জয়লাভ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি যেরূপ সন্তুষ্ট ও অহঙ্কৃতা হইয়াছেন, তাহা প্রকাশ না করা রাজ্ঞীর পক্ষে অসম্ভব। সার্ কোলিন যেরূপভাবে সমস্ত কার্য্য নিষ্পাদন ও লক্ষ্ণৌর অনুরক্ত সাহসিক পুরুষ ও স্ত্রীগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন তন্নিমিত্ত সাধুবাদ প্রদান করিয়া ইয়ত্তা করা যায় না। রাজ্ঞী ইতিপূর্ব্বে সার্ কোলিনের রাজভক্তি ও স্বদেশানুরাগের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এক্ষণে তিনি পুনরায় কৃতজ্ঞতা ঋণ বৃদ্ধি করিলেন মাত্র। কিন্তু সার্ কোলিন তদীয় রাজ্ঞীর নিকট হইতে এক বিষয়ের নিমিত্ত ভর্ৎসিত হইবেন। তাহা এই যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাকে বিপদসাগরে নিমগ্ন করেন। তদীয় জীবন মহামূল্য, অতএব রাজ্ঞীর অনুরোধ যে তিনি বিপদে অগ্রগামী না হয়েন ও অতিশয় পরিশ্রম করিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ না করেন। রাজ্ঞীর এই অভিলাষের প্রতি বর্ণবিন্যাসে

কুমারের আন্তরিক অভিমত আছে। চিরস্মরণীয় জেনেরল হ্যাভ্‌লক্‌ প্রভৃতি সুবিখ্যাত সাহসপ্রিয় বীরগণের মৃত্যুতে রাজ্ঞী অতিমাত্র দুঃখিত হইয়াছেন। রাজ্ঞীর অভিলাষ যে সার্‌ কোলিন সমুদায় ইউরোপীয় ও দেশীয় সৈন্যগণকে তদীয় প্রশংসাবাদ ও কৃতজ্ঞতাভাব বিদিত করেন। রাজ্ঞী স্বীয় জ্যেষ্ঠা কন্যার হর্ষ ও মঙ্গলকামনা বিজ্ঞাপন না করিয়া পত্র সমাপ্ত করিতে সক্ষম নহেন। অবশেষে সংগ্রামাধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট সরলভাবে এই প্রার্থনা যে তিনি সার্‌ কোলিন ও তদীয় সৈন্যবর্গকে রক্ষা করুন।”

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড যে বিপদে অভিভূত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে অপসারিত হইল। ভারতবর্ষ হইতে বিদ্রোহশান্তির সমাচার আসিতে লাগিল। দিল্লী পুনরায় ইংরেজাধিকৃত হইল। লক্ষ্ণৌ নগরে অবরুদ্ধ সৈন্যগণ, তদুদ্ধারার্থ প্রেরিত সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইল। তাহারা যেরূপ সাহসিকতা ও সহিষ্ণুতার সহিত স্বাধিকার রক্ষা করিয়াছিল ও তৎসাহায্যার্থ প্রেরিত সৈন্যগণ যেরূপ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া ইংরেজগণ ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতারসে পূর্ণ এবং ইংরেজসম্মানরক্ষাকারিগণের বীরত্বের নিমিত্ত গর্ব্ব প্রকাশ করিতে রহিল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৯ ই জানুয়ারি রাজ্ঞী তারযোগে অবগত হইলেন যে, লক্ষ্ণৌ হইতে স্ত্রী, বালক ও পীড়িত সৈন্যগণ নিরাপদে এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়াছে। সার্‌ কোলিন কেম্বেল ৬ ই ডিসেম্বর কাণপুরে নানা সাহেবের অধীনস্থ পঁচিশ সহস্র বিদ্রোহীকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগের কামান ও যুদ্ধসামগ্রী অধিকার করিয়া লইয়াছেন; এবং জেনেরল হ্যাভ্‌লক্‌ ভয়ানক

পরিশ্রম ও মানসিক চিন্তায় আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া ২৫ শে ডিসেম্বর মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। যে পত্রে লর্ড ক্যানিং রাজ্ঞীর সমীপে জেনেরল হ্যাভ্‌লকের মৃত্যুসংবাদ প্রেরণ করেন, তাহাতে জেনেরল নীল নামক অপর একজন সুবিখ্যাত সৈনিক পুরুষের মৃত্যুসমাচারও প্রদান করিলেন।

১৪ ই জানুয়ারি রাজ্ঞী লর্ড পামারষ্টোনের সমীপে লিখিলেন, "যে সমুদয় সাহসিক ব্যক্তি ভারতে এই অদ্ভুতকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, তাহাদিগকে পুরস্কার প্রদান করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহাদিগের সকলের বিষয় বিবেচনা করা দুরূহ। ইহা স্থিরীকরণে যে বিলম্ব হইবে তাহা নিশ্চয়, কিন্তু যেন প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণকে পুরস্কার প্রদানে ভ্রম না হয়। রাজ্ঞীর অভিলাষ যে লর্ড পামারষ্টোন লর্ড পানমিউর ও ডিউক অব্ কেম্ব্রিজের সহিত এবিষয়ে পরামর্শ করিয়া সত্বর তাঁহার সমীপে বিবরণী প্রেরণ করেন। রাজ্ঞীর এই অনুরোধ যে বর্ত্তমান সৈনিকবিধি অনুসারে পদোন্নতি প্রাপ্তির উপায়হীন কতিপয় যুবককে বীরত্বের নিমিত্ত জেনেরলের পদে উন্নীত করা হয়। বলা বাহুল্য যে ডিউক অব্ কেম্ব্রিজ উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচনে যত্নবান হইলেন। কর্ণেল ইন্‌গ্লিস অনেককাল লক্ষ্ণৌনগর বীরত্বের সহিত রক্ষা করায় তাঁহাকে একেবারে মেজর জেনেরল পদ প্রদান করা উচিত। ভারতবর্ষের সৈনিকবর্গকে কিরূপ পারিতোষিক পদক প্রদত্ত হইবে তাহা লর্ড পামারষ্টোন অদ্যাপি রাজ্ঞীকে অবগত করান নাই।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রাজ্ঞী জানুয়ারি মাসের প্রথমভাগে উইণ্ডসর দুর্গে অবস্থান করিয়া ১৫ই বকিংহাম রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলেন। এই-কালে রাজকুমারীর বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রিত বহুসংখ্যক রাজগণ ইংলণ্ডে আগতপ্রায় হইয়াছিলেন ও কেহ কেহ ইতিমধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৯ শে সমুদয় নিমন্ত্রিতবর্গ রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। রাজা লিওপোল্ড পুত্রগণ সমভিব্যাহারে ও প্রুশিয়ার রাজকুমার ও তৎপত্নী তদীয় অনুচরবর্গ সমভি-ব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। এতদ্ভিন্ন এরূপ বহুসংখ্যক নিমন্ত্রিত সপত্নীক রাজকুমারও সমবেত হইয়াছিলেন যে, রাজপ্রাসাদ মধ্যে তাঁহাদিগের অবস্থানের স্থান সংকুলান হয় নাই। প্রতি-দিবস আহারের অশীতি, নবতি সংখ্যক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি রাজকীয় টেবিলে (আহারস্থানে) ভোজনার্থে সমবেত হইতেন। একদিবস রাত্রে রাজপ্রাসাদে নৃত্য হইল, তাহাতে প্রায় একসহস্র নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

২৫ শে জানুয়ারি রাজকীয় উপাসনালয় সেণ্টজেম্‌স্ প্রাসাদে রাজকুমারীর পরিণয়কার্য্য সম্পাদিত হইল। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন যে, "উপাসনালয় সঙ্কীর্ণ হইলেও তৎকালে মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছিল। সুচারু বেশ ভূষায় সজ্জিতা সম্ভ্রান্তবংশীয়া স্ত্রীলোক, সমরসজ্জায় সজ্জিত সৈনিক কর্ম্মচারী প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ। বেদির পুরোভাগে ক্যাণ্টরবরির প্রধান বিশপ, উভয়পার্শ্বে

রাজগণ সমবেত। আমার পশ্চাতে মদীয় জননী ডিউক অব্ কেম্ব্রিজ ও তদীয় মাতা ও ভগিনী উপবিষ্টা। আমার শিশুপুত্র ও কন্যাগণ আমার নিকটেই ছিল। আমার সম্মুখে বেদির অপর-পার্শ্বে প্রুশিয়ার রাজকুমারপত্নী ও তৎপশ্চাতে বৈদেশিক রাজ-কুমারগণ। বার্টি (প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্) এবং আফি (ডিউক অব্ এডিনবরা) তাঁহার অনতিদূরে উপবিষ্ট ছিল। বর ও কন্যার প্রবেশকালীন দামামা ও ভেরী ও অর্গ্যানযন্ত্র মনোহর স্বরে বাদিত হইতে লাগিল। জামাতা ফিট্‌জ্, বিবর্ণ ও আকুলিত প্রতীয়মান হইলেন; কিন্তু প্রশান্তভাবে আমাদিগকে নমস্কার করিয়া শ্রদ্ধান্বিতভাবে জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন। তৎ পরে কন্যাযাত্রিগণ প্রবেশ করিলেন। আমাদিগের প্রিয়তমা কন্যা দেখিতে পরম সুন্দরী। তাহার মুখে সরলতা, বিশ্বস্ততা ও গাম্ভীর্য্য দেদীপ্যমান হইতে লাগিল। তাহার মুখাবরণ তদীয় স্কন্ধদেশের উপর লম্বমান। সে তদীয় পিতা ও আমার মাতুল রাজা লিওপোল্ডের হস্তে ভর দিয়া আগমন করিতে লাগিল। রাজা লিওপোল্ডই তাহার নামকরণ করেন, ইনিই চতুর্থ জর্জ্জের কন্যা ইংলণ্ডের সিংহাসনাধিকারিণী রাজকুমারী সার্লটিকে বিবাহ করেন, এবং ইউরোপের মধ্যে বিজ্ঞতম রাজা। ভিকী (জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী) ফ্রিট্‌জের (রাজকুমার ফ্রেডারিক উইলিয়মের) সহিত একত্রে জানুপাতিয়া পর-স্পরের হস্ত সংযোজন পূর্ব্বক উপবেশন করিল। এই দৃশ্য পরম প্রীতিকর হইয়াছিল। প্রিয়তম আলবার্ট সম্প্রদানের নিমিত্ত তদীয় হস্ত ধারণ করিলেন। তিনি অতিশয় বিচলিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া স্মরণ হইতে লাগিল যে, ঐ স্থানে আমিও একদিন ঐরূপ প্রফুল্ল ও বিনীত, প্রেমপূর্ণ ভাবে তৎপার্শ্বে জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়াছিলাম। পরম

প্রীতিকর সঙ্গীত হইতে লাগিল; ফ্রিটজ্ ও ভিকী উভয়েই স্পষ্টস্বরে বাক্য উচ্চারণ করিল। বিবাহসংস্কার পরিসমাপ্ত হইলে আমরা উভয়ে সস্নেহে ভিকীকে আলিঙ্গন করিলাম। কিন্তু সে একবিন্দু অশ্রু বিমোচন করিল না। তৎপরে সে তদীয় মাতামহীকে সস্নেহে চুম্বন করিল। আমি ফ্রিটজ্‌কে সস্নেহে চুম্বন করিলাম। ভিকী তৎপরে তদীয় অভিনব শ্বশুর ও শ্বশ্রূ, প্রুশিয়ার রাজকুমার ও তৎপত্নীর সমীপে গমন করিল। আমরাও তাহার সহিত তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলাম। আলবার্ট তাঁহাদিগের সহিত করমর্দ্দন করিলেন ও আমি উভয়কে সাদরে চুম্বন করিয়া করমর্দ্দন করিলাম; ইহাতে তাঁহারা সাতিশয় পুলকিত হইলেন। তৎকালে আমার অন্তঃকরণ আন[illegible] হইয়াছিল।

"বর ও কন্যা[illegible]রস্পরের হস্তধারণ করিয়া উপাসনালয় হইতে বহি[illegible]লেন। বিবাহ রেজেষ্টরি পুস্তকে স্বাক্ষরের নিমিত্ত দরবারকক্ষে প্রবেশ করিলাম। এখানে আমরা সমুদায় আত্মীয়বর্গের সহিত করমর্দ্দন করিলাম। প্রথমতঃ বর ও কন্যা পুস্তকে নাম সাক্ষর করিলেন, তৎপরে উভয়ের পিতা মাতা স্বাক্ষর করিলেন। অবশেষে বার্টি, এলিস্, আল্‌ফ্রেড্ ও মনোহর মুক্তামালাভূষিত পরিচ্ছদধারী পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা রঞ্জিৎসিংহের পুত্র মহারাজা দলিপসিংহ ও অন্যান্য উপস্থিত রাজকুমার ও রাজকুমারপত্নীগণ নাম স্বাক্ষর করিলেন। তৎকালে আমি এরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলাম যে, আমি মনে করিলাম আমি সকলের সহিত প্রীত্যালিঙ্গনে সক্ষম। আমি লর্ড ক্লারেণ্ডন ও লর্ড পামারষ্টোনের সহিত করমর্দ্দন করিলাম। নবদম্পতি একত্রে বকিংহাম রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন; এবং আমরা মাতুল ও

বরকর্ত্তা প্রুশিয়ার রাজকুমারের সহিত প্রত্যাগমন করিলাম। আমাদিগের আগমন কালে পথে বহুসংখ্যক সমবেত ব্যক্তিগণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। আমরা প্রাসাদে উপনীত হইয়া নবদম্পতি সমভিব্যাহারে বকিংহাম রাজপ্রাসাদের অঙ্গনভূমি প্রবেশমার্গে খিলানের উপরিস্থিত গবাক্ষপথে উপস্থিত হইলাম। তথায় তাঁহারা অগ্রগামী হইয়া সাধারণ জনগণের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলেন। তৎকালে আমি, আলবার্ট এবং প্রুশিয়ার রাজকুমার ও তৎপত্নী তাঁহাদিগের সহিত দণ্ডায়মান ছিলাম।”

বিবাহের পরদিবস প্রাতর্ভোজনান্তে বিদায় লইবার কালে রাজ্ঞী, কুমার ও রাজকুমারীর প্রতি স্নেহবান ব্যক্তিবর্গ সাতিশয় শোকাকুল হইলেন। [illegible] নবদম্পতিদিগকে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত অনুসরণ পূর্ব্বক স[illegible]ণের আনন্দধ্বনির মধ্য দিয়া শকটে আরোহণ করা[illegible]সলেন, তাঁহাদিগের সকলেরই চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সেই দিবস সায়ংকালে একজন দূত উইণ্ডসর দুর্গ হইতে আনন্দজনক সংবাদ আনিল যে, লর্ড ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সন্ততিদিগের অধ্যয়নস্থান ইটন কলেজের ছাত্রগণ রেলওয়ে গৃহ হইতে উইণ্ডসর দুর্গ পর্য্যন্ত নবদম্পতি যুগলের শকট বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। সমগ্র লণ্ডন এই উৎসবে আলোকিত হইল; এবং জনগণ পথে পথে আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল।

এই বিবাহ মহোৎসবে কেবল এক ব্যক্তি অনুপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি উপস্থিত না থাকাতে অতিশয় দুঃখের কারণ হইয়াছিল। রাজ্ঞীর ভগিনী প্রিন্সেস্ হোহেন্‌লো ও তদীয় স্বামী উভয়ে পীড়িত হইয়া জার্ম্মাণিতে ছিলেন। তিনি বিবাহ দিবসে রাজ্ঞীর সমীপে লিখিলেন যে, “আমি অদ্য আপনার

নিকট সংক্ষেপে দুই চারি কথা লিখিব; অদ্য আমার হৃদয় বিবিধভাবে পরিপূর্ণ। আমার চিত্ত আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা ও আপনার নিকট রহিয়াছে। অদ্য আপনার সমীপে অবস্থান করিতে কতই অভিলাষিনী হইতেছি, তাহা বলা বাহুল্য। অদ্য আমি নিজের নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তিত নহি; কেবল আপনার ও ভবদীয় সন্ততির বিষয় চিন্তায় নিমগ্ন। অদ্য সায়ংকালে আপনার নিকট অবস্থান করিয়া আপনাকে সাদরে চুম্বন করিতে কতই অভিলাষ হইতেছে; আপনিই আমার একমাত্র সহোদরা ভগিনী, আর আমার এ জগতে আপনার কেহ নাই। এই জীবন চিরবিরহময়। আমি অদ্য অতিশয় বিমর্ষ। আমি আপনার ও ভবদীয় কন্যার মঙ্গল কামনা করিতেছি। ঈশ্বর আপনার ও ভবদীয় সন্ততিবর্গের মঙ্গলবিধান করুন।”

দুই দিবস পরে ২৭ শে জানুয়ারি, রাজ্ঞী উইণ্ডসরে উপনীত হইয়া তৎপরদিবস স্বকীয় জামাতাকে গার্টার উপাধি দ্বারায় ভূষিত করিলেন। সায়ংকালে ওয়াটারলু প্রাসাদে বহুতর ব্যক্তি ভোজনার্থে নিমন্ত্রিত হয়েন। রাজ্ঞী কহিয়াছেন যে, সকলেই ভিকীর (জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী) প্রতি সন্তোষ ও সদয়ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পরদিবস তাঁহারা লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সায়ংকালে নবদম্পতি সমভিব্যাহারে রাজ্ঞী ও কুমার রাজকীয় রঙ্গালয়ে গমন করেন। পরদিন ৩০ শে জানুয়ারি প্রুশিয়ার যুবরাজ ও তৎপত্নী লণ্ডন ও ইংলণ্ডের বিবিধ নগরী হইতে অভিনন্দন পত্রিকা গ্রহণ করিলেন। অধিকাংশ অভিনন্দন পত্রিকার সহিত মহামূল্য উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই দিবস প্রিন্স কন্সর্ট তদীয় বিমাতা সমীপে লিখেন যে, “আমি এতদিনে বাস্তবিক শ্বশুর হইলাম ও আমাদিগের বালিকা কন্যা

পরিণীতা পত্নী হইল। এবিষয় অতীব বিস্ময়কর বলিয়া প্রতীত হয়। আমাদিগের প্রিয়তমা কন্যা আমাদিগের গৃহ হইতে গমন করিলে, হৃদয় শূন্য হইবে তাহা আপনি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। আমি মঙ্গলবারের কথা মনে করিতেও কষ্টানুভব করি; ঐ দিবস রাজকুমারী এখান হইতে চলিয়া যাইবে। আমার স্বদেশ পরিত্যাগকাল গতকল্য অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে ও ১৪ বৎসর হইল পিতৃদেব মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। রাজকুমারী রাজ্ঞীকে কহিয়াছে যে আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণকালে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে।”

রাজ্ঞী তদীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে ২রা ফেব্রুয়ারি লিখিয়াছেন যে, “কি ভয়ানক দিবস! আমি বিমর্ষভাবে ভিকীকে তাহার কক্ষ হইতে শেষ উত্থাপন করিতে গমন করিলাম। আমি যথাসাধ্য স্বকীয় ভাবগোপনে যত্নবতী হইয়াছিলাম। দিবা ১১ ঘটিকার সময় ভিকী বিমর্ষভাবে আমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল; আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলাম। উভয়েরই নেত্র হইতে অবিরল অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। তৎপরে আমরা কিয়ৎপরিমাণে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলাম। আলবার্ট আমাদিগের সহিত যোগদান করিলেন। আমরা অন্য বিষয়ের কথোপকথন আরম্ভ করিলাম। ভিকী তৎপরে গমনোপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিল। এইবার ভয়ানক সময় উপস্থিত। আমরা অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের সহিত কথোপকথনগৃহে উপনীত হইলাম। তথায় আমার জননী ও সন্তান সন্ততিবর্গ সকলেই সমবেত হইয়াছিল। আমি ধৈর্য্যাবলম্বনে যত্নবতী হইলাম; কিন্তু সোপানমার্গের সমীপে উপস্থিত হইলে আর সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমার প্রিয়তম আলবার্ট করুণভাবে কহিলেন যে তিনি আমার নিকট বিদায় লইতে

এইরূপ কাতর হয়েন। আমি অগ্রগামিনী হইলাম, ভিকীও ফ্রিটজ্ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে লাগিল। গৃহটি আমার ও তাঁহাদিগের আত্মীয় ও মিত্রবর্গে পরিপূর্ণ; তন্মধ্যে লেডি চার্চিল ও লর্ড সিড্নি তাঁহাদিগের সহিত বার্লিনে গমন করেন। আমাদিগের পরিচারকগণ তথায় উপস্থিত ছিল। সকলেই অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। আমি ভিকীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সস্নেহে চুম্বন করিয়া, কি বলিতে হইবে তাহা বিস্মৃত হইলাম। আমি ফ্রিটজ্কে চুম্বন করিয়া পুনঃ-পুনঃ তাহার করমর্দ্দন করিতে লাগিলাম। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; তাঁহার চক্ষু অশ্রু দ্বারা পরিপূর্ণ হইল। শকটের দ্বারদেশে আমি তাহাদিগকে পুনরায় আলিঙ্গন করিলাম। আলবার্ট তাহাদিগের সহিত একখানি অনাবৃত শকটে আরো-হণ করিলেন। বার্টি, (প্রিন্স অব্ ওয়েল্স) আল্ফ্রেড্ ও জর্জ, (ডিউক অব্ কেম্ব্রিজ) অপর এক শকটে আরোহণ করিল। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় মদীয় প্রিয়তম আলবার্ট দুই পুত্রের সহিত বিমর্ষভাবে প্রত্যাগমন করিলেন। আমি তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া পুনরায় কাতরা হইলাম। কন্যাবিরহে আলবার্ট অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন।”

প্রিন্স কন্সর্ট কিরূপ দুঃখিত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি পরদিন তাঁহার কন্যাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন, “তুমি যখন গতকল্য আমার বক্ষে মস্তক ন্যস্ত করিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছিলে তখন আমার হৃদয় শোকভরে অভিভূত হইয়াছিল। আমি স্নেহ প্রদর্শনে একান্ত পরাঙ্মুখ। অতএব আমি তোমাকে কিরূপ স্নেহ করি এবং তোমার গমনে আমার হৃদয় কিরূপ শূন্য হইয়াছে, তাহা সম্যক অববোধ করিতে

পারিবে না; অথবা হৃদয়শূন্যই বা কিরূপে বলিতে পারি, তুমি তথায় যেরূপ বর্ত্তমান ছিলে সেইরূপই থাকিবে; কিন্তু তোমার অনুপস্থিতি স্মরণ করিয়া আমার জীবনে শূন্যতা অনুভব করিতেছি।"

প্রতি পত্রে সংবাদ আসিতে লাগিল যে রাজকুমারী তদীয় অভিনব গৃহে সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। ৬ই ফেব্রুয়ারি প্রিন্স কন্সর্ট পুনরায় তদীয় দুহিতাকে লিখিলেন যে, "আমাদিগের অভিলাষানুরূপ সমুদায় ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, এবং তুমি সর্ব্বত্র আদরে পরিগৃহীত হইতেছ, তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি ও আমরা পরম প্রীত হইতেছি। আমরা তোমার প্রতি স্নেহবান; সন্তান সর্ব্বত্র সম্মানিত হইলে পিতামাতা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করেন।"

রাজ্ঞী ও প্রিন্স কন্সর্ট এইরূপে স্বকীয় কার্য্যে ব্যস্ত থাকার সময় পার্লিয়মেণ্টেও গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইয়াছিল। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি পার্লিয়মেণ্টের পুনরধিবেশন হইল। পরদিবস সায়ংকালে লর্ড ও কমন্স সভা হইতে রাজ্ঞীর সমীপে গত বিবাহ কার্য্যের নিমিত্ত হর্ষপ্রকাশ করিয়া অভিনন্দন পত্রিকা প্রেরিত হইল। ৮ই ফেব্রুয়ারি গবর্ণমেণ্ট পার্লিয়মেণ্টের উভয় সভায় ভারতবর্ষে বিদ্রোহ-দমনে যে সমস্ত সাংগ্রামিক ও অসাংগ্রামিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণ দক্ষতা ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিবার প্রস্তাব করিলেন। সেই প্রস্তাবে প্রথমতঃ গবর্ণরজেনেরল লর্ড ক্যানিঙের নাম উল্লেখ ছিল। কিন্তু বিদ্রোহের পরিমাণ নিরাকরণ ও তদ্বিস্তৃতি নিবারণ বিষয়ে তাঁহার দূরদর্শিতা নাই এইরূপ দোষ, কি ভারতবর্ষে, কি ইংলণ্ডে সর্ব্বত্র তৎপ্রতি আরোপিত হইয়াছিল। অনেকেই বলিতে লাগিল যে, তিনি বিদ্রোহিগণকে সমুচিত

শাস্তিপ্রদানে দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় প্রদান করেন নাই। কলিকাতা ও বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিবাসী অধিকাংশ ইংরেজ গবর্ণরজেনেরলকে নিরপরাধী ভারতবাসিগণের শাস্তিপ্রদানে পরাঙ্মুখ দেখিয়া রাজ্ঞীর নিকট তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিয়াছিলেন। এই আবেদন পত্রিকায় ও সংবাদপত্রে লর্ড ক্যানিঙের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল যে, বিদ্রোহিতানল প্রজ্জ্বলিত হইলে তিনি সমগ্র দেশে সামরিক বিধি প্রবর্ত্তিত করেন নাই। তিনি বিদ্রোহদমনের নিমিত্ত যে আদেশ প্রদান করেন, উহাকে তাঁহারা ঘৃণাপ্রকাশপূর্ব্বক 'ক্লেমেন্সি অর্ডার' সদয় আদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; এবং ঐরূপ ঘৃণা বশতঃ লর্ড ক্যানিংকে 'ক্লেমেন্সি ক্যানিং' সদয়ক্যানিং উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ভয়ানক বিপদের সময় এরূপ আচরণ বশতঃ তাঁহার সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করা কঠিন হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে ন্যায় ও ভারতবর্ষীয় প্রজাবৃন্দের চরিত্র সম্যক পরিদর্শন করিয়া যে নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছিলেন তাহা হইতে বিচলিত হয়েন নাই।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১১ ই ডিসেম্বর তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর সভায় যে পত্রিকা প্রেরণ করেন, তাহাতে তিনি দক্ষতা ও কৃতকার্য্যতা সহকারে স্বকীয় অবলম্বিত পদ্ধতি সমর্থন করিয়াছিলেন। পার্লিয়মেণ্টে সাধুবাদ প্রদানের প্রস্তাবের কতিপয় দিবস পূর্ব্বেই সেই পত্র ইংলণ্ডে সাধারণ সমীপে প্রচারিত হইয়াছিল। এইরূপ হইলেও লর্ড সভায়, লর্ড ডবি, ও কমন্স সভায় ডিস্‌রেলি সাধুবাদ প্রাপ্ত্যোপযোগিগণের তালিকা হইতে লর্ড ক্যানিঙের নাম অপসারিত করিবার নিমিত্ত প্রয়াসী হইলেন। তাঁহারা এইরূপ তর্ক করিলেন যে, কলিকাতা

ও অন্যান্য স্থান হইতে তদীয় রাজনীতি পদ্ধতিতে যে দোষ আরোপিত হইয়া অভিযোগ পত্র প্রেরিত হইয়াছে, তাহা যত দিবস যথা রীতি বাদানুবাদ হইয়া অগ্রাহ্য না হয়, ততদিবস এ প্রস্তাব স্থগিত থাকা কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে মন্ত্রিগণ এইরূপ কহেন যে, সাধুবাদ প্রদানের সহিত সাধারণতঃ আরোপিত রাজনীতির কোনও সংশ্রব নাই, এই প্রস্তাবে কেবল বিদ্রোহ-দমনকারী নৌসেনা ও স্থলসৈন্যগণের কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং এই তালিকা হইতে লর্ড ক্যানিঙের নাম বহির্ভূত করিলে তৎপ্রতি দোষারোপ করা হইবে।

ধন্যবাদপ্রদান বিষয়ক বাদানুবাদ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, মন্ত্রিদল তাঁহাদিগের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারত-শাসনকার্য্য রাজ্ঞীর হস্তে হস্তান্তরিত করিবার প্রস্তাবে প্রভূত পরিমাণে প্রতিহত হইবেন। ১২ই ফেব্রুয়ারি লর্ড পামারষ্টোন এই বিষয় প্রস্তাব করিলেন। প্রধান প্রধান ব্যক্তি-বর্গের এ বিষয়ে সম্যক সহানুভূতি ছিল। হস্তান্তরিত করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত কি না, কিংবা ভারতের সর্ব্বত্র শান্তি সংস্থাপনের পর এ বিষয় প্রস্তাব করা উচিত কি না কেবল এই বিষয়ে সন্দেহ রহিল। লর্ড এলেনবরা তৎপূর্ব্ব রাত্রিতে লর্ড সভায় কহিয়াছিলেন যে, আপনাদিগের সাম্রাজ্য পুনঃ-স্থাপন করুন; সর্ব্বত্র আপনাদিগের শাসনের প্রতিকূলাচারিগণের দমন করিতে সমর্থ, ইহা প্রদর্শন করুন, দেশের রাজার ন্যায় সম্মানিত হউন, তবে নূতন গবর্ণমেণ্ট সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিবেন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তাবনার পর দুই রাত্রির বাদানুবাদে পুর্ব্বোক্ত আপত্তি প্রধানতমরূপে আলোচিত হয়। কিন্তু বিপক্ষপক্ষের নেতৃগণ যখন বক্তৃতার শেষে স্বীকার করিলেন যে, ভারতবর্ষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজ্ঞীর শাসনে আসা উচিত,

তখন পার্লিয়মেণ্টে প্রয়োজনীয় শাসনপ্রণালী বিষয়ক বিধি নিরাকরণ না করিয়া, কোনও অনির্দিষ্টকালের নিমিত্ত অপেক্ষা করিবেন এরূপ আশা করা যায় না। যেহেতু তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে, এই উপায়ে গবর্ণমেণ্ট সম্রাজ্যের পুনঃস্থাপন করিতে সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু এইকালে গবর্ণমেণ্ট এরূপ হীনবল যে, এই প্রস্তাবিত বিধি অনুমোদিত করিয়া লইতে পারিবেন কি না তদ্বিষয়ে শেষ পর্য্যন্ত সন্দিহান রহিলেন। যাহা হউক পরিশেষে অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিতে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইল।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগে মন্ত্রিদল পার্লিয়মেণ্টে কোনও এক বিষয়ে পরাভূত হইলে প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামারষ্টোন এবং তৎপক্ষীয় সভ্যগণ পদত্যাগ করিলেন। লর্ড ডর্বি তৎপদে অধিরূঢ় হইলেন। লর্ড ডর্বি ও তৎপক্ষীয়গণ যেরূপভাবে লর্ড পামারষ্ট্রোনকর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ভারতীয় পাণ্ডুলিপির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা এক্ষণে ইহা পুনর্গ্রহণ করিতে পারেন না। অতএব তাঁহারা এক অভিনব পাণ্ডুলিপির অবতারণা করিলেন। ইহার একখানি প্রতিলিপি রাজ্ঞীর নিকট প্রেরিত হইল। রাজ্ঞী ও প্রিন্স কন্সর্ট পরম যত্নসহকারে তাহা অধ্যয়ন করিয়া অনেক বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহাদিগের সমুদায় উপদেশই গৃহীত হইয়াছিল।

এপ্রেল মাসে সংবাদ আসিল যে, ভারতে বিদ্রোহপ্রশমনকার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ হইয়াছে। বিশেষতঃ ইংরেজসেনা লক্ষ্ণৌ পুনরায় অধিকার করিয়াছে। নয় মাস কাল বিদ্রোহিগণ এই নগর রক্ষা করে। অনেক দিন ভয়ানক যুদ্ধের পর সার্ কোলিন কেম্বেল নগর সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছেন। বিদ্রোহিগণ তথা হইতে এইরূপে বিতাড়িত হইয়াছিল যে,

ইংরেজগণের প্রতিকূলতাচরণ নিমিত্ত তাহাদিগের একত্রিত হওয়া আর অসম্ভব; এবং ইংরেজ শাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী সমুদায়ই দূরীভূত হইয়াছে। ৩রা মে, লর্ড ডর্বি, সার্ কোলিন কেম্বেলের নিকিট লিখিলেন যে, তদীয় ভারত বিদ্রোহদমনে দক্ষতার নিমিত্ত রাজ্ঞী তাঁহাকে লর্ড পদে উন্নীত করিতে অভিলাষিণী।

লক্ষ্ণৌ অধিকারের অভিসন্ধি করিয়া গবর্ণর জেনেরল লর্ড ক্যানিং, অযোধ্যার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবার উদ্দেশ্যে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে, যে সকল রাজগণ ও সর্দ্দারগণ ব্রিটীশ শাসনের প্রতিকূলতাচরণ করেন নাই তাঁহাদিগের স্বত্ব ভিন্ন, অন্য সমুদায় সর্দ্দার ও জমিদারবর্গের জমির সত্ব রাজসাৎ হইবে। এই ঘোষণায় লর্ড ক্যানিং অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, যে সমুদায় সর্দ্দার ও জমিদারগণ সত্বর গবর্ণমেণ্ট পক্ষ অবলম্বন করিয়া উক্ত বিভাগের শান্তি ও সুশৃঙ্খলতা স্থাপনে সাহায্য করিবেন, গবর্ণর জেনেরল সদয়ভাবে তাঁহাদিগের সত্ব প্রত্যর্পণসম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন। যে ডাকে এই ঘোষণাপত্র ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়, তাহাতে লর্ড ক্যানিং বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি ভার্ণন স্মিথের সমীপে গোপনে এক পত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে লিখেন যে, তিনি এই সরকারি কাগজপত্রের সহিত ঘোষণাপত্রের প্রচারিত নিষ্ঠুর নীতি কি কারণে অবলম্বিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে যুক্তিপ্রদর্শন করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন; কিন্তু সময়াভাব প্রযুক্ত তাহাতে সক্ষম হইলেন না।

যে সময়ে সে পত্র ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়, তখন ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড এলেনবরা ভার্ণন স্মিথের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন; ভার্ণন স্মিথ সেই গোপনীয় পত্র লর্ড এলেনবরাকে প্রদর্শন করিলেন নাই। যদ্যপি লর্ড এলেনবরা

ভার্ণনের গোপনীয় পত্র দর্শন করিতেন, তাহা হইলে লর্ড ক্যানিং কর্ত্তৃক অবলম্বিত নীতির ব্যাখার নিমিত্ত অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিতেন। এরূপ পত্র না পাইলেও লর্ড এলেনবরার বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, লর্ড ক্যানিঙের ন্যায় সুদক্ষ গবর্ণর জেনেরল যথোচিত বিবেচনা না করিয়া এই নীতি অবলম্বন করেন নাই। বিশেষতঃ ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট কোনও নীতি দূষিত বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যানুরোধে ঐ নীতির দোষগুণ বিজ্ঞাপন করিতে হইলে, গবর্ণর জেনেরলের সমীপেই উল্লেখ করা উচিত; তাহা সাধারণে প্রচার করা উচিত নহে। যাহা হউক ঘোষণার প্রতিলিপি লর্ড এলেনবরার সমীপে উপস্থিত হইলেই তিনি গবর্ণর জেনেরলের সমীপে একখানি গোপনীয় পত্র লিখিলেন। সেই পত্রে, যে লর্ড ক্যানিং ক্ষমা ও ন্যায়পরতার নিমিত্ত ভারতবাসিগণের সমীপে "সদয় ক্যানিং" নাম লাভ করিয়াছিলেন, তিনি প্রতিকূলতা প্রশমনকারী বিজেতৃবর্গ কর্ত্তৃক অবলম্বিত সদয় নীতি পদ্ধতি পরিত্যাগ ও নিষ্ঠুরদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করতঃ ভারতবাসিগণের ভয়োৎপাদন করিয়াছেন বলিয়া, ভয়ানক তীব্র ভাষায় তাঁহার প্রতি দোষারোপিত হইয়াছিল। লর্ড এলেনবরা লর্ড ক্যানিংকে তিরস্কার করিয়াই বিরত হয়েন নাই; তিনি সেই পত্রে অযোধ্যা অধিকারের ইংরেজগণের স্বত্বের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেন, এবং ইংরেজগণ মহামূল্য জীবন ও অর্থব্যয় করিয়া সবেমাত্র যে অযোধ্যা পুনরধিকার করিয়াছেন, সেই অযোধ্যাবিষয়ক লর্ড ডালহাউসির রাজ্যবৃদ্ধি নীতির প্রতি দোষারোপ করিলেন। এই সমুদায় বিষয় রাজ্ঞীর গোচরে আসিলে তিনি এই আচরণের যুক্তিবিরুদ্ধতা ও এই পত্র প্রচারে সমগ্র ভারতবর্ষে বিপৎপাতের

আশঙ্কা করিলেন। ৯ই মে রাজ্ঞী লর্ড ডর্বিকে লিখিলেন যে, "তাঁহার নিকট প্রেরিত না হইয়া ঐ পত্র প্রেরণ করা অন্যায় হইয়াছে। লর্ড এলেনবরা পুনরায় এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ না করেন, তদ্বিষয়ে লর্ড ডর্বি তাঁহাকে যেন সতর্ক করিয়া দেন।"

লর্ড এলেনবরা ৫ই মে গবর্ণর জেনেরলের সমীপে অযোধ্যায় শান্তিস্থাপনার্থ প্রবর্ত্তিতব্য নীতির উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক এক পত্র প্রেরণ করিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ অন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন। এই পত্র প্রেরিত হইবার দুই দিবস পরে লর্ড ডর্বি তদ্বিষয় অবগত হইলেন। রাজ্ঞী লর্ড ডর্বিকে লিখিলেন যে, "লর্ড এলেনবরা তদীয় বহুদর্শিতা, অভিজ্ঞতা, উৎসাহ ও দক্ষতাসত্ত্বেও যে, নিয়মভঙ্গ করিবেন ইহা অতি দুঃখের বিষয়। তিনি ভারতীয় অধিপতি ও রাজগণের সমীপে স্বয়ং পত্র লিখিয়া স্বকীয় অবলম্বিত নীতি ব্যাখ্যা করায় রাজ্ঞী আশঙ্কিত হইয়াছেন। এইরূপ করিলে গবর্ণর জেনেরলের পদ রক্ষাকরা দুরূহ হইবে ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট বিপদস্থ হইবেন।" 'গোপনীয় পত্র' প্রচারিত হইলে, লর্ড ক্যানিঙের প্রতি অন্যায় আচরিত হইয়াছে ইংলণ্ডের সকলেই এই অভিমত প্রকাশ করিলেন। এই পত্রিকায় অযোধ্যা অধিকারভুক্ত করার বিষয় উল্লেখ থাকাতে অযোধ্যায় শান্তিসংস্থাপন কার্য্য আরও গুরুতর হইল। মন্ত্রিদলও লর্ড এলেনবরার প্রতি দোষ প্রদান করিতে লাগিলেন, লর্ড পামারষ্টোনও তদীয় মিত্রবর্গ, গবর্ণমেণ্টকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত, লর্ড এলেনবরা কর্ত্তৃক প্রেরিত পত্রসম্বন্ধে পার্লিয়মেণ্টে এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে অভিলাষ করিলেন। লর্ড এলেনবরা সমুদায় দোষ আপন স্কন্ধে লইয়া ১০ ই মে রাজ্ঞীর

নিকট পদপরিত্যাগপত্রিকা প্রেরণ করিলেন, এবং তৎপরে এই বিষয় লর্ড ডর্বিকে বিদিত করিলেন। সেই দিবস রাত্রে লর্ড এলেনবরা লর্ডসভায় পত্র প্রচারের নিমিত্ত সমুদায় দোষ আপন স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, "পত্রখানি গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য সভ্যগণকে প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভিমত গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করা আমার উচিত ছিল। তাহা হইলে যথারীতি কার্য্য সম্পাদিত হইত। কিন্তু আমি তাহা করি নাই অতএব আমার অন্যায়াচরণের নিমিত্ত সহযোগিবর্গের প্রতি দোষ প্রদান করা অন্যায়। আমি এই পত্রের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, এবং পত্র প্রকাশ করার জন্য যদি কোন দোষ ঘটিয়া থাকে, তৎসমস্ত কেবল আমার প্রতিই আরোপিত হওয়া উচিত।"

১৬ ই মে লর্ড ডর্বি এলেনবরার সমীপে প্রেরিত লর্ড ক্যানিঙের পত্র রাজ্ঞীকে প্রদর্শন করেন। তাহা হইতে অবগত হওয়া গেল যে, লর্ড ক্যানিঙের মতে তিনি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা নিষ্ঠুর না হইয়া বরং দয়াপূর্ণ বলিয়া গণ্য করা উচিত; এবং তিনি আশা করেন যে, ঘোষণাবলীর মর্ম্মাদি সম্যক অবগত হইলে অযোধ্যায় সর্দ্দার ও জমিদারগণ পরম সন্তোষ সহকারে তদনুযায়ী কার্য্য করিবে ও সত্বর তথায় শান্তি সংস্থাপিত হইবে। লর্ড ক্যানিং এ বিষয়ে যে সম্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহা পরবর্ত্তী ঘটনা দ্বারা অবগত হওয়া যায়। ২১ শে মে, রাজ্ঞী লর্ড ডর্বিকে লিখিলেন যে, "লর্ড এলেনবরা সহসা লর্ড ক্যানিঙের প্রতি দোষারোপ করিয়া অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; এবং গবর্ণর-জেনেরলের প্রতিবাদ শ্রবণ না করিয়া গুপ্ত সংবাদের উপর নির্ভরপূর্ব্বক অন্যায় করিয়াছেন; নিম্নতম কার্য্যচারিবর্গের

সহিত গোপনে পত্রাদি লিখিয়া তাহাদিগের উচ্চতম কর্ম্মচারি-বর্গের কার্য্যের দোষাদোষ বিচার করিতে অবসর প্রদান করা বিপদ্‌জনক এবং তাহাদিগের অভিমতানুসারে কার্য্য করিলে শাসন বিষয়ক সুপ্রণালী এককালে বিনষ্ট হয়।"

১৭ই জুন, পার্লিয়মেণ্টে ভারতশাসনবিষয়ক পাণ্ডুলিপির অবতারণা হইল। রাজ্ঞী ইহা পাঠ করিয়া লর্ড এলেনবরার পরবর্ত্তী বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি লর্ড ষ্টান্‌লির সমীপে লিখিয়াছিলেন যে, এই পাণ্ডুলিপি পূর্ব্ববর্ত্তী পাণ্ডুলিপি অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট; অতএব এই বিষয়ের বাদানুবাদে যে, কালাতিপাত হইয়াছে তজ্জন্য তিনি দুঃখিত নহেন। এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে পার্লিয়মেণ্টের উভয় সভায় ইহা লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, এবং ইহাতে অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। কমন্স সভায় ইহাতে কিয়দংশ সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সাবধানে বিবেচনা করিয়া তাহাতে দোষ দর্শন করিলেন। এই সমুদায় দোষ, লর্ড সভায় সংশোধিত হইল। এই ব্রিটীশ ভারত সাম্রাজ্যবিষয়ক প্রধানতম পাণ্ডুলিপি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট বিধিবদ্ধ হয়।

২৭শে মে, প্রিন্স কন্সর্ট জার্ম্মাণি পরিদর্শনার্থে কর্ণেল পন্সনবির সহিত ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া, ৮ই জুন লণ্ডনে প্রত্যাগমন করেন। ইঁনিই এক্ষণে রাজ্ঞীর প্রাইভেট সেক্রেটরি জেনেরল সার্ এইচ্, পন্সনবি। কুমার জার্ম্মাণি অবস্থানকালে, ৩১শে মে, কোবর্গ হইতে রাজ্ঞীর সমীপে লিখিলেন যে, "অদ্য আপনার সমীপে এক কথা না লিখিয়া দিবস অতিবাহিত করিতে পারি না; তারযোগে ভারতীয় সমাচার প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় চিন্তিত হইলাম। অদ্যাপি তথাকার অবস্থা প্রীতিকর নহে এবং অযোধ্যার একতম দুর্গের

সমীপে এড্রিয়ান হোপের মৃত্যুতে প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে।” ভূতপূর্ব্ব ইংলণ্ডের প্রধান সচিবের পুত্র রাজকীয় রণতরির কাপ্তেন সার্ উইলিয়ম পীল, কে, সি, বি, ভি, সি কানপুরে ২৭শে এপ্রেল মানবলীলা সম্বরণ করেন। কুমার তাহা উল্লেখ করিয়া লিখিলেন যে, “লেডি পীলকে অবগত করিবেন যে তাহার এই বিপদে আমিও নিতান্ত শোকার্ত্ত। বীর সার্ উইলিয়ম বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন ইহা অতিশয় শোচনীয় বিষয়।”

৪ঠা জুন কুমার পুনরায় নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন, “অদ্য প্রাতে জামাতা ফ্রিটজের সহিত সাক্ষাৎ হইল; ৯টার সময় বেবেল্‌সবর্গে উপনীত হইলে ভিকী (জ্যেষ্ঠারাজ-কুমারী) ও প্রূশিয়ার রাজকুমার আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। নবদম্পতি পরস্পরের প্রতি প্রেমবান দেখিলাম। আমি তাহাদিগের সহিত পৃথক পৃথক ও একত্রে কথোপকথন করিয়া পরম প্রীত হইলাম। আমি ভিকীর সহিত সমগ্র দিবস গৃহে অবস্থান করিলাম। সায়ংকালে ফ্রিটজ্ ও ভিকীর সহিত এবং প্রূশিয়ার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম। আমি এখানে পরিদর্শনার্থ আগমন করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। ফ্রিটজ্ ও ভিকী পরস্পরের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত।”

২৩শে মে, ফরাসী সম্রাট রাজ্ঞীর সমীপে লিখিলেন যে, গ্রীষ্মকালে সারবর্গ দুর্গনির্ম্মাণ কার্য্য পরিসমাপনকালীন মহোৎসব উপলক্ষে রাজ্ঞী ও কুমার তথায় শুভাগমন করিলে তিনি ও তাঁহার পত্নী উভয়ে পরম প্রীত হইবেন। এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া স্থিরীকৃত হইল যে, রাজ্ঞী ও কুমার সারবর্গে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিবেন, কিন্তু উৎসবের পূর্ব্বেই প্রত্যাগমন করিবেন, যেহেতু এই বন্দরে ইংলণ্ডের

প্রতি ভয় প্রদর্শনোদ্দেশ্যে দুর্গ নির্ম্মাণ হইয়াছিল; অতএব ইংলণ্ডের রাজ্ঞীর এ বিষয়ে যোগদান করা অনুচিত।

১৭ই জুন বেল্‌জিয়মের রাজা লিওপোল্ড, সপরিবারে রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। বর্ত্তমান বৎসরের কঠিন পরিশ্রম বিশেষতঃ সে বৎসরে দারুণ গ্রীষ্মের পর কুমারের পক্ষে এই সাক্ষাৎকার পরম প্রীতিকর বোধ হইল। সচরাচর যেরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে হয় তদ্ব্যতীত তিনি এই মাসে নূতন বিদ্যালয় প্রভৃতি বহুবিধ সাধারণের উপকারার্থ সংস্থাপিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য ও পুরাতন সমাজ সমূহের সভাপতির কার্য্য সম্পাদনে ক্লান্ত হইয়াছিলেন। সদুদ্দেশ্য অবগত হইলে, তিনি এরূপ কার্য্য হইতে কখনও বিরত হইতেন না। প্রধান প্রধান রাজকীয় ব্যাপার ভিন্ন তিনি তৎকালে মহতী প্রদর্শনের কার্য্যনির্ব্বাহকগণ কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্টের ঋণ পরিশোধ বিষয়ক পাণ্ডুলিপি ও কমিশনরগণের সহিত গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন।

কতিপয় দিবস পরে কুমার ত্রিনিটী হাউসের বাৎসরিক উৎসবে সম্পাদকের কার্য্য করেন। তিনি তৎকালে ভারতবর্ষীয় ব্রিটীশ সেনানীদিগের সাহস ও সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিয়া রণতরি ও স্থলযোদ্ধৃবর্গের সম্মানার্থে মদ্যপান প্রস্তাব করতঃ নিম্নলিখিত বাক্যে বক্তৃতা শেষ করিলেন। "নৌসেনা ও স্থলযোদ্ধৃবর্গের সম্মানার্থ মদ্যপান প্রস্তাব ইংরেজগণ অহঙ্কার ও সন্তোষসহকারে সর্ব্বদা অনুমোদন করিয়া থাকেন বটে, তথাপি আমাদিগের সৈন্যগণ স্বদেশের সম্মান লাভ, এমন কি সভ্যতা ও কেহ কেহ এক্ষণে শত্রু হইলেও সহস্র সহস্র প্রজাবৃন্দের ভবিষ্যৎ সুখ সমৃদ্ধির নিমিত্ত যে বীরত্বের কার্য্য ও স্বার্থত্যাগ প্রদর্শন করিতেছেন, তজ্জন্য কোন ব্যক্তি সাধু-

বাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া এক্ষণে ইহাতে যোগদান করিতে পারেন। ভারত প্রবাসী স্বদেশীয় বীরপুরুষদিগকে ঈশ্বর রক্ষাবিধান ও সর্ব্বদা জয়লাভে ভূষিত করুন। আমরা ভারতবর্ষে সামান্য সংখ্যক ইংরেজ সেনানী কর্ত্তৃক সম্পাদিত মহৎকার্য্যের বিষয় আলোচনা করিলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই।”

সমগ্র জুলাই মাস রাজ্ঞী অস্‌বরণে অবস্থান করিলেন। তথায় অবস্থান কালীন ১৯ শে জুলাই কুমার ব্যারণ ষ্টক্‌মারের সমীপে যে পত্র লিখেন তাহাতে তদীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্ত্বতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন যে, “সেরবর্গ নির্ম্মিত হইলে ইংলণ্ডের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে; এবং আমাদিগের নৌসেনা ও স্থলযোদ্ধৃবর্গের উন্নতিসাধন না করিলে সম্পূর্ণরূপে ফ্রান্সের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে। ফরাসিগণ রেলপথে একদল সৈন্য আনয়ন করিয়া, কতিপয় ঘটিকার মধ্যেই ঐ মহা বন্দর হইতে সহজেই ইংলণ্ডে সৈন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন।”

৩০ শে জুলাই পার্লিয়মেণ্টের অবকাশ হইল। গবর্ণমেণ্ট অনেক কষ্টে পদরক্ষা করিয়াও ভারতশাসন বিষয়ক পাণ্ডুলিপি, ইহুদিদিগের অসমর্থতা নিরাকরণ এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ক বিধি প্রভৃতি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিতে সক্ষম হইলেন।

এই অবসরকালে রাজ্ঞী ও কুমার চেরবর্গ দর্শনে গমন করিলেন। ৪ঠা আগষ্ট রাজ্ঞী, প্রিন্স কন্সর্ট, এবং প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স ‘ভিক্টোরিয়া আলবার্ট’ নামক রাজকীয় অর্ণবপোতে আরোহণ পূর্ব্বক অস্‌বরণ হইতে চেরবর্গে যাত্রা করিলেন। রাজকীয় অর্ণবপোত চেরবর্গে উপস্থিত হইলে ফরাসিগণ

তোপধ্বনি করিয়া রাজ্ঞীর প্রতি যেরূপে সম্মানপ্রদর্শন করেন তাহা ইংলণ্ডীয় প্রথা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ফরাসিগণ এরূপ উপলক্ষে অসাধারণ বারুদ খরচের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ; কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা যেরূপ বারুদ ব্যয় করিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন তাহা বর্ণনাতীত। সম্রাট ও তৎপত্নী রাজ্ঞীর উপস্থিতির দুই ঘটিকা পূর্ব্বে উপস্থিত হয়েন। রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, "আমরা ৭ টার সময় আহারাদি সম্পাদন করিলাম। আমাদিগের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল। ৮ টা বাজিবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে 'সম্রাট আসিতেছেন' এই গীতি উত্থিত হইল। প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি শ্রুত হইল। সম্রাটের মনোরম প্রমোদতরি অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিল। আলবার্ট সোপানের নিম্নে ও আমি উপরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলাম। সম্রাট অগ্রগামী, তৎ-পশ্চাৎ তদীয় পত্নী; আমি তাঁহাদিগের উভয়কে সাদরে অভি-নন্দন করিলাম। জেনেরল নীল, ডিউক অব্ মালকফ্ ও অন্যান্য বহুতর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া-ছিলেন। আমরা কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া একত্রে চন্দ্রা-তপের নিম্নে প্রবেশ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলাম। সম্রাট কিঞ্চিৎ আকুলিত প্রতীয়মান হইলেন; কিন্তু সম্রাটপত্নী তদ্রূপ নহেন। তিনি আমাদিগের প্রতি সদয়ভাবে ব্যবহার করিলেন। সম্রাট আগ্রহ সহকারে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইংলণ্ডাধি-বাসিগণের ফ্রান্সের প্রতি বিরুদ্ধভাব অদ্যাপি আছে কি না? ফ্রান্স কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা করেন কি না? আমরা শুনিয়া হাস্য করিলাম এবং বলিলাম যে, ইংলণ্ডের ভাব অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু সকলে চেরবর্গের নিমিত্ত আশঙ্কিত। ৯টার পর সম্রাট ও তৎপত্নী প্রত্যাগমন করিলেন।

সেই দিবস সায়ংকালে কুমার সংক্ষেপে স্বকীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, "সম্রাটপত্নীকে দেখিলে পীড়িত বোধ হয়। ইংলণ্ডে তৎপ্রতি যে সমস্ত দোষ আরোপিত হইয়াছে তজ্জন্য সম্রাটের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল নহে।"

সেই দিবস সায়ংকালে কুমার চেরবর্গে যাইয়া দেখিলেন এবং ফরাসী রণতরি সমূহের যেরূপ অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন; তাহাদ্বারা ইংলণ্ডের নৌসেনার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত এই সংস্কার তাঁহাদের হৃদয়ে দৃঢ়ীকৃত হইল। পরদিবস রাজ্ঞী ও কুমার লর্ড মামস্‌বারি ও সার্জন প্যাকিংটন্‌কে ইংলণ্ডের দুর্গ দৃঢ়ীকরণার্থে অভিনিবেশ প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, চেরবর্গ ইংলণ্ডের পক্ষে ভয়ানক বিপদের স্থান হইয়া উঠিল।

রাজ্ঞী চেরবর্গের দুর্গ হইতে চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্যের প্রশংসা করিয়াছেন, এবং কুমার ইহা অতীব বিস্ময়কর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজ্ঞী ও রাজকীয় সহচরগণ দুর্গ হইতে নগরাভিমুখে এক মাইল পথ পদব্রজে গমন করিলেন, এবং তৎপরে শকটারোহণে নব পরিসমাপিত মনোহর ডক্ (অর্ণবপোতরক্ষার স্থান) পরিদর্শনে গমন করিলেন। সেই ডক্ কতিপয় দিবস পরেই উদ্ঘাটিত হইল। তৎপরে তাঁহারা পুনরায় নৌকারোহণে রাজকীয় অর্ণবপোতে প্রত্যাগমন করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় সম্মানসূচক তোপধ্বনি হইতে লাগিল। রাজ্ঞী স্বকীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন,—"ভোজনের পর যে বক্তৃতা প্রদান করিতে হইবে তাহার চিন্তা করিয়া লোকে যেরূপ আহারে আনন্দানুভব করে না, সেইরূপ এই মহামূল্য সংবর্দ্ধনায় অসুখ উৎপাদন করিয়াছিল। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন, "এই ভোজনান্তে সম্রাটের বক্তৃতার প্রত্যুত্তর প্রদানার্থ কুমারকে

এক বক্তৃতা প্রদান করিতে হইবে ইহা চিন্তা করিয়া আমরা অতিশয় আশঙ্কিত হইলাম। চেরবর্গে কি ঘটিতেছে তাহা সমগ্র ইউরোপ আগ্রহসহকারে পরিদর্শন করিতেছিল; এবং কুমারের মুখ হইতে যাহা নির্গত হইবে, রাজনীতি বিশারদগণ ও ইউরোপের সংবাদপত্র সমূহ তাহার গুপ্ত অর্থ অনুসন্ধানে ব্যগ্র হইবে; কুমারের ন্যায় রাজনীতি কুশল ও বিজ্ঞ ব্যক্তির এইরূপ অবস্থায় ভীত হওয়া মার্জ্জনীয়।” যাহাহউক তিনি এইকালে স্বকীয় গুণবত্ত্বার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, “আমি ভোজনকালে সম্রাট ও ডিউক অব্ কেম্বিজ, জর্জের মধ্যে উপবেশন করিলাম। আলবার্ট আমাদিগের সম্মুখে সম্রাট-পত্নীর পার্শ্বে উপবিষ্ট। বার্টি (প্রিন্স অব্ অয়েল্স) সম্রাট-পত্নীর অপর পার্শ্বে আসীন। ভোজনকালে সম্রাট স্বাভাবিক সরলতা সহকারে আমাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে ইংলণ্ড ও অন্যত্র যেরূপ জনরব প্রচারিত হইয়াছে তজ্জন্য বিমর্ষ ও অপ্রফুল্ল চিত্ত ছিলেন। অবশেষে ভোজন সমাপ্ত হইলে বক্তৃতাপ্রদানের নিমিত্ত ভয়ানক অবসর উপস্থিত হইল। সম্রাট সতেজস্বরে আমার নিজের, কুমারের ও রাজপরিবারবর্গের স্বাস্থ্য উদ্দেশ্যে মদ্যপান প্রস্তাব করিয়া এক মনোহর বক্তৃতা প্রদান করিলেন। তৎপরে মনোহর সঙ্গীত হইলে প্রিয়তম আলবার্টের বক্তৃতাপ্রদান অবসর উপস্থিত হইল। কি ভয়ানক কাল! ঈশ্বর করুন যেন এরূপ সময় পুনরায় উপস্থিত না হয়। কিন্তু তিনি ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া এক সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিলেন। আমি টেবিলের প্রতি দৃষ্টিনিঃক্ষেপ পূর্ব্বক বসিয়া কাঁপিতে লাগিলাম; যাহা

হউক বক্তৃতাটি সকলের প্রীতিকর হইল। তৎপরে আমরা গাত্রোত্থান করিলাম। সম্রাট অর্ণবপোতের কক্ষে প্রবেশ করিয়া আলবার্টের সহিত করমর্দ্দন করিলেন, এবং আমরাও আমাদিগের ভয়ের বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলাম। সম্রাটও ভিন্নভাব ধারণ করিলেন। সম্রাটপত্নীও ভয়ে কাঁপিতেছিলেন। আমি এরূপ কাঁপিয়াছিলাম যে, কফিপান করিতে পারিলাম না।" কুমার স্বকীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, "আমার বক্তৃতা যে, সকলের প্রীতিকর হইয়াছিল তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।"

সম্রাট তদীয় বক্তৃতায় ইংরেজ জাতির প্রতি তদীয় অপরিবর্ত্তিত অনুরাগ ও মিত্রতা প্রদর্শনে পরম আগ্রহ প্রকাশ করেন। ইংলণ্ডের প্রতি তদীয় মনোভাবের যে কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই, রাজ্ঞীর তথায় অবস্থিতিই তাহার প্রমাণস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, "কার্য্যতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহার প্রমাণের প্রয়োজন নাই। কার্য্য দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে কোন কারণে যে সমরলিপ্সা উৎপাদিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা দুই রাজার মধ্যে মিত্রভাব ও উভয় জাতির শান্তিস্পৃহার কোন পরিবর্ত্তন নাই। বিশেষতঃ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে পুরাতন ক্রোধ ও বিদ্বেষভাব পুনরুদ্দীপিত করিতে কেহ প্রয়াস করিলে, যেরূপ সমুদ্রের মহৎ ঊর্ম্মিমালা অর্ণবপোত রক্ষার্থ নির্ম্মিত বাঁধে প্রতিহত হইয়া অর্ণব পোতের কোনও অনিষ্ট করিতে সক্ষম না হইয়া প্রত্যাগমন করে; তদ্রূপ সেই প্রয়াসে উভয় সাম্রাজ্যের সাধারণ জনগণের বিবেকশক্তি দ্বারা বিফলীকৃত হইবে।"

কুমার রাজ্ঞীর নিমিত্ত বক্তৃতাপ্রদান কালে প্রচলিত রীতি

অনুসারে মদ্য স্বীকার করিয়া দক্ষতাসহকারে সম্রাটের বক্তৃতার প্রণালী অবলম্বন করিয়া কহিলেন যে, "আপনারা বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, উভয় রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপনে আপনাদিগেরও যেরূপ রাজ্ঞীর সেইরূপ অভিলাষ। অতএব তিনি এক্ষণে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া উভয় রাজ্যের মৈত্রীভাব সংস্থাপনের প্রয়াসে যোগদান করিবার অবসর প্রাপ্ত হওয়ায় পরম সুখ অনুভব করিতেছেন। এই মিত্রভাব উভয় জাতির সমৃদ্ধির মূলস্বরূপ এবং ঈশ্বর এই ভাব বর্দ্ধিত করুন। রাজ্ঞী, সম্রাট ও তৎপত্নীর স্বাস্থ্যোদ্দেশ্যে মদ্যপানের প্রস্তাব করিতেছেন।"

সন্ধ্যা অতীত হইলে, রাজ্ঞী ও সম্রাট অনুচরগণের সহিত "ব্রিটেন" নামক ফরাসী রণতরি হইতে মনোহর আতসবাজী দর্শন করিলেন। চতুর্দ্দিকে নেত্রতৃপ্তিকর অগ্নিক্রীড়াকালে, রাজ্ঞী ও কুমার সম্রাটের ক্রীড়ানৌকারোহণ পূর্ব্বক স্বকীয় অর্ণবপোতে প্রত্যাগমন করিলেন। সম্রাট ও তৎপত্নী তাঁহাদিগের সহিত আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বিদায় লইয়া প্রত্যাগমনকালে ইংরেজ নাবিকগণ সহৃদয়ে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। রাজ্ঞী ৬ই আগষ্টের দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, "অদ্য আফির (ডিউক অব্ এডিনবরার) চতুর্দ্দশতম জন্মদিবস। ঈশ্বর ইহাকে সুখী ও সর্ব্বদা রক্ষা করুন। আমরা পরস্পরে পরস্পরের সুখাভিলাষী। গতবৎসর এই দিবস ফরাসী সম্রাট সস্ত্রীক অসবরণে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন সম্রাট আমাকে স্মরণ করিয়া দিয়াছিলেন যে, একশত বৎসর পূর্ব্বে এই দিবসে ইংরেজগণ চেরবর্গে গোলাবর্ষণ করেন। বিদায় গ্রহণ কালে আমরা বলিলাম যে, আমরা আশা করি, আমরা সত্বর সম্রাট ও তৎপত্নীর পুনর্দর্শনলাভে সমর্থ হইব। তাঁহারা এই প্রার্থনায়

সন্তুষ্ট হইলেন। সার্দ্ধ ১১ ঘটিকার সময় সম্রাটপত্নী সস্নেহে বিদায় লইলে পর তাঁহারা প্রত্যাগমন করেন।" পর দিবস রাজ্ঞী ও কুমার অস্‌বরণে উপস্থিত হইলেন।

আগষ্ট মাসের প্রারম্ভে রাজ্ঞী ও কুমার জার্ম্মাণি পরিভ্রমণার্থ গমন করিলেন। তাঁহারা কতিপয় দিবস তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যার নিকট বেবেল্‌স্‌বর্গে অবস্থান করেন। এই স্থানে অবস্থানকালীন তাঁহারা স্বকার্য্য বিস্মৃত হয়েন নাই। ভারত শাসনসম্বন্ধীয় এক গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় শাসনপ্রণালীর উন্নতিবিষয়ক বিধি ২ রা আগষ্ট বিধিবদ্ধ হইল। কিরূপ প্রণালীতে ভবিষ্যতে ভারতগবর্ণমেণ্ট পরিচালিত হইবে, তদ্বিষয়ক ঘোষণাপত্র সকৌন্সিল রাজ্ঞীর সত্বর প্রচার করা আবশ্যক। এই বিষয়ের আদর্শলিপি তৎকালীন রাজ্ঞীর সমভিব্যাহারী মন্ত্রী লর্ড মামস্‌বরির নিকট ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হয়। তিনি ১৪ ই তারিখে রাজ্ঞীর নিকট তাহা প্রদান করিলেন। রাজ্ঞী এই ঘোষণাপত্রের ভাষা এই গুরুতর রাজকীয় বিষয়ের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না; এবং তিনি তদীয় প্রতিবাদসমূহ সবিস্তারে লর্ড মামস্‌বরির সমীপে বিজ্ঞাপন করেন। পরদিবস রাজ্ঞী স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী লর্ড ডর্বির সমীপে এই বিষয়ে পত্র প্রেরণ করিয়া লিখেন যে, "রাজ্ঞী লর্ড মামস্‌বরিকে লর্ড ডর্বির সমীপে ঘোষণাপত্রের আদর্শলিপি সম্বন্ধে তদীয় আপত্তি সমুদায় সবিস্তারে বিবৃত করিতে লিখিয়াছেন। যদ্যপি লর্ড ডর্বি তদীয় মনোহর ভাষায় এই ঘোষণাপত্র লিখেন, তবে রাজ্ঞী অতিশয় আনন্দিত হইবেন। কিন্তু লিখিবার সময় তাঁহার এবিষয় মনে রাখা উচিত যে, ঘোষণাপত্রখানি স্ত্রীলোক দ্বারা প্রচারিত হইতেছে; তাহাতে রাজ্ঞী ভয়ানক প্রকৃতিবিপ্লবের পর স্বয়ং শাসনভার গ্রহণকালে দশ কোটির

অধিক ভারতবাসিগণের সমক্ষে, ভবিষ্যৎ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ নির্বাহিত হইবে, সেই শাসনপ্রণালী বর্ণনা করিতেছেন; এবং তিনি এক্ষণে প্রজাবৃন্দের সমক্ষে যে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতেছেন তদীয় শাসনকালে কার্য্যতঃ তাহা পালন করিতে হইবে। এইরূপ ঘোষণাপত্রে দয়ালুতা, বদান্যতা, ধর্ম্মবিষয়ক সাম্যতা প্রদর্শনের অভিপ্রায় প্রকাশিত হওয়া উচিত; ইহাদ্বারা ভারতবাসিগণ ব্রিটীশ প্রজাগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে ও ইহাতে সভ্যতাবিস্তারের সুখসমৃদ্ধি উল্লিখিত হওয়া উচিত।

লর্ড মামস্‌বরি যে স্মারকলিপি লিখেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে, রাজ্ঞী, কুমারের অভিমত অনুসারে যে সমুদায় আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারা যায়। ঘোষণাপত্রের আদর্শে লিখিত হইয়াছিল যে, ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের ধর্ম্ম ও আচার ধ্বংস করিবার ক্ষমতা আছে। লর্ড মামস্‌বরি লিখেন যে, রাজ্ঞীর ভারতীয় ধর্ম্মধ্বংসের ক্ষমতা আছে, একথা উল্লেখ করিতে রাজ্ঞী অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। বরঞ্চ, রাজ্ঞীর অভিলাষ যে প্রজাবৃন্দের সমীপে এইরূপ ঘোষিত হউক যে, রাজ্ঞী স্বকীয় ধর্ম্মে অনুরাগ ও দৃঢ় বিশ্বাসবশতঃ সুখ ও শান্তিলাভ করেন; তাহা হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন যে, ভারতবাসিগণের ধর্ম্মে কোনওরূপ হস্তক্ষেপ না করা উচিত; এবং তিনি তদীয় কর্ম্মচারিবর্গকে এ বিষয়ে অবহিত থাকিতে আদেশ প্রদান করিবেন। পুনরায় আদর্শ ঘোষণাপত্রের অন্যত্র লিখিত ছিল যে, গবর্ণমেণ্ট দারিদ্র্যনিবারণে যত্নবান হইবেন। রাজ্ঞীর অভিপ্রায় যে, একথায় লেখকের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয় নাই। তিনি বিবেচনা করেন যে এই অংশ বিস্তৃত করা, এবং ভারতের ভবিষ্যৎ সুখ-

সমৃদ্ধির স্থলে লৌহবর্ত্ম, খাল, তাড়িতবার্ত্তা প্রভৃতির নির্দ্দেশ-করা, এবং তাহাই সাধারণ ও ব্যক্তিগত সুখের মূলীভূত ইহা ভারতবাসীদিগকে সম্যকরূপে অববোধ করিয়া দেওয়া উচিত।

ঘোষণাপত্রের পরিসমাপ্তিবিষয়ে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা খৃষ্টমতাবলম্বিনী রাজ্ঞীর সম্পূর্ণ উপযুক্ত বটে। "রাজ্ঞীর অভিপ্রায় যে, ভয়ানক আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের নিমিত্ত তদীয় ভীতি ও শোক, এবং তাহার পরিসমাপনে তদীয় সন্তোষ ও ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতাভাব, ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত হউক। পরিশেষে মহৎ ও সৎ উদ্দেশ্যে মহৎ কার্য্যসাধন নিমিত্ত সর্ব্ব-শক্তিমান ঈশ্বরের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা হউক।"

১৫ ই আগষ্ট লর্ড মামস্‌বরি লর্ড ডর্বির নিকট তারযোগে সংবাদ প্রদান করিলেন যে, রাজ্ঞী ঘোষণাপত্রপাঠে সন্তুষ্ট হয়েন নাই। এই সংবাদপ্রাপ্তে লর্ড ডর্বি আদর্শ ঘোষণাপত্রখানি পর্য্যালোচনা করেন। রাজ্ঞীর পত্র অথবা লর্ড মামস্‌বরির স্মারক পত্র উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, তিনি রাজ্ঞীর অভিপ্রায় অনুমান পূর্ব্বক, রাজ্ঞী যে সকল সামান্য সামান্য বিষয়েও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা সংশোধন করিয়া অভিনব ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করিলেন। ১৮ ই আগষ্ট তিনি অভিনব আদর্শ ঘোষণাপত্র নিম্নলিখিত পত্রিকার সহিত রাজ্ঞীর সমীপে প্রেরণ করিলেন। পত্রে লিখিয়াছিলেন, "লর্ড ডর্বি বিশ্বাস করেন যে, তিনি রাজ্ঞীর সমুদায় আপত্তি নিরাকরণ করিয়া তদীয় উপদেশানুসারে অভিনব ঘোষণাপত্র লিখিয়াছেন। এক্ষণে যে ঘোষণাপত্র প্রস্তুত হইল ইহাতে সদভিপ্রায় প্রকাশিত রহিয়াছে; রাজ্ঞী, ইংলণ্ডীয় প্রজাবৃন্দের নিকট যেরূপ কর্ত্তব্যপাশে বদ্ধ সেইরূপ ভারতবর্ষীয়গণের নিকটেও বদ্ধ হইলেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য উল্লিখিত থাকাতে এই ঘোষণাপত্র শাসনভার

কালের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছে। অতএব ইহাদ্বারা ভারত-বাসীদিগের বিশ্বাস ও ভক্তিলাভে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব।” রাজ্ঞী স্বয়ং ঘোষণাপত্রের নিম্নভাগে কেবল নিম্নলিখিত অংশটি সংযোগ করিয়া দেন। “সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমাকে ও আমাদিগের অধস্তন কর্ম্মচারিবর্গকে ভারতীয় প্রজাবৃন্দের উপকারার্থ এই সমস্ত সদভিপ্রায় পরিপূরণে সক্ষম করুন।”

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড ক্যানিং অযোধ্যায় ঘোষণাপত্রের ভাব ও ভাষা রাজ্ঞীর ঘোষণাপত্রে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া, পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণবশতঃ তাঁহার যে মন ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, তাহার কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হইল।

১৬ই আগষ্ট রাজ্ঞী ও কুমার এবং তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জামাতা রেলপথে বার্লিন যাত্রা করিলেন। তথায় তাঁহারা প্রথমতঃ প্রুশিয়ার রাজকুমারের মনোহর প্রাসাদ অবলোকন করিয়া পরে রাজপ্রাসাদে গমন করিলেন। জলযোগের পর তাঁহারা প্রাসাদের প্রধান প্রধান প্রকোষ্ঠ সমুদায় দর্শন করিলেন। তৎপরে তাঁহারা রেলপথে পট্স্ডামে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজ্ঞী সেই দিবসের দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন, “আলবার্ট ও ভিকী কিয়ৎক্ষণ পিয়ানো বাদ্য বাজাইলে, আমরা বৈবাহিকীর মনোহর গৃহস্থিত চিত্রসংগ্রহ পুস্তিকা অবলোকন করিলাম।”

২১শে আগষ্ট লর্ড মামস্‌বরির সহিত বহুতর ভারতীয় ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্পাদন করিতে হইল। রাজ্ঞী স্বকীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন, “সেণ্টপিটার্স্‌বর্গ হইয়া তারযোগে চীনদেশ হইতে সুসমাচার আসিয়াছে। আমাদিগের সমুদায় অভিলাষ পূরণ হইয়াছে, সন্ধিপত্রে ব্রিটীশ প্রজাবৃন্দের ক্ষতির নিমিত্ত কোনরূপ ক্ষতিপূরণের উল্লেখ নাই কিন্তু

ফ্রান্স ক্ষতিপূরণ ও রুশিয়া রাজ্য পাইয়াছেন। কিন্তু সকলে সমুদায় বন্দরে বাণিজ্য করিতে পাইবেন ও ধর্ম্মবিষয়ে সাম্য-ভাব থাকিবে।" পরিশেষে সংবাদ আসিল যে, ইংলণ্ড ব্রিটীশ প্রজাবৃন্দের ক্ষতি ও সমর ব্যয়ের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা সন্ধিপত্রের অপর এক ধারায় বিভিন্নরূপে লিখিত ছিল।

২৬শে প্রিন্স কন্সর্টের জন্মদিবস। রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন; "অদ্য শুভ দিবস! পরমেশ্বর প্রিয়তম আলবার্টের মঙ্গলসাধন করুন। আমাদিগের জ্যেষ্ঠা কন্যা, জামাতা ও প্রুশিয়ার রাজকুমার ও তৎপত্নীর আদেশ অনুসারে, সঙ্গীতদল দুইটি ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত গান করিল। আমি আলবার্টকে আমাদিগের সন্তানবর্গের প্রেরিত পত্রিকা সমুদায় প্রদান করিলাম; তাহারা সকলেই এক এক খানি পত্র লিখিয়াছিল। অদ্যকার দিবস তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করা কি দুঃখের বিষয়। দুই খানি জন্মদিবস-পিষ্টক প্রস্তুত হইয়াছিল। ভিকী প্রুশিয়াবাসীদিগের রীতি অনুসারে আলবার্টের বয়ঃসংখ্যক আলোকমালা শোভিত একখানি পিষ্টক প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিল।"

২৭শে আগষ্ট রাজ্ঞী তদীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়া-ছেন যে, "অদ্য এখানে অবস্থিতির শেষ দিবস, একথা মনে করিলে ক্লেশ উপস্থিত হয়। ব্যারণ ষ্টক্‌মার অদ্য আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কথোপ-কথন করিয়া আমি পরম পরিতৃপ্ত হইলাম। তিনি আমাদিগের কন্যা ও জামাতার তত্ত্বাবধারণ করিতে সম্মত হইলেন। তৎ-পরে ভিকীর নিকট গমন করিলাম। সে দুঃখে অতিশয় কাতর হইয়াছিল। আমিও সেইরূপ হইয়াছিলাম, কিন্তু আমি যথাসাধ্য

তাহাকে আনন্দিত করিলাম। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় ভিকীর সহিত অল্পক্ষণের নিমিত্ত শেষ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। রাত্রি সার্দ্ধ দশ ঘটিকার সময় আমি স্বকীয় কক্ষে ভিকীর সহিত গমন করিলাম। ফ্রিট্জ সত্বর আমাদিগের সহিত যোগদান করিলেন। আমরা রাত্রি ১১ টা পর্য্যন্ত পরম আমোদে কথোপকথন করিলাম; তৎকালে আগামী দিবসের কথা মনে করিয়া ভীত হইতেছিলাম। যখন শয্যায় গমন করিলাম তখন শোকে বিহ্বল হইয়াছিলাম।”

রাজ্ঞীর দৈনন্দিন বিবরণী হইতে উল্লিখিত অংশ পাঠ করিলে পর, পরদিবসের বিদায়বর্ণনা নিষ্প্রয়োজনীয়। কুমার স্বকীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে সংক্ষেপে লিখিয়াছেন যে, “এ বিদায় অতিশয় কষ্টকর।” এবং রাজ্ঞী লিখিয়াছেন যে, “আমাদিগের অশ্রুজল প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল; ভিকীরও তদ্রূপ। কিন্তু পুনরায় সত্বর সাক্ষাৎ হইবে এই বলিয়া আমরা পরস্পরে সান্ত্বনা লাভ করিলাম।”

৩১ শে আগষ্ট রাজ্ঞী ও কুমার ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া ডোবরে অবতীর্ণ হইলেন। তথা হইতে কুমার পোর্টস মাউথাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজ্ঞী কহিয়াছেন “তথায় সার্ জর্জ সেমোর সন্তোষজনক সংবাদ প্রদান করিলেন; আফি (ডিউক অব্ এডিন বরা) নৌসেনা বিষয়ক এক দুরূহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটি কর্ম্ম পাইয়াছে:—সে নিয়োগপত্রের মর্ম্মানুসারে ইউরিএলাস্ নামক বাষ্পীয় জাহাজে গমন করিয়াছে ও অসূবরণে আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবে।” তিনি রণতরির পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া ঈষৎ লজ্জিত ও প্রফুল্লচিত্তে রাজ্ঞী ও কুমারের অবতরণকালে সাক্ষাৎ করিলেন। “তাঁহার পরীক্ষা সবেমাত্র পরিসমাপ্ত হইয়াছে এবং তিন দিবসের

পরীক্ষার কঠিন পরিশ্রমে সে কিয়ৎ পরিমাণে কৃশ হইয়াছিল, এই দুরূহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে আমরা অতিশয় আনন্দিত ও গর্ব্বিত হইয়াছিলাম।”

কতিপয় দিবস পরে কুমার লর্ড ডর্বিকে অন্য বিষয় লিখিবার কালীন লিখেন যে, “আমি আপনার সমীপে রাজকুমার আল্‌ফ্রেডের পরীক্ষার প্রশ্ন পাঠাইলাম, ইহা আপনার প্রীতিকর হইতে পারে। অঙ্কশাস্ত্র বিষয়ক প্রশ্নগুলি সে নির্ভুলে প্রত্যুত্তর করিয়াছে, এবং কোনও অভিধানের সাহায্য না লইয়া অনুবাদ করিয়াছে।”

লর্ড ডর্বি পরীক্ষাপ্রশ্ন প্রেরণের নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কুমারের সমীপে লিখিলেন যে, “রাজ্ঞীর মন্ত্রিবর্গকে পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত যে এরূপ দুরূহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া আমি মনে মনে কৃতজ্ঞ হইলাম; কারণ তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট গঠনে মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইত।”

৬ই সেপ্টেম্বর, রাজ্ঞী ও কুমার ইয়র্ক সায়ারের অন্তর্গত লিড্‌স্ নগরে টাউন হলের উদ্ঘাটন উপলক্ষে তথায় উপস্থিত হইলেন। এই বাণিজ্য প্রধান স্থানের নগরবাসিগণ এই গৃহটি প্রস্তুত করিয়াছিল। ইংলণ্ডীয় কোনও রাজা ইতিপূর্ব্বে লিড্‌স্ নগরে কখন পদার্পণ করেন নাই; অতএব ইংলণ্ডের বিভিন্ন বিভিন্ন স্থান হইতে তথায় এরূপ লোক সমাগত হয় যে, রাজ্ঞীর তথায় উপস্থিতি কালে নগরের সমস্ত পথ অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাবে লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। নূতন টাউন হলটি অতিশয় মনোহর। রাজ্ঞী ও কুমার গৃহে প্রবেশ করিলে পর, রিপণের বিশপ এক সুদীর্ঘ উপাসনা পাঠ করিলেন। তৎপরে রাজ্ঞীও কুমারকে বিভিন্ন বিভিন্ন অভিনন্দন পত্রিকা প্রদত্ত হইল ও তাঁহারা প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। রাজ্ঞী

এণ্ড্রুফেয়ার বেয়ারণ নামক নগরাধ্যক্ষকে জানু পাতিয়া উপবেশন করিতে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে নাইট উপাধি প্রদান করিলেন। প্রধান মন্ত্রী লর্ড ডর্বি অগ্রসর হইয়া রাজ্ঞীর আদেশানুসারে গৃহ উদ্ঘাটন হইল বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রাজ্ঞী সানুচরে গৃহের প্রধান প্রধান প্রকোষ্ঠ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক নগরাধ্যক্ষ ও তৎপত্নীর সহিত আহার করিয়া রেলপথে স্কট্‌লণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা এডিনবরায় রাত্রি যাপন করিয়া পরদিবস বাল্‌মো-রালে উপস্থিত হইলেন।

২০শে সেপ্টেম্বর, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের ভবিষ্যৎ শিক্ষ য়িতা কর্ণেল ব্রুস তদীয় ভ্রাতা অনারেবল ফ্রেডারিক ব্রুসের সহিত বাল্‌মোরালে উপনীত হয়েন। ব্রুস ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনেরল লর্ড এল্‌গিনের ভ্রাতা। তিনি চীনে দৌত্য কার্য্যে ভ্রাতার সহকারিপদে নিযুক্ত ছিলেন। ব্রুস দক্ষ ও রাজনীতি কুশল ছিলেন। তিনি চীনের সহিত সন্ধিস্থাপনে লর্ড এল্‌-গিন্‌কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন চীনে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল; কিন্তু তাহা চীন-সম্রাট কর্তৃক অনুমোদন হইবার অভাব ছিল। লর্ড এল্‌গিন যখন এ বিষয়ের জন্য চিন্তিত ছিলেন, তৎকালে তদীয় ভ্রাতা চীন পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, সন্ধিপত্র অনুমোদিত না হইলে তাহার চীন যাত্রার উদ্দেশ্য সফল হইবে না। ব্রুস পুনরায় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্ঞীর দূত ও মন্ত্রী স্বরূপ তথায় প্রেরিত হইয়া-ছিলেন। তিনি বরাবর পেকিনাভিমুখে গমন করিলেন, কিন্তু তদীয় মার্গ সশস্ত্র চীনগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ দেখেন। তিনি বলপূর্ব্বক প্রবেশের চেষ্টা করেন; কিন্তু তদীয় আক্রমণে

প্রতিহত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এই আক্রমণে ইংরেজ পক্ষে অনেক হত হইল। পুনরায় ইংলণ্ডের দূতস্বরূপ লর্ড এল্‌গিন ও ফরাসী দূতস্বরূপ ব্যারণ গ্রস্‌ বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্ত লইয়া চীনে গমন করিলেন। তাঁহারা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে চীন গবর্ণমেণ্টকে পেকিন নগরে সন্ধিপত্রে অঙ্গীকৃত বিষয় প্রতিপালনে বাধ্য করিলেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে রাজ্ঞী ও কুমার, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে রাজ্ঞীর হস্তে অর্পণবিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে ব্যাপৃত রহিলেন। অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা, ভারতীয় সৈনিকগণের ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের সিংহাসনের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ থাকিবে, ইহা রাজ্ঞী বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে রাজ্ঞীর অভিমত যে, ভবিষ্যতে ভারতসাম্রাজ্যের সৈন্যগণ অধ্যক্ষতাবিষয়ে ইংলণ্ডীয় রাজ্ঞীর সৈন্যগণের ন্যায় একই নিয়মের অধীন হইবে। ব্রিটীশ সৈন্যগণ রাজ্ঞীর অধীনস্থ প্রধান সেনাপতি দ্বারা শাসিত এবং রাজ্ঞী বিবেচনা করিলেন যে ভারতীয় সৈন্যদিগকে বিভিন্ন ব্যক্তির শাসনাধীন করিলে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইবে। তদনুসারে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়মেণ্টের বিধিদ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে ভারতবর্ষস্থিত ভূতপূর্ব্ব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইউরোপীয় সৈন্যগণ রাজ্ঞীর সৈন্যের অংশরূপে পরিগণিত হইবে; এবং রাজ্ঞীর সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র নিয়োজিত হইতে পারিবে।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ ই অক্টোবর রাজ্ঞীর ঘোষণাপত্র লর্ড ক্যানিঙের নিকট উপস্থিত হইল। সেই ডাকে লর্ড ক্যানিং অবগত হইলেন যে রাজ্ঞী ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল উপাধির সহিত ভাইসূরয় (রাজপ্রতিনিধি) উপাধিসংযুক্ত করিয়াছেন। ১৯ শে অক্টোবর লর্ড ক্যানিং রাজ্ঞীর সমীপে লিখিলেন যে,

"ঈশ্বরের নিকট আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, আমি যতদিন এই উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিব, ততদিন যথাসাধ্য আপনার অভিপ্রায়ানুরূপ শাসন করিতে যত্নবান হইব ; এবং যখন এই গুরুতর ভার আপনার হস্তে প্রত্যর্পণ করিব তখন আমার কার্য্য কিংবা বাক্য দ্বারা ইহা কোনওরূপ দূষিত, লক্ষিত হইবে না।" সেই পত্রে লর্ড ক্যানিং লিখিয়াছিলেন যে, রাজ্ঞীর ঘোষণাপত্র ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষায় এলাহাবাদে গবর্ণর জেনেরলের শিবিরে ও ভারত সাম্রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগের প্রধান প্রধান নগরসমূহে পঠিত হইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। লর্ড ক্যানিং আরও লিখিয়াছিলেন যে, এই ঘোষণাপত্রে নিশ্চই সুফল দর্শিবে। "ঘোষণাপত্রে যেরূপভাবে ধর্ম্মের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে যে বহুল সুফল দর্শিবে তাহা আমি আশা করি। ঘোষণাপত্রের বাক্যে যে ন্যায়পরতা, বদান্যতা, দয়ালুতা ও বিজ্ঞতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যে প্রজাবৃন্দ অববোধে সক্ষম হইবেন না ইহা কদাপি সম্ভবে না।" লর্ড ক্যানিং যে সুফলের আশা করিয়াছিলেন তাহা পরিপূর্ণ হইল। ভারতের সর্ব্বত্র সকলে সহৃদয়ে ঘোষণাপত্র পাঠ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিল।

রাজ্ঞী লর্ড ক্যানিঙের পত্র পাইয়া দুই দিবস পরে ২ রা ডিসেম্বর প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে, "ইংলণ্ডীয় রাজমুকুটের উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ সুবিশাল ভারত সাম্রাজ্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎসম্বন্ধ হওয়াতে তিনি পরম সন্তোষলাভ করিয়াছেন ; ও তজ্জন্য আপনাকে গর্ব্বিত বিবেচনা করেন। এই সাম্রাজ্য সুখী, সন্তুষ্ট ও শান্তিপূর্ণ দেখিলে তিনি পরম পরিতুষ্ট হইবেন। তাঁহার ঐকান্তিক প্রার্থনা যে, তদীয় ঘোষণাপত্র প্রচারকাল হইতে নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইবে ও শোচনীয় নরহত্যা কলুষিত অতীত

কালের আবরণ স্বরূপ হইবে। ধর্ম্মবিষয়ক অংশটি পাঠ করিয়া ভাইসূরয় যে প্রীত হইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী আনন্দিত হইলেন। তিনি এই বিষয়ে নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেন, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১ লা জানুয়ারি পর্য্যন্ত যে সমুদায় বিদ্রোহিবর্গ অস্ত্রধারণ করিয়া থাকিবে তাহাদিগকে ক্ষমা প্রদান করিবার প্রস্তাব থাকায় বিশেষ ক্ষতি হইবে না। রাজ্ঞী লর্ড ক্যানিঙের ঘোষণাপত্রের অবশ্য প্রশংসাবাদ করিবেন। ইহার বাক্যবিন্যাস অতিশয় মনোহর হইয়াছে। অদ্য তারযোগে সুসমাচার আসিয়াছে; ইহাদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে, রাজ্ঞীর ঘোষণাপত্র অদ্য ভারতে সর্ব্বত্র পঠিত হইয়াছে ও সুফল দর্শিয়াছে। তদুপরি তাঁহার বিশ্বাসের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তদীয় সফলতা ও কৃতকার্য্যতার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া রাজ্ঞী পত্রিকা সমাপ্ত করিলেন।”

কুমার সমধিক পরিশ্রমনিবন্ধন ডিসেম্বর মাসে পীড়িত হইলেন। যদিও এইরূপ পীড়া অতি সামান্যভাবে হইত, কিন্তু ক্রমশঃ ইহা অধিকতর কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল। কুমার প্রতিদিন যেরূপ নানাবিধ কার্য্য সম্পাদন করিতেন তাহাতে তদীয় অসুস্থতায় কেহ বিস্মিত হইবে না; তিনি শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ পরিশ্রম প্রচুর পরিমাণে করিতেন, এবং যেরূপভাবে রাজ্যের মঙ্গলচিন্তা করিতেন, তাহাতে তদপেক্ষা বলিষ্ঠ ব্যক্তিরও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। সাধারণের উপকার বা রাজ্ঞীর পরিশ্রমলাঘবার্থ প্রফুল্লচিত্তে ভয়ানক পরিশ্রম করিতেন। তিনি নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করিতেন না, কিন্তু আত্মীয়বর্গের স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বিশেষতঃ এই সময়ে তিনি তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যার

নিমিত্ত অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে ১৪ ই ডিসেম্বর তিনি জ্যেষ্ঠা রাজকুমারীর সমীপে যে পীড়ার প্রতি সতর্ক হইতে পত্র লিখেন, তিন বৎসর পরে সেই পীড়ায় ঐ দিবসে তিনি মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়েন। তিনি তাঁহাকে লিখেন যে, "জ্বরে শরীর অতিমাত্র ক্ষীণ হয়, কারণ ইহাতে শরীররক্ষাকারী পোষণকার্য্য এককালে প্রতিহত হইয়া থাকে।"

কুমার এই সময় অতিশয় দুর্ব্বল হইলেও জানুয়ারি মাসের শেষভাগে বার্লিন হইতে তারযোগে সমাচার আসিলে তিনি স্বকীয় দুর্ব্বলতা বিস্মৃত হইলেন। সংবাদ আসিল যে, ২৭ শে জানুয়ারি তদীয় প্রথমা কন্যা এক নবকুমার প্রসব করিয়াছেন। ইনিই বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সম্রাট। কুমার ব্যারণ ষ্টক্‌মারের সমীপে এই সুসমাচার প্রদান করিয়া লিখিলেন যে, "আমি আরও দুই পঙ্‌ক্তি আপনাকে লিখিব। আপনার নিকট পত্র প্রেরণের এক ঘণ্টার পর বার্লিন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, যে রাজকুমারীর এক পুত্র জন্মিয়াছে। আপনিও আমার ন্যায় পরমেশ্বরকে এই শুভকার্য্যের নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদান করিবেন। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সমুদায় কার্য্য সুসম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার নিকট এইমাত্র প্রার্থনা যে, তিনি বালক ও তদীয় প্রসূতির রক্ষা বিধান করুন।" চতুর্দ্দিক হইতে রাজ্ঞী ও কুমারের সমীপে হর্ষপ্রকাশ সমাচার উপস্থিত হওয়ায় প্রতীয়-মান হইল যে, বিবাহকালে প্রিন্সেস্ রয়ালের প্রতি সকলে যেরূপ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছিল তৎকালপর্য্যন্ত তাহার কোনও হ্রাস হয় নাই।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩ রা ফেব্রুয়ারি রাজ্ঞী স্বয়ং পার্লিয়মেণ্ট উদ্ঘাটন করিলেন। সাধারণে রাজ্ঞীর বক্তৃতা আগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করিল। বক্তৃতার এক অংশে তিনি কহিয়াছিলেন যে,

সমুদায় বৈদেশিক রাজাগণ তাঁহার প্রতি মিত্রভাব প্রদর্শন করিতেছে; এই সমাচারে সকলে প্রীত হইয়াছিল।

২৯শে জানুয়ারি রাজ্ঞী ওয়েলিংটন কলেজ উদ্ঘাটন করিলেন এবং ৯ই ফেব্রুয়ারি কুমার তৎপরিদর্শনার্থ গমন করেন। এই কলেজ সংস্থাপনে তিনি সর্ব্বদাই বিশেষ যত্ন-প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি কলেজের নিমিত্ত স্থাননির্ব্বাচনে ও গৃহনির্ম্মাণ-পর্য্যবেক্ষণে প্রভূত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন। কলেজের ভবিষ্যৎ বন্দোবস্তের নিয়মাবলী সংগঠনে তাঁহাকে অনেক বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছিল। তিনি ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের স্মরণার্থ সংস্থাপিত কলেজে বালকদিগের ব্যবহারার্থ অনেকগুলি পুস্তক উপহারস্বরূপ প্রদানপূর্ব্বক স্বকীয় অনুরাগের পরিচয় প্রদান করিলেন। ইহাই এক্ষণে কলেজের মনোহর পুস্তকালয়রূপে পরিণত হইয়াছে।

কতিপয় দিবস পূর্ব্বে অল্ডার্সটে এইরূপ আর একটি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তথায় তিনি স্বকীয় ব্যয়ে সৈনিক কর্ম্ম-চারীদিগের নিমিত্ত এক পুস্তকাগার সংস্থাপন করিয়া তাহা সামরিক, ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানিক পুস্তকদ্বারা যথাসাধ্য পরিপূর্ণ করিলেন। তত্তদ্বিষয়ক পুস্তক স্বকীয় বৃহৎ পুস্তকাগার হইতে প্রদান পূর্ব্বক সন্তুষ্ট না হইয়া, তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আবশ্যকীয় পুস্তকসমূহ সংগ্রহের নিমিত্ত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। যুদ্ধবিজ্ঞান ভবিষ্যতে ইউরোপীয় যুদ্ধে জয়লাভের একমাত্র কারণীভূত না হইলেও প্রধানতম উপায় স্বরূপ হইবে, এইরূপ সংস্কার বশতঃ কুমার তদুদ্দেশ্যে স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট আয় হইতে বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিলেন। কুমারের মৃত্যু অবধি রাজ্ঞী স্বকীয় ব্যয়ে এই পুস্তকাগারের কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন ও অভিনব মুদ্রিত

পুস্তকাবলী প্রদান করিয়া ইহার উন্নতিসাধনে যত্নবতী আছেন। এই পুস্তকাগারের নাম "প্রিন্স কন্সর্ট পুস্তকাগার।" ইহাতে সৈনিক অধ্যক্ষগণের দুষ্প্রাপ্য বৃহদাকারের মহামূল্য পুস্তকাবলী থাকাতে ইহা সমরবিদ্যাশিক্ষাভিলাষিগণের অতিশয় উপকারী।

রাজ্ঞী ও কুমার সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের বিষয় চিন্তাকালে সামান্য সৈনিকবর্গের বিষয় চিন্তা করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। ক্রিমিয়াযুদ্ধকালে তাঁহারা স্বকীয় ব্যয়ে তাহাদিগের নিমিত্ত এক পুস্তকাগার সংস্থাপন করেন। ক্রিমিয়াযুদ্ধাবসানে ইহার কিয়দংশ অল্ডার্সটে ও অবশিষ্ট আয়র্লণ্ডের অন্তঃপাতী ডব্লিন নগরে প্রেরিত হয়। এই দুই লাইব্রেরির নাম "ভিক্টোরিয়া সৈনিকগণের পুস্তকালয়।" কুমারের মৃত্যুর পর রাজ্ঞী স্বব্যয়ে দক্ষতার সহিত ইহা পরিচালন করিতেছেন। কুমার এইরূপে অলক্ষিতভাবে সাধারণের প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে যেরূপ সময়ক্ষেপ ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

১৪ ই এপ্রেল প্রধান মন্ত্রী লর্ড ডর্বি লর্ডসভায় ও তৎপুত্র লর্ড ষ্টান্‌লি কমন্সসভায়, ভারতবর্ষীয় বিদ্রোহদমনকালীন যে সকল ইউরোপীয় ও দেশীয় অসৈনিক ও সৈনিকবিভাগের কর্ম্মচারিবর্গ দক্ষতা, সাহস ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। উভয় সভা বহু প্রশংসা করিয়া সাধুবাদ প্রদান করিলেন। লর্ড ক্যানিঙের কার্য্যের নিমিত্ত নিজের সাধুবাদ প্রদান করা উচিত বিবেচনা করিয়া, রাজ্ঞী তাহার নিকট এক অভিনব সম্মানোপাধি সৃষ্টির প্রস্তাব করিয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিলেন। এই অভিনব উপাধির নাম "ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া" অর্থাৎ ভারত নক্ষত্র।

"আমি আপনার নিকট পত্র লিখিবার প্রারম্ভে প্রথমতঃ শোচনীয় বিদ্রোহশান্তির নিমিত্ত অবশ্য হর্ষ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সেই বিপদসঙ্কুল সময়ে আপনার কার্য্যদক্ষতার নিমিত্ত প্রশংসাবাদ করিতেছি। আপনি লর্ড ডর্বির প্রমুখাৎ আমার অভিমত এক বিষয় অবগত হইবেন। ইহাদ্বারা ভারতীয় রাজন্যবর্গের মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে ও তাঁহারা সকলে ভ্রাতৃভাবে বদ্ধ হইয়া সম্রাটের সহিত সম্বদ্ধ হইবেন। আমার এই অভিলাষ পরিপূরণার্থ আমি বীরত্বের সম্মানসূচক এক অভিনব পদবী সৃজন করিতে আগ্রহবতী হইয়াছি। এতদ্‌সম্বন্ধে নিয়মাবলী

গার্টার উপাধি অথবা সেণ্টপেট্রিক উপাধির নিয়মাবলীর সদৃশ হইবে। বিংশতি অথবা চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক ব্যক্তিই এই উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। ভাইস্‌রয় (রাজপ্রতিনিধি) এই উপাধির গ্রাণ্ডমাষ্টার প্রদানকর্ত্তা ও রাজ্ঞী সম্রাট বলিয়া পরিগণিত হইবেন। ভাইস্‌রয় স্বয়ং এই উপাধি প্রদান করিবেন, এবং এই উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার সমীপে রাজভক্তি প্রদর্শন করিবেন। অভিনব কোন ব্যক্তি এই উপাধি প্রাপ্তিকালে এই শ্রেণীর অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তি আহূত হইবেন। রাজ্ঞী স্বয়ং ভারতশাসন-ভারগ্রহণের বাৎসরিক উৎসবের দিবস উপাধি-প্রদানার্থ অবধারিত হইবে। রাজ্ঞীর অভিপ্রায় এই যে, পারস্যের সাহা বর্ম্মার রাজা, ও নেপালের রাজা প্রভৃতির ন্যায় প্রাচ্য রাজগণ ও রাজকুমারগণকে এই উপাধির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহাদিগের উপর ক্ষমতা বিস্তারের উপায় করা হইবে। আপনি এই সমস্ত অভিলষিত কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন কি না ইহা সম্যক পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমি প্রস্তাবিত বিষয় এরূপ বিশেষরূপে বর্ণনা করিলাম।"

লর্ড ক্যানিং ৪ঠা জুলাই এই পত্রের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তিনি প্রথমতঃ রাজ্ঞীর প্রতি তদীয় সানুকম্পা বাক্যের নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া লিখেন যে, ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে সম্মান প্রদানকালে মহামূল্য ভূমি অথবা প্রচুর অর্থপ্রদানের প্রথা প্রচলিত থাকাতে, এইরূপ কেবলমাত্র উপাধিপ্রদানে কেহই, বিশেষতঃ নিম্ন পদবীর ব্যক্তিগণ, সন্তুষ্ট হইবেন না। রাজ্ঞীকে এই উপহাসাস্পদীভূত সম্মান প্রদানের রীতি সংস্থাপনবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবার পূর্ব্বে সাবধান হওয়া উচিত, ইহা বিবেচনা করিয়া, তিনি ভারতবর্ষের কতিপয়

প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত এবিষয়ে পরামর্শ করেন; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে মতভেদ দেখিয়া রাজ্ঞীর পর্য্যালোচনার নিমিত্ত প্রস্তাবিত বিষয় স্থির করিবার অভিলাষে আনুসঙ্গিক বিষয়সমূহে অনুসন্ধান করিতে ব্যাপৃত হইলেন।

সেই পত্রে তিনি লিখেন, "যাহাহউক রাজ্ঞীর পত্রে প্রধানতম যে উদ্দেশ্য বর্ণিত আছে, তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। আপনি বীরপুরুষদিগের সম্মানসূচক এক উপাধি সৃজন করিবেন, এবং সুপ্রসিদ্ধ রাজগণ ও সামন্ত নৃপতিগণ তাহার সভ্যরূপে পরিগণিত হইবে, ইহা অতিশয় সৎপরামর্শ। আমার অভিমত যে বিংশতি জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেই যথেষ্ট হইবে। বিশেষতঃ যদ্যপি বৈদেশিক রাজগণ অতিরিক্ত সভ্যরূপে পরিগণিত হয়েন তবে এই সংখ্যাই যথেষ্ট হইবে।"

লর্ড ক্যানিং আরও লিখিলেন যে, অভিনব ব্যক্তিকে উপাধি প্রদানকালে সমুদয় সভ্যগণের সমবেত হইবার যে কথা লিখিয়াছেন তাহা তাহাদিগের অবস্থিতিস্থান হইতে গবর্ণমেণ্টের অবস্থিতির দূরত্ব, পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব, তাঁহাদিগের অনুচরবর্গের মধ্যে কলহ, শিষ্টাচার ও সভ্যতা-প্রদর্শনে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার অসম্ভবতা প্রভৃতি বিবিধ কারণে দুরূহ ও অসম্ভব। তৎপরে লর্ড ক্যানিং প্রস্তাব করিলেন যে, কতিপয় ইংরেজ সভ্যকে যদ্যপি এই উপাধি প্রদান করা হয়, তবে ভারতবর্ষীয় জনগণ নিশ্চয়ই ইহার প্রতি আস্থা প্রদর্শন করিবে। এই উপায় অবলম্বন করিলে সুবিশ্বস্ত ও সম্মানসূচক কার্য্যের নিমিত্ত "ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া" নামক, ও বীরত্বের নিমিত্ত মেরিট (গুণ) নামক যে দুই সম্মানসূচক উপাধি বহু দিবস হইতে ভারতে দেশীয় সৈনিকবর্গকে প্রদত্ত হইয়া থাকে, এই প্রস্তাবিত উপাধি সেই দুই উপাধির কোন

প্রকারে হীনতাসম্পাদনে সমর্থ হইবে না। লর্ড ক্যানিঙের এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল। উপরোক্ত বিষয়ে ভারতবর্ষীয় সুপরিজ্ঞাত কর্ম্মচারিগণের প্রদত্ত অভিমত সমূহ বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছিল। পরিশেষে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে জুলাই "ষ্টার্ অব্ ইণ্ডিয়া" অর্থাৎ ভারত নক্ষত্রনামক অভিনব উপাধির সৃষ্টি হইল। ইহাতে রাজ্ঞী "গ্রাণ্ড মাষ্টার" কর্ত্রী ও ইংলণ্ডীয় ও ভারতীয় পঞ্চবিংশ ব্যক্তি এই উপাধি শ্রেণীর সভ্য নির্দ্ধারিত হইবার কথা হয়। এতদ্ব্যতীত কতিপয় ব্যক্তিকে সম্মান স্বরূপ এই উপাধি প্রদত্ত হইবার স্থির হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর উইণ্ডসর দুর্গে প্রথমতঃ এই উপাধিপ্রদান-ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইল। এক কালে মহারাজা দলীপ সিংহ, লর্ড ক্লাইড, সার্ জনলরেন্স, জেনেরল পলক এবং বর্ত্তমান বোম্বের গবর্ণরের পিতা লর্ড হারিসকে এই উপাধি প্রদত্ত হয়।

২১ শে মে, রাজ্ঞী ও কুমার অস্‌বরণ যাত্রা করিলেন; এবং তথায় গমন কালে পোর্টস্মাউথে তদীয় কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি রাজ্ঞীর জন্মদিবসোপলক্ষে অল্পকালের নিমিত্ত ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন। রাজ্ঞীর মাতা ডচেস্ অব্ কেণ্ট জন্মদিবসোপলক্ষে অস্‌বরণে আগমন করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন; কিন্তু সহসা ভয়ানক পীড়িত হইয়া উৎসবে যোগদানে অসমর্থ হইলেন। তাঁহার পীড়াতে রাজ্ঞী ও কুমার অতিমাত্র ভীত হইলেন। রাজ্ঞী ২৫ শে মে তদীয় মাতুল রাজা লিওপোল্ডের সমীপে লিখিলেন।

"প্রিয় মাতুল মহাশয়! আমার জন্মদিবসোপলক্ষে ভবদীয় সদয়পত্রিকাও মঙ্গলকামনা করায় আপনাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আলবার্টও মহাশয়কে অদ্য এক পত্রিকা লিখিতেছেন। কুশলিনী প্রফুল্লচেতা প্রিয়তমা ভিকী

আমাদিগের নিকট আগমনজনিত সন্তোষ, কল্য সহসা মদীয় জননীর পীড়া হওয়াতে কিরূপে বিঘ্নিত হইয়াছে; তাহা তদীয় পত্রে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইবেন। ঈশ্বরানুগ্রহে অদ্য আমার সে চিন্তা দূরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে অবগত হইলাম যে, তিনি সুস্থ আছেন ও ক্রমশঃই সুস্থ হইতেছেন। কিন্তু আমি অতিমাত্র ভীত ও বিচলিত হইয়াছি; কারণ বজ্রাঘাতের ন্যায় সহসা এই পীড়ার সংবাদ উপস্থিত হইয়াছে; আমি বিবেচনা করি, তিনি ভাল আছেন এই সমাচার প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত চারি ঘণ্টা কাল, যেরূপ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম, আর কখনও কোন বিষয়ের নিমিত্ত এরূপ চিন্তিত হই নাই। আমি তাঁহাকে কিরূপ প্রগাঢ়ভাবে ভালবাসি ও তাঁহার জীবনের সহিত আমার জীবন কিরূপ সম্বদ্ধ, তাহা এইবার তাঁহার মৃত্যু সম্ভাবনা হওয়াতে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি। আমি গতকল্য অতিশয় আকুলিত হইয়াছিলাম ও শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই জন্মদিবস অতিশয় নিরানন্দময় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। যাহা হউক সে বিপদ অতীত হইয়াছে। ঈশ্বরানুগ্রহে আমরা তাঁহাকে সত্বর সুস্থ অবলোকন করিব। প্রিয়তমা ভিকীর সহবাসে আমি অপরিসীম সুখ অনুভব করিতেছি।"

ডচেস্ অব্ কেন্টের আরোগ্য সমাচার ক্রমান্বয়ে উপস্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু অল্প দিবস পরে ২৬শে মে রাজ্ঞী লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন। ৭ই জুন তিনি স্বয়ং পার্লিয়মেণ্ট উদ্ঘাটন করেন। লর্ডসভায় রাজ্ঞীর বক্তৃতা সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছিল; কিন্তু কমন্স সভার মার্কুইস অব্ হাটিংটন গবর্ণমেণ্টকে অবিশ্বাস করিয়া ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে এক প্রতিবাদ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তিন রাত্রি ভয়ানক তর্কবিতর্কের পর কমন্স সভায় অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিতে সেই প্রস্তাব অনু-

মোদিত হইল। প্রধান মন্ত্রী লর্ড ডর্বি তৎক্ষণাৎ রাজ্ঞীর হস্তে পদত্যাগপত্রিকা প্রদান করিলেন। লর্ড ডর্বির পদে কোন ব্যক্তি অভিষিক্ত হইবেন তাহা নির্ণয় করা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে লর্ড পামারষ্টোনই তৎপদে মনোনীত হইলেন; ১৫ই জুন, তিনি, স্বকীয় গবর্ণমেণ্টের সভ্যগণের তালিকা রাজ্ঞীর অনুমোদনের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। ইহাতে উন্নতিশীল পক্ষের সমুদায় নেতৃবর্গের নাম উল্লিখিত থাকাতে গবর্ণমেণ্ট ক্ষমতাশালী হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

অল্পকাল অধিবেশনের পর ১৩ই আগষ্ট পার্লিয়মেণ্ট বন্ধ হইল এবং রাজ্ঞী ও কুমার বায়ুপরিবর্ত্তন ও বিশ্রামার্থে অল্পকালের জন্য ব্রিটীশ চ্যানেলস্থিত জার্সে, গারন্জে ও অল্ডারনে দ্বীপসমূহে অধিককালের জন্য পরিভ্রমণে নির্গত হইলেন। কুমারের পক্ষে এই অল্পকাল জন্য সমুদ্রভ্রমণ পরম প্রীতিকর হইল। কুমারের সমুদ্রভ্রমণে কোন কষ্ট হইত না। স্থলবাসকালীন তিনি যেরূপ বিবিধ কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, এখানে তদপেক্ষা বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতে সক্ষম হইতেন; সুতরাং সমুদ্রবায়ু সেবনে তাঁহার শরীর সুস্থ হইতে লাগিল। ১০ই জুলাই হইতে রাজ্ঞী অসবরণে বাস করিয়াছিলেন। তথায় কুমার স্বকীয় বিবিধ কার্য্য সত্ত্বেও সেপ্টেম্বর মাসে বিজ্ঞানোন্নতি বিধায়িনী ব্রিটীশ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া যে বক্তৃতা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা রচনায় ব্যাপৃত হইলেন। তিনি ১০ই আগষ্ট স্বীয় জ্যেষ্ঠা তনয়ার নিকট বার্লিনে যে পত্র লিখেন, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এ বক্তৃতারচনা-কার্য্য অতিশয় সহজ ছিল না। তিনি লিখিয়াছিলেনঃ—"২৯শে আমরা স্কট্লণ্ডে যাত্রা করিব। ১৪ই সেপ্টেম্বর আবার্ডিনে বিজ্ঞানোন্নতি বিধায়িনী ব্রিটীশ সভায় সভাপতির কার্য্য সম্পা-

দন করিতে হইবে। ইহাতে আমি অতিমাত্র ভীত হইতেছি; বিশেষতঃ আমাকে তৎকালে এক আরম্ভকালীন বক্তৃতা প্রদান করিতে হইবে, ইহাতে অতিমাত্র চিন্তিত আছি। আমি বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া তাহার সারাংশ লিখিতে লিখিতে পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইতেছি; আবার বিরক্ত হইয়া লিখিত সমুদায় কাগজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতেছি। আমার দৈনিক কার্য্যের উপর এই এক অভিনব কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে।"

কুমারের জন্ম দিবসের পরদিবস, ২৭ শে আগষ্ট, কুমার তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যার সমীপে জন্মদিবসোপলক্ষে তৎপ্রদত্ত উপহার সমুদায় প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া এক পত্র লিখেন। তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, "তুমি আমাকে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপহার প্রদান করিতে সক্ষম তাহা প্রদান করিয়াছ; অর্থাৎ তোমার কুশল সংবাদ প্রেরণ করিয়াছ। গতকল্য আমি তোমাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিতে অভিলাষী ছিলাম। তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী বিট্রেস্ সায়াহ্নভোজনকালে বেশ শান্ত ছিল। এই সে প্রথম ভোজনাগারে প্রবেশ করিল।" সেই দিবস রাজ্ঞী ও কুমার ভারতবর্ষ হইতে নব প্রত্যাগত ৩২ সংখ্যক পদাতিক সৈন্য-বিভাগ পরিদর্শনার্থে পোর্টস্মাউথে গমন করিলেন। ইহারাই লক্ষ্ণৌয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। ২৯ শে আগষ্ট তাঁহারা বাল্মোরাল যাত্রা করিলেন এবং এডিন্বরায় এক দিবস ও এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া ৩১ শে বাল্মোরালে উপনীত হইলেন।

৩রা সেপ্টেম্বর কুমার ব্যারণ ষ্টক্মারের সমীপে লিখিলেন, "আমি পুনরায় বাল্মোরাল হইতে মহাশয়কে পত্র লিখিতেছি। আমারা ৩১ শে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এডিনবরায় একদিবস অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত আমরা এই প্রথমতঃ

রাত্রিতে রেলপথে লণ্ডন হইতে কোন স্থানে বিশ্রাম না করিয়া এডিনবরায় আসিয়াছি। এখানে এখনও অতিশয় শীত, কিন্তু বাল্‌মোরাল দেখিতে অতিশয় মনোহর। এখানকার নূতন নূতন ভূভাগ দর্শন করিলে আপনি পরিতৃপ্ত হইবেন। এডিনবরায় আমি প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের সমুদায় শিক্ষকগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি; তাঁহারা সকলেই প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের সুখ্যাতি করেন; যুবরাজ পাঠে আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। ডাঃ লিয়ন প্লেফেয়ার তাঁহাকে রসায়নশাস্ত্রে এবং এডিনবরার উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জার্ম্মাণিনিবাসী ডাঃ স্মিথ রোমের ইতিহাসবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। যুবরাজ ইটালীয়, জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে; সপ্তাহে তিন দিবস এডিনবরাস্থিত ষোড়শ সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যগণের সহিত সমরশিক্ষা করে। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের অক্সফোর্ডে ভবিষ্যতে ব্যবহারশাস্ত্র ও ইতিহাসশিক্ষয়িতা ফিসারও তথায় উপস্থিত ছিলেন।”

১৪ই কুমার আবার্ডিনে বিজ্ঞানোন্নতিবিধায়িনী ব্রিটীশ-সভায় বক্তৃতা প্রদান করিতে গমন করিলেন। তথায় ২৫০০ শ্রোতৃবর্গ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি প্রায় ৫০ মিনিটকাল বক্তৃতা প্রদান করেন; তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃতাসমূহ অপেক্ষা এই বক্তৃতাটি সুদীর্ঘতম। প্রথমতঃ শ্রোতৃবর্গ, তৎপরে জনসাধারণে যেরূপ আগ্রহসহকারে ইহা শ্রবণ ও পাঠ করিয়াছিল, তাহাতে কুমার অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। পাছে বক্তৃতাটি মন্দ হয় এই ভয়ে তিনি অতিমাত্র ভীত হইয়াছিলেন; কিন্তু বক্তৃতাটি সর্ব্বত্র আদৃত হইল। রাজ্ঞী ১৫ই সেপ্টেম্বর তদীয় মাতুল রাজা লিওপোল্ডের সমীপে লিখিলেন, “আলবার্ট গতকল্য প্রাতঃকালে আবার্ডিনে তদীয় মহৎকার্য্যসম্পাদনে গমন

করিয়াছিলেন। আমি তারযোগে তদীয় কৃতকার্য্যতার বিষয় পরিজ্ঞাত হইলাম। তিনি অদ্য সন্ধ্যাকালে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি নিকটে না থাকিলে সমুদায় শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।"

কুমারের আবার্ডিন হইতে বাল্‌মোরালে প্রত্যাগমনের অব্যবহিতপরে অপর এক দুর্ভাবনার বিষয় উপস্থিত হইল। ১৫ ই বাল্‌মোরালে সংবাদ আসিল যে চীনে পিহো-নদীতে ইংরেজ রণতরি শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হইয়াছে। এই সংবাদ উপস্থিত হইবামাত্র বাল্‌মোরালবাসী মন্ত্রী লর্ড এল্‌গিন গবর্ণ-মেণ্টের সভায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত লণ্ডনযাত্রা করিলেন। ২১ শে প্রত্যাগমন করিয়া, ২৩ শে লর্ড জনরসেলের সমভি-ব্যাহারে পুনরায় লণ্ডন গমন করিলেন। টিন্সিনের সন্ধিপত্রের নিয়ম পরিপূরণের নিমিত্ত ফরাসিগণের সহিত একত্রে অভিনব যুদ্ধযাত্রা স্থিরীকৃত হইল, এবং তাঁহারা একত্রে চীন-সম্রাটকে অঙ্গীকৃত সমুদায় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে বাধ্য করিয়াছিলেন।

১৭ ই অক্টোবর রাজ্ঞী ও কুমার উইণ্ডসরে উপনীত হই-লেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মনোহর শরৎকালের পর ভয়ানক শীতঋতু উপস্থিত হইল। ২৬ শে কুমার অক্সফোর্ডে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তৎকালে কুমারের সর্দ্দিবোধ হয়। ২৯ শে ও তৎপরদিবস তিনি শয্যাগত ছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিবাহের পর, এরূপ আর কখন ঘটে নাই। কেবল একবারমাত্র হামরোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়া-ছিলেন। ৩ রা নবেম্বরের পূর্ব্বে তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইতে সক্ষম হয়েন নাই।

৯ ই নবেম্বর প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের জন্মদিবসোপলক্ষে জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী ও তদীয় স্বামী প্রূশিয়ার রাজকুমার ফ্রেডারিক

উইলিয়ম, ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। কুমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জামাতার ন্যায় স্নেহপাত্র দর্শন করিয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য ও প্রফুল্লচিত্ত হইলেন। ১৬ ই নবেম্বর কুমার ব্যারণ ষ্টকৃমারের সমীপে লিখেন যে, "আপনি আমাকে পত্র লিখিয়া সাতিশয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাশয়ের মিত্রভাবপূর্ণ সহানুভূতিতে আমি অতিশয় উপকৃত হইলাম। আমি পুনরায় সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছি। প্রিন্সেস্ রয়ালকে সুশ্রী ও প্রফুল্লচেতা, স্নেহবতী ও কার্য্যতৎপর দেখিলাম; পার্থিববিষয়-বিজ্ঞানেও উন্নতিলাভ করিয়াছে।"

৩রা ডিসেম্বর প্রুশিয়ার রাজকুমার ও তৎপত্নী বার্লিনে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহাদিগের আগমনে কুমার ও রাজ্ঞী পরম পরিতোষলাভ করিয়াছিলেন। কুমার কোবর্গের ভূতপূর্ব্ব ডিউকপত্নীর নিকট লিখিলেন, "প্রুশিয়ার রাজকুমার আমাদিগের অতিমাত্র সন্তোষবিধান করিয়াছেন। সম্প্রতি ভিকী মানসিক উন্নতিলাভ করিয়াছে; কিন্তু তাহার হৃদয় বালিকার ন্যায়। দেবগণের হৃদয়ও এইরূপ।" ২১ শে ডিসেম্বর কুমার বার্লিনে জ্যেষ্ঠা রাজকুমারীর সমীপে লিখিলেন, "উইণ্ডসর কাহার কাহার পক্ষে অপ্রীতিকর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে বটে, কিন্তু তথাপি এখানে বড়দিনের উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। তোমার জন্য যে সমুদায় উপহার এখানে সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা আমি তোমাকে জানাইব না। কারণ তাহা হইলে তুমি উপঢৌকন প্রাপ্তিকালে বিস্মিত হইবে না।"

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে জানুয়ারি রাজ্ঞী স্বয়ং পার্লিয়মেণ্ট উদ্ঘাটন করিলেন এবং রাজ্ঞীর বক্তৃতার কেহই প্রতিবাদ করিল না। ১০ ই ফেব্রুয়ারি কুমার স্বকীয় বিংশতিতম বিবাহদিবসোপলক্ষে ব্যারণ ষ্টকৃমারের সমীপে লিখিলেন;

"আমি আপনার সমীপে এক পঙ্‌ক্তি না লিখিয়া অদ্যকার দিবস অতিক্রম করিতে পারি না। অদ্য বিংশতি বৎসর হইল আমরা সেণ্ট জেম্‌সের রাজকীয় উপাসনালয়ে পরিণীতা হইয়াছি। আমর বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে যে, আপনি উপাসনালয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সেই সময় আমি পিতা ও আর্নেষ্টের হস্তধারণ করিয়া প্রবেশ করিলাম। তৎপরে নানাবিধ বিষয় ঘটিয়াছে। আমরা মঙ্গলসাধনে সর্ব্বদাই যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। যদিও আমরা সর্ব্বদা কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম হই নাই, তথাপি আমাদিগের উদ্দেশ্য সর্ব্বদাই সৎ। আমরা প্রভূত কল্যাণ ও কৃতকার্য্যতার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। আপনি সর্ব্বদাই আমাদিগের অকৃত্রিম মিত্র ও বিজ্ঞতম উপদেষ্টা। যদিও এক্ষণে আমরা বহুদূরে আছি ও আপনি বার্দ্ধক্যে স্বাস্থ্যভঙ্গতা প্রযুক্ত এক্ষণে আমাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্যতঃ সাহায্য করিতে পারেন না, তথাপি এখনও আমাদিগের মনোভাবের ঐক্য আছে; এবং যাবজ্জীবন এইরূপ ভাব থাকিবে। আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। আগামী কল্য আমরা লণ্ডনে গমন করিব। সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার মঙ্গলকামনা করি।"

মার্চ্চ মাসে লণ্ডনে অনেকগুলি ভোজ হইল; এবং প্রত্যেক ভোজ উপলক্ষে কুমারের উপস্থিতি প্রার্থনীয় হইয়াছিল। ২৭ শে মার্চ্চ কুমার বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের নুতন গৃহ উদ্ঘাটনোপলক্ষে আহূত হয়েন। তদীয় স্বাস্থ্যপান প্রস্তাবিত হইলে তিনি তজ্জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এক মনোহর বক্তৃতা প্রদান করেন। তদীয় বক্তৃতায় নিমন্ত্রণকারিগণ সন্তুষ্ট ও উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, "মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাব এই যে, তাহারা কোন কার্য্য সম্পাদন করিলেও আরব্ধ-

বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে, সে কার্য্য কল্পনা ও সমাধা করিতে যে ক্লেশ ও চিন্তাভোগ করিয়া থাকে তাহা বিস্মৃত হয়, এবং সম্পাদিত কার্য্যের নিমিত্ত আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া তাহাদিগের মিত্র ও প্রতিবেশিবর্গকে তাহাদিগের আহ্লাদে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়া থাকে। আমাকে নিমন্ত্রণ করার নিমিত্ত আমি সাতিশয় কৃতজ্ঞ হইলাম এবং আমি আপনা-দিগকে অবগত করিতেছি যে, আমি আপনারা যে কত পরিশ্রমের দ্বারায় এই কার্য্যে সফল লাভ করিয়াছেন তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম ও আপনাদিগের কৃতকার্য্যের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে হর্ষ প্রকাশ করিতেছি।”

পরদিবস কুমার বার্লিনে তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যার সমীপে পত্র লিখিলেন যে, “আমার সর্দ্দি অদ্যাপি আরোগ্য হয় নাই, এবং গত রাত্রিতে ৪ ঘণ্টাকাল বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের নূতন গৃহে লোকের গ্রীষ্ম-সঙ্গীত ও আহার প্রভৃতি আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী নহে। লণ্ডন নগরে বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের গৃহ উদ্ঘাটনে এই উৎসব হইয়াছিল। আমি ইহার একজন সভ্যরূপে পরি-গণিত হইয়াছি এবং শপথ করিতে হইয়াছে। আমাকে ভোজ-নের পর দুইটী বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। ঈশ্বরানুগ্রহে শেষ হইয়াছে। আমরা তোমার স্বাস্থ্য উদ্দেশ্যে মদ্যপান করিয়াছি।”

রাজ্ঞী কানাডাবাসী প্রজাগণের নিকট প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স তদ্দেশভ্রমণে গমন করিবেন বলিয়া যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা পরিপূরণের কাল উপস্থিত হইল। ক্রিমিয়া যুদ্ধকালে কানাডাবাসিগণ রাজ্ঞীর নিমিত্ত এক নূতন সৈন্যদল সৃষ্টি করিয়া রাজ্ঞীর আগমন প্রার্থনা করিয়াছিল। তৎকালে তাহাদিগকে এই প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় যে, রাজ্ঞীর পক্ষে সমুদ্রযাত্রা ও তজ্জনিত ক্লেশ সহ্য করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

পুনরায় কানাডাবাসিগণ রাজ্ঞীর একতম পুত্রের তদ্দেশে গবর্ণর-জেনেরলের পদে নিয়োজিত হইবার প্রার্থনা করেন। তৎকালে তাঁহার পুত্রগণ অতিশয় শৈশব, অতএব এই প্রার্থনা পরিপূরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তৎকালে রাজ্ঞী অঙ্গীকার করেন যে, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স দেশভ্রমণের উপযোগী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই কানাডাপরিদর্শনার্থ গমন করিবেন। আগামী শরৎকালের প্রারম্ভে সেই প্রতিজ্ঞা-পরিপূরণ স্থিরীকৃত হইল। তদীয় পরিদর্শন চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত কানাডার অন্তঃপাতী মণ্টরিয়েল নগরে সেণ্ট লরেন্স নদীর উপরে সেতু উদ্ঘাটন ও পার্লিয়মেণ্টগৃহের ভিত্তিস্থাপন-কার্য্য সম্পাদিত হইবে। ঔপনিবেশিক সেক্রেটরি ডিউক অব্ নিউকাসল প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের সহিত গমন করিবেন। এরূপ প্রচারিত হইল যে, জুলাইমাসের প্রারম্ভে তিনি কানাডায় উপস্থিত হইবেন।

আমেরিকায় প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের কানাডাগমন বার্ত্তা প্রচারিত হইলে, আমেরিকার সাধারণ-তন্ত্রের সভাপতি বুকেনন, ৪ঠা জুন রাজ্ঞীর সমীপে এক পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে যুবরাজের সাদর অভ্যর্থনা বিজ্ঞাপন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স আমেরিকা পরিদর্শনার্থ শুভাগমন করিলে অত্রস্থ সমস্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রতি এরূপভাবে সমাদর প্রদর্শন করিবে যে, রাজ্ঞী তাহাতে পরম পরিতুষ্ট হইবেন। কানাডা-বাসিগণের নিমন্ত্রণের ন্যায় এই নিমন্ত্রণও রাজ্ঞী সাদরে গ্রহণ করিয়া সংবাদ প্রদান করিলেন যে, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স কানাডা পরিদর্শন করিয়া আমেরিকা দিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবেন। এই অবসরে তিনি স্বয়ং আমেরিকার সাধারণ-তন্ত্রের সভাপতির সমীপে তদীয় নিমন্ত্রণজনিত ইংলণ্ডাধিবাসি-গণের সন্তোষ বিদিত করিবেন। নিউইয়র্কের মিউনিসিপালিটি,

আমেরিকার ইংলণ্ডস্থ প্রতিনিধি মিঃ ডালাসের দ্বারা মিউনিসিপাল সভার প্রস্তাবরূপে কুমারের আগমনপ্রার্থনা জ্ঞাপন করিল। তদুত্তরে লর্ড জন রসেল, রাজ্ঞী ও প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের অনুমতি অনুসারে ডালাসের সমীপে, ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার সখ্যতাভাব বৃদ্ধি করিবার তাঁহাদিগের যে সর্ব্বতোভাবে অভিপ্রায়, ইহা বিজ্ঞাপন করিলেন। ডালাসকে বিদিত করা হইল যে, প্রিন্স অব্ ওয়েল্স নিউইয়র্কে গমন করিবেন; কিন্তু ব্রিটীশ কানাডা পরিদর্শন করিয়া তিনি রাজচিহ্ন সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সামান্য ভদ্রলোকের ন্যায় লর্ড রেণফ্রুনামে ভ্রমণ করিবেন; কারণ তাহা হইলে অল্পকালের মধ্যে অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া প্রীতিকর বিষয় অভ্যাস ও আমেরিকার সাধারণ ব্যক্তিবর্গের জীবনযাত্রা পরিদর্শন করিতে সক্ষম হইবেন।

এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে রাজ্ঞীর ভগিনীপতি হোহেনলোলান্‌জেন্‌বর্গের রাজকুমারের বেডেন-বেডেনে মৃত্যু হওয়াতে রাজ্ঞী ও কুমার অতিশয় শোকার্ত্ত হইলেন। অনেক দিবসাবধি তিনি সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি উর্টেম্‌বর্গের রাজসভায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে কতিপয় বৎসর তত্রত্য পার্লিয়মেন্টের উচ্চতমবিভাগে সভাপতির কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনি উর্টেম্বর্গের রাজার এরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, মৃত্যুর কতিপয় দিবস পূর্ব্বে রাজা স্বয়ং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বেডেন-বেডেনে আগমন করেন। রাজ্ঞী ১৭ই এপ্রেল রাজা লিওপোল্ডের সমীপে তৎসম্বন্ধে লিখেন, "পৃথিবীতে তৎসদৃশ সরল, ন্যায়পর এবং সৎস্বভাবাপন্ন অপর এক ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি যেরূপ তাঁহার পত্নীর প্রতি অনুরক্ত ও প্রেমবান ছিলেন সেরূপ

আর দেখা যায় না। মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও তিনি স্বকীয় পত্নীর প্রতি প্রণয়প্রদর্শন করেন। পত্নীর নিকট বিদায় প্রার্থনাই তাঁহার শেষবাক্য।”

কুমার ১৮ই এপ্রেল বার্লিনে তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যার সমীপে লিখিলেন যে, ‘আর্নেষ্ট হোহেন্‌লোর মৃত্যুতে আমরা অতি মাত্র দুঃখিত হইয়াছি। যদিও তিনি দৃঢ়চেতা অথবা সমুদায় বিষয় সম্যক অববোধে সক্ষম ছিলেন না তথাপি তিনি উদারচেতা ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিগণিত হইবেন। তিনি সৎ, উদার, নির্দোষ ও সম্মানার্হ ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে চতুরতা, উচ্চাভিলাষিতা অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহ মহত্বের লক্ষণ। তিনি সর্ব্বদা সুনীতির নিয়মানুসারে কার্য্য করিতেন; তজ্জন্য তাঁহাকে সকলে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিত। এইরূপ সমুদায় সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যুতে জার্ম্মাণির দক্ষিণভাগের অধিবাসিগণ সকলেই অতিমাত্র শোকার্ত্ত হইয়াছে।”

কতিপয় দিবস অতীত হইলে রাজ্ঞীর ভগিনী তৎসকাশে অকপট ভগিনীস্নেহ প্রদর্শনের নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এক পত্র লিখিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, “প্রিয়তম আর্নে-ষ্টের নিমিত্ত তদীয় পরিচিত ব্যক্তিদিগকে স্নেহ ও গৌরব প্রদর্শন করিতে দেখিয়া আমার শোক দ্বিগুণতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। হায়! তিনি যদি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত থাকিতেন তবে কি সুখের বিষয় হইত। তিনি অবগত ছিলেন না যে, তিনি সকলের এরূপ স্নেহ ও গৌরববের পাত্র এবং তাঁহার গুণ সকলের সমীপে এরূপভাবে আদৃত হইবে। আপনার পত্রিকায় যে মনোহর সঙ্গীতের বিষয় নির্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ “হায় তোমার নিদ্রা কিরূপ সুখজনক,” এই গীতটি তদীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় গীত হইয়াছিল। প্রিয়তমে ভগিনি!

আপনার আত্মা তৎকালে অবশ্যই যোগদান করিয়াছিল। আমি ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করি নাই কিন্তু যখন তদীয় দেহ আমাদিগের উপাসনালয়ে সংস্থাপিত ছিল, তখন স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বে শবদেহ সম্মুখে সেই সঙ্গীতটি পঠিত হইয়াছিল, এবং আমি তৎকালে তাঁহাকে একবার শেষদর্শন করিলাম। কিন্তু তিনি তথায় ছিলেন না ; তাঁহার পবিত্র আত্মা তৎকালে ত্রাণকর্ত্তা যিশুখৃষ্টের সহিত সুখময়স্থানে অবস্থান করিতেছিল।"

প্রতি বৎসর লণ্ডনে অবস্থানকালে কুমার নানাবিধ প্রদর্শনী উদ্ঘাটনকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। এই সমস্ত প্রদর্শনীতে রাজ্ঞী ও তিনি উভয়েই নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করিতেন। তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা বার্লিনে অবস্থিতি করিয়াও সেই সমুদায় প্রদর্শনীতে কি ঘটিতেছে তাহার সমাচার সর্ব্বদাই লইতেন। তিনি স্বয়ং চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিতালাভ করিয়াছিলেন। ৯ই মে কুমার তৎসকাশে রাজকীয় একাডেমির চিত্রপ্রদর্শনীর দ্রব্যের এক তালিকা ও নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রেরণ করিলেন। "এই বৎসর রয়াল একাডেমির প্রদর্শনী অতি মনোহর হইয়াছে। চিত্রকর জন ফিলিপ কর্ত্তৃক চিত্রিত তোমার বিবাহচিত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে।" সেই চিত্রখানি এক্ষণে উইণ্ডসর দুর্গে রহিয়াছে। বাস্তবিক এই চিত্র অতিশয় উৎকৃষ্ট হইয়াছিল এবং সকলে ইহার উৎকৃষ্টতা স্বীকার করেন। "চিত্রকর ডব্‌সনের কতিপয় সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। লাইস, কুক্ এবং হুক্ প্রভৃতি চিত্রকরগণ স্ব স্ব মনোহর চিত্র প্রেরণ করিয়াছেন। কতিপয় যুবকচিত্রকর উত্তম চিত্রসমূহ প্রেরণ করিয়ছেন। আমি সুন্দর সুন্দর চিত্রসমূহ চিহ্নিত করিয়া তোমার নিকট এক তালিকা প্রেরণ করিতেছি।"

এপ্রেল মাসের দৈনন্দিত বিবরণীতে কুমার, টেনিসনের

(বর্ত্তমান রাজকবি লর্ড টেনিসনের) রচিত ও প্রথমতঃ মুদ্রিত ঔপন্যাসিক পদ্যের প্রথমভাগ অধ্যয়নের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই উৎকৃষ্ট পদ্যাবলী কুমারের স্মরণার্থ উৎসর্গীকৃত হওয়াতে তাহার নামের সহিত এক প্রকার সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে। কবিতা দ্বারায় মহৎ ব্যক্তিগণের চরিত্র চিত্রিত করিয়া তাঁহাদিগকে যে চিরস্মরণীয় করিতে পারা যায়, তাহা এই উৎসর্গপাঠে অবগত হওয়া যায়। কুমারের যে সমুদায় গুণবর্ণনা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা ইহাতে কতিপয় চিরস্মরণীয় বাক্যাবলীদ্বারা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমুদায় পদ্য পাঠ করিয়া কুমারের অন্তঃকরণে যে গভীর ভাবোদ্রেক করিয়াছিল তাহা কুমার টেনিসনের সমীপে উপহারের পুস্তকে তদীয় নাম উল্লেখ করিতে অনুরোধ করিয়া যে পত্র লিখেন তাহাতে সুব্যক্ত রহিয়াছে।

"প্রিয় মিঃ টেনিসন! আপনি অনুগ্রহ করিয়া পুস্তকের উপরিভাগে আপনার নাম উল্লেখ করিবেন। আমি বহুদিবসাবধি মহাশয়ের সমীপে এই প্রস্তাব করিব বিবেচনা করিয়াছিলাম। এই অনুরোধ নিমিত্ত দোষ অনুগ্রহপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন। আপনি আপনার নাম উহাতে সন্নিবেশিত করিলে এই মনোহর পদ্যাবলী বিশেষ প্রীতিকর হইবে। আমি এই সমুদায় পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি।"

বলা বাহুল্য যে টেনিসন সত্বর আদর পূর্ব্বক এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। কুমার ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যার ইংলণ্ড বাসকালে এই পুস্তক হইতে কতিপয় পঙ্ক্তি তাঁহাকে দেখাইয়া তৎব্যাখ্যাকারক চিত্রসমূহ চিত্রিত করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন এবং তিনি কুমারের মৃত্যুকালেও সেই সমস্ত চিত্ররচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

১৬ই মে কুমার বার্লিনে তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যার নিকট রাজ্ঞীর জন্মদিবসোপলক্ষে উপহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া লিখিলেন, "ব্যজনখানি নিরাপদে আমার নিকট পঁহুছিয়াছে এবং ২৪ শে জন্মদিবসোপলক্ষে উপহারস্বরূপ টেবিলের উপর সংস্থাপিত হইবে। গত বৎসর তুমি আমাদিগের টেবিলের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলে; এককালে তুমি তাহার উপরে বসিতে, কিন্তু তুমি এক্ষণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছ, আর তাহার উপরে বসিবার উপযুক্ত নহ। আমি উৎসুকচিত্তে তোমার স্বহস্তরচিত চিত্রাদির নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছি এবং তৎসমুদায় তোমার অভিলাষানুরূপ সংস্থাপন করিব। তোমার স্বহস্তচিত্রিত নবোঢ়া যুবতীর চিত্রদর্শনে তোমার জননী নিশ্চই পরম প্রীত হইবেন। এক্ষণে সমুদায় দ্রব্য অক্ষতাবস্থায় ও উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজনীয়। কিন্তু বার্লিন হইতে এতদূর আসিতে অভগ্ন থাকা অসম্ভব হইলেও আমি এরূপ আশা করিতেছি।" সমুদায় দ্রব্য যথাসময়ে অবিকৃতাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল ও সকলে তাহা দেখিয়া অতিশয় প্রশংসা করিল।

ভারতে সেনাবিদ্রোহ প্রশমিত হইলে রাজ্ঞী যে ভারত-নক্ষত্র উপাধি সৃজনের বিষয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে তদানীন্তন ভারতের ষ্টেট্‌সেক্রেটরি সার্ চার্লস উড্, ১৫ই মে, কুমারের নিকট লিখিলেন যে, সম্মানোপাধির কিরূপ আখ্যা

প্রদান করিলে, ইংরেজ ও ভারতবর্ষীয় রাজগণের উপযোগী হইবে; তদ্বিষয়ে তিনি ভারতাভিজ্ঞ সার্ ফ্রেডারিক করি ও সার্ জন লরেন্সের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাঁহারা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই নবোপাধির, ইংলণ্ডীয় ও ভারতবর্ষীয় 'ষ্টার অব্ অনার' সম্মান নক্ষত্র, অথবা 'ইষ্টারন্ ষ্টার অব্ অনার' সম্মানের প্রাচ্য নক্ষত্র, এই আখ্যা প্রদান করা উচিত। ইহার প্রত্যুত্তরে কুমার সার্ চার্ল্স উডের সমীপে লিখেন যে, ভারতের সম্মানোপাধির উভয় আখ্যার মধ্যে একটিও তাঁহার অভিমতানুরূপ নহে। যেহেতু উভয়টিই ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক সংস্থাপিত 'লিজন অব্ অনার' নামক উপাধির অনুকরণ বলিয়া বোধ হয়। ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্মানসূচকবোধে অন্যান্য ব্রিটীশ সম্মানোপাধির গৌরব লাঘব হইবার সম্ভাবনা; অথবা অভিনব সম্মানোপাধিতে গুণগ্রহণ প্রকাশিত হইবে না। কুমার আরও লিখিলেন যে, ফ্রান্সে নেপোলিয়ন 'লিজন অব্ অনার' সম্ভ্রান্তবংশীয়দিগের নিমিত্ত সৃষ্টি করেন; ইহা ফরাসিবিপ্লবে বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু নেপোলিয়ন বাস্তবিক ফরাসীদিগকে এই একমাত্র উপাধিদ্বারা ভূষিত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। প্রস্তাবিত সম্মানোপাধির আখ্যা স্থিরীকরণ ক্রমশঃই দুরূহ হইয়া উঠিল। কিয়দ্দিবস ইষ্টারন্ ষ্টার অর্থাৎ প্রাচ্য নক্ষত্র উপাধিই উপযুক্ত আখ্যা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই আখ্যাতে ভারতবাসিগণ গৌরব প্রদর্শন করিবে না এই বলিয়া লর্ড ক্যানিং ভয়ানক প্রতিবাদ করিলেন। কতিপয় দিবস পরে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে ফেব্রুয়ারি উচ্চতম সম্মানোপাধির ভারতনক্ষত্র আখ্যা প্রদত্ত হইল। এই উপাধির চিহ্নিরূপণে কুমারের মত প্রধানতমরূপে অনুসৃত হইয়াছিল।

মে মাসের প্রারম্ভে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় অপর এক বিষয় স্থিরীকৃত করেন, তাহাতে রাজ্ঞী ও কুমার সাতিশয় প্রীত হইলেন। গবর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন যে, অতঃপর ইংলণ্ড-স্থিত ও ভারতবর্ষীয় ইউরোপীয় সৈন্যের কোন প্রভেদ থাকিবে না এবং রাজ্ঞীর ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয়বিধ সৈন্যগণ একত্রীভূত হইয়া একরূপ নিয়মাধীন হইল। বহুপূর্ব্বে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর রাজ্ঞী ও কুমার এ বিষয়ে আগ্রহ-সহকারে স্ব স্ব মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন; ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট পার্লিয়মেণ্টে এই বিষয় অনুমোদিত হইল ও কতিপয় দিবস পরে ইহা বিধিবদ্ধ হয়।

এইকালে কুমার ও রাজ্ঞী প্রায় সর্ব্বদাই অল্ডার্সটে সৈন্য-গণের যুদ্ধশিক্ষা পরিদর্শন করিয়া সেই যুদ্ধশিক্ষা-স্থানের উন্নতিসাধনে অনুরাগ প্রদর্শন করেন। তিন দিবস পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উভয়ে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কুমার ১৫ই মে ব্যারণ ষ্টক্-মারের সমীপে লিখিলেন, “আমরা গতকল্য বৈকালে অল্ডার্সট হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছি। রবিবার তথায় ছিলাম ও গতকল্য সৈন্যগণের রণকৌশল দর্শন করিয়াছি। তথায় অষ্টাদশ সহস্র সৈন্য সমবেত হয়। তাহাদিগকে দেখিতে অতিশয় প্রীতিকর হইয়াছিল।”

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের শীত ও বসন্তকাল ভয়ানক শীত ও বৃষ্টির আধিক্যবশতঃ নিরানন্দময় হইয়াছিল। গ্রীষ্মকালে আকাশ সামান্য পরিষ্কার হইলে পর রাজ্ঞী ও কুমার দশ দিবস মাত্র অসবরণে বাস করিয়া পরম সন্তোষলাভ করিলেন। তাহা বর্ণনা করিয়া কুমার ২৩শে মে বার্লিনে স্বীয় জ্যেষ্ঠা কন্যার সমীপে পত্র লিখিলেন। “তোমার ২০শে তারিখের পত্র যখন আমি প্রাপ্তি হইলাম, তখন আকাশ পরিষ্কার, চতুর্দ্দিক

পুষ্পগন্ধে আমোদিত ও পক্ষীগণের মনোহর কলনিনাদে নিনাদিত, বৃক্ষসকল নবপল্লবে সুশোভিত। এই সমুদয় অবলোকন করিলে বোধ হয় যে, শোক ও দুঃখপূর্ণ পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছি না; যেন প্রকৃত পার্থিব সুখ উপভোগ করিতেছি। এরূপ স্বভাবের শোভা অবলোকন করিয়া প্রীতিলাভ করা আমার ভাগ্যে ঘটে না; আমি সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যস্ত থাকি। আমাকে আগামী দুইটি সামাজিক আহারার্থে নিমন্ত্রণে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে হইবে, তজ্জন্য আমি চিন্তিত আছি। এক স্থানে সাতটি ও অপরস্থলে দশটি সময়োচিত বক্তৃতা হইবে। পূর্ব্বে কতিপয় স্থলে কৃতকার্য্য হওয়াতে পরম পরিতোষলাভ করিয়াছি, একথা যথার্থ বটে; কিন্তু বক্তৃতার কথা মনে হইলে চিন্তিত হইতে হয়। এতদিবসের পর মন্ত্রিগণ ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় সৈন্যগণের একতা সংস্থাপনে সম্মত হইয়াছেন। ইহাতে এক মহতী বিপদ অপসৃতা হইল।”

এইপত্রিকা প্রেরণের এক সপ্তাহ পরে রাজ্ঞী লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন। কুমার তথায় বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। ১লা জুন উকিং নামক স্থানে তিনি নাট্য কলেজের ভিত্তিস্থাপন করিলেন। ইহার পর তিন দিবস তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত সংলাপে ব্যাপৃত থাকেন; কুমার ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ন্যায় এই প্রদর্শনীতেও অভিনিবেশ প্রদান করিবেন ইহাই তাঁহাদিগের একান্ত অভিলাষ। ৫ই জুন রাজ্ঞী ও কুমার আস্কটে ঘোড়দৌড় পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত উইণ্ডসর দুর্গে প্রত্যাগমন করিলেন। কতিপয় দিবস অতীত হইলে তাঁহারা অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শনে ব্যগ্র হইলেন। এই সমুদায় অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রাজ্ঞীর মাতুল রাজা লিওপোল্ড ও তদীয় দ্বিতীয় পুত্র, এবং হেসি

ডারমষ্টটের রাজকুমার লুই ও তদীয় ভ্রাতা ছিলেন। ৮ই জুন কুমার ডিউক অব্ নিউকাসলের সহিত যুবরাজের কানাডা-ভ্রমণ বিষয়ক বন্দোবস্ত করিতে ব্যাপৃত হইলেন। বন্দোবস্ত স্থিরীকরণকালে তিনি কানাডায় পরিভ্রমণীয় ভিন্ন ভিন্ন স্থান বিষয়ক এরূপ গভীর অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, ডিউক অব্ নিউকাসল সেই সমুদায় স্থান পরিভ্রমণকালে কুমারের অভিজ্ঞতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এই পরিভ্রমণকালে প্রিন্স অব্ ওয়েল্স নানা স্থান হইতে যে সমুদায় অভিনন্দনপত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন, তাহার কিরূপ ভাবে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে হইবে, কুমার তাহার এক স্মারকলিপি প্রস্তুত করিয়া ডিউক অব্ নিউকা-সলের নিকট প্রদান করিলেন। কানাডা যাত্রাকালে ডিউক অব্ নিউকাসল পূর্ব্বোক্ত স্মারকলিপির নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া লিখেন, "এই স্মারকলিপি আমার বহু উপকার দর্শিবে। বহুল অভিনন্দন পত্রিকার প্রত্যুত্তর আমাকে লিখিতে হইবে, তাহা এক ব্যক্তি দ্বারা বারংবার লিখিত হওয়াতে একরূপ হওয়া সম্ভব; কিন্তু আপনার প্রণীত স্মারকলিপি হইতে প্রত্যুত্তর প্রদানার্থ অভিনব ভাব লাভ করিব; এবং রাজ্ঞী ও আপনার অভিলাষানুরূপ কোথায় কি ভাবে বক্তৃতা প্রদান করিতে হইবে, তাহাও অবগত হইতে পারিব।"

স্মারকলিপির প্রত্যেক অংশ কানাডায় ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজের অবস্থার উপ-যোগী হওয়ায় ডিউক অব্ নিউকাসল পরম উপকৃত হইয়াছিলেন।

৮ই জুন কুমার লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া পরদিবস ব্যারণ ষ্টক্‌মারের সমীপে নিম্ন লিখিত পারিবারিক সমাচার

প্রেরণ করেন। "হেসি ডারমষ্টটের যুবক রাজকুমার দ্বয় অদ্য ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা এই মাত্র আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। জ্যেষ্ঠ রাজকুমারও আমাদিগের দ্বিতীয়া কন্যা এলিস্, পরস্পরের প্রতি যে অনুরক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদিও এই ভ্রমণ কালে কিছুই প্রকাশ পাইল না তথাপি যে, ইহার পিতা মাতা সত্বর এ বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এ বিবাহে আমার কোনও আপত্তি নাই; যেহেতু রাজকুমার সদ্বংশজাত ও তিনি স্বয়ং সচ্চরিত্র, সাহসী ও উদ্যমশীল যুবা পুরুষ; বিশেষতঃ তিনি সম্ভবতঃ হেসির গ্রাণ্ড ডিউকের উত্তরাধিকারী হইবেন; অতএব তদীয় পদও উপযুক্ত। রাজ্ঞী ও আমি উদাসীনভাবে ইহাদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলাম এবং বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।"

৯ই জুন আর্থার হেল্পস্ কাউন্সিলের ক্লার্কপদে নিযুক্ত হইলেন। সাহিত্য সমাজে সুযশ ও বিবিধ সদ্গুণবশতঃ তিনি সত্বর রাজ্ঞী ও কুমারের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তিনি কুমারের বক্তৃতাসমূহ এবং রাজ্ঞীর রচিত 'হাইল্যাণ্ড বাস' নামক পুস্তক মুদ্রাঙ্কণে রাজ্ঞীকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহাকে 'নাইট কম্যাণ্ডার অব্ বাথ' উপাধি প্রদান করা হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে রাজ্ঞী এক অকপট ও অনুরক্ত মিত্রহীন হইয়া অতিমাত্র শোকাতুরা হইয়াছিলেন।

যে ওয়েলিংটন কলেজ সংস্থাপনে কুমার কিছুকাল পূর্ব্বে মহা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই কলেজের অবস্থা বিশেষ উন্নত হইয়াছিল। রাজ্ঞী সেই কলেজের চরিত্রবিষয়ে

সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালককে বাৎসরিক এক পদক প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন। ১৬ই জুন কুমার তদ্বিষয়ক নিয়মাবলী রচনা করেন। যেরূপ মহদুদ্দেশ্যে নিয়মগুলি রচিত হইয়াছিল ও সেইগুলি কার্য্যে সম্পাদন করিবার নিমিত্ত যেরূপ ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা প্রশংসাজনক। নিম্নে সেই নিয়মাবলী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"যে বীর ও রাজনীতিকুশল ব্যক্তির সম্মান ও স্মরণার্থ এই কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছে, তাঁহার সদ্‌গুণসমূহ বালকগণ যাহাতে আদর করিয়া যথাসাধ্য অনুকরণ করিতে যত্নবান হয়, রাজ্ঞী তদুদ্দেশ্যেই এই পারিতোষিক সংস্থাপনে অভিলাষ করিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রফুল্লচিত্তে বশ্যতা স্বীকার, সমবয়স্ক বালকগণের প্রতি স্বার্থত্যাগশীল মিত্রতা, বলবানদিগের সমীপে স্বাধীনভাব ও আত্মগৌরব, দুর্ব্বলগণের প্রতি দয়া ও সানুকুলভাব, নিজের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে তৎপ্রতি ক্ষমা, অপর বালকগণের মধ্যে বিবাদ্‌ভঞ্জন, বিশেষতঃ কর্ত্তব্যকর্ম্মের প্রতি নির্ভয়ে অনুরাগ প্রদর্শন এবং অবিচলিত সত্যানুরাগ এই সমুদায় গুণ অনুশীলন করা বালকগণের পক্ষে দুরূহ নহে। এই সমুদায় গুণ অথবা ইহার মধ্যে কোনও গুণ প্রকাশ করিলে মহাত্মা ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের অনুকরণ করা হইবে।"

যে দিবস কুমার এই নিয়মাবলী রচনা করেন, সেই দিবস তিনি 'গ্রেনাডিয়র গার্ড্স্' নামক সৈন্যবিভাগের দ্বিশততম বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সেণ্ট জেম্‌স রাজপ্রাসাদের ভোজনগৃহে সভাপতির কার্য্য সম্পাদন করিলেন। আট বৎসর পূর্ব্বে ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের মৃত্যুর পর কুমার এই সৈন্যবিভাগের অধিনায়কত্বে বৃত হইয়াছিলেন।

কতিপয় দিবস পরে ২৩ শে জুন কুমার হাইড্‌পার্কে অবৈ-

তনিক (ভলাণ্টিয়ার) সৈন্যগণের রণকৌশল পরিদর্শন করিলেন। ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান নগর হইতে অবৈতনিক সৈন্যগণ স্বকীয়ব্যয়ে লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। লণ্ডন ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অবৈতনিক সৈন্যবিভাগও তাহাতে যোগদান করিল। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইল যে তাঁহারা যুদ্ধকার্য্য অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষা করিতেছেন এবং সৈনিক পুরুষগণ তাঁহাদিগের কার্য্যপ্রণালী দর্শনে প্রশংসা করিতে লাগিল। সেই দিবস বেলা চারি ঘটিকার সময় রাজ্ঞী এক অনাবৃত শকটারোহণ পূর্ব্বক বেল্‌জিয়মের রাজা, রাজকুমারী আলিস ও রাজকুমার আর্থার সমভিব্যাহারে হাইড্‌পার্কে প্রবেশ করিলেন। কুমার তাঁহাদিগের পার্শ্বে পার্শ্বে অশ্বারোহণে গমন করেন। বিংশ সহস্র অবৈতনিক সৈন্যের রাজ্ঞীর সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করিতে দুই ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইল। কুমার অবৈতনিক সৈন্যগণকে দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। সেই দিবস সায়ংকালে কুমার ত্রিনিটী হাউসের ভোজনে সভাপতির আসনগ্রহণপূর্ব্বক স্থল ও জলযোদ্ধৃবর্গবিষয়ক বক্তৃতা প্রদানকালে ইহাদিগের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এই কালে রাজ্ঞী ও কুমার কোবর্গের স্বাভাবিক শোভায় পরিপূর্ণ পূর্ব্বপরিচিত স্থানসমূহ দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের চিত্তের ক্লান্তিহরণ নিমিত্ত এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা, জামাতা ও প্রথম দৌহিত্র দর্শনার্থ আগামী সেপ্টেম্বর মাসে তদ্দেশগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কুমার মে মাসে তদীয় তনয়ার নিকট সঙ্কল্পিত পরিভ্রমণের বিষয় উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিলেনঃ—"গ্রীষ্মকালের শেষভাগে আমরা দেশভ্রমণে সঙ্কল্প করিয়াছি। তোমার শিশু পুত্র উইলিয়মকে অবশ্য অবশ্য সমভিব্যাহারে আনয়ন করিবে। তুমি বাল্যকালে স্বরচিত চিত্রাবলী গোপন

করিয়া বলিতে যে, "পিতঃ! ঐ সকল দেখিবেন না, এগুলি ভাল হয় নাই।" তৎপরে যখন দেখিতাম, তখন চিত্রগুলি সৌন্দর্য্য ও নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতে দৃষ্ট হইত; সেইরূপ যেন তোমার শিশু পুত্রকে লজ্জিত হইয়া গোপনে রাখিও না। বালক অবশ্যই সুন্দর হইয়াছে। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে তোমার পুত্রদর্শনজনিত আমোদপ্রদান করিতে ঋণী আছ।"

কুমার যেস্থানে বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন সেই স্থান পুনরায় অবলোকন করিতে উৎসুক হইলেন; কিন্তু এই যে তাঁহার শেষ জন্মভূমিদর্শন, তাহা কেহ মনে করে নাই। ৩০ শে জুন কুমার ব্যারণ ষ্টকৃমারের সমীপে লিখিলেন, "আমরা আগষ্ট মাসে স্কট্‌লণ্ডে এবং সেপ্টেম্বরের শেষভাগে এক সপ্তাহের নিমিত্ত কোবর্গ গমন করিব। তথায় ভিকী তাহার শিশু পুত্র লইয়া আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। আমরা রাজকীয় চিহ্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সামান্য ব্যক্তির ন্যায় ভ্রমণ করিব, এবং রাজকীয় অভ্যর্থনাদি পরিহার করিব।"

কুমার তদীয় প্রথমা দৌহিত্রীর জন্মগ্রহণসমাচার প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ২৩ শে জুলাই ব্যারণ ষ্টকৃমারের সমীপে লিখিলেন যে, "আমরা প্রতিদিবস বার্লিন হইতে সমাচারের অপেক্ষা করিতেছি, ঈশ্বরানুগ্রহে নির্ব্বিঘ্নে প্রসবক্রিয়া সম্পন্ন হইলে চরিতার্থ হইব।" পরদিবস প্রাতঃকালে সুসমাচার উপস্থিত হইল। রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন রিবরণীতে লিখিয়াছেন, "আমরা প্রাতর্ভোজনার্থ উপবিষ্ট হইবার কিয়ৎক্ষণ পরে ফ্রিট্‌জের নিকট হইতে তারযোগে সংবাদ আসিল যে, ভিকী এক কন্যাসন্তান প্রসব করিয়াছে ও উভয়ে সুস্থ আছে। কি আনন্দ সমাচার! বালকগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। সকলেই আনন্দিত।

সকলেরই চিন্তা অপসারিত হইল ও ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা-রসে হৃদয় প্লাবিত হইল।”

এই পত্র প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বদিবস রাজকুমারীর নিকট হইতে রাজ্ঞী ও কুমার এক প্রয়োজনীয় শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন। হেসির রাজকুমার লুইয়ের জননী প্রিন্স চার্লসের পত্নীর নিকট রাজকুমারী পত্রাদি লিখিতেছিলেন। তিনি রাজকুমারীর সমীপে লিখিলেন যে, তাঁহার পুত্র রাজকুমারী আলিসের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়াছেন এবং লুইয়ের আন্তরিক অভিলাষ যে, রাজকুমারী আলিস তাঁহার প্রতি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন। রাজকুমারী তাঁহার পত্রের সহিত লুইয়ের পত্রের কিয়দংশ প্রেরণ করেন। তাহা পাঠ করিয়া রাজ্ঞী ও কুমার এরূপ প্রীত হইলেন যে তাঁহারা তদ্বিষয়ে স্বকীয় দুহিতার মনোভাব পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য বোধ করিলেন। স্থিরীকৃত হইল যে, এক্ষণে বিবাহ অঙ্গীকার করা হইবে না। কয়েক মাস পরে প্রিন্স লুই পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে আগমন করিয়া স্বয়ং সেই কার্য্য সম্পাদন করিবেন। কুমার ২৫ শে জুলাই স্বকীয় দুহিতার সমীপে বার্লিনে যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে এই বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিলেন, “তোমার গত প্রয়োজনীয় পত্রের বিষয়ে, আমি ক্রিট্জের সমীপে প্রত্যুত্তর প্রেরণ করিলাম, তিনি এক্ষণে যতদূর অবগত করা কর্ত্তব্য ততদূর তোমাকে সেই পত্রের মর্ম্ম অবগত করিবেন। আলিস ত্বদীয় স্নেহ ও অনুকম্পার নিমিত্ত তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা রহিল; যুবক অতিশয় সদ্ব্যবহার করিয়াছে।”

২৮শে জুলাই কুমার পুনরায় বার্লিনে স্বকীয় দুহিতার সমীপে তদীয় নবজাতা কুমারীর বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিলেন, “নবজাতা বালিকা অবশ্যই সমধিক স্নেহভাজন হইয়াছে।

বালিকাগণ বালক অপেক্ষা সুন্দরী হইয়া থাকে। আমি তাহাকে তদীয় মাতৃস্বসা বিট্রেসের অনুকরণ করিতে উপদেশ প্রদান করি। বিট্রেসের ইতিমধ্যে এক মুহূর্ত্তও অবসর নাই। তাহাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় যে, আমার অবসর নাই; আমার ভাগিনেয়ীর সমীপে পত্র লিখিতে হইবে। ঘোটকীর আয়া অর্থাৎ কৃষ্ণাধাত্রী নাম প্রদান করিয়াছি, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বোধ হয় তুমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিবে না। আমি সম্প্রতি অশ্বের নাম বিস্মৃত হইয়া অশ্বরক্ষককে ঘোটকীর নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল যে, ইহার নাম হায়া।"

২রা আগষ্ট সংবাদ আসিল যে, প্রিন্স অব্ ওয়েল্স নিউ-ফাউণ্ডলণ্ডের রাজধানী সেণ্টজন্স নগরে উপস্থিত হইয়াছেন; ও তত্রত্য অধিবাসিগণ তাঁহাকে দেখিয়া পরম প্রীত হইয়াছিলেন। এই বিষয় ও অন্যান্য সংবর্দ্ধনার সমাচার কুমারের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি ৫ ই আগষ্ট স্বীয় বিমাতার নিকট লিখিলেন।

"২৫ শে জুলাই বার্টি (প্রিন্স অব্ ওয়েল্স) নিউ ফাউণ্ড-লণ্ডে সেণ্টজন্সনগরে উপস্থিত হইয়া পরম সমাদরে সংবর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐ স্থান ইউরোপীয়গণের নিকট বিশেষতঃ জার্ম্মাণ-দিগের নিকট তদ্দেশজাত কুকুরের নিমিত্ত সুবিখ্যাত। অতএব তাঁহারা বিবেচনা করিতে পারেন যে, প্রিন্স অব্ ওয়েল্স কুক্কুর-গণে পরিবৃত এবং তাহারা তদীয় সংবর্দ্ধনায় যোগদান করিয়াছে। বার্টির সমুদ্রযাত্রা আপনাদের পক্ষে প্রীতিকর হইবে না। ৮ দিবস ঝটিকা হইয়াছিল ও সমুদ্র তরঙ্গমালায় পরিব্যাপ্ত; ইহা বোধ হয় কাহারও প্রীতিকর হইতে পারে না। যাহা হউক সমুদয় বিপদ এক্ষণে অতীত হইয়াছে এবং ভ্রমণকারিগণ

স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরমানন্দে এই বিষয় আলোচনা করিবে, যেহেতু আমরা যে বিষয়ে ক্লেশ সহ্য করি, পশ্চাৎ তদ্বিষয়ে আনন্দ সহকারে আলোচনা করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ।

৫ই আগষ্ট কুমার স্বীয় বৈবাহিক প্রুশিয়ার যুবরাজের সমীপে লিখিলেন, "ভিকী সুখপ্রসবা হওয়াতে আমরা ঈশ্বরের সমীপে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। আপনার পৌত্রী হওয়াতে আমাদিগের ন্যায় আপনিও নিশ্চিত আনন্দিত হইয়াছেন। এক্ষণে আমরা সত্বর ভিকীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার শিশু পুত্রের সহিত পরিচিত হইতে উৎসুক। কোবর্গে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবার আশায় পরম প্রীত হইলাম। আপনার অষ্টেণ্টবাসকালে আমরা বালমোরালে অবস্থান করিব এবং আশা করি যে, আমরা এক্ষণে যেরূপ বায়ুসেবন করিতেছি তদপেক্ষা আপনি সুখময় বায়ুসেবন করিবেন। বার্টি নিরাপদে নূতন মহাদেশে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বত্র পরমসমাদরে সংবর্দ্ধিত হইতেছে, এই সমাচার আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার আট্লাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রমকালে অতিশয় ঝটিকা হইয়াছিল। আলফ্রেডের উত্তমাশা অন্তরীপে উপস্থিতির কোনও সমাচার অদ্যাবধি প্রাপ্ত হই নাই।"

এই পত্র প্রেরণের পরদিবস রাজ্ঞী ও কুমার অস্বরণ হইতে বালমোরাল যাত্রা করিলেন। পথে ৭ই আগষ্ট স্কচ্ অবৈতনিক সৈন্যের রণশিক্ষার কৌশল পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত এডিনবরায় বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেই দিবস রাজ্ঞী সৈন্য পরিদর্শনে পরম প্রীত হইয়া স্বীয় মাতুল রাজা লিওপোল্ডের সমীপে এক পত্র লিখিলেন, "আমরা রাত্রের গাড়ীতে প্রাতে আট ঘটিকার সময় এডিনবরায় উপস্থিত হইয়াছি। আমরা ক্রামণ্ডে জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত মনোহর

সমুদ্রতীরবর্ত্তী বৃক্ষাদিপরিশোভিত তদীয় বাসস্থানে গমন করিয়াছিলাম। অদ্য অপরাহ্ণে তিনি আমাদিগের সহিত এক অনাবৃত শকটে আরোহণ করিয়া সৈন্যগণের রণকৌশল পরিদর্শন করিলেন। অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকা হইতে প্রায় ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত সৈন্যগণ রণকৌশল প্রদর্শন করিল। তিনি ইহা দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইয়াছেন। হাইড্পার্কের অবৈতনিক সৈন্য-গণের রণকৌশল প্রদর্শনের সময় আপনি উপস্থিত থাকায় যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তিনি আমার পার্শ্বে থাকাতে আমি সেইরূপ আহ্লাদিত হইলাম। রণকৌশল-প্রদর্শন অতি প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল এবং লণ্ডনের সৈন্যপরিদর্শন অপেক্ষা ইহা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। এখানে তদপেক্ষা অধিক সৈন্য সমবেত হয় ও দৃশ্যটি দেখিতে অতীব মনোহর হইয়াছিল।"

পরদিবস রাজ্ঞী ও কুমার বাল্‌মোরালে উপনীত হইলেন। কুমার স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, তিনি স্বীয় বন্দুক দ্বারা একটি সুন্দর হরিণ ও ৫০ টি বন্য কুক্কুট বধ করিয়াছিলেন। অপর স্থানের ন্যায় বাল্‌মোরালেও কুমার ইংরেজজাতির হিতকর বিষয়সমূহ সম্পাদনে ব্যাপৃত হইতেন। বালকগণকে রণতরির কার্য্যে কিরূপে শিক্ষা প্রদান করা উচিত, তাহা কুমারের পক্ষে অভিনব নহে। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি এতদ্বিষয়ক কমিটির সভাপতি লর্ড হার্ডুইকের সমীপে লিখিয়াছিলেন। "নৌসেনার নিমিত্ত যত সংখ্যক লোকের প্রয়োজন, তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক ব্যক্তি শিক্ষিত হইতেছে; অতএব চারি শত বালকের পরিবর্ত্তে বৎসরে দুই সহস্র বালক শিক্ষিত হওয়া উচিত এবং তাহাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত পোর্টস্-মাউথ ও প্লিমাউথে কেবল দুইখানি রণতরি না থাকিয়া

অন্যান্য বন্দরেও এই উদ্দেশ্যে অর্ণবপোত নিয়োজিত করা আবশ্যক।”

রাজপরিবার মধ্যে জন্মতিথির উৎসব সর্ব্বদা নিয়মিতরূপে রক্ষিত হয়। তদুপলক্ষে পরিবারবর্গের মধ্যে মঙ্গলকামনা প্রদর্শিত হইত। ১৭ই আগষ্ট রাজ্ঞীর জননী ডচেস্ অব্ কেণ্টের জন্মদিবস; কুমার ১৫ই আগষ্ট বাল্‌মোরাল হইতে তৎসমীপে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি প্রেরণ করিলেন। “দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৭ই তারিখ উপলক্ষে আপনার নিমিত্ত মঙ্গলকামনা অন্য পত্রের দ্বারা প্রকাশিত করিতে হইল। দুরদৃষ্টবশতঃ এক্ষণে আমাদিগকে প্রায়ই উক্ত দিবসে আপনার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতে হয়। আপনার তিনজন দৌহিত্র উপস্থিত থাকাতে, আশাকরি, আমাদিগের অভাব পরিপূরণ হইবে ও আপনাকে সন্তোষ করিতে পারিবে। কারণ আপনার ভগিনী রুশিয়ার গ্রাণ্ড ডিউক কনষ্টান্‌টাইনের পত্নী পীড়িতা থাকাতে আপনি জন্মতিথি-মহোৎসব সানন্দে উপভোগ করিতে সক্ষম হইবেন না। আপনার সেই দুশ্চিন্তা বালকবালিকাগণ আপনার নিকট থাকায় দূরীভূত হইবে এরূপ আশা করি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক জন্মদিবসোৎসবোপলক্ষে প্রেরিত উপহারদ্রব্য সমুদায় গ্রহণ করিবেন এবং আপনার বাসস্থান ফ্রগমোরে যে ভবদীয় অভিলষিত উন্নতি সমুদায় সংসাধিত হইয়াছে, তথায় উপস্থিত হইলেই তৎসমুদায় দেখিতে পাইবেন।”

২৬শে আগষ্ট কুমারের জন্মদিবস। ঐ দিবস তিনি বহু ব্যক্তির নিকট হইতে পত্রিকা ও উপহার প্রাপ্ত হইলেন। পরদিবস তদীয় জেষ্ঠ্যা কন্যার নিকট বার্লিনে লিখিলেন; “কল্য দীপাধারের নিম্নে টেবিলের উপর তোমার পত্র পাইয়া নিরতিশয় প্রীত হইলাম এবং তজ্জন্য তোমাকে সহস্র সহস্র

ধন্যবাদ দিতেছি। গতকল্য বাস্তবিক আমি তোমার অভাব অনুভব করিয়াছিলাম। বার্টি, আফি, বেবি এবং তুমি চারি জনই এখানে অনুপস্থিত, কিন্তু তোমরা সকলেই কার্য্যে নিযুক্ত ও সুস্থ আছ। সন্তানগণ সুস্থ থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে পিতার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত থাকে। এই বৎসর আমার জন্মদিবস রবিবার পড়িয়াছিল। এই দিবস স্কট্‌লণ্ডের সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ; কিন্তু আমার পক্ষে নিস্তব্ধ দিবসই পরম প্রীতি-প্রদ। যাহা হউক অত্রত্য অধিবাসিবর্গ ঐ দিবস উৎসব না করিয়া আগামী বৃহস্পতিবার মদীয় জন্মদিবস উপলক্ষে আমোদ প্রমোদ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।”

কুমার স্বীয় বিমাতার নিকট স্বকীয় জন্মদিবসোপলক্ষে মঙ্গলকামনা করিয়া পত্র প্রেরণ করায় ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর প্রেরণ করিলেন। তিনি কতিপয় দিবসাবধি অতিশয় অসুস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই পীড়া অতিশয় কষ্টকর হইয়াছিল কিন্তু সহিষ্ণুতাসহকারে সমুদায় কষ্ট সহ্য করেন। সত্বর তাহা সাংঘাতিক হইয়া উঠিল এবং কতিপয় সপ্তাহ পরে কুমার গোথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জীবিত দেখিতে পাইলেন না, কেবলমাত্র তাঁহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর কুমার ব্যারণ ষ্টক্‌মারের সমীপে লিখিলেন, “সময় অতীত হইতেছে; আমাদিগের স্কট্‌লণ্ডে অবস্থিতিকাল পুনরায় পরিসমাপ্ত হইয়া আসিল। আগামী কল্য আমরা ইংলণ্ড গমনার্থ মনোহর, বাল্‌মোরাল হইতে যাত্রা করিব। আমরা জননীর (ডিউক্ অব্ কেণ্টের পত্নী) সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দুই দিবস এডিনবরায় অবস্থান করিব; তৎপরে রাত্রিতে অস্‌বরণে গমন করিব। সায়ংকালে সাত ঘটিকার সময়

এডিনবরা হইতে যাত্রা করিলে পরদিবস প্রাতে নয় ঘটিকার সময় অস্‌বরণে উপস্থিত হইতে পারিব।”

১৮ই সেপ্টেম্বর রাজ্ঞী ও কুমার অস্‌বরণে উপস্থিত হইলেন। ২১ শে তারিখ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা কোবর্গ গমনের পূর্ব্বে একবার লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন। অস্‌বরণ হইতে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে কুমার স্বকীয় দুহিতার নিকট লিখিলেন ঃ—“সত্বরেই তোমার নিকট আর পত্র লিখিবার প্রয়োজন হইবে না। তোমাকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া পরম সন্তোষলাভে সমর্থ হইব, ইহা মনে করিয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইতেছি। কয়েক ঘটিকার মধ্যেই আমরা লণ্ডন-যাত্রা করিব এবং আগামী কল্য সায়ংকালে গ্রেভ্‌সেণ্ডে জাহাজা-রোহণ করিব। ঐ স্থান হইতে যাত্রাকালীন তুমি অশ্রুপাত করিয়াছিলে কিন্তু আমরা সেরূপ করিব না।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

২২শে সেপ্টেম্বর সায়ংকালে রাজ্ঞী ও কুমার রাজকুমারী আলিস সমভিব্যাহারে কোবর্গ গমনার্থ বকিংহাম রাজপ্রাসাদ হইতে গ্রেভ্‌সেণ্ডে যাত্রা করিলেন। লর্ড চার্চিল, জেনেরল গ্রে, কর্ণেল পন্সনবি এবং অপর কতিপয় রাজপুরুষবর্গ তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। লর্ড জন রসেল রেলওয়ে ষ্টেশনগৃহে তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গত হইলেন। তাঁহারা অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় 'ভিক্টোরিয়া আলবার্ট' নামক রাজকীয় অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া পরদিবস সায়ংকালে ছয় ঘটিকার সময় এণ্টওয়ার্পে উপস্থিত হইলেন। সেই রাত্রি জাহাজেই অতিবাহিত হইল। পরদিবস রাজ্ঞীর মাতুল রাজা লিওপোল্ড স্বকীয় পুত্র ও জামাতা সমভিব্যাহারে জাহাজে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনগৃহ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সহিত গমন করেন। তিনি ভার্ভিয়ার্স পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সহিত গমন করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন।ঃ—

"আমরা রেলগাড়ীতে কাউণ্ট অব্ ফ্লাণ্ডার্সের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, তিনি কুমারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডিউক অব্ কোবর্গের নিকট হইতে তারযোগে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, তদীয় বিমাতা সাতিশয় পীড়িতা হইয়াছেন; তাঁহারা প্রতিক্ষণে তাঁহার মৃত্যু আশঙ্কা করিতেছেন এবং তজ্জন্য

আমাদিগকে এক দিবস বিলম্ব করিতে কহিয়াছেন। আমরা তারযোগে প্রত্যুত্তর দিলাম যে এরূপ করা অসম্ভব; এবং ইহা কেবল ক্ষণিক ভয়মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া ফ্রাঙ্কফোর্টে আমাদিগকে সংবাদ দিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু হায়! আমরা ভার্ভিয়ার্সে উপস্থিত হইয়া তারযোগে সংবাদ পাইলাম যে, সেই দিবস প্রাতঃকাল পাঁচ ঘটিকার সময় শ্বশ্রূ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। হায়! কি ভয়ানক শোকাবহ সমাচার! তিনি যে আর অধিক দিবস জীবিত থাকিবেন না তাহা আমরা সম্পূর্ণই অবগত ছিলাম; কিন্তু মধ্যে কিয়ৎকাল অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছিলেন। শনিবার আলবার্ট তৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট অন্য হস্তলিখিত একখানি পত্র পাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি আমাদিগের আগমন নিমিত্ত আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন। কি কুক্ষণেই আমরা উপস্থিত হইলাম।

"৭ ঘটিকার সময় ফ্রাঙ্কফোর্টে উপস্থিত হইলাম। তথায় সম্মানসূচক রক্ষিবর্গ ও সঙ্গীতদল আমাদিগের অভ্যর্থনার্থ উপস্থিত দেখিয়া আমি বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। প্রুশিয়ার রাজকুমারপত্নী ও ফ্রিট্জ্ তথায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কোবর্গের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই আমাদিগের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। আলবার্ট পূর্ব্বপরিচিত স্থান সমুদায় জন্য চিনিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় কোবর্গে উপস্থিত হইলাম। আমরা সামান্য ব্যক্তির ন্যায় বিনা আড়ম্বরে কোবর্গ প্রবেশ করিলাম। আর্ণেষ্ট ও ফ্রিট্জ্ শোকসূচক বস্ত্র পরিধান করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাঁহাদিগের মুখে বাঙ্নিষ্পত্তি নাই। যদিও অনেক প্রিয়তম ব্যক্তি তথায় সমাগত তথাপি কেহ হর্ষপ্রকাশ করিলেন না। রাজপ্রাসাদে প্রবেশ কালীন

আমরা সাতিশয় শোকার্ত্ত হইয়াছিলাম। পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমরা এখানে আসিয়াছিলাম, তখন বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কতশত আত্মীয়বর্গ আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তখন ও এখনকার ভাব কতই বিভিন্ন।

"ডিউক অব্ কোবর্গের পত্নী আলেক্জাণ্ড্রাইন ও ভিকী অতিশয় শোকার্ত্ত, তাহাদিগের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ আবরণে আচ্ছাদিত। আমরা সস্নেহে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া দ্বিতলে আরোহণ করিলাম। আমি এরূপ শোকার্ত্ত ও আমার সর্ব্বাঙ্গ এরূপ কম্পান্বিত হইয়াছিল যে, কিয়ৎক্ষণ আমার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। আমরা বৃহৎ কক্ষের মধ্য দিয়া আমাদিগের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। এই গৃহে মদীয় শ্বশ্রূ অবস্থান করিতেন। আমরা কিয়ৎক্ষণ একত্রে উপবিষ্ট রহিলাম, তৎপরে প্রিয়তম দৌহিত্র উপস্থিত হইল। কি সুন্দর বালক! কৃষ্ণবর্ণের ধনুরঙ্কিত শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক ধাত্রীর হস্তাবলম্বন করিয়া আগমন করিল। বালকটি অতি সুন্দর ও স্থূলকায়; তাহার বর্ণ শুভ্র, শরীর কোমল, অংসদেশ, জঙ্ঘাদ্বয় ও বাহুযুগল অতীব মনোহর। তাহার মনোরম মুখমণ্ডল ভিকী ও ফ্রিট্‌জের অনুরূপ। তাহার চক্ষু ফ্রিট্‌জের সদৃশ এবং বদন ভিকীর তুল্য; তাহার কেশগুচ্ছ কুটিল, বিরল। তাহাকে দর্শন করিয়া আমরা পরম প্রীত হইলাম।"

পরদিবস ২৬শে সেপ্টেম্বর বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইল। ঐ দিবস রাজ্ঞী ও কুমার পূর্ব্ব পরিচিত কতিপয় স্থান দর্শন করেন। তাঁহারা সায়ংকালে গৃহে প্রত্যাগত হইলে ব্যারণ ষ্টকৃমার তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহাদিগের সহিত অবস্থান করিলেন। কুমার তদীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন, "আমরা তাহাকে বৃদ্ধ

দেখিলাম, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে সুস্থ। বৈকালিক ভ্রমণ উল্লেখ করিয়া রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন ; "এখানে আমরা শকট হইতে অবতরণ করিয়া মাঠে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর তীর দিয়া কুমারের জন্মস্থান রোসনো অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আলবার্ট প্রথমতঃ তথায় যাইতে অনভিমত করিলেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলে আমরা আর সেই স্থানদর্শন-লালসা সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমরা উহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। তথাকার প্রতি পদার্থ, উদ্যান ও দৃশ্যাবলী মনোহর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ছয় ঘটিকার সময় গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম পুত্রকন্যাগণের নিকট হইতে অনেক পত্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। রাত্রি এগারটা বাজিবার পনর মিনিট থাকিতে আলবার্ট, ডিউক অব্ কোবর্গ ও রাজকুমার ফ্রেডরিক, উইলিয়ম তিনজনে উপরতা ডচেস্ অব্ কোবর্গের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনার্থ গোথা যাত্রা করিলেন। পরদিবস প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হইল।"

কুমার কোবর্গে প্রত্যাগমন করিয়া ডচেস্ অব্ কেণ্টের সমীপে এক পত্র প্রেরণ করিলেন ; নিম্নে তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। "ভিক্টোরিয়া ও আলিস পূর্ব্বে আপনাকে জ্ঞাত করিলেও আমি স্বহস্তে আমার নিজের সমাচার প্রদান করিতেছি। কোবর্গ পূর্ব্বেকার অপেক্ষা অধিকতর মনোহর বলিয়া বোধ হইতেছে এবং আকাশও পরিষ্কার। ভিকী ও ফ্রিট্জ্ কুশলে আছে। আপনার দৌহিত্রীপুত্র অতিশয় চতুর ও সুশ্রী হইয়াছে। সে পুত্রের যেরূপ পিতা মাতা উভয়ের অনুরূপ হওয়া উচিত তাহা হইয়াছে। আমি বিমাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনার্থ গোথায় গমন করিয়াছিলাম। কল্য

বেলা সাত ঘটিকার সময় সেই শোচনীয় ক্রিয়া রাজপ্রাসাদমধ্যে সম্পাদিত হইয়াছে। হায়! জননী পীড়ার সময় কতই ক্লেশ-ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে গোথা বিষাদময় প্রতীয়মান হইতেছে।”

২৯শে সেপ্টেম্বর রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন, “অদ্য কি মনোহর দিবস। এখানে আসিয়া প্রিয়স্থান সমুদায় দর্শন ও প্রিয়তম আলবার্টকে সুখী অবলোকন করিয়া আমি সাতিশয় প্রীতি উপলব্ধি করিতেছি। আমরা শুনিলাম যে, অসবরণে কতিপয় দিবস আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, দিবস নিরানন্দময় হইয়াছিল কিন্তু বাল্‌মোরালের আকাশ পরিষ্কার। অদ্য দুই সপ্তাহ হইল, আমরা ঐ মনোহর স্থান পরিতাগ করিয়া আসিয়াছি। প্রায় একটার সময় আমরা আত্মীয়বর্গ, বালকগণ, লেডি চার্চিল ও সার জন রসেলের সমভিব্যাহারে রোসনো অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ইংরেজ সঙ্গিগণ প্রত্যেক পদার্থ দেখিয়া বিমোহিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা দেশের ও রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য্য ও অধিবাসিগণের নিস্তব্ধতা অবলোকন করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। এরূপ স্বভাবের শোভাবিশিষ্ট মনোহর ও প্রফুল্লতাময় দেশ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।”

দুই দিবস পরে এক বিপদপূর্ণ দিবস উপস্থিত হইল। এই দিবস কুমারের জীবন বিপদাপন্ন হইয়াছিল। ১লা অক্টোবর রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন, “অধিক কিছু লিখিবার পূর্ব্বে আমি প্রিয়তম আলবার্টের জীবন রক্ষার নিমিত্ত পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমি সে বিপদের কথা স্মরণ করিয়া কম্পিত হইতেছি। তিনি যে প্রকারে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহা অতি বিস্ময়কর এবং ঈশ্বরের কৃপা বশতঃই তদীয় জীবন রক্ষিত হইয়াছে। ঈশ্বর কি দয়াবান!”

কুমার প্রাতঃকালে মৃগয়ার্থে কোলেনবর্গে গমন করিলেন এবং রাজ্ঞী কোবর্গে পত্র লেখায় ব্যস্ত রহিলেন। বেলা হইলে রাজ্ঞী, রাজকুমারী আলিস, জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং ডচেস্ অব্ কোবর্গের সমভিব্যাহারে কোলেনবর্গে যাত্রা করেন। বৈকালে কুমারের কোনও বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কোবর্গে প্রত্যাগমন করিবার প্রয়োজন থাকায় তাঁহারা তথায় তাঁহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। কুমার একাকী এক অনাবৃত চারিঘোড়ার শকটে আরোহণ করিয়া গমন করিলেন। দুর্গ হইতে তিন মাইল অন্তর থাকিতে অশ্বগণ ভীত, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বেগে ধাবমান হইল। কোবর্গ হইতে এক মাইল দূরে সেই পথ এক রেলের পথের উপর দিয়া গিয়াছে। রেলের পথের উপর দিয়া গাড়ীর পথ রোধ করিবার নিমিত্ত দ্বারবদ্ধ ছিল এবং দ্বারের পার্শ্বে একখানি মালগাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। কুমার এই সমুদায় দেখিয়া এবং ধাক্কা লাগা কোন প্রকারে প্রতিহত করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, গাড়ী হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভূমে পতিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়েন নাই। কেবলমাত্র তাঁহার নাসিকা, হস্তের তলভাগ, বাহু ও জানু ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল। এমন কি তিনি শকটচালকের সাহায্যার্থে সত্বর তাহার সমীপে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গাড়ী রেলপথের দ্বারে আঘাত লাগিয়া উল্টাইয়া পড়া পর্য্যন্ত শকটবান গাড়ীতে ছিল। একটি ঘোটক তৎক্ষণাৎ হত হইল; অপর তিনটি শকট হইতে মুক্ত হইয়া কোবর্গ অভিমুখে বেগে ধাবিত হইল। তথায় কর্ণেল পনসনবি তাহাদিগকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ একখানি শকট সংগ্রহ পূর্ব্বক, রাজ্ঞীর চিকিৎসক ডাক্তার বেলি ও কোবর্গের ডিউকের চিকিৎসক সমভিব্যাহারে ঘটনাস্থলে গমন করিলেন। কুমার ডাক্তারগণকে শকটবানের

প্রতি অভিনিবেশ প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং কর্ণেল পনূসনূবিকে রাজ্ঞীর নিকট ঐ সমাচার প্রদান করিতে প্রেরণ করিলেন। পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা রাজ্ঞীর দৈনন্দিন বিবরণীপাঠে সম্যক্ অবগত হওয়া যায়।

"আমরা কোবর্গের দূরবর্ত্তী দৃশ্য চিত্রিত করিয়া প্রফুল্লচিত্তে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলাম। এক কৃষকপত্নী ভিকীকে কহিল যে, তাহার পরিচ্ছদ ভূমিতে লুণ্ঠিত হওয়াতে মলিন হইতেছে, অতএব তজ্জন্য তাহা উত্তোলন করিয়া লইতে উপদেশ প্রদান করিল। আমরা তাহা শুনিয়া সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইলাম। তৎপরে আমরা গাড়ীর নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময়ে কর্ণেল পনূসনূবি এক শকটে আরোহণ পূর্ব্বক আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি কহিলেন, আলবার্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তিনি আমাদিগের সমীপে আসিয়াছেন। তদীয় শকটে এক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আলবার্ট আহত হয়েন নাই, কেবলমাত্র তাঁহার নাসিকাদেশ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। ডাক্তার বেলি তাঁহাকে দেখিয়া কহিয়াছেন যে ইহাতে ভয় নাই। এইরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমি অতিমাত্র কাতর অথবা ভীত হইলাম না। অবশেষে কর্ণেল পনূসনূবি কহিলেন যে, ঘোটক সকল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া একদিকে পলায়ন করিয়াছে, এবং আলবার্ট গাড়ী হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া ভূমে নিপতিত হইয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি নিরতিশয় ভীত হইলাম। আমি ও আলিস সেই শকটারোহণ করিয়া প্রত্যাগমন করিলাম। কর্ণেল পনূসনূবি শকটবানের সহিত একত্রে উপবেশন করিল। আমি একেবারে প্রিয়তম আলবার্টের কক্ষে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম যে, তিনি স্থিরভাবে স্বকীয় পরিচারকের শয্যায় শয়ান; নাসিকা,

বদন ও চিবুকের ক্ষতস্থানে পটি দেওয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধ ষ্টকৃমার ডাক্তার বেলির সহিত তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান। আলবার্টের বদনকমল প্রফুল্ল; ভয়ানক দুর্ঘটনা ও ঈশ্বরানুগ্রহে তাহা হইতে রক্ষা পাওয়ার বিষয় বর্ণনা করিতেছিলেন। ডাক্তার বেলি কহিলেন যে, আলবার্ট কিছুমাত্র সংজ্ঞাহীন হয়েন নাই, এবং কিছুমাত্র বিশেষ আঘাতও প্রাপ্ত হয়েন নাই। তাঁহার মুখশ্রীর কোনও বিকৃতি হইবে না। আমার মনে তখন কত প্রকার চিন্তা উদিত হইতে লাগিল। আমি ভ্রমপূর্ণ সংবাদ প্রেরণ ভয়ে তৎক্ষণাৎ স্বয়ং তারযোগে ইংলণ্ড প্রভৃতি অনেক স্থানে প্রকৃত সংবাদ প্রেরণ করিলাম।"

২রা অক্টোবর রাজ্ঞী স্বকীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন, "প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা ও মনে শান্তিসুখ অনুভব করিলাম।" পরদিবস কুমার অনেক পরিমাণে সুস্থ হইয়াছিলেন। প্রায় সাত ঘটিকার সময় শয্যা পরিত্যাগ করেন। রাজ্ঞী তাঁহার প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তিনি সজ্জিত হইয়া বহির্গমনার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু সে দিবস তাঁহাকে গৃহ পরিত্যাগ করিতে দেওয়া হয় নাই। অনেক ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন।

রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন, "প্রাতর্ভোজনের পর আমরা সকলে নিম্নে আসিয়া সদাশয় ষ্টকৃমারকে দেখিলাম। কুমারের কি দুর্ঘটনাই ঘটিতে পারিত, ইহা সারারাত্র চিন্তা করিয়া তিনি অর্দ্ধক্ষিপ্তবৎ হইয়াছিলেন। আলবার্ট কিয়ৎ পরিমাণে আরোগ্য হওয়ায় অনেক পত্রাদি আসিয়া উপস্থিত হইল। ফরাসী সম্রাট ও তৎপত্নী আলবার্টের সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আহারের পর অনেকে কুমারের সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমার হৃদয় চিন্তাকুল ছিল। দশটা বাজিয়া পনর মিনিট হইলে আমরা সকলে নিম্নতলে আলবার্টের প্রকোষ্ঠে আগমন করিলাম ও রাত্রিতে এগারটা বাজিবার কুড়ি মিনিট থাকিতে প্রত্যাগমন করিলাম। আলবার্ট সর্ব্বক্ষণ প্রফুল্ল ও কথোপকথনে ব্যাপৃত রহিলেন।"

৩রা অক্টোবর কুমার এরূপ সুস্থ হইয়াছিলেন যে, তিনি অভ্যন্তকার্য্যে নিযুক্ত হইতে সক্ষম ও ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলেন। তাঁহার একটি জানুতে তখনও ক্ষত ছিল। অতএব সেই জানু না মুড়িয়া মৃদু মৃদু ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই দিবস কুমার প্রাণিবৃত্তান্ত ও খনিজদ্রব্য বিষয়ক মিউজিয়ম্ (অলৌকিক বস্তুজাত সংগ্রহ) পরিদর্শন করিলেন। তিনিও তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইহা সংস্থাপন করেন; তথায় সুশৃঙ্খলতা বিদ্যমান ছিল। তাঁহারা বাল্যকালে সেই মিউজিয়ম্ সংস্থাপন করাতে ইহা দেখিয়া বহু প্রীতিকর অতীত ঘটনা কুমারের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়াছিল। পরদিবস রাজ্ঞী রাজকুমারী আলিস সমভিব্যাহারে রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে ব্যারণ ষ্টকৃমারের বাটীতে শকটারোহণে গমন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দ্বারদেশে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় পত্নীর প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। তাঁহারা এই প্রথমতঃ ষ্টকৃমারের পত্নীকে অবলোকন করিলেন। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন যে, "তিনি অতিশয় শিক্ষিতা, সদালাপী ও তাঁহার সহবাস অতিশয় প্রীতিকর। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন। তিনিও ষ্টকৃমারের অনুরূপ; বরং পরিচ্ছদে আরও সরল। তাঁহার মস্তকে কোনওরূপ আবরণ নাই। তদীয় মস্তকের একগাছি কেশও শুক্ল হয় নাই। ষ্টকৃমার আমাকে স্বকীয় চিত্রাবলী প্রদর্শন করাইলেন। অবশেষে

উপরতলে তদীয় উপবেশনগৃহে লইয়া গেলেন। তথায় আমি মৎপ্রদত্ত চিত্রখানি দেখিলাম।

কুমার উত্তরোত্তর সুস্থ হইতেছিলেন এবং সেই দিবস রোস্‌নো নগরে ভ্রমণ করিতে গমন করিয়া ঐ নগরের পার্শ্বস্থিত কোনও উচ্চতর প্রদেশে পদব্রজে আরোহণ করিলেন।

৫ই অক্টোবর কুমার তদীয় বৃদ্ধ শিক্ষক হার্‌ফ্লর্স্‌জের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তদীয় গৃহে গমন করিলেন। কুমার ও তদীয় ভ্রাতা ডিউক অব্‌ কোবর্গ তাঁহার বাসের নিমিত্ত রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে ঐ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে রাজকুমারগণের, রাজ্ঞীর ও তৎসন্ততিবর্গের রচিতচিত্রে পরিপূর্ণ ছিল।

তৎপরদিবস রাজ্ঞী লিখিয়াছেন ঃ—"অদ্য প্রাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, তৎপরে প্রচুর বৃষ্টি হইতেছিল। প্রিয়তম দৌহিত্রটি কি সুশীল ও স্নেহভাজন। আমরা নিস্তব্ধে অপ্রশস্ত পথ দিয়া গমন করতঃ এক মনোহর উপত্যকায় উপনীত হইলাম; তথায় এক মঞ্চ রচিত হইয়াছিল। তদুপরি আলফ্রেড্‌, আর্ণেষ্ট, ফ্রিট্‌জ্‌ এবং লর্ড জন রসেল বন্দুক লইয়া আরোহণ করিলেন, এবং আমরা স্ত্রীলোকগণও তদুপরি আরোহণ করিলাম। তৎপরে বন্যবরাহ সমুদায় বিত্রাসিত করা হইল। এই কার্য্যটি সফল হইয়াছিল, সাতটি বৃহৎ বৃহৎ সুন্দর শূকর হত হইল। মৃগয়া দর্শন করিয়া সকলে উৎসাহিত হইয়াছিল। আলবার্ট তিনটি বরাহ বধ করিলেন এবং প্রত্যেক গুলি দ্বারা তাহাদের মর্ম্মস্থান আহত করিয়াছিলেন। ফ্রিট্‌জ্‌ একটি এবং লর্ড জন রসেল ও কর্ণেল পন্‌সন্‌বি একত্রে একটি বরাহ বধ করিলেন। পুরুষগণ সকলে শীকার দর্শন করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। আহত বরাহ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার নিমিত্ত কতিপয়

ক্ষুদ্রকায় সাহসী কুক্কুর প্রেরিত হইল। যে বরাহগুলি গুলি দ্বারা একেবারে হত হয় নাই, সেগুলি বধ করিবার নিমিত্ত বর্ষা গ্রহণ করিয়া পুরুষগণ গমন করিলেন। কেহ একটার অধিক বধ করিতে না পারাতে আলবার্ট অতিশয় প্রীত হইলেন। আমরা ছয়টার সময় গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম যে, ষ্টকৃমার আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সহিত আলাপ করা কি প্রীতিকর! তিনি অতিশয় সহৃদয় ও বিজ্ঞ। আহারের পর অতি মনোহর ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত গীত হইল।”

পরদিবস রবিবার ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনার পর রাজ্ঞী ও কুমার উইমারের গ্রাণ্ড ডিউক ও তৎপত্নীকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা সেই দিবস তথায় অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত উইমার হইতে আগমন করিয়াছিলেন। বৈকালে রাজ্ঞী রোসনোর পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ শেষদর্শন করিতে গমন করিলেন। রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন। “আমরা রোস্‌নো সম্যকরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত গমন করিলাম। তদুপযোগী এক উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এবং আমি মনোমত একখানি ইহার চিত্র প্রস্তুত করিলাম। তৎকালে এক সুন্দরী বৃদ্ধা রবিবারের পোষাকে ভূষিতা হইয়া আমাদিগের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছিল। আমি তাহাকে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইতে কহিলাম, সে তাহার ঝোড়া পৃষ্ঠে লইয়া দাঁড়াইলে আমি তাহার একখানি চিত্র অঙ্কিত করিলাম। আমি চিত্র সম্পূর্ণ করিয়া তাহাকে দেখাইলাম এবং সে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল। সে তাহার পৌত্রকে চিত্র দেখিতে আহ্বান করিল এবং আমার সহিত করমর্দ্দন করিল। এখানকার লোক সকল অতিশয় সৎ, সরল ও অকপট। এই স্ত্রীলোকটির নাম এলিজাবেথ করূণ। তৎপরে রবিবারের পরিচ্ছদে ভূষিত

একজন কৌতুকপ্রিয় মদ্যপায়ী বৃদ্ধ আমাদিগের শকটের নিকটে উপস্থিত হইল। তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়াতে সে অসন্তুষ্ট হইল। তাহার আভ্যন্তরিক জামায় রূপার বোতাম ছিল। আমাদিগের ভৃত্যগণ তাহাকে সরিয়া যাইতে কহিলে সে কহিল যে, তোমরা আমার সহিত গোলমাল না করিলে আমিও তোমাদিগের সহিত কলহ করিব না।"

৯ই অক্টোবর রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন, "আমি অদ্য ষ্টকুমারের সহিত শেষবার সাক্ষাৎ করিয়া বিবিধ বিষয়ে সংলাপ করিলাম। তাঁহার যাইবার সমকালে প্রিয়তম বালক উইলিয়ম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া ইতঃস্তত ক্রীড়া করিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় বিদায়গ্রহণ করাতে ষ্টকুমার অধিক পরিমাণে বিমর্ষ হইলেন না।"

সেই দিবস রাজ্ঞী ও কুমারের কোবর্গ অবস্থানের শেষ দিবস। তাঁহারা বহুতর ব্যক্তির নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া বিমর্ষচিত্তে স্ব স্ব শয়নাগারে গমন করিলেন। পরদিবস বেলা দশটার সময় রাজ্ঞী লিখিয়াছেন, "আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে প্রিয়তম কোবর্গ হইতে বিদায়গ্রহণ করিলাম। যে পর্য্যন্ত দেখা গেল, ততক্ষণ রেলগাড়ী হইতে আমরা কোবর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলাম। আমরা যে পথে কোবর্গে গিয়াছিলাম সেই পথ দিয়া প্রত্যাগমন করিলাম। কিন্তু আমার চিত্ত দুঃখার্ত্ত থাকায় আমি পথপার্শ্ববর্ত্তী মনোহর দৃশ্যাবলীর প্রতি নেত্রপাত করিতে অভিলাষিণী হইলাম না। কোবর্গে চতুর্দ্দশ দিবস অবস্থিতিকালে যে নানাবিধ শোক, দুঃখ, বিশেষতঃ আলবার্টের যে বিপদ ঘটিয়াছিল তাহা চিরকাল স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিবে।"

রাজ্ঞী ও কুমার ফ্রাঙ্কফোর্টে উপস্থিত হইলে প্রুশিয়ার

যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে মেয়েন্স পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন, “প্রাতর্ভোজনের পর বেলা দশ ঘটিকার সময় ডিউক অব্ নসা ও রাজকুমার নিকোলাস কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। এগার ঘটিকার সময় হেসি ডারমৃষ্টটের রাজকুমার ও তৎপত্নী আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজকুমারপত্নী অতিশয় সদয় ও মৈত্রীভাব প্রদর্শন করিলেন। রাজকুমার অতিশয় শিষ্টাচারী ও নম্র প্রকৃতি, কিন্তু অতিশয় লজ্জাশীল।”

এইরূপ স্থিরীকৃত হইল যে, হেসি ডারমৃষ্টটের রাজকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকুমার লুই বর্ত্তমান বৎসরের শেষভাগে ইংলণ্ডে আগমন করিবেন। তৎকালে রাজকুমারী আলিস্ ও তিনি বিশেষরূপে আলাপ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইবেন। কুমার প্রুশিয়ার যুবরাজকে অনুরোধ করিয়া প্রিন্স লুইকে তাঁহার সৈন্যশ্রেণী হইতে অবসর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

কব্‌লেঞ্জের ষ্টেশনগৃহে রাজপর্য্যটকগণের প্রুশিয়ার রাজকুমারপত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা একত্রে রাজপ্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই দিবস বৃষ্টি হইতেছিল; রাজ্ঞীর গলদেশে ক্ষত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন। অতিশয় অসুস্থ হইলেও রাজ্ঞী সকলের সহিত আহার করিলেন, ও আহারকালে কাউণ্ট ব্লুকার ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত কথোপকথন হইয়াছিল।

১৩ই অক্টোবর বেলা এগার ঘটিকার সময় রাজ্ঞী ও কুমার কব্‌লেঞ্জ হইতে যাত্রা করিলেন। রাজ্ঞী গলদেশের ক্ষতের নিমিত্ত অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। সেই দিবস অতিশয়

বর্ষা ও শীতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। রাজ্ঞী তদীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে ঐ দিবস বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন; "কলোনে প্রিয়তম বালক উইলিয়ম আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের নিমিত্ত আমাদিগের শকটে আনীত হইল। ভিকী ও ফ্রিট্জের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তাহার কলোনে অবস্থান করিবার কথা ছিল। বিদায়গ্রহণ কালে আমি অতিমাত্র কাতর হইয়াছিলাম।"

আয়-লা-সাপেলে প্রুশিয়ার যুবরাজ ও তৎপত্নী রাজ্ঞী ও কুমারের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধঘণ্টা ভ্রমণের পর তাঁহারা প্রুশিয়ার সীমা অতিক্রম করিলেন। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন, "এখানে সন্তানগণের নিকট হইতে আমাদিগের বিদায় লইতে হইয়াছিল। ঐ সময় অতিশয় কষ্টকর হইয়াছিল। ভিকীকে কাতরা দেখিয়া আমি ও আলিস উভয়েই কাতর হইলাম। ষ্টেশনগৃহে আমার প্রিয়তম মাতুল রাজা লিওপোল্ড আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। আমি অতিকষ্টে পদসঞ্চারে গমন করিলাম; উপরে উঠিতে আরও কষ্ট হইল। ডাক্তার বেলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, আমার গলদেশের ক্ষত বৃদ্ধি হইয়াছে ও জ্বর হইয়াছে। অতএব সে দিবস কাহারও সহিত দেখা করিতে এবং স্বগৃহ হইতে অন্যত্র গমন করিতে নিষেধ করিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের পর এক দিবসও আমি এরূপ পীড়িত হই নাই।"

পরদিবসও রাজ্ঞী স্বগৃহ হইতে বাহির হয়েন নাই। তিনি স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন, "অদ্য আমি অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছি, কিন্তু অদ্যও গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। অদ্য মাতুল মহাশয় আমার সম্মানার্থে বহুতর ব্যক্তি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। অদ্যকার দিবস আবদ্ধ থাকা আমার পক্ষে

অতিশয় কষ্টকর। গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আমি সঙ্গীত শ্রবণ করিতে পাইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে লেডি চার্চিল আমার নিকট আগমন করিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিলেন। পরে ডাক্তার বেলি আমাকে দেখিয়া সুস্থ আছি কহিলেন।”

ঐ দিবস কুমার স্বীয় জ্যেষ্ঠা তনয়াকে লিখিলেন, “যে কয়েক দিবস আমরা তোমার সহিত একত্রে বাস করিয়াছিলাম সেগুলি পরম সুখে অতিবাহিত হইয়াছে। কোবর্গে বাস করিয়া আমি বাস্তবিক অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমার পুরাতন দোলায় শয়ন করিয়া তোমার সন্তানদিগকে আনন্দিত দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। পিতৃব্য (রাজা লিওপোল্ড) কুশলে আছেন।” তৎপরে কুমার ব্যারণ ষ্টক্-মারের সমীপে লিখিলেন, “আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা মহাশয়কে বিদিত করিব। আমরা এক্ষণে ব্রসেল্‌স নগরে অবস্থান করিতেছি। ভিক্টোরিয়া অসুস্থ, তাঁহার কর্ণমূল ও গলদেশ ক্ষত হইয়াছে জ্বরও আছে। কব্‌লেঞ্জে অবস্থানকালে প্রথমরাত্রে আমারও ঐরূপ অসুখ হইয়াছিল। কিন্তু আমি এক্ষণে সুস্থ হইয়াছি কেবল গলদেশে অল্পমাত্র ক্ষত আছে। সম্প্রতি অত্যন্ত বর্ষা ও শীত হইয়াছিল।”

১৫ ই অক্টোবর রাজ্ঞী লিখিয়াছেন “আমি সুখে গত রজনী অতিবাহিত করিয়াছি, এবং আমিও সুস্থ ছিলাম। গলদেশে অল্পমাত্র বেদনা অনুভূত হইতেছে। অদ্য ২১ বৎসর অতীত হইল আমরা বিবাহাঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছিলাম। ঈশ্বর আমাকে আরও অনেকবার এই বাৎসরিক উৎসব অবলোকন করিতে সক্ষম করুন। আলবার্ট প্রাতঃকালে ও বৈকালে প্রদর্শনী দর্শনে গমন করিয়া অনেক দ্রব্য ক্রয় করিয়াছেন। তিনি এই দিবসের স্মরণার্থ আমাকে মনোহর বলয় প্রদান করিয়াছেন।”

রাজ্ঞী অতিশয় দুর্ব্বল হইলেও দিবাভাগে শকটারোহণে ভ্রমণে বহির্গত হইলেন ও সায়ংকালে রাজা লিওপোল্ড ও তদীয় পুত্রগণ সমভিব্যাহারে একত্র ভোজন করিলেন। পর-দিবস রাজ্ঞী বিশেষরূপে সুস্থ হওয়ায় ইংলণ্ডগমনার্থ যাত্রা করিলেন। রাজা লিওপোল্ড ও তদীয় পুত্রগণ সমভিব্যাহারে বেলা দেড়টার সময় ব্রসেল্‌স হইতে যাত্রা করেন। তাঁহারা তৎসমভিব্যাহারে আণ্টওয়ার্প পর্য্যন্ত গমন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী ও কুমার আণ্টওয়ার্পে উপস্থিত হইয়া অনতিবিলম্বে রাজকীয় অর্ণবপোতে আরোহণ করিলেন। জাহাজ ছাড়িবার পর এক ঘণ্টার মধ্যে অন্ধকার হইয়া আসিল, নভোমণ্ডল মসীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল এবং মূষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তজ্জন্য কিয়ৎকাল জাহাজ স্থগিত করিতে হইল। পরদিবস প্রাতঃকালে ছয় ঘটিকার সময় গ্রেভ্‌সেণ্ডে উপনীত হইয়া আট ঘটিকার সময় উইণ্ডসর দুর্গে উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন "সমস্ত পুত্রকন্যাদিগকে কুশলে দেখিলাম, তাহারা আমাদিগের আগমনে হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রিয়তমা বালিকা ব্রিটিশও তাহাদিগের মধ্যে ছিল।"

কুমার ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে কোবর্গের দুর্ঘটনায় তাঁহার মুখমণ্ডল যে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল তাহার চিহ্ন সমুদায় বিলুপ্ত হইয়াছিল বটে; কিন্তু কি ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিতে পারিত সেই চিন্তা রাজ্ঞীর হৃদয়ে তৎকালপর্য্যন্ত জাগরূক ছিল। কেবল ব্যারণ ষ্টক্‌মারের নিকট রাজ্ঞী স্বকীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া-ছিলেন। তৎসকাশেও তিনি মনোভাব গোপন করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন। ব্যারণ ষ্টক্‌মার পূর্ব্বেই তাঁহাকে কুমারের বিপদের বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, কুমারের বিপদের বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি অতিমাত্র ভীত

ও উন্মত্তবৎ হইয়াছেন। রাজ্ঞী কুমারের জীবনরক্ষাবশতঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কোনও চিরস্থায়ী স্মারক-চিহ্ন স্থাপন করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি ইংলণ্ডে আগমনের পর তৃতীয় দিবসে, ২০ শে অক্টোবর স্বকীয় কোষাধ্যক্ষ সার চার্লস্ ফিপ্সের সমীপে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিলেন।"

"রাজ্ঞী এক্ষণে পূর্ব্বসঙ্কল্পিত, অপ্রকাশিত এক বিষয়ের প্রস্তাব করিতেছেন। কুমার সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছেন, পাছে কেহ ইহা বিবেচনা করেন এবং পাছে তদীয় ভ্রাতা ডিউক অব্ কোবর্গ আশঙ্কিত হয়েন তন্নিমিত্ত তিনি, রাজ্ঞী দুর্ঘটনাকালে যে ধীরভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন আপনি বিবেচনা করিতে পারেন যে, রাজ্ঞী এই বিপদের গুরুত্ব অথবা ঈশ্বরানুগ্রহে কুমার যে সাংঘাতিক আঘাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়েন নাই। কিন্তু রাজ্ঞী যখন কোন বিষয়ের নিমিত্ত অতিশয় চিন্তিত হয়েন তখন তিনি স্বভাবতঃ গম্ভীরভাব ধারণ করেন। সম্ভবতঃ কি বিপদ ঘটিতে পারিত তাহা রাজ্ঞী কখন কহেন নাই ও বলিতে সক্ষম নহেন। তিনি সমুদায় বিপদ স্বীকার করেন নাই, কারণ তাহা হইলে সেকথা ভাবিলে তাঁহার মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান হইত। প্রয়োজনীয়তা ও ঔচিত্যবোধে তিনি বিপৎপাতকালে এইরূপ ঔদাসীন্যভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং এইরূপ নীতি অবলম্বন করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন। তদীয় স্বামীকে একমাত্র প্রাণরক্ষার উপায় অবলম্বনের বুদ্ধিপ্রদানার্থ ও বিপদের সময় তাঁহাকে রক্ষা করার নিমিত্ত তিনি ঈশ্বরের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিয়াছেন। তিনি তজ্জন্য চিরস্থায়ী মনোভাবব্যঞ্জক কোন নিদর্শন স্থাপন না করিয়া নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করিতে

পারেন না। পূর্ব্বকালের প্রথা অনুসারে বিপৎপাতের স্থানে কোনও ধর্ম্মমন্দির অথবা স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপিত হইত। কিন্তু রাজ্ঞী, যদ্দ্বারা সাধারণের উপকার হয় এরূপ কোন স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিতে অভিলাষ করেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, তিনি তদীয় প্রিয়তম স্বামীর জন্মস্থান কোবর্গে, অতিথিশালা সংস্থাপন অথবা কোন বিদ্যালয় বা চিকিৎসালয়ের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া সেই অংশ রাজ্ঞীর নামে অভিহিত হয়। রাজ্ঞী বিবেচনা করেন যে, এই উদ্দেশ্যে এককালীন দশ সহস্র অথবা বিশ সহস্র মুদ্রা দান, অথবা বাৎসরিক কিয়ৎ পরিমাণে দান করিলে অধিক ব্যয় করা হইবে না। এই কার্য্য সম্পন্ন না হইলে তিনি সুস্থির হইতে পারেন না। তিনি দিবারাত্র এই বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন।"

পূর্ব্বোল্লিখিত উদ্দেশ্যানুসারে রাজ্ঞী কোবর্গে চিরস্থায়ী দানশালা সংস্থাপনে সঙ্কল্প করিলেন। প্রতিবৎসর ১লা অক্টোবর কুমারের জীবনরক্ষার দিবসে ঐ আলয় হইতে দীন দুঃখী দিগকে অর্থদান করা হইবে। কোবর্গের ডিউক ও তৎপত্নী এই দাতব্যশালা রাজ্ঞীর নামে অভিহিত হইতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। 'ভিক্টোরিয়া ফাউন্‌ডেসন' নামক এক "ট্রাষ্ট ফণ্ড" সংস্থাপিত হইল। দশ সহস্র মুদ্রার অধিক ইহাতে প্রদত্ত হইল। কোবর্গের প্রধান যাজক ও অপর এক ব্যক্তি ট্রাষ্টি (ন্যাসধারী) নিযুক্ত হইলেন। প্রতি বৎসর ১লা অক্টোবর নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে কোবর্গের অতি সৎ-স্বভাবাপন্ন দরিদ্র যুবক ও যুবতী স্ত্রীলোক দিগকে এই টাকার সুদ বিতরিত হইবে। এইরূপ নিয়ম করা হইল যে, এইরূপে বিতরিত মুদ্রা যুবকগণকে কোনও শ্রমজীবীর ব্যবসায় শিক্ষা অথবা তদ্বিষয়ক যন্ত্রাদি ক্রয় করিতে ব্যয় করিতে হইবে; যুবতীগণ এই অর্থ বিবাহকালে যৌতুক

ধনস্বরূপ অথবা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত ব্যবহার করিতে পারিবে। ট্রাষ্টিগণ বাৎসরিক বিবরণ রাজ্ঞীর সমীপে প্রেরণ করিবেন। এই ফণ্ড (মূলধন) দ্বারা সংস্থাপয়িত্রীর সদভিপ্রায় পরিপূরণ হইল ও কুমারের অভিলাষানুরূপ তদীয় জন্মস্থান উপকৃত হইল।

৫ই নবেম্বর কুমার ব্যারণ ষ্টকমারের সমীপে লিখিলেন যে, "মনে করিয়াছিলাম আপনাকে এই পত্রে, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের আমেরিকা হইতে ও প্রিন্স আল্‌ফ্রেডের উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে প্রত্যাগমন সমাচার প্রদান করিতে পারিব কিন্তু প্রায় এক সপ্তাহ কাল পূর্ব্বদিক হইতে ভয়ানক বাত্যা প্রবাহিত হওয়াতে বোধ হয় তাহারা সত্বর আগমন করিতে পারিতেছে না। এতন্নিমিত্ত আমরা নিজে স্থলে থাকিয়াও অতিশয় চিন্তিত হইয়াছি। আমরা সকলে কুশলে আছি। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডাল্‌হাউসি মৃত্যু-শয্যায় শয়ান।"

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর লর্ড ডাল্‌হাউসি ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। কুমার স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে ঐ দিবস লর্ড ডাল্‌হাউসির মৃত্যু উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে তাঁহার মৃত্যুতে ইংলণ্ড অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

এইকালে টাইম্‌স্ নামক ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রুশিয়া ও প্রুশিয়ার প্রত্যেক বিষয়ে দোষারোপ করিতে আরম্ভ করিল। এই বিদ্বেষভাব সত্বর নির্ব্বাপিত হয় নাই। কুমার এতন্নিমিত্ত অতিশয় অসুখী হইলেন। 'সাটার্ডে রিভিউ' নামক সংবাদপত্রে এক প্রবন্ধ লিখিত হয়। নিম্নলিখিত অংশটি কুমার স্বীয় দুহিতাকে পাঠ করিতে কহেন। "এইরূপ

বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিবার একমাত্র কারণ টাইম্‌স সংবাদপত্র এই বলিয়া নির্দ্দেশ করেন যে, প্রুশিয়ার রাজা ও ইংলণ্ডের রাজবংশ আত্মীয়তাসম্বন্ধে সম্বদ্ধ; ইংলণ্ডরাজের প্রত্যেক কার্য্য সন্দিগ্ধভাবে পর্য্যবেক্ষণ করাই ইংরেজদিগের স্বাধীনতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।"

এইরূপ সন্দেহ করিবার যে কোন কারণ নাই, তাহা কুমার বিলক্ষণ অবগত ছিলেন এবং তাঁহার প্রতি ইঙ্গিতে যে সমুদায় দোষারোপিত হইত, তাহা তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু জার্ম্মাণজাতির গৌরব ও আত্মসম্মানলাঘবকারী এই সকল প্রবন্ধপাঠ করিয়া জার্ম্মাণগণ অবশ্যই ইংরেজদিগের প্রতি বীতরাগ হইবেন, এই ভয়ে তিনি ভীত হইলেন। টাইম্‌স সংবাদপত্রের প্রবন্ধসমূহ কিরূপভাবে জার্ম্মাণীতে গৃহীত হইবে তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তথায় ইহা ইংলণ্ডের প্রধানতম সংবাদপত্র বলিয়া পরিগণিত ও তাহার প্রবন্ধসমূহ ইংরেজজাতি সাধারণের মনোভাবব্যঞ্জক বলিয়া বিবেচিত হইবে। অতএব এই সমুদায় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন। রাজ্ঞী ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে স্বীয় স্মারক-লিপিতে লিখিয়াছেন।

"প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া কুমার ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন ও ইহাতে তিনি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে, প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে পুনরায় অপর এক প্রবন্ধ লিখিত হইলে ভয়ানক বিপৎপাতের সম্ভাবনা। আমি তাঁহাকে যদি বলিতাম যে এইরূপ লেখায় কোন ক্ষতি হইতে পারে না তাহা হইলে তিনি আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিতেন যে, তিনি যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা সত্য বটে। তিনি আমাকে বলিতেন যে, আপনি সর্ব্বদাই প্রবন্ধগুলির

কোনও গুরুত্ব নাই বলিয়া নির্দ্দেশ করেন কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, এই সংবাদপত্র পাঠ করিয়া সকলের মনে তৎসম্বন্ধে এক সংস্কার উৎপাদন করিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই সংবাদপত্র কুমারের মৃত্যুর পরে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া মনোহর প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিল।”

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নবেম্বরের প্রারম্ভে রাজ্ঞী ও কুমার প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের কানাডা হইতেও রাজকুমার আল্‌ফ্রেডের উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে প্রত্যাগমন আগ্রহসহকারে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৯ই নবেম্বর, কুমার স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন; "অদ্য বার্টির জন্মদিবস। দুর্ভাগ্যক্রমে রাজকুমার বিদেশে এবং আমরা তাহার কোন সমাচার প্রাপ্ত হই নাই। অদ্য প্রত্যূষে আল্‌ফ্রেড পোর্টস্মাউথে উপস্থিত হইয়া, ছয়টার সময় এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল।" কুমার প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের কানাডা ভ্রমণ ও রাজকুমার আল্‌ফ্রেডের উত্তমাশা অন্তরীপ পরিভ্রমণ সুফলপ্রদ হওয়া সাতিশয় প্রয়োজনীয় বিবেচনায় তদ্বিষয়ে বহুতর যত্ন করিয়াছিলেন। রাজকুমারদ্বয় পরিভ্রমণীয় দেশসমূহে সাদরে অভ্যর্থিত হওয়াতে কুমার পরম প্রীত হইলেন।

রাজকুমার আল্‌ফ্রেড ইউরিয়েলাস্ নামক অর্ণবপোত আরোহণ করিয়া উত্তমাশা অন্তরীপের সাইমন উপসাগরে উপস্থিত হয়েন। তিনি এই অর্ণবপোতে অন্যতম কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জাহাজে অবস্থানকালে সামান্য নৌকর্ম্মচারীর ন্যায় তদীয় সমুদায় কর্ত্তব্য পরিপালন করিতে হইত; কিন্তু জাহাজ হইতে অবতরণ করিলে তাঁহার প্রতি রাজপুত্রের ন্যায় সম্মান প্রদর্শিত হইত। ২৫ শে জুলাই তিনি

জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া কেপ্ টাউন নামক রাজধানীর অভিমুখে গমন করিলেন। রাজপথ সমুদায় সুশোভিত হইয়াছিল এবং সহস্র সহস্র অধিবাসিবর্গ পথপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া রাজ্ঞীর পুত্রের সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিল। ২রা আগষ্ট পর্য্যন্ত রাজকুমার আল্‌ফ্রেড তথায় অবস্থিতি করেন। তৎপরে তত্রত্য গবর্ণর সার জর্জ গ্রের সহিত পুনরায় জাহাজারোহণ করিলেন। রাজকুমারের উত্তমাশা অন্তরীপের সমীপবর্ত্তী সমুদায় স্থান পরিদর্শনকালে গবর্ণর সমভিব্যাহারে থাকিবেন, ইহা পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। রাজকুমার ৬ই আগষ্ট এলিজাবেথ বন্দরে অবতীর্ণ হইলে রাজযোগ্য সম্মানে অভ্যর্থিত হইলেন। তৎপরে উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী স্থান, নেটালরাজ্য এবং অরেঞ্জ নামক স্বাধীনরাজ্য সমুদায়ের প্রধান প্রধান নগর পরিভ্রমণ করেন এবং সর্ব্বত্রই আগ্রহসহকারে সংবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন।

মধ্যে মধ্যে পরম সন্তোষকর তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত রাজ্ঞী ও কুমারের সমীপে আসিতে লাগিল। ১৩ই আগষ্ট, সার জর্জ গ্রে স্বকীয় জনৈক মিত্রের সমীপে আন্তরিক ভাব প্রকাশ করিয়া যে পত্র লিখেন তাহা পাঠ করিয়া রাজ্ঞী ও কুমার সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। কুমার তাহার একখানি প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া স্ব-সকাশে রাখিয়াছিলেন। সার জর্জ গ্রে সেই পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, "রাজকুমার আল্‌ফ্রেডের এস্থান পরিভ্রমণ পরম প্রীতিকর হইয়াছে। তিনি উদারচেতা, প্রফুল্ল ও কৌতুকপ্রিয়। তিনি সর্ব্বত্র পরম আদরে সংবর্দ্ধিত হইতেছেন। তিনি আমার ন্যায় দ্রুতবেগে অশ্বারোহণে দক্ষ। তিনি সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়ের প্রতি প্রীতি ও আগ্রহপ্রকাশ করেন। তিনি অত্রত্য রাজগণের প্রীতিপাত্র হইয়াছেন এবং

ইউরোপীয়গণের সমৃদ্ধি জন্য সহানুভূতি প্রদর্শন, অত্রত্য অধিবাসিগণের উপর আধিপত্য বিস্তার ও দক্ষিণ আফ্রিকার মৃগয়াশীল ব্যক্তিগণের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করাতে এখানকার ইউরোপীয়গণ তৎপ্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়াছেন।"

কুমার কেপ্ টাউনে প্রত্যাগমননিমিত্ত ৬ই সেপ্টেম্বর নেটাল বন্দরে পুনরায় জাহাজ আরোহণ করিলেন। সাণ্ডিলি নামক সুবিখ্যাত গুইকাদিগের অধিপতি, অনুচরবর্গের সহিত কেপ্ টাউনে আগমনের নিমিত্ত সেই জাহাজ আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পুনরায় কুমারের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। তাঁহারা জাহাজের উপর সুখে অবস্থান করেন, জাহাজের সকলে তাঁহাদিগের প্রতি যত্নপ্রদর্শন করায় তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রশংসা করেন, কেপ্ টাউনের সাধারণ পুস্তকালয় উদ্ঘাটন অবসরে বক্তৃতা প্রদান কালে সার জর্জ গ্রে, কহিয়াছিলেন যে, "গুইকাদিগের অধিপতি ও তদনুচরবর্গ প্রাতঃকালে অর্ণবপোতের উপরিভাগ মার্জনার্থে নিয়োজিত রিক্তপদবিশিষ্ট বালকগণের মধ্যে ইংলণ্ডের মহারাণীর পুত্ত্রকে দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইয়াছিল।"

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর রাজ্ঞী সার জর্জ গ্রের সমীপে লিখিলেন, "উত্তমাশা অন্তরীপে সর্ব্বত্র রাজকুমার আল্‌ফ্রেডের সাদরে গৃহীত হওয়ার নিমিত্ত সার জর্জ গ্রের সমীপে যথানিয়মে রাজ্ঞীর ধন্যবাদ প্রেরিত হইবে বটে, তথাপি সার জর্জ তাঁহাদিগের পুত্ত্রের প্রতি যেরূপ সানুকম্প-ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি স্বয়ং তাঁহার সমীপে স্বকীয় ও প্রিন্স কন্সর্টের ধন্যবাদ বিজ্ঞাপন করিতে ঔৎসুক্যবতী হইয়াছেন। রাজ্ঞী বিশ্বাস করেন যে, তত্রত্য অধিবাসিবর্গের অন্তঃকরণে রাজকুমারের পরিভ্রমণের বিষয় চিরকাল জাগরূক থাকিবে; ও

সার জর্জ গ্রে, কিরূপভাবে প্রজাবৃন্দের মঙ্গলোদ্দেশ্যে স্বকীয় সময় ব্যয় ও কষ্টস্বীকার করেন, তাহা সেইরূপ দৃঢ়ভাবে রাজকুমারের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে।”

১৫ই নবেম্বর তারযোগে সংবাদ আসিল যে, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স হিরো নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া সেই দিবস প্রাতে নিরাপদে প্লি মাউথ বন্দরে উপস্থিত হইয়াছেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজ্ঞী ও কুমারের চিন্তা দূরীভূত হইল। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স সেই দিবস সায়ংকালে উইণ্ডসর দুর্গে উপস্থিত হইলেন। কানাডা ও আমেরিকায় কিরূপভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার প্রমুখাৎ অবগত হইয়া রাজ্ঞী ও কুমার অতিমাত্র প্রীত হইলেন। ৭ই আগষ্ট হালিফাক্সে তিনি কিরূপে অভ্যর্থিত হয়েন, ডিউক অব্ নিউকাসল রাজ্ঞীর নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন তাহা হইতে অবগত হওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন, “প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স ও তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ সমাগত ব্যক্তিবর্গের নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইল। অচিরজাত সংস্কার সচরাচর মনুষ্যহৃদয়ে সমধিক বলবান থাকে বটে, তথাপি ডিউক অব্ নিউকাসল রাজ্ঞীর সমীপে নিশ্চয়রূপে কহিতে পারেন যে, এখানে যেরূপ সাদর অভ্যর্থনা প্রদর্শিত হইয়াছে এরূপ আর কখনও প্রদর্শিত হয় নাই। এত অধিক সংখ্যক লোক কোথা হইতে সমাগত হইয়াছিল ; তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। গবাক্ষমার্গ, গৃহোপরিভাগ অথবা যে স্থানে লোকে দণ্ডায়মান হইলে দৃষ্টি চলিতে পারে, এরূপ সমস্ত স্থান লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। শত শত মহামূল্য পরিচ্ছদে ভূষিতা স্ত্রীলোক পথের ধূলি ও সমবেত ব্যক্তিবর্গ কর্ত্তৃক সংমর্দ্দন অগ্রাহ্য করিয়া পথপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া

ছিলেন। সাধারণ জনগণ এরূপ উৎসাহিত হইয়াছিল যে, তাগরা কেবল মাত্র স্বকীয় মনোভাব বাক্য ও ইঙ্গিত দ্বারা প্রকাশ করিয়া সন্তুষ্ট হইল না। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের শকটোপরি শত শত পুষ্পস্তবক প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। রাজ্ঞী ও কুমারের নিমিত্ত জয়ধ্বনি দ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।”

কুমার কানাডার যে যে স্থান পরিদর্শনে গমন করেন সর্ব্বত্রই সমভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর ডিউক অব্ নিউকাসল রাজ্ঞীর সমীপে লিখিলেন, “এক্ষণে কানাডা পরিভ্রমণ পরিসমাপিত হইল। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, এই পরিভ্রমণ দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ হইয়াছে। আমি তজ্জন্য রাজ্ঞীর সমীপে সহৃদয় ও বিনীত ভাবে হর্ষপ্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছি। এই ভ্রমণে সুফলের বিষয়ে ভবিষ্যতে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কানাডাবাসিগণের রাজভক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে। যুদ্ধকালে কানাডাবাসিগণের হৃদয় হইতে রাজভক্তি বিদূরিত করিবার চেষ্টা ও তাহাদিগের দেশ আক্রমণ করা বৃথা প্রয়াস মাত্র ইহা অন্যান্য জাতি এক্ষণে সহজে অববোধ করিবে। এই পরিভ্রমণে কেবল এইমাত্র ফল দর্শিবে না, ইহা চিন্তা করিয়া আমি আনন্দিত হইতেছি। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স স্বয়ং ইহা দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। তাঁহার চিত্ত ও চিন্তানুশীলতার উন্নতি এক্ষণে সমধিকরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। রাজকুমারের ভবিষ্যৎ জীবনে যে সমুদায় কর্ত্তব্য সম্পাদন আবশ্যক হইবে সেই সমুদায় কার্য্যকলাপ এই প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিদিন উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরিত্রে যে সমুদায় পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে, তজ্জন্য যদ্যপি রাজ্ঞী ও কুমার সন্তুষ্ট না হয়েন, তাহা হইলে আমি অতিমাত্র দুঃখিত

ও নিরাশ হইব। তিনি লোকের অন্তঃকরণে উৎকৃষ্ট সংস্কার উৎপাদন করিয়াছেন।”

কুমার প্রথমতঃ চিকাগো নামক আমেরিকার প্রধান নগরে উপস্থিত হইলেন। ডিউক অব্ নিউকাসল তথাকার অভ্যর্থনার বিষয় বর্ণনা করিয়া রাজ্ঞীর সমীপে এক পত্র লিখিলেন। “এই নগর ত্রিংশ বৎসর পূর্ব্বে একটি সামান্য গণ্ডগ্রাম মাত্র ছিল; কিন্তু এক্ষণে এখানে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ সহস্র লোকের বাস। এই নগরে বহুতর ব্যক্তি রাজকুমারকে দর্শন করিতে সমবেত হইয়াছিল; কিন্তু সর্ব্বত্রই সুশৃঙ্খলতা বর্ত্তমান। অধিবাসিবর্গের সাতিশয় কৌতুক ও আগ্রহ দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহারা কোনও বাহ্যিক চিহ্নদ্বারা সম্মান প্রদর্শন করিতে বিরত হইয়াছিলেন। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স চিকাগো নগরে যেরূপ সংবর্দ্ধনাপ্রাপ্ত হয়েন, তাহা অতিশয় প্রয়োজনীয়; কারণ সেই সমাচার আমেরিকার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে ও অপর সমুদায় নগরীতে ঐরূপভাবে রাজকুমার সংবর্দ্ধিত হইবেন।”

সেণ্ট লুই নগরে সংবর্দ্ধনার্থ প্রায় ৮০ সহস্র ব্যক্তি সমবেত হয়। ডিউক অব্ নিউকাসল লিখিয়াছেন, “অত্রত্য অধিবাসিবর্গের ন্যায় দয়া ও শিষ্টাচার কেহ প্রদর্শন করিতে পারিবে না। এখানে কেহই রাজভক্ত কানাডাবাসিগণের ন্যায় হর্ষধ্বনি করে নাই বটে, কিন্তু সকলেই প্রিন্স অব্ ওয়েলস্‌কে দেখিতে উৎসুক এবং তাহাদিগের আচার ব্যবহারে উৎসাহ, আগ্রহ, সভ্যতা, সুশৃঙ্খলতা ও আত্মসম্মান প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছিল।”

আমেরিকার সর্ব্বত্র এইরূপ ভাব দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ৩রা অক্টোবর প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের

সভাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তত্রত্য ওয়াসিংটন নামক রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় অবস্থান কালে ৫ই অক্টোবর, সভাপতির সমভিব্যাহারে রাজকুমার আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রথম সভাপতি সুবিখ্যাত ওয়াসিংটনের বাসস্থান ও সমাধিস্থান দর্শনার্থ ভার্ণন পর্ব্বতে গমন করিলেন। টাইমৃস্ সংবাদ পত্রের সংবাদদাতা এই বিষয় বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, "প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স, সভাপতি ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ সকলেই অনাবৃত মস্তকে এই সামান্য সমাধিস্তম্ভের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। তৃতীয় জর্জের প্রপৌত্র প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স তদীয় পরম শত্রু ওয়াসিংটনের সমাধিস্থানে অনাবৃত মস্তকে সম্মান প্রদর্শনার্থ দণ্ডায়মান। পূর্ব্বে ইংরেজগণ তাঁহার প্রতি কিরূপ শত্রুভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইদানীন্তনভাব তাহা হইতে কতই প্রভেদ। কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত সকলে নিস্তব্ধ ও স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স সমাধিস্তম্ভের পার্শ্বে এক বৃক্ষ রোপণ করিলেন। রাজকুমার কর্ত্তৃক বৃক্ষের মূলদেশে মৃত্তিকা নিক্ষেপকালে এইরূপ ভাব উদয় হইল যে, তিনি ইংরেজ ও আমেরিকাবাসী তদীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিদ্বেষভাব ভূমধ্যে নিহিত করিলেন।"

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স নিউইয়র্কের সর্ব্বত্র পরম আগ্রহসহকারে সমাদৃত হইলেন। কি অতীত ও কি বর্ত্তমানকালে কখনও কোন রাজার প্রতিও এরূপ সম্মান প্রদর্শিত হয় নাই। তিনি সর্ব্বশেষে বোষ্টন নগরে উপনীত হয়েন, তথায়ও তিনি অন্যান্য স্থানের তুল্য সংবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। ৬ই অক্টোবর আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের সভাপতি বুকানন রাজ্ঞীর সমীপে লিখিলেন।

"বিগত জুন মাসে আমি আপনার সমীপে পত্রিকা প্রেরণ করি; তাহাতে লিখিয়াছিলাম যে, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স কানাডা

হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমনকালে ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সে আগমন করিলে সর্ব্বত্র সহৃদয়ভাবে সংবর্দ্ধিত হইবেন, তৎকালে এই কথা অনুমান করিয়া বলিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। আপনার প্রতি সাধারণের সমধিক গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে ও প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের উদার ও প্রশংসা-জনক চরিত্র বশতঃ রাজকুমার সর্ব্বত্র পরম আগ্রহসহকারে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। তিনি যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় তরুণবয়স্ক যুবকের পক্ষে গুরুতর বটে। সর্ব্বত্র তাঁহার আচার ব্যবহার তদীয় বয়স ও পদমর্য্যাদার উপযোগী হইয়াছে। তিনি মর্য্যাদক, ঋজুস্বভাব ও আলাপী। তিনি ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সের সমস্ত আত্মাভিমানী ও বিবেকশীল ব্যক্তিবর্গের আদর ও গৌরবলাভ করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহা-দিগের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সন্তোষোৎ-পাদন করিয়াছেন। এইরূপে একাল পর্য্যন্ত তাঁহার পরিভ্রমণ রাজ্ঞীর আশানুরূপ হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্তও যে এইরূপ তৃপ্তিকর হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করি না। আমার একান্ত অভিলাষ যে, তাঁহাকে কিয়দ্দিবস এখানে রাখি; কিন্তু পূর্ব্বে তদনুরূপ বন্দোবস্ত না থাকাতে এক্ষণে তাহা অসম্ভব। তিনি আমাদিগের পরিবারবর্গের মধ্যে সকলেরই প্রীতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার অকপট, বিনীত কথোপকথনে আমি তাঁহার সদয় অন্তঃকরণ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিতার পরিচয় পাইয়াছি। আমি সর্ব্বদা তাঁহার মঙ্গলকামনা করিব। ইংরেজ ও আমে-রিকাবাসীদিগের পরস্পর সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু রাজকুমার ওয়াসিংটনের সমাধিস্থান পরিদর্শন করিতে গমন করায় উভয় জাতির সৌহার্দ্যভাব বর্দ্ধিত হইবে। পরিশেষে প্রিন্স কন্সর্টকে আমার সাদরসম্মান বিদিত করিবেন।”

এই পত্র পাঠ করিয়া রাজ্ঞী অতিশয় প্রীত হইলেন। ইহার প্রত্যুত্তর কুমার ১৯ শে নবেম্বর লিখিয়া লর্ড পামারষ্টোন ও লর্ড জন রসেলকে প্রদর্শন করেন; তাহারা উভয়ে তাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এইঃ—"সদাশয় মিত্রবর! ভবদীয় ৬ই অক্টোবর তারিখের পত্র প্রাপ্ত হইয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম। তাহাতে আপনি আমার পুত্রের প্রশংসা করিয়াছেন। এবং লিখিয়াছেন যে আপনি কুমারের ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌স পরিদর্শন ও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইয়াছে, এবং রাজকুমার সদাচার বশতঃ মহাশয়ের ও ভবদীয় দেশবাসিগণের গৌরবভাজন হইয়াছে। আমি প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের নিরাপদে প্রত্যাগমন সংবাদ প্রদান করিবার অভিলাষে মহাশয়ের পত্রের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে বিলম্ব করিয়াছি। প্রতিকূল বায়ু, ঝটিকা ও বৃষ্টিনিবন্ধন তাহার এখানে উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইয়াছে। তাহার বিলম্ব হওয়ায় আমরা চিন্তিত হইয়াছিলাম। তাহাকে সুস্থ, প্রফুল্লচেতা, ও ভ্রমণকালে নানাবিধ অভিনব পদার্থ দর্শন জন্য সন্তুষ্ট দেখিয়া আমাদিগের দুর্ভাবনাজনিত কষ্ট অপনীত হইয়াছে। আপনার দেশে রাজকুমার যেরূপ সহৃদয়ভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছে ও আপনি তাহার প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার নিমিত্ত রাজকুমার আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিল। তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার প্রদর্শন করায় আমিও কৃতজ্ঞ রহিলাম। তাহার আমেরিকা ভ্রমণনিবন্ধন সাধারণ কর্ত্তৃক আমার প্রতি যে সমস্ত প্রীতিচিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে তজ্জন্য সাতিশয় প্রীত হইলাম। জেনেরল ওয়াসিংটনের সমাধিস্থানে যে প্রীতিকর ও শোচনীয় দৃশ্যের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন; তাহা আমাদিগের বর্ত্তমান আন্তরিক ভাবব্যঞ্জক

বটে; একবংশোৎপন্ন সমস্বভাববিশিষ্ট উভয় জাতির মধ্যে ভবিষ্যতে কিরূপ সম্বন্ধ থাকা কর্ত্তব্য, তাহা এই ব্যাপার দ্বারা অনুমিত হয়। এই পত্রে প্রিন্স কন্সর্টের নমস্কার সহৃদয়ে জানিবেন। এই পত্রের মর্ম্মে তাঁহার সহানুভূতি আছে।

রাজ্ঞী এই দুরূহ ও গুরুতর কার্য্য সম্পাদন জন্য ডিউক অব্ নিউকাসলকে পারিতোষিক স্বরূপ, "অর্ডার অব্ দি গার্টার" উপাধি প্রদান করেন। ১৯শে নবেম্বর তিনি নিম্নলিখিত পত্রখানি ডিউকের নিকট প্রেরণ করিলেন।

"ডিউক অব্ নিউকাসল সর্ব্বদা আমাদিগের কার্য্যে, বিশেষতঃ বিগত প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের কানাডা ও আমেরিকা পরিদর্শনকালে যেরূপ তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য রাজ্ঞী তাঁহাকে যে সম্মান করিয়া থাকেন, তাহা তিনি বিদিত আছেন। সেই ব্যাপার গুরুতর হইলেও তাঁহার দক্ষতার নিমিত্ত ফলপ্রদ ও সন্তোষকর হইয়াছে। রাজ্ঞী গার্টার উপাধি প্রদান করিয়া সাধারণে স্বকীয় মনোভাব ব্যক্ত করিতে অভিলাষ করেন; রাজ্ঞী আশা করেন যে, তিনি ইহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিবেন না। ডিউক মহোদয় আপাততঃ এই শ্রেণীর একজন অতিরিক্ত নাইটরূপে পরিগণিত হইবেন। রাজ্ঞী এই শ্রেণীর সভ্যের পদশূন্য হওয়া পর্য্যন্ত কালবিলম্ব করিতে অভিলাষিণী নহেন; তিনি এক্ষণেই তদীয় সন্তোষের পরিচয় প্রদান করিতে ঔৎসুক্যবতী হইয়াছেন।" ডিউক অব্ নিউকাসল এই সম্মানচিহ্ন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর তাঁহাকে অর্ডার অব্ দি গার্টার উপাধি প্রদত্ত হইল।

৩০শে নবেম্বর রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে রাজকুমারী আলিসের সহিত হেসির রাজকুমার লুইয়ের বিবাহ নির্দ্ধারণ

বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন; "আহারের পর আমি অভ্যাগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত ছিলাম; তখন দেখিলাম যে, অগ্নিস্থানের পার্শ্বে আলিস ও লুই অতিশয় ব্যগ্রভাবে কথোপকথন করিতেছে। তৎপরে আমি কক্ষান্তরে গমনকালে তাহারা উভয়ে আমার সমীপে আগমন করিল। আলিস সাধ্বস সহকারে কহিল যে, লুই আমার নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিতেছেন; লুইও এই প্রস্তাবে আমার সম্মতি ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। আমি সজোরে লুইয়ের করমর্দ্দন করিয়া বলিলাম যে, তাহাই হইবে; অল্পকাল বিলম্বেই আমাদিগের কক্ষে তাহাকে সাক্ষাৎ করিতে কহিলাম। সায়ংকাল আমরা যথাসম্ভব কার্য্যে অতিবাহিত করিলাম। আলিস উৎসুকচিত্তে নিস্তব্ধভাবে আমার কক্ষে প্রবেশ করিল। আলবার্ট লুইকে স্বীয় কক্ষে আহ্বান করায়, লুই তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। তৎপরে তিনি আমাদিগকেও আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। লুইয়ের অন্তঃকরণ স্নেহপূর্ণ ও উদার। আমরা প্রিয়তমা কন্যা আলিসকে আলিঙ্গন করিলাম এবং লুইয়ের নিকট তাহার অনেক প্রশংসাবাদ করিলাম। লুই আমার করমর্দ্দন করিয়া হস্ত চুম্বন করিল। আমি তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলাম। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া আমরা স্ব স্ব কক্ষে প্রস্থান করিলাম। এই মুহূর্ত্ত আমার পক্ষে অতিশয় পবিত্র ও হৃদয়মুগ্ধকর বলিয়া বোধ হইয়াছিল।"

৪ ঠা ডিসেম্বর রাজ্ঞী ও কুমারের ফরাসিসম্রাটপত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী স্বকীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, "সম্রাটপত্নীকে দেখিতে কৃশা ও বিবর্ণা বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক দয়াশীলতা ও সর্ব্বজনপ্রিয়তার কিছুই হ্রাস হয়

নাই। সম্রাটপত্নী সামান্য ব্যক্তির ন্যায় ভ্রমণ করিতেছিলেন; রাজপ্রাসাদে সামান্য ভাবে তিনি অভ্যর্থিত হয়েন।"

৫ই ডিসেম্বর কুমার বমন ও কম্প হইয়া ভয়ানক পীড়িত হইলেন। সায়ংকালে অল্প সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু অতিশয় দুর্ব্বল ছিলেন।

১৪ই ডিসেম্বর বৃদ্ধ রাজভক্ত মন্ত্রিবর লর্ড আবার্ডিন মানবলীলা সংবরণ করিলেন। কতিপয় দিবস অতীত হইলে তদীয় মৃত্যুসংবাদ উল্লেখ করিয়া রাজ্ঞী রাজা লিওপোল্ডের সমীপে লিখেন যে, "আমাদিগের প্রিয়তম সুহৃদ্বর আবার্ডিন অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; তাঁহার মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছিল বটে, তথাপি তাঁহার মৃত্যুতে আমরা অতিশয় শোকাক্রান্ত হইয়াছি। তদীয় মৃত্যুতে রাজ্যের মহতী ক্ষতি হইল।"

কুমারের পীড়া অতিশয় গুরুতর হইয়াছিল। কুমার জনগণের সমীপে আপনার পীড়ার কথা যেরূপ কহিতেন, তদপেক্ষা অধিকতর পীড়িত হয়েন; এবং তাহা হইতে আরোগ্যলাভ করিতে অনেক দিবস অতিবাহিত হইল। অতিশয় দুর্ব্বল হইলেও তিনি পরিশ্রম হইতে বিরত হয়েন নাই। তাঁহার কাগজপত্র দেখিলে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি পীড়ানিবন্ধন দুর্ব্বলতা হইতে আরোগ্যলাভ করিবার বহুপূর্ব্বে বিবিধ বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন।

১৫ই ডিসেম্বর সেণ্টপিটর্সবর্গ হইতে তারযোগে ইংলণ্ডে শুভ সমাচার আসিয়া উপস্থিত হইল যে, ইংরেজ ও ফরাসিগণের একত্রে চীনের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রায় সুফল দর্শিয়াছে; টিন্‌সিনের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরিত হইয়াছে, এবং বিভিন্ন এক অঙ্গীকার পত্রদ্বারা ইংলণ্ডের পক্ষে অধিকতর সুবিধাকর নিয়মে চীনের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছে।

বড় দিনের দিবস রাজ্ঞী স্বীয় মাতুল রাজা লিওপোল্ডের সমীপে লিখিলেন, "আপনি বড়দিনপর্ব্ব সুখে উপভোগ করিতে সমর্থ হউন, ইহা পত্রারম্ভে প্রথমতঃ বিজ্ঞাপন করিতেছি। এ বৎসর এখানে অদ্য যথার্থই শীতপ্রধান দিবস। আফি (ডিউক অব্ এডিনবরা) ভিকী ও আর্ণেষ্টের (ডিউক-অব্ কোবর্গ) সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে আগামী কল্য এখান হইতে যাত্রা করিবে। ৬ই তারিখে পুনরায় এখানে প্রত্যাগমন করিবে। প্রত্যাগমনের সময় অল্পকালের নিমিত্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিবে; সে পুনরায় ১৮ই জানুয়ারি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও উত্তর আমেরিকা পরি-ভ্রমণে গমন করিবে অতএব ত্বরানিবন্ধন ব্রসেল্‌সে রাত্রি-যাপন করিতে পারিবে না।"

পুনরায় বৎসরের শেষদিবসে রাজ্ঞী স্বীয় মাতুলের সমীপে লিখিলেন আগামী শুভ বৎসরের নিমিত্ত "মদীয় আন্তরিক ও সাদর অভিনন্দন গ্রহণ করুন। নূতন বৎসর কোনই বিবাদ ও যুদ্ধ না ঘটিয়া যেন শান্তিপূর্ণ হয়; আমার একান্ত বাসনা যে, আপনি এখানে আগমন পূর্ব্বক আমাদিগকে আপ্যায়িত করিবেন।"

এই পৃথিবীতে সুমহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠাতৃগণের ন্যায় কুমার অতি প্রত্যূষে কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের গাত্রোত্থানের বহু পূর্ব্বে অনেক কার্য্য সম্পাদন করিতেন। কি গ্রীষ্মকালে, কি শীতকালে, সর্ব্বদা কুমার প্রাতে ৭ঘটিকার সময় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বেশভূষা করিয়া উপবেশন-গৃহে গমন করিতেন। তথায় শীতকালে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ও এক সবুজবর্ণের আলোক প্রদীপ্ত থাকিত। তিনি পত্রসমূহ পাঠ করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেন; কখনও পত্রের

প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে বিলম্ব হইত না। তিনি মন্ত্রিবর্গের প্রস্তাবিত গুরুতর বিষয়ে রাজ্ঞীর প্রত্যুত্তরের আদর্শ রচনা করিয়া রাখিতেন। স্বকীয় ইংরেজী ভাষার বিশুদ্ধতায় সন্দেহ করিয়া তিনি প্রায়ই ইংরেজী ভাষায় লিখিত পত্রাদি পাঠ করিবার নিমিত্ত রাজ্ঞীকে প্রদান করিয়া কহিতেন যে, "সতর্ক-ভাবে পাঠ করিয়া দেখুন এই সকল পত্রের ভাষায় কোন দোষ আছে কি না বলুন।" অথবা রাজনৈতিক বিষয়ক মুসুবিদা প্রস্তুত করিয়া কহিতেন যে, "এই মুসুবিদা খানি আমি আপনার নিমিত্ত রচনা করিয়াছি, ইহা পাঠ করিয়া দেখুন; আমার বোধ হয় ইহাতে চলিতে পারে।" তদীয় জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত তিনি এই অভ্যাস পরিত্যাগ করেন নাই। বেলা ৮ ঘটিকা হইতে প্রাতর্ভোজনের কাল পর্য্যন্ত সেইরূপে অতি-বাহিত হইত; অথবা রাজ্ঞী পূর্ব্বে যে সমুদায় সরকারি কাগজ পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার পাঠের নিমিত্ত স্বীয় উপবেশন গৃহে তদীয় টেবিলের উপরে রাখিতেন তাহা পাঠ করিয়া সময়ক্ষেপ করিতেন।

প্রতিদিবস প্রাতে প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সমুদয় প্রাত-র্ভোজনগৃহে কুমারের নিকট সংরক্ষিত হইত। তিনি প্রত্যহ সে সমুদায় পাঠ করিতেন। কখন কখন উৎকৃষ্ট ও গুরু-তরবিষয়ক প্রবন্ধ সমুদায় উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেন। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সমুদায় পাঠ করিয়া পরম সুখ অনুভব করিতেন ও নিন্দাবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দুঃখিত হইতেন। প্রাত-র্ভোজন সমাপ্ত হইলে প্রায় সর্ব্বদা তিনি অপর একখানি টেবিলের উপর সংবাদপত্র বিস্তারিত করিয়া পাঠে ব্যাপৃত হইতেন। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা শ্রবণ না করিয়া কহিতেন যে, "আমাকে এখন বিরক্ত করিও না আমি

এক্ষণে পাঠে নিযুক্ত।” কুমারের কাগজপত্র দেখিয়া অবগত হওয়া যায় যে, প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের গুরুতর প্রবন্ধ সমূহের সারকথা ও যুক্তি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিতেন।

রাজ্ঞী স্বকীয় স্মারকলিপিতে লিখিয়াছেন ঃ—“পূর্ব্বে যে দিন তিনি মৃগয়ার্থ বহির্গত হইতেন না, তখন তিনি প্রায়ই দশ ঘটিকার পূর্ব্বে আমার সহিত পাদচারে পরিভ্রমণে বহির্গত হইতেন; অথবা কখন কখন তাহার পূর্ব্বেও বহির্গমন করিতেন। কিন্তু গত তিন, চারি বৎসর আমরা দশটার পর পনর মিনিটের পূর্ব্বে ভ্রমণার্থ বহির্গমন করিতে পারিতাম না। তিনি কখন কখন পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ রুলাণ্ড, কখন কখন কর্ণেল বিডল্ফ কখন কখন বা মেজর এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। কখন কখন বা কিছু লিখিতেন, অথবা জেনেরল গ্রে বা সার চার্লস্‌ ফিপ্সের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিতেন। গবর্ণমেণ্টের কোনও সচিব রাজভবনে আগমন করিয়া যদি প্রাতে প্রত্যাগমনের প্রয়োজন থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে স্বীয় কক্ষে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং পুনরায় আমার কক্ষে আগমন করিতেন। মৃগয়া ঋতুতে তিনি সচরাচর সপ্তাহে তিন, চারি বার মৃগয়া ঋতুর শেষভাগে সপ্তাহে একবারমাত্র মৃগয়ায় গমন করিতেন; কিন্তু তিনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দাবধি মৃগয়াভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই দুইটা অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। বহির্গমনকালে বা প্রত্যাগমনকালে, তিনি আমার কক্ষের মধ্য দিয়া সহাস্যবদনে গমন করিতেন ও কহিতেন “কি সুন্দর!” অথবা “আমি ভয়ানক সিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত হইয়াছি।” আমি যাহা শুনিতাম তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতাম; সমুদায় পত্র ও সরকারি কাগজপত্র তাঁহাকে প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম।

কোনও যুক্তিবিরুদ্ধ মুসুবিদা অথবা সরকারি কাগজপত্র তাঁহার সমীপে প্রদান করিবার পূর্ব্বে আমি অতিশয় বিরক্ত ও ভীত হইতাম; কারণ আমি জানিতাম যে, তিনি তাহা পাঠ করিয়া ক্ষুব্ধ অথবা রাগান্বিত হইবেন এবং তজ্জন্য তাঁহার পাকযন্ত্রের পীড়া হইবে। মৃগয়াগমনকালে তিনি দ্রুত পরিভ্রমণ করিয়া সত্বর মৃগয়া পরিসমাপ্ত করিতেন। তিনি কহিতেন যে, লোকে কিরূপে মৃগয়াকে কার্য্যরূপে পরিগণিত করিয়া সমস্ত দিবস অতিবাহিত করে তাহা বুঝিতে পারি না। আমি মৃগয়াকে ক্ষণিক আমোদ বলিয়া গণনা করি।"

এই কতিপয় ঘটিকা আমোদ করিয়াও কুমারের মস্তিষ্ক বিশ্রামলাভ করিতে সক্ষম হইত না। দিবাভাগে তিনি প্রচুর কার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাহাতে বিশ্রাম সম্ভবে না। পুনঃ পুনঃ পীড়ায় আক্রান্ত হওয়াতে বিদিত হওয়া যায় যে, তাঁহার শরীর ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতেছে; কিন্তু দিনে দিনে তাঁহার মানসিক পরিশ্রম বৃদ্ধি হইতেছিল। চতুর্দ্দিক হইতে সকলে তাঁহার সাহায্যও উপদেশ প্রার্থনা করিতেছিল। রাজগৃহে, তদীয় পরিবারের মধ্যে, আত্মীয়গণের মধ্যে, স্বরাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সর্ব্বদাই তদীয় অভিমত ও উপদেশ সকলে আগ্রহ-সহকারে প্রার্থনা করিত। প্রত্যেক গুরুতরকার্য্যে তাঁহার অভিনিবেশ প্রদান করিতে হইত এবং রাজ্যের মঙ্গলকরকার্য্যে ইংরেজ রাজনীতিকুশল ব্যক্তিগণ তদীয় সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান ও মহতী রাজনীতিকুশলতানিবন্ধন তাঁহাকে উপদেষ্টা বলিয়া পরিগণনা করিতেন। তাঁহার সহকারিবর্গ যথাসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিলেও অপর লোকের দুই দিবসের কার্য্য কুমারকে এক দিবসে সম্পন্ন করিতে হইত। কিন্তু এরূপ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম বশতঃ তদীয় শরীর ও মস্তিষ্ক ক্রমশঃ

ক্ষীণ হইলেও তদীয় চিত্তের স্বাভাবিক প্রফুল্লতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

রাজ্ঞী স্বকীয় স্মারকলিপিতে লিখিয়াছেন "প্রাতর্ভোজন-কালে, জলযোগের সময় এবং পারিবারিক আহারের সময় কুমার সর্ব্বদা টেবিলের সম্মুখভাগে উপবেশন করিয়া তদীয় মনোহর কথোপকথন, রমণীয় উপাখ্যানবর্ণন, হাস্যোদ্দীপক স্বকীয় বাল্যকালীন ঘটনাবলী এবং কোবর্গ ও স্কট্‌লণ্ডীয় ব্যক্তিবিষয়ক গল্পাবলীর বর্ণনা করিয়া আমাদিগকে প্রফুল্লিত করিতেন; তৎসমুদায় বর্ণনা করিয়া স্বয়ং উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেন। কখন কখন তিনি বর্ত্তমান ও অতীতকালীন গুরুতর ও প্রীতিকর বিষয় বর্ণনা করিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন। তাঁহার মুখ হইতে সেই সমুদায় বিষয় শ্রবণ করিতে বড়ই প্রীতিকর হইত।"

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি রাজ্ঞী উইণ্ডসর হইতে দশ দিবসের জন্য অস্‌বরণযাত্রা করেন। তৎপূর্ব্বে তারযোগে প্রূশিয়ারাজের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তদীয় মৃত্যুতে রাজ্ঞীর বৈবাহিক প্রূশিয়ার রাজসিংহাসন আরোহণ করিলেন। রাজ্ঞী প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামারষ্টোনের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রূশিয়ার নবভূপতিকে গার্টার উপাধি প্রদানে মনস্থ করিলেন। প্রূশিয়ারাজকে গার্টার-উপাধি-প্রদান-সমারোহে সভাপতির কার্য্য-নির্ব্বাহক্ষম একজন উপযুক্ত রাজদূত প্রাপ্ত হইলেই তাঁহাকে সত্বর বার্লিনে প্রেরণ করা হইবে, এইরূপ স্থিরীকৃত হইল।

১২ই জানুয়ারি রাজ্ঞী ও কুমার উইণ্ডসর দুর্গে প্রত্যাগমন করেন, কতিপয় দিবস মধ্যে আবার রাজপরিবারস্থ সকলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিলেন। ১৫ই জানুয়ারি রাজকুমার আল্‌ফ্রেড (ডিউক অব্ এডিনবরা) প্লিমাউথে তদীয় জাহাজে

এবং ১৮ই জানুয়ারি প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স পাঠার্থ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিলেন। এবৎসর শীতকালে বহু অভ্যাগত ব্যক্তি উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে আগমন করিয়াছিলেন। লর্ড পামারষ্টোনও এই কালে উইণ্ডসরে আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত রাজকুমারী আলিসের বিবাহোপলক্ষে যৌতুক ও তাঁহার বাৎসরিক বৃত্তিসম্বন্ধে পার্লিয়মেণ্টে কিরূপ প্রস্তাব করা হইবে তদ্বিষয়ে পরামর্শ হয়।

জানুয়ারি মাসের শেষভাগে রাজ্ঞী ও কুমার রাজবৈদ্য ডাক্তার বেলির মৃত্যুতে মহতী ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। ২৯শে জানুয়ারি তারযোগে তাঁহাদিগের নিকট সমাচার আসিল যে, সেই দিবস অপরাহ্নে তিনি রেলগাড়ির দুর্ঘটনায় হত হইয়াছেন। কুমার তদীয় মৃত্যুসংবাদ প্রদান করিয়া ব্যারণ ষ্টকমারের সমীপে লিখিলেন যে, "ডাক্তার বেলির মৃত্যুতে আমরা মহা ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম। তিনি যে প্রকারে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাঁহার দেহ এরূপ খণ্ড খণ্ড হইয়াছিল যে, তদীয় পরিধেয় বস্ত্র না দেখিয়া তদীয় ভৃত্যগণ শপথ পূর্ব্বক তাঁহার শরীর নিদর্শন করিয়া দিতে পারে নাই। সার জেম্‌স্ ক্লার্ক, ডাক্তার বেলির পরম সুহৃদ্ ডাক্তার জেনারকে তৎপদে অভিষিক্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।"

৪ঠা ফেব্রুয়ারি রাজ্ঞী লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া ৫ই তারিখে স্বয়ং পার্লিয়মেণ্টের উদ্ঘাটন করিলেন। রাজকীয় বক্তৃতায় চীনের যুদ্ধের সুপরিণাম ও প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের আমেরিকায় সাদর অভ্যর্থনার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল।

১০ই ফেব্রুয়ারি রাজ্ঞীর বিবাহের একবিংশ মহোৎসব রবিবারে পড়িয়াছিল; অতএব কোনরূপ সমারোহ হইল না;

কেবল সায়ংকালে রাজ্ঞীর সঙ্গীতসম্প্রদায় রাজপরিবারগণের সমক্ষে ধর্ম্মবিষয়ক গীতি দ্বারা এই উৎসব সংসাধিত হইল। সেই দিবস কুমার ফ্রগ্‌মোরে স্বীয় শ্বশ্রূ ডচেস্ অব্ কেণ্টের সমীপে লিখিলেন যে, "আপনি যে মনোহর চিত্রাবলী ও আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন করিয়াছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিবার প্রয়োজন না থাকিলেও অদ্যকার দিবস আপনার সমীপে পত্র না লিখয়া অতিবাহিত করিতে পারি না। একুশ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইহা অতি সুদীর্ঘকাল এবং আইনানুসারে অদ্য আমাদিগের বিবাহ প্রাপ্তবয়স্ক হইল। কি ভাল, কি মন্দ সকল বিষয়ে আমরা আমাদিগের বিবাহপ্রতিজ্ঞা বিশ্বস্তরূপে রক্ষা করিয়াছি এবং ঈশ্বর আমাদিগকে যে বিবিধ সুখ প্রদান করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তৎসকাশে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। এক্ষণে তাঁহার নিকট এইমাত্র প্রার্থনা যে, তিনি ভবিষ্যতে আমাদিগের এইরূপ সুখবিধান করিবেন। আমরা আপনার প্রতি সচ্চরিত্র ও স্নেহশীল সন্তানের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, তজ্জন্য আপনি বোধ হয় সন্তুষ্ট আছেন। আপনিও আমাদের প্রতি যথেষ্ট স্নেহপ্রদর্শন করিয়াছেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনার বেদনা ও কষ্ট সমুদায় সত্বর আরোগ্য হউক।"

১২ই ফেব্রুয়ারি রাজ্ঞী, একবিংশবার্ষিক রাজকীয় বিবাহোৎসব বর্ণনা করিয়া স্বীয় মাতুল রাজা লিওপোল্ডের সমীপে লিখিলেন; "রবিবার আমরা ঈশ্বরানুগ্রহে আমাদিগের একবিংশতিতম বিবাহোৎসব সম্পাদন করিলাম। এই দিবস আমাদিগের, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর অসীম সুখবিধান করিয়াছে। অতি অল্প ব্যক্তিই আমার ন্যায় বলিতে পারে যে, তাহাদিগের স্বামী বিবাহের পর একবিংশ বৎসর গত হইলে

তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ সৌহার্দ্দ, দয়া ও অনুরাগ প্রদর্শন করেন; এবং বিবাহকালে যেরূপ প্রেম প্রদর্শন করিয়াছিলেন সেইরূপ প্রেমবান আছেন। এখানে অদ্য আমার ভক্তিভাজন জননী ও তিন পুত্র উপস্থিত নাই কিন্তু সায়ংকালে ছয় জন সন্তান ও অন্যান্য পরিবারবর্গ একত্রিত হইয়াছিল।"

এই সময়ে কুমারের দৈনন্দিন বিবরণীপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে তাঁহার শরীর সুস্থ ছিল না। তদীয় গণ্ড-স্থলের উপরিভাগের শিরাসমূহ স্ফীত হওয়াতে তিনি অতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি লিখিয়াছেন যে, ভয়ানক যন্ত্রণা হইতেছে; স্ফীতির কোনই উপশম হয় নাই। সুস্থ থাকুন বা অসুস্থ থাকুন প্রতিদিন কুমারের নিকট প্রচুর কার্য্য উপস্থিত হইত। এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে তিনি আনন্দানুভব করিতেন। এই কার্য্য সম্পাদনে যে পরিমাণে পরিশ্রমের আবশ্যক তাহাতে সময়ে সময়ে স্পষ্টই প্রতীত হইতে লাগিল যে তাঁহার বলের সত্বর হ্রাস হইতেছে।

৬ই মার্চ্চ, বার্লিনে লর্ড ব্রেডাল্‌বেন রাজ্ঞীর প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রুশিয়ার রাজাকে গার্টার উপাধি প্রদান করিলেন। প্রুশিয়ার রাজা রাজ্ঞীর সম্মানসূচক উপাধিদানের নিমিত্ত প্রীতিপ্রকাশের চিহ্নস্বরূপ উপাধিদানমহোৎসব মহা আড়ম্বরে সম্পাদন করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

২৬শে ফেব্রুয়ারি রাজ্ঞী ও কুমার দশ দিবসের নিমিত্ত অসবরণে যাত্রা করিলেন। ডচেস্ অব্ কেণ্ট তাহাদিগের সহিত বকিংহাম প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি সেই দিবস তদীয় আবাসস্থান ফ্রগমোরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছিল কিন্তু তিনি লণ্ডনবাস কালে কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইয়াছিলেন। তদীয় কার্য্যাধ্যক্ষ ও গৃহের আয় ব্যয় পরিদর্শক, সার জর্জ কুপার সাংঘাতিক পীড়িত হইয়াছিলেন; ইনিই ভারতের বিদ্রোহ কালে সুপ্রসিদ্ধ রাজকর্ম্মচারী ও উত্তর পশ্চিম বিভাগের ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর সার জর্জ কুপারের পিতা। ইহার দুই দিবস পরে তিনি মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। ডচেস্ অব্ কেণ্ট সার জর্জ কুপারের মৃত্যুতে অতিশয় কাতরা হইবেন এই আশঙ্কা করিয়া, পরদিবস, ১লা মার্চ, কুমার তাঁহাকে সান্ত্বনাপ্রদান করিয়া এক পত্র লিখিলেন।

"সার জর্জ কুপারের মৃত্যু নিবন্ধন শোকপ্রকাশ করিয়া আপনাকে সান্ত্বনাপ্রদান করা আমার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। তিনি যে সত্বর প্রাণত্যাগ করিবেন তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু এই শোচনীয় ঘটনা যে, এরূপ সত্বর ঘটিবে তাহা আমি বিবেচনা করি নাই। বোধ হয়, তিনি সাতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছিলেন। সার জর্জ আপনার অনুরক্ত ও

বিশ্বস্ত পরিচারক; এবং সর্ব্ববিষয়ে সম্মানার্হ ও গৌরবভাজন। তদীয় মৃত্যুনিবন্ধন আপনি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম যে ৭২ বৎসর হইয়াছিল তাহা আমি জানিতাম না। তদীয় স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণের নিমিত্ত আমি যে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি, এ বিষয় অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিদিত করিবেন। আমাদিগের কুশল। সমুদ্রবায়ু সেবন করিয়া আমার সর্দ্দির হ্রাস হইয়াছে; কিন্তু আপনার শরীর বোধ হয় ভাল নহে। সার জর্জ্জ কুপারের মৃত্যুজনিত শোকে একেবারে কাতর হইবেন না।"

৪ ঠা মার্চ কুমার ব্যারণ ষ্টকমারের সমীপে লিখিলেন, "বোধ হয়, আপনি মহাত্মা সার জর্জ্জ কুপারের মৃত্যুসমাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনি তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিতেন ও তদীয় সদ্‌গুণাবলী সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। তিনিও আপনাকে মান্য করিতেন এবং আপনাকে "গুণবান ব্যারণ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অতএব তদীয় মৃত্যুসমাচার প্রাপ্ত হইয়া আপনি যে, অতিশয় দুঃখিত হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি স্বীয় আসন্নকাল বুঝিতে পারিয়াছিলেন; মৃত্যুর দুই মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তদীয় পরিবারবর্গের সহিত শান্ত ও প্রফুল্লভাবে কথোপকথন করিয়াছেন। তৎপত্নী লেডি কুপারের স্বাস্থ্যভগ্ন হইয়াছে। এই দুর্ঘটনায় জননী, ডচেস্ অব্ কেণ্টের স্বাস্থ্যের হানি হয় নাই বটে, কিন্তু তিনি সাতিশয় কাতরা হইয়াছেন; এবং ক্রমশঃই অধিকতর কাতরা হইবেন তাহার কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হওয়াতে, তিনি কতিপয় দিবসাবধি হইল অত্যন্ত ক্লেশভোগ করিয়াছেন তদীয় বাহু অকর্ম্মণ্য হওয়াতে তিনি লিখিতে ও সেলাই করিতে অথবা পিয়ানো বাজাইতে পারেন

না। অধিকক্ষণ অধ্যয়ন, অথবা অধিকক্ষণ পাঠ শ্রবণ তাঁহার সহ্য হয় না।”

সার জর্জ কুপারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার স্বামিনীর মৃত্যু হইল। মার্চ মাসের প্রারম্ভে ডচেস্ অব্ কেণ্টের হস্তে এক স্ফোটক হয় ও তন্নিবন্ধন তিনি অতিশয় কষ্ট পাইয়াছিলেন; তাঁহার স্বাস্থ্য এককালে ভগ্ন হইয়াছিল। তদীয় ক্লেশ-প্রশমনার্থ সেই স্ফোটকটি অস্ত্র করা হয়। রাজ্ঞী ও কুমার অস্‌বরণ হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ১২ই তারিখে ফ্রগ্‌মোরে ডচেস্ অব্ কেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তিনি সাতিশয় যাতনা ভোগ করিতেছেন; কিন্তু জীবনাশঙ্কার কোনও চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই। ১৫ই তারিখের প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাঁহার চিকিৎসকগণের নিকট হইতে, তিনি ক্রমশঃ আরোগ্য হইতেছেন, এরূপ সমাচার উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ দিবস রাজ্ঞী ও কুমার দক্ষিণ কেন্‌সিংটনে রাজকীয় উদ্যানবিদ্যাবিষয়ক সমাজ কর্ত্তৃক নবরচিত উপবন পরিদর্শন করিতে গমন করেন। পরিদর্শনান্তে কুমার উক্ত সমাজের সভ্যগণের সহিত কার্য্যের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিলেন ও রাজ্ঞী একাকিনী প্রত্যাগমন করিলেন। ইত্যবসরে সার জর্জ ক্লার্ক কুমারকে সহসা বকিংহাম রাজপ্রাসাদে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। ডচেস্ অব্ কেণ্টের পীড়ায় কম্প উপসর্গ হইয়াছে, তিনি এই সমাচার ফ্রগ্‌মোর হইতে আনিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ইহা বিপদজনক লক্ষণ। ডচেস্ অব্ কেণ্টের প্রিয়-সহচরী লেডি আগষ্টা ব্রুসের নিকট হইতে অল্পকাল পূর্ব্বে রাজ্ঞী সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, ডচেসের রাত্রে সুখনিদ্রা হইয়াছিল ও অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন। ইহার অব্যবহিত পরেই কুমার রাজ্ঞীর সমীপে সার

জেম্‌স্ ক্লার্কের আনীত সংবাদ বিজ্ঞাপন করিয়া সত্বর ফ্রগ্‌মোরে গমন করিবার আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিলেন। অবিলম্বে রাজ্ঞী, কুমার ও রাজকুমারী আলিস ফ্রগ্‌মোরে গমন করিবার নিমিত্ত রেলযোগে উইণ্ডসরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন।

"পথ অতিশয় দীর্ঘ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আমরা বেলা আট ঘটিকার সময় ফ্রগ্‌মোরে উপস্থিত হইলাম। লর্ড জন মরে ও স্ত্রীলোকগণ আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন যে, জননী পূর্ব্বের ন্যায় আছেন। কিন্তু আমি উপস্থিত ব্যাপারের গুরুত্ব তখনও অনুভব করিতে সক্ষম হইলাম না। আলবার্ট উপরে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া আসন্ন বিপদের গুরুত্বের বিষয় সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলাম। কম্পিতহৃদয়ে আমি উপরে গিয়া জননীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। তথায় অন্ধকারময় কক্ষে মদীয় জননী রেশমিবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পর্য্যঙ্কোপরি পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া আসীনা রহিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে রাত্রিকালীন উষ্ণীষ। তাঁহার আকৃতিতে বিশেষ কিছু বৈলক্ষণ্য প্রতীয়মান হইল না। তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে কষ্ট হইতেছিল। হায়! কি পরিতাপের বিষয়! কি নৈরাশ্যজনক দৃশ্য! আমরা যে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত, তাহা তিনি কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না। আমি তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক তদীয় হস্ত চুম্বন করতঃ আমার গণ্ডস্থলে সংস্থাপন করিলাম। তিনি একবার চক্ষু উন্মীলন করিলেন বটে, কিন্তু বোধ হইল, তিনি আমাদিগকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি ধীরভাবে আমার হস্ত অপসারণ করিয়া দিলেন। এতক্ষণের পর আমি বুঝিতে

পারিলাম যে, তিনি পূর্ব্বে যাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিতেন, সেই কন্যাকে চিনিতে পারিতেছেন না। আমি ক্রন্দন করিবার নিমিত্ত তৎকক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। জীবনের আর কোনওরূপ আশা আছে কি না চিকিৎসকদিগেকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা প্রত্যুত্তর করিলেন যে, তাঁহার সংজ্ঞালোপ হওয়ায় জীবনের আর আশা নাই।”

সাড়ে সাত ঘটিকার সময় রাজ্ঞী পুনরায় ডচেসের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার মাতার আসন্নকাল উপস্থিত প্রায়। তাঁহার সংজ্ঞা হয় নাই। রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেনঃ—“আট ঘটিকার সময় আলবার্ট কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত আমাকে বাহিরে লইয়া গেলেন; কিন্তু আমি বাহিরে থাকিতে পারিলাম না। আমি প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম প্রকোষ্ঠের গবাক্ষ সমুদায় ও উভয় দ্বারদেশ সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত। আমি জননীর হস্তগ্রহণ করিয়া একখানি পাদাসনের উপর উপবিষ্ট হইলাম। ইতিমধ্যে সেই প্রেমময় মুখ বিবর্ণ হইয়া আসিল; মুখমণ্ডল দীর্ঘ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নিশ্বাস ক্রমশঃ সরল হইতে লাগিল। আমি জানু পাতিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া রহিলাম। তাঁহার হস্ত কিয়ৎ পরিমাণে ভারবোধ হইলেও তখনও উষ্ণ ও কোমল ছিল। সার জেম্‌স্ ক্লার্ক তৎকালে আলবার্ট ও আলিসকে আহ্বান করিতে গমন করায় বুঝিতে পারিলাম যে জননীর মৃত্যুকাল আসন্নতর। আমি একাকিনী তদীয় মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া রহিলাম। তৎকালে আমার বোধ হইতে লাগিল যেন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এই দৃশ্য পরম গম্ভীর, পবিত্র ও চিরস্মরণীয়। নিশ্বাস ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া অবশেষে একেবারে বদ্ধ হইল; কিন্তু মুখশ্রীর কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য

হইল না। অর্দ্ধ ঘটিকা পূর্ব্বে চক্ষু যেরূপ মুদ্রিত ছিল সেইরূপই রহিল। এই কালে ঘটিকাযন্ত্রে সাড়ে নয় টা বাজিল। ক্রন্দন করিতে করিতে আমি তাঁহার হস্তগ্রহণ করিয়া বারংবার চুম্বন করিতে লাগিলাম। আলবার্ট আমাকে কক্ষের বহির্ভাগে লইয়া গেলেন। তাঁহার মুখকমল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ। তাঁহার এইরূপ ভাব আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। তিনি আমাকে স্বীয় ক্রোড়দেশে ধারণ করিলেন। আমি তাঁহাকে সব শেষ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন যে জননীর জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। প্রিয়তম আলবার্ট জননীর মৃত্যুতে সাতিশয় কাতর হইয়া প্রচুর পরিমাণে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তদীয় অন্তঃকরণ কোমল, দয়ার্দ্র ও স্নেহপূর্ণ। আলবার্ট কহিলেন যে, এক্ষণে জননীর উপবেশনগৃহে গমন করিলে মন শান্ত হইবে। আমরা তাহাই করিলাম; কিন্তু হায়! কি কষ্টের বিষয়! সমুদায় দ্রব্য পূর্ব্বের ন্যায় সজ্জিত রহিয়াছে; জননীর প্রীতিপাত্র ক্ষুদ্র কেনারি পক্ষিটি তৎকালে বসিয়া গীত গাইতেছিল।”

পরদিবস প্রাতঃকালে রাজ্ঞী পুনরায় উপরতা জননীর মুখমণ্ডল দর্শন করিলেন। লণ্ডন হইতে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স ও রাজকুমারী হেলেনা উপস্থিত হইলে রাজ্ঞী তাঁহাদিগের সাতিশয় ভক্তিভাজন মাতামহীর মুখদর্শনার্থ তাঁহাদিগকে লইয়া গেলেন; তৎকালে তাঁহার শোক পুনরুদ্দীপ্ত হইল।

সায়ংকাল আগত হইলে রাজ্ঞী ও কুমারের উইণ্ডসর দুর্গে প্রত্যাগমনের পরম বিষাদময় অবসর উপস্থিত হইল। প্রত্যাগমনকালে তাঁহাদিগের নেত্র অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল। ডচেস্ অব্ কেণ্ট মুমূর্ষুকালীন নিয়োগপত্র দ্বারা তদীয় সমুদায় সম্পত্তি রাজ্ঞীকে প্রদান করতঃ কুমারকে একমাত্র (একজিকিউটর)

কার্য্যনির্ব্বাহক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এতন্নিবন্ধন তাঁহার কাগজপত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আবশ্যকীয় বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত সমধিক পরিশ্রমের আবশ্যক। বিশেষতঃ কেবলমাত্র সার জর্জ কুপার, ডচেস্ অব্ কেণ্টের সমুদায় বিষয় অবগত ছিলেন; সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে কুমারের অধিক পরিমাণে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী তারযোগে মাতামহীর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বার্লিন হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। ১৮ই মার্চ্চ তিনি উইণ্ডসর দুর্গে উপস্থিত হইলে রাজ্ঞী ও কুমার সাতিশয় প্রীতা হইলেন।

ডচেস্ অব্ কেণ্টের মৃত্যুতে সমগ্র ইংলণ্ড শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। পার্লিয়মেণ্টের উভয় সভা রাজ্ঞীর সমীপে সান্ত্বনা প্রকাশক অভিনন্দনপত্রপ্রদানে সম্মতিপ্রকাশ করিল। কমন্স সভায় লর্ড পামারষ্টোন কহিলেন যে, "আমাদিগের রাজ্ঞীর যে সমস্ত প্রশংসাজনক গুণ আছে তাহা ডচেস্ অব্ কেণ্টের যত্ন ও অভিনিবেশেই পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে সমগ্র দেশ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। অন্য পক্ষে রাজ্ঞী ও স্বীয় জননীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন দ্বারা তিনি তাঁহার প্রতি শৈশবকালে যেরূপ দয়া ও অভিনিবেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহার প্রতিশোধে সক্ষম হইয়াছেন।"

রাজ্ঞীর সহোদরা প্রিন্স হোহেন্‌লোর পত্নী জননীর মৃত্যুকালে ইংলণ্ডে আগমন করিতে পারেন নাই। তিনি বেডেন হইতে রাজ্ঞীর পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, "জননীর মৃত্যুদিবসে লিখিত আপনার শোকপূর্ণ পত্রিকা আমি গতকল্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি আপনার অপেক্ষা তাঁহার নিমিত্ত সমধিক চিন্তিত থাকিলেও তদীয় মৃত্যুনিবন্ধন শোকের গুরুত্ব অনুভব

করিতে সক্ষম হইতেছি না। লেডি আগষ্টা ব্রুসের পত্র পাইয়া জননীর জীবনসম্বন্ধে কোনও আশা হয় নাই। প্রিয় ভগিনি! আপনি শোকে কাতরা হইবেন না। এক্ষণে জননীর ভাগ্য সুখময়! তাঁহার ন্যায় সদয়ান্তঃকরণবিশিষ্ট ব্যক্তি অবশ্যই শান্তিসুখ অনুভব করিবেন। তিনি সকলের প্রতি যেরূপ প্রীতি প্রদর্শন করিতেন, তন্নিমিত্ত ঈশ্বর তাঁহাকে সহস্রগুণে সুখিনী করিবেন। পুনরায় একবার জননীর মুখমণ্ডলের প্রতি নেত্রপাত করিতে পারিলে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। মৃত্যুর পরও তাঁহার মুখমণ্ডল যে শান্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে, তদ্বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমার প্রতি তদীয় প্রভূত স্নেহের নিমিত্ত আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ। ঈশ্বর আপনাকে সুখ ও সান্ত্বনা প্রদান করিবেন।"

রাজ্ঞীর ভগিনী বেডেন হইতে পুনরায় রাজ্ঞীর সমীপে লিখিলেন; আমি আর দুইখানি মহামূল্য শোকপূর্ণ পত্রিকা প্রাপ্ত হইলাম। তাহা পাঠ করিয়া মাতার মৃত্যুর বিশেষ সমাচার ও অন্য কর্ত্তৃক অকথিত সমাচার সমূহ অবগত হইলাম। প্রিয়তমে ভগিনি! "আমরা যাঁহাকে হারাইয়াছি তিনি আমাদিগের প্রতি তুল্যস্নেহ প্রদর্শন করিতেন। আমি সর্ব্বদা আপনার প্রতি তদীয় বিশেষ স্নেহের জন্য বিদ্বেষ প্রকাশ করিতাম। তিনি আপনাকে অধিক স্নেহ করেন এই কথা বলিলে, তিনি আমাকে প্রত্যুত্তর করিতেন যে, ফিওডোর! তুমি অন্যায় বলিতেছ আমি তোমাদিগের উভয়কে তুল্যরূপ স্নেহ করি। প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি উভয়কে তুল্য স্নেহ করিতেন। আমি তদীয় গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি কত আদরপূর্ব্বক আমাকে প্রত্যুদ্গমন করিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যাগমনকালে তিনি কতই বিষাদিত হইতেন। শেষবার তাঁহার

নিকট হইতে যে বিদায়গ্রহণ করি, তাহা অদ্যাপি আমার স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে। আপনাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা হইলেই, তাঁহাকে আর দেখিতে পাইব না, এই কথা মনে উদিত হইয়া অন্তঃকরণ শোকার্ত্ত হয়। আপনার সহোদরা বলিয়া আপনি যে আমার প্রতি অনুকম্পা ও ভগিনী-স্নেহ প্রদর্শন করেন তন্নিমিত্ত আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিয়াছি।"

২৫ শে মার্চ্চ উইণ্ডসরে সেণ্টজর্জ্জ উপাসনালয়ে ডচেস্ অব্ কেণ্টের সমাধি হইল। ফ্রগ্‌মোরে মনোহর সমাধিগৃহ পরিসমাপন পর্য্যন্ত তাঁহার দেহ তথায় রক্ষিত হইল। কুমার প্রধান শোকপ্রকাশকের কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তাঁহার সহিত প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স ও রাজকুমার লিনিঞ্জেন ছিলেন। সকলে ডচেস্ অব্ কেণ্টকে এরূপ স্নেহ করিতেন যে, সমাধিদানকালে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কেহ অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না।

ডচেস্ অব্ কেণ্টের মৃত্যুতে কুমারের পরিশ্রম সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তাঁহার ন্যায় প্রিয়তম আত্মীয়ের বিয়োগ নিবন্ধন দুঃখিত হইয়াও রাজ্ঞীর জীবনের প্রধানতম শোকে সান্ত্বনা প্রদানের নিমিত্ত স্বীয় শোক দমন করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত রাজ্ঞী সর্ব্বদা সচিবগণের নিকট যে সমস্ত পত্রাদি লিখিতেন, তদ্বিষয়ে রাজ্ঞীর পরিশ্রম লাঘব করিবার নিমিত্ত কুমার যত্নবান হইলেন। কুমার প্রফুল্লচিত্তে এই সমুদায় কার্য্যের ভারগ্রহণ করিতেন।

এই সময়ে জ্যেষ্ঠা তনয়া আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে রাজ্ঞী ও কুমার সান্ত্বনালাভ করিলেন। তিনি ২রা এপ্রেল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সহিত অবস্থান করিয়া বার্লিন যাত্রা করেন।

৫ই এপ্রেল কুমার অস্‌বরণ হইতে ব্যারণ ষ্টক্‌মারের নিকট লিখিলেন, "উইণ্ডসর ও ফ্রগ্‌মোর হইতে বিদায়গ্রহণ অতিশয় কষ্টকর। তথাপি রাজ্ঞী এখানে সান্ত্বনালাভ করিবেন। তিনি এক্ষণে বাল্যকালের বিষয় চিন্তা করেন এবং তৎসহ বিষাদময় অতীত ঘটনা সমূহ স্মরণ করিয়া অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি অতিশয় শোকাভিভূতা হইয়াছেন। তিনি স্নেহপূর্ণ ভক্তিসহকারে যে জননীর এতদিন শুশ্রূষা করিয়াছিলেন তাঁহার বিরহে অতিমাত্র কাতরা হইয়াছেন। গত দুই বৎসর তিনি সর্ব্বদা স্বীয় জননীর সুখবিধানার্থ তৎপর ছিলেন, তদ্দ্বারা তদীয় চরিত্র উন্নত হইয়াছে। তিনি সুস্থ আছেন, কিন্তু সামান্যবিষয়েও বিরক্ত হয়েন, এমন কি সন্ততিবর্গের প্রতিও বিরক্ত। তিনি এক্ষণে সর্ব্বদা প্রায় একাকিনী অবস্থান করেন। তাঁহাকে ও সান্ত্বনা প্রদান করা আমার পক্ষে দুরূহ তাহা আপনি সহজে অববোধ করিতে সক্ষম। সকলকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে অবস্থাপন করাও সহজ নহে। ডচেস্‌ অব্‌ কেণ্ট তদীয় মুমূর্ষুকালীন নিয়োগপত্রিকায় কোনও আত্মীয়কে বিস্মৃত হয়েন নাই। তদীয় পরিচারকদিগের বৃত্তিপ্রদানের ভার রাজ্ঞী স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি প্রিন্স হোহেন-লোর পত্নী এবং তৎপুত্র ভিক্টর এডোয়ার্ড লিনিঞ্জেনকে বার্ষিক-বৃত্তি প্রদান করিবেন।"

অস্‌বরণে নির্জ্জনতা ও নিস্তব্ধতা নিবন্ধন রাজ্ঞীর অন্তঃকরণ সত্বর সুস্থ হইল। ১৫ই এপ্রেল কুমার ব্যারণ ষ্টক্‌মারের সমীপে লিখিলেন যে, রাজ্ঞী ক্রমশঃ ধীরে ধীরে চিত্তের প্রফুল্লতা-লাভ করিতেছেন। ২৭শে এপ্রেল রাজ্ঞী অস্‌বরণ হইতে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া, ৩০শে এপ্রেল প্রিভিকাউন্সিল সভার অধিবেশনে স্বীয় তনয়া রাজকুমারী আলিসের সহিত

হেসি ডার্‌মষ্টটের রাজকুমার লুইয়ের সঙ্কল্পিত বিবাহের ঘোষণা করেন।

৪ঠা মে, রাজ্ঞী পার্লিয়মেণ্টে সঙ্কল্পিত বিবাহের প্রস্তাব প্রকাশ করিলেন। সকলেই এই ঘোষণায় আনন্দ প্রকাশ করিল। দুই দিবস পরে কমন্স সভায় রাজকুমারীর বিবাহব্যয়ের বিষয় উপস্থাপিত হইলে, তাঁহারা তিন লক্ষ টাকা যৌতুক ও ৬০ হাজার টাকা বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিলেন। এইকালে রাজ্ঞী শোকার্ত্ত থাকায় নির্জনে বাস করিতেছিলেন। অতএব কুমারকে অতিরিক্ত অনেক কার্য্য সম্পাদন করিতে হইল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন কার্য্যে এবং দরবার প্রভৃতির অধিবেশনে কুমার অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। কুমার এই সময়ে প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌সের পাঠের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন।

পার্লিয়মেণ্ট বন্ধ হওয়াতে রাজ্ঞী ও কুমার পুনরায় ১৮ই মে অস্‌বরণে কতিপয় দিবসের নিমিত্ত প্রত্যাগমন করিলেন। পরদিবস রাজকুমার লুই তথায় উপস্থিত হইলেন। কতিপয় দিবস পরে রাজা লিওপোল্ড স্বীয় দ্বিতীয় পুত্রের সহিত ইংলণ্ডে উপনীত হয়েন। রাজকুমার লুইয়ের হামরোগ হওয়াতে অস্‌বরণবাস বিষাদময় হইল। ভূতপূর্ব্ব ডিউক অব্‌ আল্‌বানি, রাজকুমার লিওপোল্ডও উক্ত সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়েন। এই মাসের শেষভাগে রাজকুমার লুই আরোগ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু রাজকুমার লিওপোল্ডের পীড়া গুরুতর হওয়ায় রাজ্ঞী লণ্ডন প্রত্যাগমনকালে তাঁহাকে তথায় রাখিয়া গেলেন। প্রায় তিন সপ্তাহ পরে তিনি আরোগ্যলাভ করিয়া লণ্ডনে গমন করিলেন।

যে রাজকীয় উত্থানবিদ্যাবিষয়ক উপবন সমূহের সংস্থাপনে কুমার প্রথমাবধি আগ্রহ প্রদর্শন করিতেন, সেই সমস্ত উপবন ৫ই জুন সাধারণের ব্যবহারার্থ উৎঘাটিত হইল। কুমার তদীয় মৃত্যুর পূর্ব্বে লণ্ডনের অন্য কোন সাধারণ উৎসবে আর উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া এই ঘটনাটি চিরস্মরণীয়। সেই দিবস সায়ংকালে কুমার শিল্পসমিতির অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য সম্পাদন করেন। উক্ত সভায় মিঃ হজ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের সঙ্কল্পিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর বিষয় অবলম্বন করিয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন। এই কালে কুমার প্রদর্শনী বিষয়ে সংক্ষেপে বক্তৃতা প্রদান করিয়া, বিবিধ কর্ত্তব্য পরিপালনে ব্যস্ত থাকাপ্রযুক্ত, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের মহতী প্রদর্শনীর ন্যায় আগামী প্রদর্শনী বিষয়ে তিনি কার্য্যতঃ সাহায্য করিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনি স্বকীয় উপদেশ ও সাহায্য প্রদানে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই।

কুমার সচরাচর জুন মাসে যেরূপ প্রভূত কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, সেইরূপ এবৎসরও বিবিধ সাধারণ সমিতিতে যোগদান ও এই সময়ের নানাবিধ কর্ত্তব্য পরিপালনে ব্যগ্র হইলেন। এই সময়ে লণ্ডনে অসহ্য গ্রীষ্ম হইয়াছিল এবং কুমার পরিশ্রমে ক্লান্ত প্রতীয়মান হইলেন। ১৬ই তারিখে কুমার স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন "আমি পীড়িত, আমার জ্বরবোধ হইয়াছে আমার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা এবং আমার শরীর অতিশয় অসুস্থ।" পরদিবস তিনি অল্পমাত্র সুস্থ ছিলেন কিন্তু বারংবার এইরূপ পীড়িত হওয়াতে ভীতির কারণ হইয়া উঠিল। পুনরায় ২৬শে জুলাই কুমার পীড়িত হয়েন; তাঁহার পীড়া দুই দিবস ছিল।

এই পুস্তকের পূর্ব্বভাগে বর্ণিত হইয়াছে যে কুমার সর্ব্বদা

সৈনিককর্ম্মচারীদিগের শিক্ষার উন্নতিবিধানে তৎপর ছিলেন। কুমার বিবেচনা করিতেন যে, কেবলমাত্র যুদ্ধবিষয় পরিজ্ঞাত হইলে সৈনিককর্ম্মচারিগণের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না; সৈন্যগণের পরিচালকদিগের সৎগুণাবলীও থাকা আবশ্যক। এই সময় শিক্ষাবিষয়ক সমিতি ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি ডিউক অব্ কেম্ব্রিজের উপদেশানুসারে সাণ্ডহার্ষ্টের রাজকীয় সামরিক কলেজের সৈনিককর্ম্মচারিগণের পদপ্রার্থিগণের শিক্ষাপ্রণালী নির্দ্ধারণে ব্যাপৃত হইলেন। কুমার এই শিক্ষাপ্রণালীতে সচ্চরিত্রের নিয়ম সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু কমিসনরগণ (কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ) এই প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিবার এরূপ ভূরি ভূরি বিঘ্ন অনুভব করতঃ তাঁহারা প্রথমতঃ স্থির করিলেন যে, তাঁহারা কুমারের প্রস্তাবিতকার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম নহেন। দুই দিবস পরে সমরসচিব লর্ড হার্ব্বার্ট কুমারের নিকট তদীয় প্রস্তাবের প্রতিকুলে কমিসনরগণের যুক্তি সমুদায় বিজ্ঞাপন করিলেন। কুমার তৎক্ষণাৎ স্বীয় প্রস্তাব সমর্থন করিয়া যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক এক প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। সামরিকশিক্ষাসমিতি কুমারের অভিমত প্রাপ্ত হইয়া এই বিষয় পুনরালোচনা করিলেন। অবশেষে কুমারের প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল।

২৫ শে জুন, রাজা লিওপোল্ড এবং তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের ইংলণ্ড পরিদর্শন সমাপ্ত হইল। পরদিবস রাজ্ঞীর জামাতা ও জ্যেষ্ঠা কন্যা, প্রুশিয়ার যুবরাজ ও তৎপত্নী বকিংহাম রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলেন। পরদিবস রাজ্ঞী স্বীয় মাতুল রাজা লিওপোল্ডের সমীপে লিখিলেন। "পাঁচ সপ্তাহ কাল আপনার সহিত একত্রে বাস করতঃ পুনরায় মহাশয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করা কষ্টকর। আমি ভবদীয় সদয় ও স্নেহপূর্ণ পিতৃতুল্য মুখমণ্ডল

না দেখিয়া অসুখী হইতেছি। আপনার বদনকমল আমার জননীর মুখের অনেকাংশে অনুরূপ। আমি নূতন নূতন ব্যাপার উপস্থিত হওয়াতে ক্রমে ক্রমে জননীর অভাব উপলব্ধি করিতেছি। প্রিয়তমা আলিসের ভবিষ্যৎ স্বামী এখানে আমাদিগের সহিত রহিয়াছেন; আমাদিগের পুত্র ও দৌহিত্রগণ সকলে উপস্থিত; ইহাদিগকে দেখিয়া জননী কতই সুখ ও গর্ব্ব অনুভব করিতেন, এই কথা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। প্রিয়তম ফ্রিট্জের স্বভাব পরম মনোরম। আমরা ৪ ঠা জুলাই অস্‌বরণ গমন করিব।"

এই পত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে রাজ্ঞী স্বীয় জননীর মৃত্যুনিবন্ধন শোক এখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সমগ্র জুলাই মাস রাজ্ঞী অস্‌বরণে অবস্থান করিলেন। ১৪ই জুলাই বেডেন নগর হইতে তারযোগে সংবাদ আসিল যে, অস্‌কার বেকার নামক জনৈক তরুণবয়স্ক ছাত্র প্রুশিয়ার রাজাকে লক্ষ্য করিয়া দুই বার গুলি মারিয়াছে। রাজ্ঞী ও কুমার এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া অতিমাত্র দুঃখিত ও বিস্মিত হইলেন। দুইটি গুলিই রাজার অঙ্গবস্ত্রের গলদেশ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। একটি গুলি লাগিয়া গলদেশের বামভাগে অল্পমাত্র ক্ষত হইয়াছিল। প্রুশিয়ার যুবরাজ এই সমাচার শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অস্‌বরণ হইতে বেডেনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, রাজা সুস্থ হইয়া স্বাভাবিক প্রফুল্লতালাভে সমর্থ হইয়াছেন; অতএব তিনি পুনরায় ১৮ই জুলাই অস্‌বরণে প্রত্যাগমন করিলেন। লর্ড পামারষ্টোন এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞীর সমীপে লিখিলেন যে, এরূপ ঘটনা উপস্থিত হওয়া অতি আশ্চর্য্যের বিষয়; সমগ্র পৃথিবীতে প্রুশিয়ার রাজার নিজের অথবা রাজ-

নৈতিক শক্র থাকা অসম্ভব। বেকারের বিচার হইয়া দোষী বলিয়া স্থীরীকৃত হইলে মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত হয় নাই, সে নির্বুদ্ধিতা পূর্ব্বক পাগলের ন্যায় আচরণ করিয়াছিল তাহার অন্তঃকরণে হত্যাভিপ্রায় ছিল না অতএব চিরজীবনের মত কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হইল।

৬ই আগষ্ট পার্লিয়মেণ্ট বন্ধ হইল। এই অধিবেশনে কোন গুরুতর কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই। বৎসরের প্রারম্ভ অপেক্ষা এক্ষণে কি ইংলণ্ডে কি অধিকারসমূহে সর্ব্বত্র অধিকতর শান্তি বিরাজমান ছিল, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সভ্যগণ প্রজাবৃন্দের অভিমতরূপ কার্য্য করিতেছিলেন আমেরিকায় তখনও আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ চলিতে ছিল। অস্‌বরণ পরিত্যাগের পূর্ব্বে পর্টুগালের অন্তঃপাতী ওপোর্টোর ডিউক এবং সুইডেনের রাজা ও সুইডেনের রাজকুমার অস্‌কার রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন।

আয়র্লণ্ডে পরিভ্রমণের বিষয় পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়া, ২২ শে আগষ্ট তারিখে, রাজ্ঞী ও কুমার তথায় উপস্থিত হইবার কথা হইয়াছিল। ১৬ই আগষ্ট রাজকীয় পরিবারবর্গ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিলেন। প্রূশিয়ার যুবরাজ ও তৎপত্নী সন্তানগণের সহিত জার্ম্মাণে প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাজ্ঞী ও কুমার রাজকুমারী আলিসের সহিত ফ্রগ্‌মোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরদিবস ডচেস্‌ অব্‌ কেণ্টের জন্মদিবস মহোৎসব। রাজ্ঞী সপরিবারে তাঁহার সমাধিস্তম্ভ দর্শন করিতে গমন করিলেন। কুমার এই বিষয় উল্লেখ করিয়া বার্লিনে জ্যেষ্ঠা কন্যার সমীপে লিখিলেন যে, আমাদিগের ফ্রগ্‌মোরে ভ্রমণ বিষাদময় হইলেও ইহা দ্বারা আমরা উপকৃত হইয়াছিলাম। সমাধিস্তম্ভ পরম মনোহর হইয়াছে; ইহা দেখিতে প্রীতিকর, পবিত্রভাবোদ্রেকজনক; কিন্তু বিষাদময় নহে।

ডচেস্ অব্ কেন্টের সমাধিস্তম্ভ পরিদর্শন করিয়া, ১৭ই আগষ্ট, রাজ্ঞী ও কুমার ফ্রগ্‌মোর হইতে অস্‌বরণে প্রত্যাগমন করিলেন। পরদিবস রাজকুমার আল্‌ফ্রেড, ডিউক অব্ এডিনবরা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে প্রত্যাগন করিলেন। ২১ শে আগষ্ট প্রাতে আট ঘটিকার পূর্ব্বে, রাজ্ঞী ও কুমার, রাজকুমারী আলিস, হেলেনা, রাজকুমার আল্‌ফ্রেড এবং কতিপয় সংখ্যক অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে আয়র্লণ্ড গমনোদ্দেশ্যে হোলিহেডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সন্ধ্যাকালে সাতঘটিকার সময় তথায় উপস্থিত হইলেন। পথে অক্সফোর্ডে লর্ড গ্রেন্‌ভিল্ ও লর্ড সিডনি উভয়ে তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। পথে কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইল না; তাঁহারা নিরাপদে কিংস্‌টাউন বন্দরে উপনীত হইলেন। রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় তাঁহারা বন্দরে উপনীত হইয়া বারটার সময় শয়ন করিলেন। পরদিবস দশটার পরেই আয়র্লণ্ডের লর্ড লেফ্‌টেনাণ্ট, লর্ড কার্লাইল রাজকীয় পোতে আগমন করিলেন। জাহাজ অবতরণের স্থানাভিমুখে গমন করিল। এই সময় আয়র্লণ্ডের প্রধান সেক্রেটারি সার রবার্ট পীল ও আয়র্লণ্ডের সৈনাধ্যক্ষ জেনেরল সার জর্জ ব্রাউন জাহাজে আগমন করিলেন। ঠিক এগার ঘটিকার সময় সকলে অবতরণ করিয়া ডব্‌লিনে যাইবার নিমিত্ত বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিলেন। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন :—

"তথায় উপস্থিত হইয়া আমরা শকটে আরোহণ করিলাম এবং আলিস ও এফি (ডিউক অব্ এডিনবরা) আমাদিগের সহিত চলিলেন। রাজপথে বহু সংখ্যক লোক দণ্ডায়মান হইয়াছিল; সকলে আগ্রহ-সহকারে আমাদিগের প্রতি অনুকূলতা ও মিত্রভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। দুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমরা ফিনিক্সপার্কে উপস্থিত হইলাম। বাটী (প্রিন্স অব্

ওয়েল্‌স) আমাদিগের সহিত জলযোগের নিমিত্ত সৈন্যগণের যুদ্ধ-শিক্ষার স্থান হইতে আগমন করিয়া বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত আমাদিগের সহিত অবস্থান করিল। তাঁহাকে দেখিলে প্রফুল্ল বলিয়া প্রতীতি হয়। আলবার্ট সাড়ে তিন ঘটিকার সময় লর্ড কার্লাইলের সমভিব্যাহারে ডব্‌লিনে গমন করিয়া প্রদর্শনী, কিংস্‌ কলেজের পুস্তকাগার ও অভিনব যাদুঘর (মিউজিয়ম) পরিদর্শন করিলেন। ২৩ শে তারিখে রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন, "অদ্য ডব্‌লিনের লর্ড মেয়রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি ডব্‌লিন নগরের অভিনন্দনপত্রিকা প্রদান করিলে আমি শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক সংক্ষেপে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলাম। তথায় জেন চার্চিল, লর্ড গ্রেন্‌ভিল এবং অন্যান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমি সারাদিন পত্রাদি লেখায় ব্যস্ত রহিলাম। কিন্তু পরম ভক্তিভাজন জননীর নিকট পত্র লিখিতে না পারায় অতিশয় দুঃখিত হইলাম।"

২৪ শে আগষ্ট, রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন, "আমরা শকটারোহণে সৈন্যগণের সমবেত স্থানে উপস্থিত হইলে রাজকীয় সম্মান প্রাপ্ত হইলাম। তৎপরে জেনেরল সার জর্জ ব্রাউন অশ্বারোহণে আমার শকটের সমীপে আগমন করিলে আমরা সৈন্যশ্রেণীর সম্মুখ দিয়া গমন করিলাম। আমরা অশ্বারোহী সৈন্যবিভাগের নিকট উপস্থিত হইলে তাহারা জননীর প্রিয়তম স্বরে বাদ্য করিতে লাগিল। ইহা শ্রবণ করিয়া আমি অতিশয় বিষাদিত হইলাম এবং অনেক যত্নে অশ্রু সংবরণ করিয়াছিলাম। তিনটা বাজিবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আমরা বার্টির তৎকালিক কুটীরে গমন করিলাম। বাস্তবিক এইটি সার জর্জ ব্রাউনের তৎকালিক আবাসস্থান। ইহাতে স্থানের অভাব ছিল না। ইহাতে সুন্দর শয়নকক্ষ, উপবেশনগৃহ, বৈটক্‌খানা

এবং সুবিস্তীর্ণ ভোজনাগার আছে। আমরা জেনেরল সার জর্জ ব্রাউন, কর্ণেল ওয়েদারেল্, কর্ণেল পার্সি এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সেই কক্ষে জলযোগ করিলাম। কর্ণেল পার্সি, গার্ড নামক সৈন্যদিগের অধিনায়ক এবং বার্টি তাঁহার তত্ত্বাবধারণের কার্য্য করিত। আমি তাঁহার সহিত কথোপকথন করিলাম। অন্যান্য সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, সেইরূপ বার্টির প্রতিও ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। জেনেরল ব্রুসের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে অপর সৈন্যাধ্যক্ষাপেক্ষা তিনি বার্টিকে অধিক পরিমাণে কার্য্যে ব্যাপৃত রাখেন; তথাপি বার্টি তাঁহাকে ভালবাসে।"

পরদিবস রবিবার রাজ-প্রতিনিধীর আবাসগৃহের অন্যতম প্রকোষ্ঠে উপাসনাকার্য্য সম্পাদিত হইল। অপরাহ্ণে কুমার আয়র্লণ্ডের লর্ড লেফ্‌টেনান্ট, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স এবং রাজকুমার আল্‌ফ্রেডের সমভিব্যাহারে কারাগার পরিদর্শনার্থ গমন করিলেন।

২৬শে আগষ্ট কুমারের জন্মদিবস। রাজ্ঞী স্বীয় মাতুল রাজা লিওপোল্ডের সমীপে লিখিলেন, "অদ্যকার দিবস সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম অদ্য আমার অন্তঃকরণ প্রীতি ও কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ হইতেছে। ঈশ্বর প্রিয়তম আলবার্টের চিরকাল মঙ্গলসাধন ও তাঁহাকে রক্ষা করুন। পৃথিবীমধ্যে তাঁহার তুল্য পবিত্র ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।" সেই দিবস প্রাতঃকালে কুমার শয়নকক্ষ হইতে অবতরণ করিলে রাজ্ঞী ও রাজকুমারীগণ তাঁহাকে জন্মদিবসীয় উপহার প্রদান করিলেন। উপহার সকলের মধ্যে, রাজ্ঞী "লাংকেষ্টার" চিহ্নিত একটি বন্দুক প্রদান করেন। কুমার উপহার সমুদায় প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ঐ দিবস বেলা বার ঘটিকার পর রাজ্ঞী কিলার্ণি হ্রদ

পরিদর্শন নিমিত্ত ডব্‌লিন রেলওয়েষ্টেশনে আয়র্লণ্ডের লর্ড লেফ্‌টেনাণ্টের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা দুই তিন দিবস কিলার্ণি হ্রদের সন্নিকটে বাস করেন। তৎপরে রেলযোগে ডব্‌লিনে প্রত্যাগমন করিয়া তৎক্ষণাৎ কিংস্‌টাউনে যাত্রা করেন। তথায় রাজকীয় জাহাজে আরোহণ করিয়া সেই রাত্রে বন্দরে অবস্থান করেন। পরদিবস প্রাতে চারি ঘটিকার সময় সেই বন্দর হইতে যাত্রা করিয়া বেলা নয় ঘটিকার সময় হোলিহেডে উপস্থিত হইলেন। সেই দিবস সায়ংকালে রাত্রি নয় ঘটিকার সময় তথা হইতে যাত্রা করিয়া সারারাত্র পথে অতিবাহন পূর্ব্বক পরদিবস অপরাহ্ণে রাজ্ঞী ও কুমার রাজকুমারী আলিস, হেলেনা এবং রাজকুমার আল্‌ফ্রেডের সমভিব্যাবহারে বাল্‌মোরালে উপনীত হইলেন।

আয়র্লণ্ডের রাজ্ঞীর সমভিব্যাহারী সচিব লর্ড গ্রেন্‌ভিল লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপরিবর্ত্তে ভারতের ষ্টেট্‌ সেক্রেটারি সার চার্লস্‌ উড্‌ রাজ্ঞীর সমীপে অবস্থান করিলেন। রাজ্ঞীর বাল্‌মোরালে উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই লর্ড জন রসেল বাল্‌মোরালের নিকটবর্ত্তী এবারগেল্‌ডিতে বাস করিতেছিলেন।

৪ ঠা সেপ্টেম্বর হেসি ডারম্‌ষ্টেটের রাজকুমার লুই পুনরায় রাজ্ঞী ও কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। পরদিবস রাজ্ঞীর ভগিনী রাজকুমার হোহেন্‌লোর পত্নী লেডি আগষ্টা ব্রুসের সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে আসিয়া উপনীত হইলেন। কুমার ৬ ই সেপ্টেম্বর ব্যারণ ষ্টকমারের সমীপে লিখিলেন, "গত পরশ্বদিবস হেসির লুই আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং গতকল্য ফিওডোর, হোহেন্‌লোর রাজকুমারপত্নী আগমন করিয়াছেন। ভিক্টোরিয়া ইহাঁকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয়

আনন্দিত হইয়াছেন। রাজ্ঞী সুস্থ আছেন। আমার সর্দ্দি হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্যসম্বন্ধে সুস্থ আছি; আমি আশাকরি আপনি সুস্থ আছেন। আল্‌ফ্রেড ২০ শে তারিখে তাহার কর্ম্মস্থান আমেরিকায় যাইবার নিমিত্ত লিভারপুল হইতে যাত্রা করিবে। আগামী গ্রীষ্মকালের পূর্ব্বে আমরা তাঁহাকে আর দেখিতে পাইব না। রণতরিই তাহার শিক্ষার উপযোগীস্থান এই বিবেচনা করিয়া আমরা এই দীর্ঘকালব্যাপী বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে সম্মত হইয়াছি।"

৯ই সেপ্টেম্বর প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স কলোনের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রুশিয়াদিগের সামরিক ব্যায়াম পরিদর্শনার্থে বাল্‌মোরাল হইতে যাত্রা করিলেন। সামরিক ব্যায়াম পরিদর্শন ব্যতিরেকে জার্ম্মাণি পরিদর্শনে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের অন্য অভিপ্রায় ছিল। এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স ডেনমার্কের রাজকুমারী আলেক্‌জান্দ্রার সহিত আলাপ করিয়া পরস্পরের অনুরাগ জন্মাইলে তাঁহার নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিবেন। রাজকুমারী তৎকালে জার্ম্মাণিতে বাস করিতেছিলেন। অন্ততঃ যত দিবস উভয়ের মনোভাব অবগত হওয়া না যায়, তত দিবস এই বিষয় গোপনে রাখিবার নিমিত্ত যথেষ্ট সাবধান হইলেও গোপনীয় বিষয় কোন প্রকারে প্রকাশ হইয়া পড়িল। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স ও রাজকুমারী আলেক্‌জান্দ্রার পরস্পরের সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেই ইউরোপের বৈদেশিক সংবাদপত্রসমূহে এই বিষয় ঘোষিত হইল। প্রিন্স কন্সর্ট ইহাতে বিরক্ত হইলেন। বৈদেশিক সংবাদপত্র হইতে এই সমাচার ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে প্রচারিত হইলে সকলেই আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল। স্পিয়ার এবং হিডেল্‌বর্গে ২৪ শে ও ২৫ শে তারিখে পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। এবং তাহাতে সুখময় পরিণাম সংসাধিত হইল।

অতএব সংবাদপত্রে প্রচারিত হওয়াতে কোনওরূপ অনিষ্ট হইল না। প্রিন্স কন্সর্ট ৩০ শে সেপ্টেম্বর স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, আমরা রাজকুমারী আলেক্‌জান্দ্রাসম্বন্ধে প্রীতিকর বিবরণ শ্রবণ করিলাম এবং যুবক যুগল পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

২২ শে অক্টোবর রাজ্ঞী বাল্‌মোরাল হইতে যাত্রা করিয়া ২৪ শে তারিখে উইণ্ডসর দুর্গে উপনীত হইলেন। তাঁহাদিগের অনুপস্থিতি কালে এই দুর্গে কুমারের অভিমত উন্নতি সমুদায় সংসাধিত হইয়াছিল এবং কুমার স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে এই সমুদায় পরম সন্তোষজনকরূপে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উইণ্ডসর দুর্গে প্রত্যাগমনের কতিপয় দিবস পরে কুমার সুস্থ ছিলেন ও স্বীয় কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তিনি রাজকুমারী আলিসের ভবিষ্যৎ পরিচারক প্রভৃতির এবং সার এড্‌ওয়ার্ডবাউএটার এবং তৎপত্নীর তত্ত্বাবধারণে রাজকুমার লিওপোল্ডের (ভূতপূর্ব্ব ডিউক অব্ আল্‌বানির) ক্যান্সে অবস্থিতির বন্দোবস্ত করিতে তৎপর হইলেন। রাজকুমার ৪ ঠা নবেম্বর ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া তথায় সমগ্র শীতকাল অতিবাহিত করিবেন এইরূপ কথা ছিল। মধ্যে মধ্যে কুমার প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের ভবিষ্যৎ আবাসার্থ নির্ম্মিত মারল্‌বরা হাউস নামক রাজপ্রাসাদের সংস্কার ও উন্নতিসাধনের তত্ত্বাবধারণ করিতে গমন করিতেন।

৪ ঠা নবেম্বর কুমার ওয়েলিংটন কলেজে তত্রস্থ গৃহরচনা দর্শন করিতে গমন করিলেন। দুই দিবস পরে কৃষিসমাজের মাসিক অধিবেশনে সম্পাদকের কার্য্য করিবার নিমিত্ত লণ্ডনে গমন করিলেন, এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মহতী প্রদর্শনী গৃহরচনা কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। ৮ ই ও ৯ ই নবেম্বর কুমার উইণ্ডসর

পার্কে পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ ও দক্ষতার সহিত মৃগয়া করিতে গমন করিলেন। এই সময়ে উইণ্ডসর দুর্গ আগন্তুক ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অন্যান্য অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গ্রাণ্ড ডিউক কন্‌ষ্টান্‌টাইন ও তৎপত্নী, লর্ড গ্রেনভিল এবং লর্ড রুশিয়ার রসেল ও তৎপত্নী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা ৯ই নবেম্বর পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করেন। রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, অদ্য প্রিয়তম বার্টির (প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের) বিংশতম জন্মদিবস। ঈশ্বর আমাদিগকে তদীয় চরিত্র গঠনপ্রযত্নে সফলপ্রয়াস করুন।

রাজকুমার লিওপোল্ড ৪ঠা নবেম্বর ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া ১৪ই নবেম্বর ক্যান্সে উপস্থিত হয়েন। সার এড্‌ওয়ার্ড বাউএটারের পীড়া বশতঃ তদীয় গমনে বিলম্ব হইল। ক্যান্সে উপস্থিত হইয়া সার এড্‌ওয়ার্ডের পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং অবশেষে তিনি তথায় কালকবলে নিপতিত হয়েন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রিন্স কন্সর্ট যেরূপ স্থিরচিত্তে মৃত্যুর বিষয় আলোচনা করিতেন, তৎসদৃশ তরুণবয়স্ক ব্যক্তিগণকে সেইরূপভাবে পর্য্যালোচনা করিতে দেখা যায় না। তিনি জীবনের প্রতি ঘৃণা অথবা বীতরাগ প্রযুক্ত যে এরূপ করিতেন, তাহা নহে। কি স্বকার্য্যসম্পাদনে কি পরিবারগণের মধ্যে স্বজীবনে, কি অপরের মঙ্গলচিন্তা, কি অন্যের নিকট হইতে প্রতিস্নেহলাভে, সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে তিনি সুখ ও সন্তোষ অনুভব করিতেন। কিন্তু যাহারা মৃত্যু ও তৎপরে অনিশ্চিত বিষয় মনে উদিত হইলে ভয়ে আকুলিত হয় তাহাদিগের ন্যায় তিনি জীবনের প্রতি মহা আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। তিনি মৃত্যু প্রার্থনা করেন নাই; কিন্তু তিনি জীবনের প্রতি আদর প্রকাশ করিতেন না। মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে তিনি রাজ্ঞীকে কহিয়াছিলেন যে, "আমি জীবনের প্রতি আসক্ত নহি, আপনি কিন্তু তৎপ্রতি অনুরাগবতী। আমি জীবনকে অধিক মূল্যবান বিবেচনা করি না; আমি মরিয়া গেলে আমার স্নেহপাত্রগণ কষ্ট পাইবে না এরূপ জানিতে পারিলে, আমি কল্যই মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত আছি। আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, যদ্যপি আমার ভয়ানক পীড়া হয় তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইব; আমি জীবন রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিব না।"

এই সমুদায় বাক্য উচ্চারণকালে কুমারের মুখমণ্ডলে বিষাদের কোনও চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত না। পরমেশ্বরের অভিপ্রায়ানুরূপ যত দিন এই পৃথিবীতে অবস্থান করিতে হইবে তাহাতেই সন্তুষ্ট এবং তদীয় ইচ্ছানুরূপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি মৃত্যুকে ভবিষ্যৎ দীর্ঘকালব্যাপী সুখকর জীবনের প্রবেশের দ্বার স্বরূপ বিবেচনা করিতেন; সেই জীবনে স্বীয় ও তদীয় প্রিয়পাত্রগণের সদ্‌গুণাবলীর ক্রমশঃই অনন্ত উৎকর্ষ সংসাধিত হইবে; তাহাতে পার্থিব দুর্ব্বলতা, বিষাদ অথবা পাপের লেশমাত্র থাকিবে না। রাজ্ঞী ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এক স্মারক লিপিতে লিখিয়াছেন যে "অন্য ব্যক্তি অন্যায় আচরণ করিলে অথবা তাহাদিগকে স্বকর্ত্তব্যে বিমুখ দেখিলে, তিনি অতিশয় দুঃখিত হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক মনোহর প্রফুল্ল মনোভাবনিবন্ধন তিনি সর্ব্বদা সুখ ও সন্তোষ উপভোগ করিতেন। তিনি দীর্ঘকাল জীবনধারণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু মরিতেও সেইরূপ প্রস্তুত ছিলেন। মৃত্যুর পর অধিকতর সুখময় জীবন উপভোগেচ্ছায় যে এরূপ করিতেন তাহা নহে, কেবল তিনি মৃত্যু নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকায় এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। ভবিষ্যতে স্বর্গগমনরূপ পারিতোষিক লাভের প্রত্যাশায় তিনি কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিতেন না, কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধে ন্যায়াচরণ করিতেন।"

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রিন্স কন্সর্টের এই সময়ে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল; এরূপ অবস্থায় সামান্যমাত্র বর্ষাবাত উপভোগ করিলেই নিশ্চয় ভয়ানকরূপে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে। যে জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন তাহার প্রকৃত কারণ কেহ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। কিন্তু সকলে অবগত আছেন যে, ২২ শে নবেম্বর সাণ্ডহার্ষ্টে রাজকীয়

সৈনিক কলেজ পরিদর্শনকালে তাঁহার পীড়ার সূত্রপাত হয়। এইরূপ বিদ্যালয়ের প্রতি তিনি সর্ব্বদা অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন এবং এই সমুদায় বিষয়ক সঙ্কল্প কিরূপ সতর্কতা ও পরিণামদর্শিতা সহকারে সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক তাহা তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতাবলে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি যে দিবস উইণ্ডসর হইতে সাণ্ডহার্ষ্টে গমন করেন, সেই দিবস ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছিল; তিনি অতি সাবধানে সাণ্ডহার্ষ্টের গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য পরিদর্শন করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপরিদর্শনের পর অনেক কার্য্য সম্পাদন হইতে অবলোকন করিয়া পরম পরিতোষলাভ করিলেন। তিনি উইণ্ডসরে প্রত্যাগমন করিয়া কহিয়াছিলেন যে, ভয়ানক দুর্দ্দিন এবং তিনি অতিমাত্র শ্রান্ত হইয়াছেন। সে দিবসের পরিশ্রম ও বর্ষাবাত ভোগ করাতে যে তাঁহার স্বাস্থ্যের ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

১০ই নবেম্বর হইতে কুমারের সুনিদ্রা হইত না। রাজ্ঞী ২৩শে নবেম্বর স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, নিদ্রাভাবে তিনি অতিশয় দুর্ব্বল ও শ্রান্ত প্রতীয়মান হইতেছেন। ঐ দিবস প্রিন্স লিনিঞ্জেনের সহিত কতিপয় ঘটিকার নিমিত্ত মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলেন। এই তাঁহার শেষ মৃগয়াগমন।

পরদিবস রবিবার কুমার রাজ্ঞী, রাজকুমার ও রাজকুমারীবর্গ এবং রাজকুমার লিনিঞ্জেন ও তৎপত্নী সমভিব্যাহারে ফ্রগমোরে গমন করিয়া ডচেস্ অব্ কেণ্টের সমাধিস্তম্ভ পরিদর্শন করিলেন। কুমার সেই দিবস লিখিয়াছেন যে, আমার সমস্ত শরীরে বাতিক বেদনা অনুভব হইতেছে এবং শরীর অতিশয় অসুস্থ। গত দুই সপ্তাহ আমার কিছুমাত্র নিদ্রা হয় নাই।

২৫শে নবেম্বর কুমার সাড়ে দশ ঘটিকার সময় উইণ্ডসর হইতে যাত্রা করিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের সহিত সাক্ষাৎ করি-

বার জন্য রেলযোগে কেম্ব্রিজ যাত্রা করিলেন। সেই দিবস ভয়ানক শীত ও ঝড় হইয়াছিল, এবং কুমার স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, তিনি তখনও অতিশয় অসুস্থ। পরদিবস দেড়টার সময় উইণ্ডসর দুর্গে প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, আমার শরীর অতিশয় মন্দ। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় রাজ্ঞীর সহিত পরিভ্রমণার্থ গমন করিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁহার কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের প্রয়োজন পৃষ্ঠে ও জঙ্ঘায় বেদনানুভব করিতেছিলেন। পরদিবস তিনি কিছুমাত্র সুস্থ হইলেন না; এবং রাত্রে নিদ্রাও হইল না; বরং অতিশয় ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়াছিলেন। স্বকীয় কক্ষ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই বিশ্রামোৎসুক ও বহির্গমনে সক্ষম নহেন।

২৮শে নবেম্বর পর্য্যন্ত কিঞ্চিন্মাত্রও সুস্থ হইলেন না। আমেরিকাবাসিগণ ট্রেণ্টনামক ইংরেজ-বাষ্পীয় পোতের উপর গোলাবর্ষণ পূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া, তাহার অধ্যক্ষকে অপমানিত করতঃ আরোহিবর্গকে বন্দী করিয়াছে; এই অপমানজনক সমাচার প্রাপ্ত হইয়া কুমার সাতিশয় দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইলেন। এই সমাচার ইংলণ্ডে উপনীত হইলে সকলেই ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। প্রধান সচিব লর্ড পামারষ্টোন রাজ্ঞীর নিকট লিখিলেন যে তদীয় গবর্ণমেণ্টের সভ্যগণ স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে, আমেরিকা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাঁহাদিগের অন্যায় আচরণের জন্য প্রতীকারের দাবী করা রাজ্ঞীর কর্ত্তব্য।

৩০শে নবেম্বর লর্ড জন রসেল আমেরিকাস্থ ইংরেজ রাজদূত লর্ড লিয়নের সমীপে প্রেরণার্থে এতদ্বিষয়ক নানাবিধ কাগজপত্রের মুস্‌বিদা রাজ্ঞীর সমীপে প্রেরণ করিলেন। ঐ দিবস সায়ংকালে সেই সকল কাগজপত্র উইণ্ডসর দুর্গে উপস্থিত

হইল। সেই শীতকালের দীর্ঘ রজনীতে নিদ্রা না হওয়ায় কুমার ঐ সমুদায় বিষয় আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। পীড়িত হইলেও তিনি অভ্যাসানুরূপ সাত ঘটিকার সময় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আট ঘটিকার মধ্যে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক উপরি উক্ত সরকারি কাগজ বিষয়ক স্মারকলিপির মুসু-বিদা অর্পণ করিলেন। রাজ্ঞী সেই দিবসের স্বকীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, তিনি প্রাতর্ভোজন গ্রহণে অসমর্থ, এবং তাঁহাকে দেখিতে অতিশয় অসুস্থ। কুমার স্মারকলিপির মুসুবিদা রাজ্ঞীর সমীপে প্রদানকালে তাঁহাকে কহিয়াছিলেন যে, তিনি এরূপ দুর্ব্বল যে স্মারকলিপি লিখিবার সময় স্বীয় কলম ধরিতেও অসমর্থ হইয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামার-ষ্টোন কুমারের কৃত সংশোধন উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করতঃ তদনুসারে কার্য্য করেন। কুমার সংশোধিত পত্রাদি হইতে ক্রোধোদ্দীপক বাক্যাবলী অপসারিত করিলেন। আমে-রিকান গবর্ণমেণ্টকে অবমানিত না করিয়া প্রতীকারের অবসর প্রদান করা হইল। এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া আমেরিকান গবর্ণ-মেণ্ট, ইংরেজ বাষ্পীয়পোত হইতে বলপূর্ব্বক গৃহীত ব্যক্তিদিগকে তৎক্ষণাৎ আনন্দসহকারে মুক্ত করিয়া দিলেন। লর্ড পামার ষ্টোনের এতদ্বিষয়ক পত্রিকা কুমারের নিকট উপস্থিতকালে তাঁহার পীড়ার বৃদ্ধি হইয়াছিল, রাজ্ঞী সেই পত্র স্বয়ং পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইলে তিনি আমেরিকান গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত কাগজপত্রের পরিবর্ত্তনজনিত উত্তম পরিণাম দর্শনে পরম প্রীত হইলেন।

২৮শে নবেম্বর তিনি কিঞ্চিৎ নিদ্রিত হইলেন ও কথঞ্চিৎ সুস্থ ছিলেন; কিন্তু সর্দ্দি ও সমস্ত শরীরের বেদনা পূর্ব্বের ন্যায় ছিল। পরদিবস ইটন কলেজের অবৈতনিক সৈনিকগণের

রণকৌশল প্রদর্শন ও রাজ্ঞীর সম্মুখ দিয়া সমভাবে পদক্ষেপ পূর্ব্বক গমন অবলোকনার্থ কুমার প্রাসাদের দক্ষিণভাগস্থ প্রাসাদপৃষ্ঠের নিম্নের পথে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তৎপরে অবৈতনিক সৈন্যগণ জলযোগের নিমিত্ত ভোজনাগারে প্রবেশ করেন। রাজ্ঞী দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন, "অবৈতনিক সৈন্যগণ উপবেশন করিলে আমরা ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়া টেবিলের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। আলবার্ট উত্তমরূপে বস্ত্রাচ্ছাদিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় অসুস্থ বোধ হইতে লাগিল। তিনি অতিকষ্টে ধীরে ধীরে গমন করিয়াছিলেন।" কুমারের গাত্রে মোটা জামা থাকিলেও তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বোধ হইতেছে, যেন তাঁহার পৃষ্ঠে শীতল জল ঢালিয়া দিতেছে। তৎকালে কুমার অতিশয় পীড়িত হইলেও তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ভোজনকালে তিনি অনুপস্থিত থাকিলে লোকে তাঁহার বিষয়ে আলোচনা এবং তদীয় স্বাস্থ্যবিষয়ে আশঙ্কা করিবে। অতএব এইরূপ আশঙ্কা যাহাতে না জন্মায়, তজ্জন্য তিনি ভোজনস্থানে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিরাছেন যে, "দুর্ভাগ্যক্রমে আমার উপস্থিত থাকা আবশ্যক।" এই তাঁহার দৈনন্দিন বিবরণীর শেষ লিখন, এবং অতিশয় কম্পিতহস্তে ইহা লিখিত হইয়াছে।

পরদিবস তিনি আরও শীত অনুভব করিতে লাগিলেন এবং পীড়ার অন্যান্য উপসর্গ লক্ষিত হইল। কিন্তু সন্ধ্যাকালে কুমার কিঞ্চিন্মাত্র সুস্থ হইলেন ও সায়ন্তন আহারকালে ভোজনাগারে উপস্থিত হইলেন; বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

১ লা ডিসেম্বর রবিবার। কুমারের পূর্ব্বরাত্রে নিদ্রা হয় নাই,

তিনি অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করেন। সে দিন আকাশ পরিষ্কার কিন্তু শীতময়; এবং তিনি অর্দ্ধঘণ্টাকাল প্রাসাদের নিম্নতলস্থ পুষ্পবৃক্ষাদিশোভিত স্থানে ভ্রমণ করিলেন। রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিনবিবরণীতে লিখিয়াছেন, "তিনি আমাদিগের সহিত উপাসনালয়ে গমন করিলেন; কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল মলিন ও তাঁহাকে দেখিলে পীড়িত বোধ হয়। তথাপি তিনি উপাসনার সময় জানুপাতিয়া উপবেশন করিয়া রহিলেন। তিনি জলখাবার খাইতে আগমন করিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র ভোজন করিতে পারিলেন না। রাজবৈদ্য সার জেম্‌স্ ক্লার্ক এবং ডাক্তার জেনার আগমন পূর্ব্বক আলবার্টকে অসুস্থ দেখিয়া অতিশয় বিষাদিত হইলেন। আলবার্ট আমাদিগের ভোজনাগারে আগমন করিয়া কিছুমাত্র আহার করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু আমাদিগের সহিত কথোপকথন ও আমাদিগের সমক্ষে উপন্যাসাদি বলিলেন। আহারের পর তিনি স্থিরভাবে উপবেশন পূর্ব্বক আলিস ও মেরি লিনিঞ্জেনের পিয়ানোবাদন শ্রবণ করিলেন। তিনি নিদ্রার নিমিত্ত রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকার সময় শয়নাগারে গমন করিলেন। আমি রাত্রি সাড়ে এগার ঘটিকার সময় তদীয় শয়নকক্ষে গমন করিলে, তিনি কহিলেন যে, তিনি শীতে কাঁপিতেছেন ও নিদ্রা হইতেছে না।"

সারারাত্র নিদ্রাভাব ও কম্পের পর পরদিবস ৭ ঘটিকার সময় গাত্রোত্থান করিয়া ডাক্তার জেনারকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তিনি আগমন করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত অসুস্থ ও বিষণ্ণচিত্ত দেখিলেন। বাতশ্লেষ্মিক জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন, "আলবার্ট সজ্জিত হইলেন না; কিন্তু পর্য্যঙ্কের উপরিভাগে শয়ান রহিলেন; আমি তাঁহার নিকট পাঠ করিতে লাগিলাম। তিনি কখন পর্য্যঙ্কের

উপর শয়ন, কখনও বা উপবেশনগৃহে বেত্রাসনের উপর উপবেশন করিতে লাগিলেন। সার জেম্‌স্‌ ক্লার্ক উপস্থিত হইয়া কুমারকে পূর্ব্বের ন্যায় দেখিলেন।”

কুমার লর্ড মেথিয়েনকে কহিয়াছিলেন যে, তাঁহার যে জ্বর হয় নাই, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার জ্বর হইলেই তিনি নিশ্চয় মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন। সে দিবস সায়ংকালে কুমার ভোজনাগারে আগমন করিতে পারিলেন না এবং তাঁহার ভোজনে অনিচ্ছা বৃদ্ধি পাইল। প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামারষ্টোন কুমারের পীড়ার লক্ষণ দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং কুমারের নিমিত্ত অপর একজন ডাক্তার প্রেরণের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। রাজ্ঞী কুমারের পীড়ানিবন্ধন অতিশয় কাতর ও ভীত হইলেও তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি ৩রা ডিসেম্বর সার জেম্‌স্‌ ক্লার্কের সহিত পরামর্শ করিলে তিনি তাহাকে পুনরায় কহিলেন যে, ভয়ের কোন বিশেষ কারণ নাই। তাঁহার এরূপ অভিমত প্রকাশ করিবার যুক্তিসমূহ ডাক্তার জেনারকে বুঝাইয়াছিলেন। সার জেম্‌স্‌ ক্লার্কের অভিমত যে, কুমারের পীড়া বাতশ্লেষ্মিক জ্বরে পরিণত হইবে না; এই কারণে ও সায়ংকালে কুমার অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকায়, অন্য ডাক্তারের উপদেশগ্রহণ করা যুক্তি সঙ্গত বোধ হইল না। রাত্রে কুমারের অল্পমাত্র নিদ্রা হইল এবং তজ্জন্য রাজ্ঞীর চিন্তা কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইল। কিন্তু কুমারের পূর্ব্বের ন্যায় ভোজনস্পৃহা রহিল না। তাঁহার কিছুই ভোজন করিতে স্পৃহা হইল না; রুটি, বিস্কুট আহার অথবা সুপ (ঝোল) পান করিলেন না। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন যে, “আমি অতিশয় চিন্তিত আছি, আমার আশ্রয়তরুর এরূপ দুরাবস্থা অবলোকনে নিরাশসমুদ্রে

নিমগ্ন হইয়াছি; তাঁহার মুখে হাস্য নাই। সার জেম্‌স্‌ ক্লার্ক উপস্থিত হইয়া আলবার্টের পীড়ার কোনরূপ উপশম দর্শন না করিয়া অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন, কিন্তু হতাশ হইলেন না।

পরদিবস (৪ঠা ডিসেম্বর) কুমার বেলা আট ঘটিকার সময় গাত্রোত্থান করিলেন। রাত্রে অল্পমাত্র নিদ্রা হইয়াছিল, রাজ্ঞী প্রাতর্ভোজনের পর তদীয় গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া লিখিয়াছেন যে, "তাঁহার মুখ অতিশয় মলিন ও বিষাদ-ময়। তিনি অর্দ্ধবাটীমাত্র চা ভিন্ন অন্য কিছুই পান করিতে পারিলেন না। তিনি তৎপরে উপবেশন গৃহে আগমন করিলেন। তথায় আমি তাঁহাকে মলিন দর্শন করতঃ ভয়ানক ভীত হইয়া অন্যত্র গমন করিলাম। আলিস তাঁহার সমীপে বসিয়া পাঠ করিতে লাগিল।"

সার জেম্‌স্‌ ক্লার্ক সে রাত্রে উইণ্ডসর দুর্গে ছিলেন। কুমারের জ্বর হইবে না বলিয়া রাজ্ঞীকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞী অল্পকাল ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কুমারকে চঞ্চল ও বিবর্ণ দর্শন করিলেন। তাঁহার সর্ব্ব শরীরে বেদনা মধ্যে মধ্যে সুস্থবোধ করিতেছিলেন। রাজ্ঞী লিখিয়া-ছেন, "যৎকালে আলিস তাঁহার নিকট বসিয়া পড়িতেছিল তখন তিনি শয্যায় শয়ান, অতিশয় অস্বচ্ছল, দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছিল; ইহা দেখিয়া আমি ভীত হইলাম। আমি ডাক্তার জেনারকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলাম। তিনি কিঞ্চিৎ ঔষধ প্রদান করিলেন, ও তিনি সদয়ভাবে আমাদিগকে ভীত হইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ডাক্তার জেনার কহিলেন যে, কুমারের কিঞ্চিৎ খাওয়া উচিত; তিনি স্বয়ং একথা কুমারকে বলিবেন। তিনি আরও কহিলেন যে, কুমারের পীড়া অধিক দিবস থাকিবে এবং কুমার যেরূপ কিছু ভোজন করেন না, এরূপ অনাহারে

থাকিলে চলিবে না। সেই দিবস রাজ্ঞীর নিকট সমাচার আসিল যে, কলিকাতায় ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পত্নী লেডী ক্যানিঙের মৃত্যু হইয়াছে। এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া রাজ্ঞী ও কুমার অতিশয় দুঃখিত হইলেন।

সেই রাত্রে ডাক্তার জেনার কুমারের সহিত অতিবাহিত করিলেন। পরদিবস, ৫ই ডিসেম্বর, বেলা আট ঘটিকার সময় রাজ্ঞী কুমারকে উপবেশন গৃহে কৌচের উপর উপবিষ্ট দেখিলেন। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন, "তাঁহার মুখে হাস্য নাই, আমাকে মনযোগ পূর্ব্বক দেখিলেন না; কিন্তু নিজের কষ্টকর অবস্থা বিজ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহার কি পীড়া হইয়াছে ও কতকাল উহা ভোগ করিতে হইবে তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার আচরণে বৈলক্ষণ্য প্রতীয়মান হইল, মধ্যে মধ্যে শূন্য দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি বস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া আমি তথা হইতে চলিয়া গেলাম। আমি তাঁহার জন্য অতিশয় চিন্তিত হইলাম, কিন্তু ডাক্তারগণের প্রমুখাৎ তাঁহার পীড়ার কথঞ্চিৎ উপশম শ্রবণ করিয়া আমার কিঞ্চিৎ আশা জন্মিল। সার জেম্‌স্ ক্লার্ক আসিয়া কহিলেন যে, তিনি বিবেচনা করেন, আলবার্ট অদ্য কিঞ্চিৎ সুস্থ।"

সায়ংকালে ডাক্তারগন কহিলেন, কুমার যে অদ্য কথঞ্চিৎ সুস্থ আছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী লিখিয়াছেন, "আমি আলবার্টকে অতিশয় সদয়, প্রেমবান ও পূর্ব্বের ন্যায় দেখিলাম। বালিকা বিট্রেসকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম এবং তিনি তাহাকে সাদরে চুম্বন করিলেন। আমি তাহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফরাসী পদ্য বলিতে কহায় সে সেই সকল পড়িতে আরম্ভ করিল; তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন। পরে তিনি কিয়ৎক্ষণ তদীয় ক্ষুদ্র হস্ত স্বীয় হস্তে

ধারণ করিলেন এবং বিট্রেস তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। দিবাভাগে অনেকক্ষণ নিদ্রিত হইলেও তিনি তৎপরে নিদ্রিত হইলেন; তাঁহার পাছে নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এই ভয়ে আমি তথা হইতে আস্তে আস্তে অপসৃত হইলাম।”

রাজ্ঞী ভোজনের পর কুমারকে দেখিয়া লিখিয়াছেন, “ডাক্তার জেনার অভিমত প্রকাশ করিলেন যে তাঁহার সেখানে বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নিদ্রিত হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না, ডাক্তার জেনার তথা হইতে চলিয়া গেলে তিনি বস্ত্রপরিবর্ত্তন গৃহে গমন করিয়া তথায় শয়ন করিলেন এবং কহিলেন যে আমার সুনিদ্রা হইবে।”

৬ই ডিসেম্বর বেলা আট ঘটিকার সময় তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন “আমি তাঁহাকে উপবেশন গৃহে উপবিষ্ট দেখিলাম, তাঁহাকে দেখিয়া দুর্ব্বল ও শ্রান্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি কহিলেন পীড়ার কিছুমাত্র উপশম হয় নাই, ও স্বীয় পীড়ার কারণ কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না। আমি তাঁহাকে কহিলাম যে, অতিশয় কার্য্য ও পরিশ্রমনিবন্ধন এই পীড়া জন্মিয়াছে। তিনি উত্তর করিলেন যে, কার্য্য অনেক পড়িয়াছে বটে ও তদ্বিষয়ে আপনি মন্ত্রী-দিগকে কহিবেন। ডাক্তারগণ আগমন করিয়া তাঁহাকে অল্পমাত্র সুস্থ বলিয়া বিবেচনা করিলেন না, এবং পূর্ব্বের অপেক্ষা তাঁহার জ্বর যে প্রবলতর দেখিলেন, ইহা তাঁহাদিগের ভাব দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইল।”

এইক্ষণে পীড়ার লক্ষণ স্পষ্টই উপলব্ধি হইল এবং ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া কহিলেন যে বাতশ্লেষ্মিক জ্বরের সমস্ত লক্ষণ তাঁহাতে লক্ষিত হইতেছে। ডাক্তার জেনার এই সমাচার রাজ্ঞীকে অবগত করিয়া সদয়ভাবে কহিলেন যে, তাঁহারা বরাবর

কুমারের অবস্থা সতর্কভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং তাঁহার পীড়াকে জ্বর বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্য প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কি পীড়া ও কিরূপে চিকিৎসা করিতে হইবে তাহা স্থির করিতে সক্ষম হয়েন নাই। এই জ্বর কতিপয় দিবস থাকিবে কিন্তু তাহাতে তিনি ভীত নহেন, এবং কোনরূপ মন্দ লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই; কিন্তু জ্বর ত্যাগ না হইলে তিনি কিছুমাত্র সুস্থ হইবেন না। তিনি আরও কহিলেন যে, "তিনি আমার নিকট পীড়াসম্বন্ধে কোন কথা গোপন রাখিবেন না। কিন্তু আলবার্টকে এতৎসম্বন্ধে কিছুই অবগত করা যাইবেক না। কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি জ্বররোগকে ভয়ানক ভয় করেন। কি ভয়ানক পরীক্ষা! এতকাল কিরূপে আমি আলবার্টের উপদেশ প্রাপ্ত না হইয়া থাকিব। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু কত শত ব্যক্তির জ্বর হয় ও আরোগ্য হইয়া থাকে, ইহা বিবেচনা করিয়া অল্পমাত্র শান্তিলাভ করিলাম। আলিস অতিশয় সাহসবতী, সে আমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিল।"

সার জেম্‌স্ ক্লার্ক পূর্ব্বদিবস কুমারের অবস্থা দেখিয়া অতিশয় আশান্বিত হইয়াছিলেন; কিন্তু অদ্য উইণ্ডসর দুর্গে উপস্থিত হইয়া কুমারের পীড়ার মন্দ লক্ষণ সমুদায় অবলোকন করিয়া বিস্মিত ও হতাশ হইলেন। তিনি রাজ্ঞীকে হতাশ হইতে নিবারণ জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন এবং তাঁহাকে সাহস প্রদান করিতে লাগিলেন।

৮ই ডিসেম্বর ডাক্তারগণ কুমারকে কথঞ্চিৎ সুস্থ বিবেচনা করিলেন। আকাশমণ্ডল নির্ম্মল; প্রাতঃকালে রাজ্ঞী যখন কুমারকে দেখিতে আগমন করিলেন, তখন গৃহের গবাক্ষসমূহ উদ্ঘাটিত ছিল, কুমার প্রশস্ততরগৃহে গমন করিতে অভিলাষ

প্রকাশ করিলেন। তাঁহার সন্নিহিত কক্ষাবলীতে কেহই ছিল না, তদীয় অভিলাষ পরিপূরণ করা হইল। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন, "আমি প্রাতর্ভোজন করিয়া আগমন পূর্ব্বক দেখিলাম যে, তিনি "রাজকক্ষ" নামক প্রকোষ্ঠে শয়ান আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট বলিয়া বোধ হইল। সূর্য্য উদিত হইয়া প্রখরতর কিরণ দান করিতেছিল; প্রকোষ্ঠটি সুদীর্ঘ, সুন্দর, আনন্দজনক! কুমার কহিলেন যে, কক্ষটি অতিশয় সুন্দর। তাঁহার পীড়ার পর এই তিনি প্রথমতঃ বাদ্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে, দূরে সঙ্গীত বাদন শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে পিয়ানো আনয়ন করিলে আলিস বাদন করিতে লাগিল। তিনি ঊর্দ্ধদিকে নেত্রপাত করিয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে অভূতপূর্ব্ব এক মনোহর ভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল, নেত্রে অশ্রুবিন্দু দৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন যে, আর বাজাইবার প্রয়োজন নাই।"

রাজ্ঞী ভোজনের পর কুমারকে দেখিয়া লিখিয়াছেন, "তিনি আমাকে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কোমলভাবে আমার মুখমণ্ডল তদীয় হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া হাস্য করতঃ আমাকে 'খর্ব্বাঙ্গি প্রিয়তমে পত্নি' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অদ্য সায়ংকালে তদীয় এই স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে আমার হৃদয় দ্রবীভূত হইল; এবং আমি তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ হইলাম।" এই সময়ে কুমারের পীড়া অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে সাধারণে অপ্রকাশিত রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ৯ই ডিসেম্বর সংবাদ পত্রসমূহে লিখিত হইল যে, কুমারের জ্বরের উপসর্গ সমুদায় বৃদ্ধি পাইতেছে; এবং কিছু অধিক কাল পীড়া থাকিবে বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামারষ্টোন অতিশয় পীড়িত

হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় ভীত হইয়া রাজ্ঞী ও সাধারণ-জনগণের সন্তোষের নিমিত্ত অন্য চিকিৎসক নিয়োজনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

সার জেম্‌স্‌ ক্লার্ক ও ডাক্তার জেনার, রাজ্ঞী ও সমগ্র-জাতির সমীপে আপনাদিগের দায়িত্বের গুরুতা অনুভব করিয়া স্বব্যবসায়ী বিজ্ঞতম ব্যক্তিগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অভি-লাষুক হইলেন। তাঁহারা ডাক্তার ওয়াট্‌সন ও সার হেনেরি হলণ্ডনামক সুবিখ্যাত চিকিৎসক দ্বয়ের নাম নির্দ্দেশ করিলেন। ৯ই ডিসেম্বর ডাক্তার ওয়াট্‌সন কুমারকে দেখিবেন ইহা স্থিরীকৃত হইল। কুমার এইরূপ বন্দোবস্তে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তদীয় পরিদর্শনের পর কুমার রাজ্ঞীর সমীপে ডাক্তার ওয়াট্‌সনের বিষয়ে কহিলেন যে তিনি উপযুক্ত ব্যক্তি। ডাক্তার ওয়াট্‌সন আহূত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া লর্ড পামারষ্টোন সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু ইহাতেই পর্য্যাপ্ত বিবেচনা করিলেন না। এই সময়ে অন্যান্য মন্ত্রিগণও কুমারের নিমিত্ত আশঙ্কিত হইলেন।

১০ই ডিসেম্বর কুমারের অবস্থা কথঞ্চিৎ আশাজনক হইল। তিনি স্বচ্ছন্দে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সার জেম্‌স্‌ ক্লার্ক কহিলেন যে, এপর্য্যন্ত সমস্ত লক্ষণ সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হইতেছে। কুমারকে পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে রাখা প্রয়োজনীয় বোধ হইল। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন, "দ্বারদেশ দিয়া গমনকালীন তিনি তত্রস্থ মনোরম যিশুখৃষ্ট ও তদীয় মাতার চিত্রের প্রতি নেত্রপাত করিয়া আমাকে তাহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি তিন বৎসর পূর্ব্বে এই চিত্র আমাকে দিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা পরম রমণীয় পদার্থ দর্শন করিতে ভাল বাসিতেন।"

কিয়ৎক্ষণ পরে রাজ্ঞী পুনরায় দর্শন করিতে আগমন করিয়া কুমারকে কয়েকখানি পত্রপ্রাপ্তে আকুলিত দেখিলেন। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন, "ডাক্তার জেনার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি পত্র উদ্ঘাটন করিতে পারি কি না? এই পত্র সমূহে রাজ্ঞীর পুত্র আলফ্রেড ও লিওপোল্ডের বিষয় উল্লেখ ছিল। আমি পত্র উদ্ঘাটন করিতে পারি কি না, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, পত্রে মন্দসমাচারের ভয় করিয়া পত্র উদ্ঘাটন করিতে আমাকে নিষেধ করিলেন; কিন্তু আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার নিকট পত্র পাঠ করিলাম।"

সায়ংকালে ডাক্তার ওয়াট্‌সন আগমন করিলেন। তিনি কুমারের পীড়ার অনেক সুবিধা দেখিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। ডাক্তার জেনার বিবেচনা করিলেন যে, কুমার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিঃসন্দেহ অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছেন।

১১ই ডিসেম্বর রাজ্ঞী লিখিয়াছেন, "আলবার্ট নির্ব্বিঘ্নে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন; তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকট ধন্যবাদ বিজ্ঞাপন করিতেছি। প্রাতে আট ঘটিকার সময় আমি তাঁহার সমীপে গিয়া দেখিলাম যে, আলবার্ট উপবেশন পূর্ব্বক অনিচ্ছা-সহকারে সূপপান করিতেছেন। আমি তাঁহাকে ধরিলাম; তিনি স্বীয় মস্তক আমার স্কন্ধোপরি ন্যস্ত করিয়া কিয়ৎক্ষণ অবস্থান পূর্ব্বক কহিলেন যে, প্রিয়তমে বালিকে! আমি সাতিশয় সুখ অনুভব করিতেছি। ইহা শ্রবণ করিয়া আমি অতিশয় প্রীত হইলাম।"

ডাক্তার ওয়াট্‌সন সার জেম্‌স্ ক্লার্ক ও ডাক্তার জেনার বিবেচনা করিয়াছিলেন যে কুমারের পীড়ার লক্ষণ মন্দ নহে। যাহা হউক তাঁহারা সার হেনেরি হলণ্ডের সহিত পরামর্শ করিতে

মনস্থ করিলেন। সেই দিবস তিনি কুমারকে দর্শন করিতে আগমন করিলেন। তাঁহারা সকলে একত্রে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, জনসাধারণকে এইমাত্র বিদিত করা কর্ত্তব্য যে কুমারের পীড়া গুরুতর হইলেও আপাততঃ কোনও ভয়ের কারণ নাই। সায়ংকালে কুমারের নিশ্বাস প্রশ্বাসে সামান্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। এতন্নিমিত্ত সকলেই চিন্তিত হইলেন। এই দিবস অধিকাংশ সময় রাজ্ঞী কুমারের নিকট অতিবাহিত করিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে বসিয়া পাঠ করেন। কার্য্যান্তরে অন্য স্থানে সামান্য কালের জন্য প্রয়োজন হইলেও কুমার রাজ্ঞীর অন্যত্র গমনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

১২ই ডিসেম্বর কুমারের পীড়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং শ্বাস দীর্ঘ হইল। যত বেলা হইতে লাগিল, তিনি তত চঞ্চল ও দুর্ব্বল হইলেন। সময় সময় প্রলাপবাক্য কহিতে লাগিলেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি স্বাভাবিক সংজ্ঞালাভ করিতে লাগিলেন।

যতই দিবস অতীত হইতে রহিল, লর্ড পামারষ্টোন ততই কুমারের নিমিত্ত অধিকতর উৎসুক হইলেন। লর্ড পামারষ্টোন সর্ব্বদা কুমারের পীড়ার বিষয় অবগত হইতেন। ১২ই ডিসেম্বর তিনি সার চার্লস্ ফিপ্সের নিকট কুমারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া অন্যূন তিন খানি পত্র লিখিলেন। তৃতীয় পত্রখানি দেখিয়া অবগত হওয়া যায় যে, সার চার্লস্ ফিপ্স দিবসের শেষভাগে কুমারের পীড়ার লক্ষণ মন্দ দেখিয়া কুমারের জীবন সংশয়, এই সমাচার লর্ড পামারষ্টোনকে লিখিয়াছিলেন। লর্ড পামারষ্টোন তৎপ্রত্যুত্তরে লিখিয়াছেন, "আপনার প্রেরিত তারযোগের সংবাদ ও পত্রিকা আমার পক্ষে বজ্রাঘাতের তুল্য হইয়াছে; কুমারের পীড়া যে সহসা সাংঘাতিক হইতে পারে, তাহা আমি বিশেষ অবগত আছি; কিন্তু আমি আশা করিয়াছিলাম যে,

পীড়ায় কোনরূপ জীবনের আশঙ্কা ঘটিবে না। আপনার প্রেরিত সমাচার পাঠ করিয়া ভয়ানক বিপদের আশঙ্কা হইয়াছে; এক্ষণে আশা করি যে, ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া ভয়ানক বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।"

পরদিবস কুমারের শ্বাস ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ডাক্তার জেনার রাজ্ঞীকে কহিলেন যে কুমারের এই লক্ষণ সাংঘাতিক হইতে পারে এবং ইহা দ্বারা ফুস্ফুসের বিকৃতি হইতে পারে। কুমারের অবস্থা রাজপরিবারবর্গকে অবগত করান হইল। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বের ন্যায় কুমার শয়নাগার হইতে যে কক্ষে সারাদিবস অতিবাহিত করেন সেই কক্ষে নীত হইবার কালে সেই দিন প্রথমতঃ তদীয় প্রিয়তম চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না; এবং পূর্ব্বের ন্যায় আলোকের দিকে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করেন নাই। কিন্তু তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে শয়ান থাকিয়া গবাক্ষ মার্গ দ্বারা আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। রাজ্ঞী অপরাহ্নে অল্পমাত্র পরিভ্রমণ করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন যে কুমার সহসা ভয়ঙ্কররূপে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু সায়ংকালে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত কুমারের সে অবস্থা পরিবর্ত্তন হইল। তাঁহার নাড়ীর গতি পরিবর্ত্তিত হইল, এবং তিনি কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহময় হইলেন। রাজ্ঞী হতাশ হইলেও কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত কুমারের আরোগ্য-বিষয়ে তাঁহার আশা জন্মিল। সারারাত্র প্রতি ঘণ্টায় রাজ্ঞীর সমীপে কুমারের কুশলময় সমাচার নীত হইয়াছিল।

১৪ ই ডিসেম্বর শনিবার প্রাতে ছয় ঘটিকার সময় উইণ্ড-সরবাসী মিঃ ব্রাউন রাজ্ঞীকে সমাচার প্রদান করিলেন যে, কুমার এক্ষণে অনেক ভাল আছেন, এবং তাঁহার বিশ্বাস যে মন্দ উপসর্গসমূহ অতীত হইয়াছে। তিনি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে

রাজপরিবারদিগের চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ও কুমারের শরীরের ভাব সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। রাজ্ঞী লিখিয়াছিলেন, "আমি বেলা সাত ঘটিকার সময় তাঁহাকে দেখিতে গমন করিলাম। আকাশ পরিষ্কার সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতেছেন। চিকিৎসকদিগকে দেখিয়া চিন্তিত বোধ হইল। আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম। তৎকালে আমার প্রিয়তম আলবার্টকে দেখিতে যেরূপ সুন্দর বোধ হইল সে ভাব কখন বিস্মৃত হইব না। তিনি তথায় শয়ান, তাঁহার মুখমণ্ডল নবোদিত সূর্য্যকিরণে আলোকিত। তদীয় স্বভাবতঃ উজ্জ্বল চক্ষু অদৃশ্য পদার্থের প্রতি নিহিত। তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না।"

পূর্ব্ব দিবস প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সকে কেম্ব্রিজ হইতে আগমন করিতে তারে সংবাদ প্রদান করা হইয়াছিল। তিনি রাত্রি তিন ঘটিকার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি আগমন করিলে সার হেনেরি হলণ্ড তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদীয় পিতার পীড়ার বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। দশ ঘটিকার সময় রাজ্ঞী কুমারের শয়নগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তথায় প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সার জেম্‌স্ ক্লার্ক ও ডাক্তার জেনার উভয়ে রাজ্ঞীকে আশ্বাস প্রদান করিতে সচেষ্ট হইলেন। কুমারের পীড়ার প্রকৃত সুবিধাকর পরিবর্ত্তন ঘটিলেও তাঁহারা কুমারের নিমিত্ত চিন্তিত হইলেন। কখন আশায় ও কখন ভয়ে এইরূপে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। রাজ্ঞী স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন ঃ—

"সেই দিবস আকাশ পরিষ্কার ছিল। আমি ডাক্তারগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে আমি কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত বায়ুসেবনার্থ বহির্গমন করিতে পারি কি না? ডাক্তারগণ কহিলেন যে

আপনি পনর মিনিটের নিমিত্ত বহির্গমন করিতে পারেন। বেলা বারটার সময় আমি আলিসের সহিত প্রাসাদপৃষ্ঠের উপর ভ্রমণার্থ নির্গত হইলাম। সৈনিকসঙ্গীত দূরে বাদিত হইতেছিল, আমি ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া একবারে কুমারের কক্ষে গমন করিলাম। ডাক্তার ওয়াট্‌সন তথায় ছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে আলবার্টের অবস্থা ভাল কি না? তাঁহাকে সবল বলিয়া প্রতীতি হইল বটে, কিন্তু তিনি কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। ডাক্তার ওয়াট্‌সন প্রত্যুত্তরে কহিলেন যে, আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, কিন্তু আমরা তাঁহার আরোগ্যের প্রতি নিরাশ হই নাই। তাঁহারা আলবার্টকে উপবিষ্ট হইয়া পথ্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কারণ তিনি উপবেশন করিলে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন। ডাক্তারগণ কহিলেন যে নাড়ী ভাল আছে, ইহা মন্দ লক্ষণ নহে। প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মিনিট লাভ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এবং সার জেম্‌স্ ক্লার্ক আশান্বিত হইতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, তিনি তাঁহার অপেক্ষা গুরুতর লক্ষণাক্রান্ত রোগী দেখিয়াছেন এবং তাহারা আরোগ্যলাভ করিয়াছে। কিন্তু আলবার্টের নিশ্বাসে মন্দ লক্ষণ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছিল। তাঁহার মুখ ও হস্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল, ইহা অতিশয় মন্দ লক্ষণ বলিয়া আমি অবগত ছিলাম। ডাক্তার জেনারের নিকট এই বিষয় বিজ্ঞাপন করিলাম। তিনি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা অবলোকন করাতে আমি ভীত হইলাম। আলবার্ট হস্তের উপর হস্তস্থাপন করিলেন; তৎপরে হস্ত উত্তোলন করিয়া তিনি সুস্থ থাকিলে পরিচ্ছদ পরিধানকালে যেরূপ কেশবিন্যাস করিতেন সেইরূপভাবে কেশবিন্যাস করিতে লাগিলেন। ইহা

মন্দ চিহ্ন। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, যেন অন্য দীর্ঘতর প্রয়াণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছেন।”

রাজ্ঞী শোকার্ত্ত হইলেন। তিনি কুমারের কক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরবর্ত্তী কক্ষে গমন করিলেন। ডাক্তারগণ রাজ্ঞীকে আশা প্রদান করিতে রহিলেন। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে তৎকর্ত্তৃক লক্ষিত কুমারের মৃত্যুচিহ্ন সমুদায় গোপন করিতে সক্ষম হইলেন না। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন, “সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় আমি কুমারের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলাম। তাঁহার শয্যা কক্ষের মধ্যস্থানে নীত হইয়াছিল। তিনি জার্ম্মাণিভাষায় আমাকে সুশীলা স্ত্রী কহিয়া, আমাকে চুম্বনপূর্ব্বক, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন এই ভাবনায় সদয়ভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদীয় মস্তক আমার স্কন্ধদেশে স্থাপন করিলেন। আমি আমার বাহু তদীয় বাহুর নিম্নে রক্ষা করিলাম; কিন্তু তাঁহার এইভাব পুনরায় অন্তর্হিত হইল এবং তদীয় চিত্ত বিক্ষিপ্ত বোধ হইল। অল্পমাত্র নিদ্রিত হইলেন, কিন্তু বাহিরে যাহা ঘটিতেছিল সমুদয় অবগত ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি যাহা কহিতেছিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি মধ্যে মধ্যে ফরাসী ভাষায় কথোপকথন করিতেছিলেন। আলিস আসিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিলে তিনি তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। বার্টি, হেলেনা, লুই এবং আর্থার ক্রমে ক্রমে আগমন করিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিল এবং আর্থার তাঁহার হস্ত চুম্বন করিল। কিন্তু তিনি তৎকালে অর্দ্ধনিদ্রিত, তাহাদিগকে দেখিলেন না। তৎপরে তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া সার চার্লস্ ফিপ্সকে আহ্বান করিলেন। তিনি প্রবেশ করিয়া তাঁহার হস্ত চুম্বন করিলেন। কিন্তু আলবার্ট পুনরায় চক্ষু মুদিত করিলেন। জেনেরল গ্রে ও সার

টমাস বিডল্ফ আগমন করিয়া তাঁহার হস্ত চুম্বন করিলেন। তাঁহারা অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। কি ভয়ানক মুহূর্ত্ত! আমি যে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক প্রশান্তভাবে তৎপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, তজ্জন্য ঈশ্বরকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এইরূপে নাত্যুত্তম ও নাতিমন্দতম-ভাবে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার শয্যাপরিবর্ত্ত-নের আবশ্যক হইল এবং তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া উপবেশন করিতে সক্ষম হইলেন। তিনি স্বয়ং বিনাসাহায্যে শয্যান্তরগমনে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু সক্ষম হইলেন না। লোলিন নামক যে ভৃত্য কোবর্গ হইতে আগমনপূর্ব্বক ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দাবধি কুমারের পরিচর্য্যায় রত হইয়াছিল, সে ও অপর এক-জন ভৃত্য কুমারকে শয্যায় শয়ান করাইল। তদীয় পরিপাকশক্তি বলবতী ছিল। কিন্তু আমি ডাক্তার জেনারকে ইহা সুচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে তিনি কহিলেন যে, হায়! নিঃশ্বাসসম্বন্ধে এরূপ মন্দ লক্ষণ থাকায় পরিপাকশক্তিদ্বারা কোনও উপকার দর্শিবে না। ডাক্তারগণ কহিলেন, বায়ুমার্গদ্বারা বহুলপরিমাণে শ্বাস নিঃসৃত হইতেছে এবং তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, যতক্ষণ এরূপ থাকিবে, ততক্ষণ আরোগ্যের আশা আছে।”

রাজ্ঞী কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে গমন করিলেন; কিন্তু কুমারের শ্বাসের মন্দ লক্ষণ হইয়াছে শ্রবণ করিয়া কুমারের কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, কুমারের সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে। ডাক্তারগণ কহিলেন হয়ত, ইহা জ্বরোপশমকালীন স্বাভাবিক ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইলেও হইতে পারে। রাজ্ঞী কুমারের উপর নত হইয়া তাঁহার কর্ণ-বিবরে জার্ম্মাণিভাষায় কহিলেন যে, আমি আপনার পত্নী, কুমার মস্তক নতপূর্ব্বক রাজ্ঞীকে চুম্বন করিলেন। এইকালে কুমারকে

অর্দ্ধনিদ্রিত, প্রশান্ত ও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ হইল। অসুস্থ ও ক্লান্ত হইলে যেরূপ একাকী অবস্থান করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন, সেইরূপ কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে বাঞ্ছা করিলেন না। সন্ধ্যা সমাগতা হইলে রাজ্ঞী পুনরায় ক্রন্দন করিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিবার অভিপ্রায়ে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে গমন করিলেন। অনতিবিলম্বে কুমারের পীড়ার সাংঘাতিক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতে লাগিল। সার জেম্‌স্ ক্লার্ক রাজ্ঞীর সত্বর আগমনের নিমিত্ত রাজকুমারী আলিসকে প্রেরণ করিলেন। সার জেম্‌স্ ক্লার্ক কি উদ্দেশ্যে রাজ্ঞীকে আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইল। রাজ্ঞী কুমারের বামহস্ত গ্রহণ করিয়া তৎপার্শ্বে জানুপাতিয়া উপবেশন করিলেন। তৎকালে তাঁহার হস্ত শীতল ও নিঃশ্বাস মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছিল। শয্যার অপর পার্শ্বে রাজকুমারী আলিস, শয্যার পাদদেশে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স এবং রাজকুমারী হেলেনা জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন। শয্যার পাদদেশের অনতিদূরে রাজকুমার লিনিঞ্জেন, রাজবৈদ্যগণ এবং লোলিন নামক কুমারের ভৃত্য। মাননীয় জেনেরল ব্রুস্ রাজ্ঞীর সম্মুখভাগে কুমারের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তৎকালে গৃহমধ্যে উইণ্ডসরের ধর্ম্মযাজক, সার চার্লস ফিপ্স ও জেনেরল গ্রে উপস্থিত ছিলেন।

সেই গভীর নিঃস্তব্ধতাময় ও শোকপূর্ণ কক্ষমধ্যে যে গুরুতর শোকাবহব্যাপার ঘটিল, সচরাচর মৃত্যুশয্যায় সেইরূপ শোকজনক ঘটনা দৃষ্ট হয় না। পৃথিবীর এক মহৎ জ্যোতিঃ ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাপিত হইতেছিল; সেই জ্যোতিঃ পৃথিবীর পরম মঙ্গলসাধন করিয়াছে। অদ্য যাঁহারা শোক প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা গতকল্যমাত্র জগতের অভ্যুদয়ার্থ এই

জীবনের সুদীর্ঘকাল অবস্থানের আশা করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী, পিতা, মিত্র ও প্রভুর আদর্শস্বরূপ ছিলেন। তৎসদৃশ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির, মনুষ্যগণের প্রীতিলাভের নিমিত্ত যে সমস্ত সদ্‌গুণ থাকা আবশ্যক, সে সমুদয় গুণে তিনি ভূষিত ছিলেন। তিনি এক্ষণে পরজগতে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি আর কেহ অবলোকন করিবে না; তদীয় বিজ্ঞ উপদেশাবলী ও দৃঢ়, উদার চিন্তার বিষয় আর কেহ শ্রবণ করিবে না। উইণ্ডসর দুর্গের ঘটিকা যন্ত্রে এগারটা বাজিবার পনর মিনিট বাকীর শব্দ বাজিল; কুমারের মনোহর আকৃতি এক্ষণে ধীর ও প্রশান্তভাবে পূর্ণ হইল। তদীয় মনোহর মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে মনোজ্ঞ গভীর স্থিরভাব ধারণ করিল। তিনি দুই তিনবার দীর্ঘ ও মৃদুভাবে শ্বাস গ্রহণ করিলেন এবং তৎপরে তদীয় আত্মা পৃথিবী হইতে তদীয় উচ্চাভিলাষের উপযোগী অন্য জগতে যাত্রা করিল। সে জগতে গমনের নিমিত্ত তাঁহার অন্তঃকরণ চিরকাল উৎসুক ছিল; তথায় শ্রান্তগণ বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয় ও তথায় ন্যায়পরায়ণ সৎব্যক্তিগণের আত্মা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া পূর্ণতা লাভ করে।

কুমারের মৃত্যুনিবন্ধন যে শোকবহ্নি রাজ-প্রসাদমধ্যে প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা সত্বর সমগ্র ইংলণ্ডমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কি ধনী, কি নির্ধন, কি অত্যুন্নত-প্রাসাদনিবাসী মাননীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, কি পর্ণকুটীরনিবাসী চীরধারী দরিদ্রগণ সকলেই এই শোকাবহ সমাচার শ্রবণ করিয়া বিষাদসমুদ্রে নিমগ্ন হইল। রাজ্ঞীর শোকনিবন্ধন প্রজাগণ কাতর হইল এবং সেই রবিবারে নগরে নগরে রাজ্ঞীর স্বামিবিয়োগের সমাচার প্রচারিত হইলে, সমগ্র ইংরেজজাতি রাজ্ঞীর শোক শান্তির নিমিত্ত পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

সত্বর সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, কুমারের মৃত্যু হইলেও তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও সৎস্বভাবজনিত সংস্কার রাজ্ঞীর হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই। কুমারের সৎদৃষ্টান্ত দেখিয়া রাজ্ঞী, স্বজীবন পরম কারুণিক জগৎপাতাকর্ত্তৃক স্বকীয় পরিবার ও প্রজাবর্গের মঙ্গলোদ্দেশে প্রদত্ত হইয়াছে এইরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া শান্তিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কুমারের মৃত্যুর পর অনেক কাল অতীত হইয়াছে। কালের প্রভাবে তৎপ্রতি অনুরাগবান ব্যক্তিগণের নিদারুণ শোক ক্রমে কোমল ও নির্ম্মলভাব ধারণ করিয়াছে; তাঁহার অনুরক্ত ব্যক্তিগণ এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কুমার স্বকীয় সুখভোগের কামনা বিসর্জ্জন করিয়া কিরূপে সাধারণের মঙ্গল সাধন হয় তদ্বিষয়ে তৎপর ছিলেন; গৃহীত দেশ ও মনুষ্য সাধারণের কল্যান-বিধানার্থ স্বজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর প্রিন্স কন্সর্টের দেহ উইণ্ডসর দুর্গ হইতে সেণ্ট জর্জের উপাসনালয়ের রাজকীয় সমাধি স্থানের দ্বারদেশে কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত সংস্থাপিত হইল। ফ্রগ্-মোরে তদ্দেহ রক্ষণার্থ সমাধিস্থান প্রস্তুত হইয়া উৎসর্গীকৃত হওয়া পর্য্যন্ত তদীয় দেহ ঐ স্থানে ছিল। সমাধি দানকালে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স গুরুতর শোচনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তদীয় ভ্রাতা রাজকুমার আর্থার (বর্ত্তমান ডিউক অব্ কনট্) ও কুমারের ভ্রাতা সাক্স কোবর্গ ও গোথার ডিউক তৎকার্য্যে তাঁহার সহযোগী হইয়াছিলেন। মেজর জেনেরল রবার্ট ব্রুস্, প্রুশিয়ার যুবরাজ, ব্রেবাণ্টের ডিউক, ফ্লাণ্ডার্সের কাউণ্ট, নেমো-র্সের ডিউক, হেসির রাজকুমার লুই, সাক্স উইমারের রাজকুমার এডোয়ার্ড, কাউণ্ট গ্লিচেন, মহারাজা দলীপ সিং ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করেন।

প্রিন্স কন্সর্টের তরবারি ও উষ্ণীষ কৃষ্ণবর্ণ মখমলের গদির উপর করিয়া লর্ড জর্জ লেনক্স কর্তৃক এবং তদীয় মুকুটও সেইরূপে লর্ড স্পেন্সার কর্তৃক নীত হয়। প্রিন্স কন্সর্টের মৃতদেহ শবাধারের মধ্যে রক্ষিত হইয়া ছয়টি অশ্বসংযুক্ত শোকপ্রকাশক শকটে করিয়া নীত হইল। 'লাইফ গার্ডস্' নামক সৈন্যের দ্বিতীয় বিভাগ তাহার সমভিব্যাহারে গমন করে। তৎপরে রাজ্ঞীর শকট, তৎপশ্চাৎ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের ও তদনন্তর ডিউক অব্ কেম্ব্রিজ ও তদীয় জননীর শকট গমন করে। এই সমুদয় শকটে ছয়টি করিয়া অশ্ব নিয়োজিত ছিল। সমাধিপ্রদানার্থযাত্রা কালে সহগামী ব্যক্তিগণের পুরোভাগে "লাইফ গার্ডস্" নামক সৈন্যের দ্বিতীয় বিভাগস্থ ও স্কট্‌লণ্ডীয় 'ফ্রিউজিলিয়ার গার্ডস্' নামক বিভাগের সৈনিকপুরুষগণ গমন করে। লর্ড চ্যান্‌সেলর, লর্ড জন রসেল, ডিউক অব্ নিউকাসল, ডিউক অব্ সমার্সেট ও গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য সভ্যগণ এবং রাজ্ঞীর গৃহের কর্ম্মচারিবর্গ সকলেই সমাধিদানক্রিয়ায় যোগদান করিলেন। ক্যাণ্টর্‌বরির প্রধান ধর্ম্মযাজক, ডিউক অব্ ওয়েলিংটন, ডিউক অব্ রট্‌লণ্ড, ডিউক অব্ বুক্লে, আর্‌ল অব্ ডর্বি, আর্‌ল অব্ ক্লারেণ্ডন, লর্ড কাউলি ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই উপলক্ষে আহূত হইয়াছিলেন। প্রিন্স কন্সর্টের মুকুট, তরবার ও উষ্ণীষ সেণ্টজর্জের ধর্ম্মমন্দিরে উপনীত হইলে শবাধারের উপর সংস্থাপিত হইল। প্রধানতম শোকপ্রকাশক প্রিন্স কন্সর্ট শবাধারের শীর্ষদেশে এবং তদীয় ভ্রাতা রাজকুমার আর্থার ও প্রিন্স কন্সর্টের ভ্রাতা সাক্স কোবর্গ ও গোথার ডিউক উভয় পার্শ্বে এবং অন্যান্য রাজবংশীয়গণ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের পশ্চাৎভাগে অবস্থান করিয়াছিলেন। লর্ড চেম্বার্লেন শবদেহের পাদদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। সমাধিদানকালীন উপাসনার প্রথমাংশ শেষ হইলে শবাধার

রাজকীয় সমাধিস্থানের দ্বারদেশে সংস্থাপিত হয়, পশ্চাৎ উপাসনার শেষ অংশ সম্পন্ন হইল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ডিসেম্বর প্রাতে সাত ঘটিকার সময় প্রিন্স কন্সর্টের দেহপূর্ণশবাধার সেণ্ট জর্জ্জের উপাসনালয়ের রাজকীয় সমাধিস্থান হইতে ফ্রগ্‌মোরে অশ্বচতুষ্টয়সংযুক্ত শকটে করিয়া নীত হয়; তথায় এতন্নিমিত্ত এক সমাধিগৃহ রচিত হইয়াছিল। প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স ও অন্যান্য রাজপরিবারবর্গ এবং লর্ড চেম্বার্লেন প্রভৃতি রাজগৃহের কর্ম্মচারিবর্গ তথায় উপস্থিত ছিলেন। সমাধিস্তম্ভের সমীপে সকলে সমবেত হইলে শবাধার আনীত হইয়া সেই অচিরস্থায়ী সমাধিস্তম্ভের নিম্নে রক্ষিত হইল। ইতিপূর্ব্বেই রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিদ্বয় উইণ্ডসর-দুর্গস্থ সেণ্ট জর্জ্জের উপাসনালয় হইতে শবাধারের উপরিস্থিত, পূর্ব্বপ্রদত্ত পাম বৃক্ষেরশাখা ও পুষ্প মাল্য আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা সমাধিদানকালে পুনরায় রাজপরিবারবর্গ কর্ত্তৃক তদুপরি সংরক্ষিত হইল। প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স শবাধারের উপর তরবারখানি সংস্থাপন করিলেন; কিন্তু সমাধিস্থানে স্থানসংকীর্ণ-বশতঃ তাহার মধ্যে উষ্ণীষ ও মুকুটের সংকুলান হইল না। তৎপরে সমাধিস্থান প্রস্তর দ্বারা রুদ্ধ করা হইয়াছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৬ শে নবেম্বর পর্য্যন্ত শবাধার এইরূপ সংস্থাপিত থাকে; ঐ দিবস ইহা চিরস্থায়ী সমাধিস্থানে সংরক্ষিত হয়।

সম্পূর্ণ।

PRINTED BY UPENDRA NATHA CHAKRAVARTI,
AT THE SANSKRIT PRESS,
No. 62, AMHERST STREET, CALCUTTA.
1892.